সেবা প্রকাশনী

আগাথা ক্রিস্টি-র

সিরিয়াল কিলার

রূপান্তর: মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
ও তৌফির হাসান উর রাকিব

BanglaBook.org

অনুবাদ

আগাথা ক্রিস্টি-র

সিরিয়াল কিলার

রূপান্তর: মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
তৌফির হাসান উর রাকিব

পুলিসের নাকের ডগায় একের পর এক খুন করে চলেছে এক দুর্ধর্ষ খুনি! রহস্যময় এই ঘাতক, শিকার বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে মেনে চলছে অদ্ভুত এক সিরিয়াল—ইংরেজি বর্ণমালা!

খুনের স্থান-কাল অগ্রিম জানিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হলো দুঁদে গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোকে, 'পারলে ঠেকাও আমাকে...'

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে সাথে নিয়ে কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নামল পোয়ারো; কিন্তু মহা ধুরন্ধর আর বেপরোয়া খুনিটার সঙ্গে এঁটে ওঠা যে বড্ড কঠিন!

ধীর লয়ে 'এ' থেকে 'জেড'-এর দিকে এগিয়ে চলেছে লোকটা।

কে সে? কী চায়? কিছুই জানা নেই!

তবে এটা ঠিকই জানা আছে যে, খুব তাড়াতাড়ি লোকটাকে থামাতে না পারলে, প্রলয় নেমে আসবে গোটা ইংল্যাণ্ডের ওপর!

প্রিয় পাঠক, চলুন এই মহাবিপদে পোয়ারোর পাশে থাকি। সবাই মিলে একবার চেষ্টা করে দেখি, ভয়ঙ্কর খুনিটাকে পাকড়াও করা যায় কিনা!

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

আগাথা ক্রিস্টি-র

সিরিয়াল কিলার

রূপান্তর ■ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ্ ও
তৌফির হাসান উর রাকিব

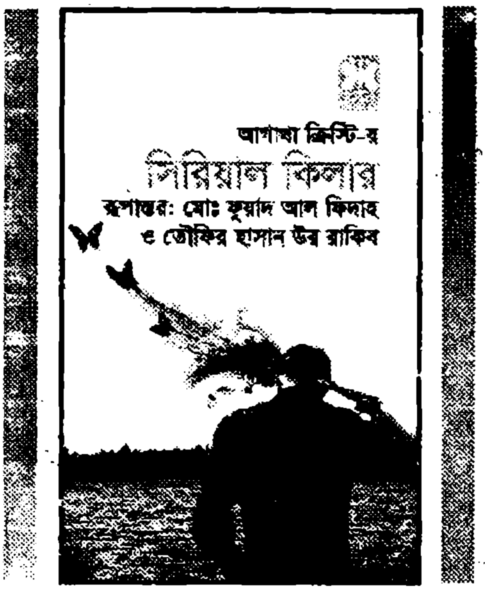

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3269-1

একশ' বারো টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকদ্বয়ের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

THE ABC MURDERS
By: Agatha Christie
Trans. by: Md. Fuad Al Fidah
Tawfir Hasan Ur Rakib

উৎসর্গ

বড় মামী, বড় বোন এবং প্রিয়তমা স্ত্রীকে ।

– মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

ভূমিকা

প্রিয় পাঠক, 'সিরিয়াল কিলার' বইটি হাতে তুলে নেয়ার জন্য আপনাকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ। আমাদের কাছে বইটির কাহিনি চমৎকার লেগেছে; আশা করি, আপনারও ভাল লাগবে।

যৌথ অনুবাদের ক্ষেত্রে সচরাচর যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, অর্থাৎ ভাগাভাগি করে কাজ করা; এক্ষেত্রে সেটা করা হয়নি। শুরুতেই পুরো বইয়ের কঙ্কালটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন ফুয়াদ ভাই, তারপর আমি তাতে রক্ত-মাংস জুড়ে দিয়েছি।

সবশেষে পরম যত্নের সাথে আমাদের ভুলত্রুটিগুলো শুধরে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় কাজী শাহনূর হোসেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া কখনওই এই বইটি আলোর মুখ দেখত না। ওঁর প্রতি রইল একরাশ কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে বলতে চাই, পাঠক হিসেবে বইটি যদি আপনার কাছে ভাল লেগে থাকে, তাহলেই কেবল আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। সবার সমর্থন পেলে, ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও কিছু ভাল-ভাল বই আপনাদেরকে উপহার দেয়ার আশা রাখি।

ভাল থাকুন সবসময়, আপনার পাশের মানুষটিকেও ভাল রাখুন।

–তৌফির হাসান উর রাকিব

পূর্বকথন

ক্যাপ্টেন আর্থার হেস্টিংস, ও.বি.ই.-র জবানীতে

কাহিনি বর্ণনায় সচরাচর আমি যে পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকি, এক্ষেত্রে তা থেকে অনেকটাই সরে এসেছি। সাধারণত যেসব ঘটনা আর দৃশ্যে আমি নিজে উপস্থিত থেকেছি, কেবল সেসব ঘটনার বর্ণনাই দিয়ে থাকি। তবে এবারে সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছি আমার অনুপস্থিতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীও। আর তাই কিছু-কিছু অধ্যায় রচিত হয়েছে নাম পুরুষে।

তবে পাঠকদেরকে এটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি, ওসব অধ্যায়ের ঘটনাগুলো সম্পূর্ণ নিখাদ; আমি নিজে এর জামিন হলাম। তবে বিভিন্ন মানুষজনের মানসিক অবস্থা আর চিন্তা-ভাবনা বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি আমি। কারণ, আমার বিশ্বাস, আমি তাদেরকে প্রায় নিখুঁতভাবে বুঝতে এবং যথাযথভাবেই উপস্থাপন করতে পেরেছি। পাঠকদেরকে এটাও জানাতে চাই যে, ওসব অধ্যায়ের প্রতিটি বাক্য আমার বন্ধু এরকুল পোয়ারো স্বয়ং নিরীখ করেছে।

শেষ কথা হলো এই যে, মূল ঘটনার সাথে আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিস্তারিত বর্ণনা আমি যোগ করেছি। কেননা আমার বিশ্বাস, মানবিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো কোন ঘটনার ক্ষেত্রেই তুচ্ছ নয়। এরকুল পোয়ারো

আমাকে একবার বেশ নাটকীয়ভাবেই বলেছিল যে, কখনও-কখনও অপরাধের উপজাত হিসেবেও প্রেম আসতে পারে!

এ বি সি রহস্য সমাধানের ব্যাপারে আমার নিজস্ব মতামত হলো, পোয়ারো এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এ ধরনের রহস্যের মুখোমুখি এর আগে ওকে হতে হয়নি কখনও।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

চিঠি

১৯৩৫ সালের জুন মাসের কথা। আমার দক্ষিণ আমেরিকার র‍্যাঞ্চ থেকে ছয় মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে আসি। সময়টা ওখানে খুব একটা ভাল কাটছিল না আমার। বিশ্বব্যাপী যে মন্দা চলছিল, অন্যদের মত আমরাও তার শিকার হয়েছিলাম। এদিকে ইংল্যাণ্ডে এমন কিছু কাজ পড়ে গিয়েছিল, যেগুলো নিজে এসে না সারলেই নয়। তাই র‍্যাঞ্চ সামলাবার ভার স্ত্রীর হাতে সঁপে দিয়ে নিজে চলে এলাম লণ্ডনে।

ইংল্যাণ্ডে ফিরে যে প্রথমেই প্রাণের বন্ধু এরকুল পোয়ারোর সাথে যোগাযোগ করলাম, তা বলাই বাহুল্য। ততদিনে আগের ফ্ল্যাট ছেড়ে, লণ্ডনে নতুন আঙ্গিকে বানানো একটি ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে ও। প্রথমেই অনুযোগ করলাম, ওর এই ফ্ল্যাটটা বেছে নেয়ার পিছনে একমাত্র কারণ ওটার নিখুঁত জ্যামিতিক আকৃতি। পোয়ারো আমার এ অভিযোগ হাসিমুখে মেনে নিতে বাধ্য হলো।

'ঠিক ধরেছ, বন্ধু। কিন্তু একটা কথা বলো তো, এই জ্যামিতিক ভারসাম্য কি মনোমুগ্ধকর নয়?'

জানালাম, আমার কাছে ফ্ল্যাটটাকে একটু বেশিই চৌকোনা মনে হচ্ছে। পুরনো দিনের একটা কৌতুকের রেশ ধরে হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলাম, এই উত্তর-আধুনিক যুগে মানুষ

মুরগিকেও চারকোনা ডিম পাড়তে বাধ্য করবে কিনা!

পোয়ারোও মন খুলে হাসল।

'তোমার মনে আছে তাহলে ওটার কথা? আফসোস, যদি পারত! কিন্তু কোন বিজ্ঞানই এখনও মুরগির অতটা আধুনিক রুচি গড়ে তুলতে পারেনি! ওরা এখনও সেই আগের মতই বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন আকৃতির ডিম পাড়ে!'

স্নেহার্দ্র চোখে পুরনো বন্ধুর দিকে তাকালাম। এতটুকুও বদলায়নি সে, অবিকল আগের মতই আছে। শেষবার যেমন দেখেছিলাম, ঠিক তেমনই।

'চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে, পোয়ারো,' বললাম আমি। 'দেখে মনে হচ্ছে একবিন্দুও বয়স বাড়েনি তোমার। বরঞ্চ ব্যাপারটা অসম্ভব হলেও, মনে হচ্ছে, মাথার পাকা চুলের সংখ্যাটা আগের চেয়েও খানিকটা কমে গেছে!'

আমার দিকে চেয়ে হাসল পোয়ারো।

'অসম্ভব কেন হবে? আমার কাছে তো সত্যিই মনে হচ্ছে।'

'মানে, তুমি বলতে চাচ্ছ, দিন-দিন তোমার চুল না পেকে উল্টো কাঁচা হচ্ছে?'

'ঠিক তাই।'

'অসম্ভব! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এটা একেবারেই অসম্ভব!'

'মোটেও না।'

'এরকম কথা এর আগে শুনিনি কখনও। প্রকৃতির সব নিয়ম ভেঙে...নাহ্, বিশ্বাস হতে চাইছে না একদম।'

'আহ্, হেস্টিংস। তোমার সেই সরল আর সুন্দর মনটা দেখছি একদম আগের মতই আছে। সময় তাতে কোন আঁচড় ফেলতে পারেনি দেখছি! নিজের অজান্তে, এখনও তুমি একই নিঃশ্বাসে সমস্যা আর সমাধান, দুটোই বলে ফেল।'

BanglaBook.org

হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কোন কথা না বলে বেডরুমের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে, ফিরে এল একটা বোতল সমেত। ওটা আমার হাতে তুলে দিল সে।

বিহ্বল হয়ে বোতলটার দিকে তাকালাম।

ওতে লেখা:

রিভাইভিট–চুলের প্রকৃত রঙ ফিরিয়ে আনতে হলে আজই ব্যবহার করুন। রিভাইভিট সাধারণ কোন কলপ নয়। ছাই, পিঙ্গল, তামাটে, বাদামি আর কালো–এই পাঁচ রঙের রিভাইভিট পাওয়া যায়।

'পোয়ারো,' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'চুলে কলপ লাগানো শুরু করেছ তাহলে!'

'আহ্, এতক্ষণে বুঝলে তাহলে!'

'এজন্যই তোমার চুল আগের চেয়েও বেশি কালো মনে হচ্ছে।'

'বিলকুল ঠিক।'

'হায়, ঈশ্বর,' বিড়বিড় করলাম, চমকটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। 'পরেরবার এসে হয়তো দেখতে পাব, নকল গোঁফও লাগিয়েছ! নাকি এখনই চুলের মত গোঁফেও...?'

কুঁচকে গেল পোয়ারোর মুখ। গোঁফ বরাবরই ওর স্পর্শকাতর জায়গা। অস্বাভাবিক রকমের গর্বিত সে তার ওই গোঁফ নিয়ে। তাই আমার কথাটা একেবারে ওর জায়গামত আঘাত করেছে।

'না, না, একদম না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এমন দিন যেন কখনও দেখতে না হয়। নকল গোঁফ! ওহ্, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে!'

ওগুলো আসল, এটা আমাকে দেখাবার জন্যই যেন

BanglaBook.org

বারকয়েক গোঁফ ধরে জোরে-জোরে টান দিল সে।

'যাই হোক, ওগুলো এখনও দারুণ দেখতে,' সহাস্যে বললাম।

'আসলেই তাই। পুরো লণ্ডন ঘুরেও আমার গোঁফজোড়ার সমতুল্য আরেক জোড়া গোঁফ খুঁজে পাবে না তুমি।'

না পাওয়াটাই মঙ্গলজনক, মনে-মনে বললাম। কিন্তু পোয়ারোর অনুভূতিতে আঘাত দিতে চাই না বলে মুখে কিছু বললাম না। প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলাম, এখনও সেই আগের পেশায় আছে কিনা সে।

'আমি জানি,' বললাম। 'বহু বছর আগেই তুমি অবসর নিয়েছ...'

'নিয়েছিলাম ঠিকই, সবজি চাষে মনোযোগী হতে চেয়েছিলাম! কিন্তু পারলাম আর কই? একটা খুন হলো আর আমিও যথারীতি জড়িয়ে পড়লাম রহস্যটায়। আর পত্রপাঠ বিদায় জানাতে বাধ্য হলাম আমার চাষবাসের সুপ্ত শখটাকে। তারপর থেকে—আমি জানি তুমি কী বলবে এখন—বলবে যে আমি ব্যালে নাচের সেই নর্তকীর মত...যে বার-বার অবসর নেয়, আর অবসর ভেঙে ফিরেও আসে!'

হো-হো করে হেসে উঠলাম।

'সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই দাঁড়িয়েছে এখন। প্রতিবার ভাবি, এই-ই শেষ, অনেক হয়েছে, আর না। কিন্তু প্রতিবারই একটা না একটা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে! স্বীকার করছি, বন্ধু, আমি নিজেই আসলে অবসর নিতে চাই না। মাথার ধূসর কোষগুলোকে কাজে না লাগালে, তাতে মরচে ধরবে যে।'

'বুঝলাম,' বললাম আমি। 'তাই মাঝে-মাঝে কোষগুলোকে খানিকটা কাজে লাগাও, এই তো?'

‘একদম ঠিক। নিজের কেস নিজেই বাছাই করে নিই। এরকুল পোয়ারো এখন কেবল জটিল অপরাধগুলো নিয়েই মাথা ঘামায়, বন্ধু।’

‘জটিল অপরাধ! তাহলে তো মনে হয় কালে-ভদ্রে দু’একটা কেস নাও।’

‘অনেকটা ওরকমই। তবে ক’দিন আগেই একটা চমৎকার রহস্য পেয়েছিলাম। বলতে পারো, একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছি।’

‘ব্যর্থ হচ্ছিলে বুঝি?’

‘না, না।’ পোয়ারোকে খানিকটা হতবাক মনে হলো। ‘ভুল বুঝেছ তুমি। আমি এই এরকুল পোয়ারো, আরেকটু হলেই মারা যেতে বসেছিলাম।’

সজোরে শিস দিয়ে উঠলাম।

‘দুঃসাহসী খুনি দেখছি!’

‘দুঃসাহসী না বলে বেপরোয়া বলাই বোধহয় ভাল,’ বলল পোয়ারো। ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেপরোয়া শব্দটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। আপাতত এসব কথা তোলা থাকুক। জানো, হেস্টিংস, তোমাকে আমি আমার মাসকট বলে ভাবি? আমার জন্য সবসময়ই তুমি সৌভাগ্য বয়ে আনো।’

BanglaBook.org

‘তাই?’ আমি বললাম। ‘কিন্তু কীভাবে?’

পোয়ারো আমার প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর দিল না। বরঞ্চ বলল:

‘তোমার আসার খবর শোনা মাত্রই নিজেকে বলছিলাম, এবার কিছু একটা ঘটবে। অতীতে আমরা দু’জন শিকারে নামতাম, মনে আছে? এবারও নামব। কিন্তু আগের মত গড়পড়তা শিকার হলে চলবে না কিন্তু। হতে হবে...’ উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে। ‘হতে হবে অনন্যসাধারণ আর চমকপ্রদ এক শিকার...’ মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বক্তব্য শেষ

করল ও।

'ওহ্, পোয়ারো,' বললাম আমি। 'তোমার হাবভাব দেখলে লোকে ভাববে, রিটজ হোটেলে পছন্দের খাবারের অর্ডার দিচ্ছ তুমি।'

'কিন্তু অপরাধ অর্ডার দিয়ে হয় না, তাই তো?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'তবে আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি...নাকি নিয়তি বলব? তোমার নিয়তিই হলো সবসময় আমার পাশে থাকা, আর আমাকে ক্ষমার অযোগ্য কোন ভুল করার হাত থেকে রক্ষা করা।'

'ক্ষমার অযোগ্য ভুল বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'চোখের সামনে আছে, এমন কিছু নজর এড়িয়ে যাওয়া।'

পোয়ারোর বলা কথাগুলো মনে-মনে নেড়ে-চেড়ে দেখলাম, কিন্তু আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

'তো,' হাসতে-হাসতে জানতে চাইলাম, 'তোমার এই জিভে জল আসা অপরাধের খোঁজ কি পেয়েছ, নাকি এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

'এখনও পাইনি। আসলে...হয়েছে কি...'

বলতে-বলতে থেমে গেল ও। কপালে চিন্তার রেখা দেখতে পেলাম। বেখেয়ালে দুয়েকটা জিনিস জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলেছিলাম, অবচেতনভাবে সেগুলোকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওর হাতজোড়া।

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই,' অবশেষে বলল পোয়ারো।

ওর গলার স্বরে এমন অদ্ভুত কিছু একটা ছিল যে আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলাম।

কপালের ভাঁজ এখনও বহাল আছে।

আচমকা সজোরে মাথা নেড়ে, জানালার কাছের একটা ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সবকিছু সুন্দর করে সাজানো-

BanglaBook.org

গোছানো ছিল ডেস্কটার উপর। তাই যে কাগজটা খুঁজছিল সহজেই সেটা পেয়ে গেল সে।

ধীর পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল পোয়ারো, হাতে একখানা খোলা চিঠি। নিজে একবার পড়ে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল ওটা।

'পড়ে দেখো, মন অ্যামি,' বলল সে। 'কী মনে হয় তোমার?'

কৌতূহলী হয়ে ওর হাত থেকে চিঠিটা নিলাম।

মোটা একটা সাদা কাগজে টাইপ করে লেখা:

মি. এরকুল পোয়ারো, আমাদের মাথামোটা ইংরেজ পুলিস যেসব সমস্যা সমাধানে হাবুডুবু খায়, সেসবের সমাধান করতে আপনি খুব পছন্দ করেন, তাই না? তাহলে দেখা যাক, মি. চতুর পোয়ারো, আসলেই আপনি কতটুকু বুদ্ধি রাখেন মাথায়। হয়তো এই সমস্যাটা আপনার মাথাই ঘুরিয়ে দেবে। এ মাসের একুশ তারিখে অ্যাণ্ডোভারের দিকে আপনার সুনজর কামনা করছি।

আপনার ভক্ত...

এ বি সি।

খামটার দিকে তাকালাম, ঠিকানাটাও টাইপ করা।

'ডব্লিউসি১-এর পোস্টমার্ক দেয়া,' পোস্টমার্কের দিকে আমাকে তাকাতে দেখে বলল পোয়ারো। 'যাক, কী মনে হচ্ছে?'

শ্রাগ করে চিঠিটা ওকে ফিরিয়ে দিলাম। 'আমার তো মনে হচ্ছে কোন পাগলের কাজ এটা।'

'শুধু এই? আর কিছু না?'

'কেন, তোমার কাছে লেখককে পাগল মনে হয়নি বুঝি?'

'তা হয়েছে, বন্ধু।' ভারী গলায় বলল পোয়ারো। অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে।

'মনে হচ্ছে ব্যাপারটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছ তুমি।'

'পাগলকে, মন অ্যামি, সিরিয়াসলিই নেয়া উচিত। একজন পাগল সাধারণ যে কারও চেয়ে বেশি বিপজ্জনক।'

'তা ঠিক। আমি অবশ্য এভাবে ভেবে দেখিনি...তবে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, চিঠিটা পড়ে মনে হচ্ছে কেউ বাঁদরামি করার জন্য লিখেছে। আমার মনে হয়, লেখক হয়তো একটু বেশিই গিলে ফেলেছিল।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। হয়তো চিঠিটা আসলেই কোন মাতাল লিখেছে...'

'কিন্তু তোমার সেটা মনে হচ্ছে না, তাই তো?' পোয়ারোর কণ্ঠের অসন্তোষ পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমি।

মাথা সে ঠিকই নাড়ল, তবে মুখে কুলুপ এঁটে রইল।

'এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিয়েছ?' জিজ্ঞেস করলাম আবার।

'কী পদক্ষেপ নেব? জ্যাপকে দেখিয়েছি। সে-ও তোমার মতই বলেছে—ব্যাপারটা কোন মাতালের বাঁদরামি। এমন চিঠি নাকি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে হরহামেশাই আসে। আমি নিজেও অবশ্য এমন চিঠি কম পাইনি...'

'তাহলে এবারের চিঠিটাকে এতটা গুরুত্ব দেয়ার কারণ?'

ধীর গলায় জবাব দিল পোয়ারো। 'চিঠিটায় অদ্ভুত কিছু একটা আছে, হেস্টিংস। আমার কেন যেন ঠিক পছন্দ হচ্ছে না...'

'কিছু একটা ভাবছ বলে মনে হচ্ছে?' জানতে চাইলাম।

আরেকবার ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল ও, চিঠিটা তুলে নিয়ে গিয়ে ডেস্কে রেখে দিল।

BanglaBook.org

'যদি চিঠিটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেই থাক, তাহলে এ ব্যাপারে কিছু করছ না কেন?' বললাম আমি।

'ওহ্, হেস্টিংস, ধৈর্য ধরো! তোমার সেই ধর তক্তা মার পেরেক ভাবটা এখনও যায়নি দেখছি! কী করতে পারি আমি? কাউন্টি পুলিসকেও দেখিয়েছি চিঠিটা, কিন্তু ওরাও কোন গুরুত্ব দেয়নি। কোন আঙুলের ছাপ নেই। লেখক কে, সে ব্যাপারে কোন সূত্রও নেই।'

'শুধু তোমার মনে হচ্ছে যে কোথাও কোন একটা ভজকট আছে?'

'কেবল "মনে হওয়া" না, হেস্টিংস। মনে হওয়া শব্দটা এ ক্ষেত্রে খাটে না। আমার জ্ঞান, আমার অভিজ্ঞতা, আমাকে চিৎকার করে জানাচ্ছে যে চিঠিটায় ভজকট আছে...'

বলার মত শব্দ খুঁজে না পেয়েই হয়তো থেমে গেল সে, তারপর মাথা নাড়ল।

'হয়তো সত্যিই তিলকে তাল বানাচ্ছি। ব্যাপারটা যা-ই হোক না কেন, অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আপাতত আর কিছু করার নেই।'

'হুম। একুশ তারিখ শুক্রবার। যদি সেদিন অ্যাণ্ডোভারের ধারে-কাছে কোন বড় ধরনের ডাকাতি হয়, তাহলে...'

'তাহলে ব্যাপারটা কতই না স্বস্তিদায়ক হবে...!'

'স্বস্তিদায়ক?' না বলে পারলাম না। 'ডাকাতি রোমাঞ্চকর হতে পারে, কিন্তু স্বস্তিদায়ক হয় কেমন করে?' প্রতিবাদ জানালাম।

জোরে-জোরে মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'ভুল করছ, বন্ধু। আমার কথার অর্থ বুঝতে পারনি। ডাকাতিটা স্বস্তিদায়কই হবে আমার জন্য, কেননা তাহলে আমি যে ভয়টা পাচ্ছি সেটা অমূলক বলে প্রমাণিত হবে।'

BanglaBook.org

'কী ভয় পাচ্ছ?'

'খুন,' বলল এরকুল পোয়ারো!

দুই

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর জবানীতে নয়

মি. আলেকজাণ্ডার বোনাপোর্ট কাস্ট তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াল, তারপর চোখ কুঁচকে তাকাল মলিন বেডরুমটার চারপাশে। দীর্ঘক্ষণ ধরে সংকীর্ণ স্থানে বসে থাকার কারণে পিঠ আড়ষ্ট হয়ে আছে, উঠে দাঁড়িয়েই আড়মোড়া ভাঙল সে। বাইরে থেকে এখন কেউ তাকে দেখতে পেলে ঠিকই বুঝতে পারত, আদতে কতটা লম্বা মানুষ সে। তবে তার ক্ষীণ দৃষ্টি আর খানিকটা কুঁজো হয়ে চলাফেরার কারণে, সহসা লোকে সেটা খেয়াল করে না।

বহু ব্যবহারে প্রায় জীর্ণ একটা ওভারকোটের দিকে এগিয়ে গেল সে, জিনিসটা দরজার পেছন থেকে ঝুলছে। ওভারকোটের পকেট থেকে এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট আর একটা দিয়াশলাই বের করে আনল। আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়ে আবারও ফিরে এল টেবিলের কাছে। টেবিলে পড়ে থাকা রেলওয়ে গাইডটা তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করল, তারপর নজর দিল টাইপ করে রাখা নামের তালিকাটার দিকে। একখানা কলম তুলে নিয়ে তালিকার প্রথম নামটায় টিক চিহ্ন দিল।

দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার, জুন মাসের বিশ তারিখ।

Banglabook.org

তিন

অ্যাণ্ডোভার

প্রথম যখন পোয়ারো আমাকে চিঠিটার কথা বলেছিল, তখন বেশ অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি বলতে একুশ তারিখ আসতে-আসতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের চিফ ইন্সপেক্টর জ্যাপের সাথে দেখা না হলে হয়তো আর কখনও মনেও পড়ত না! গোয়েন্দাপ্রবর অনেক দিনের পুরনো বন্ধু আমাদের, দেখামাত্রই তাই হৃদয় থেকে স্বাগত জানাল সে।

'নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে,' অবাক কণ্ঠে বলে উঠল জ্যাপ। 'আমাদের সবার প্রিয় ক্যাপ্টেন হেস্টিংস বুনো এলাকা থেকে শহরে ফিরে এসেছে! মসিয়ে পোয়ারোর সাথে তোমাকে দেখে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ঠিক আগের মতই আছ দেখছি, শুধু মাথার ঘন জঙ্গলটা একটুখানি ফাঁকা মনে হচ্ছে। অবশ্য আমাদের সবার অবস্থাই তথৈবচ, আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম নই।'

চেহারা কুঁচকে উঠল আমার। ভেবেছিলাম, সাবধানতার সাথে পরিপাটি করে রাখি বলে চুলের হালকা হয়ে আসাটা হয়তো কারও নজরে পড়বে না। কিন্তু জ্যাপ সেই আশার গুড়ে বালি ঢেলে দিল। তবে আমার সাথে জ্যাপের সম্পর্কটা উষ্ণ বলে হাসিমুখে মেনে নিলাম ওর তির্যক মন্তব্য।

BanglaBook.org

'ব্যতিক্রম শুধু মসিয়ে পোয়ারো,' বলে চলল জ্যাপ। 'হেয়ার টনিকের একেবারে প্রকৃষ্ট বিজ্ঞাপন হতে পারেন তিনি। আগের চেয়েও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে তাঁকে! এই বয়সেও প্রতিনিয়ত ভেলকি দেখিয়ে চলেছেন। সময়ের সবচেয়ে আলোচিত রহস্যগুলোর একেবারে কেন্দ্রে দেখা যায় তাঁকে। ট্রেন রহস্য, বিমান রহস্য, সমাজের উঁচু শ্রেণীতে হত্যা রহস্য–কোথায় নেই তিনি? আমার তো মনে হয় অবসর নেবার পর তিনি যতটুকু পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন, এর আগে ঠিক ততখানি আসেননি।'

'ক'দিন আগেই হেস্টিংসকে বলছিলাম, আমি ব্যালে নাচের সেই প্রধান নর্তকীর মত, যার প্রায় সবকিছুই শেষ হইয়াও হইল না শেষ,' সহাস্যে বলল পোয়ারো।

'আপনি নিজের মৃত্যু রহস্যও যদি সমাধান করে ফেলেন, তাহলেও আমি অবাক হব না,' হাসতে-হাসতে বলল জ্যাপ। 'বেশ খাসা একটা বুদ্ধি দিয়ে দিলাম কিন্তু। এ নিয়ে বই লিখে ফেললে মন্দ হয় না।'

'বইটা যে তাহলে হেস্টিংসকে লিখতে হয়,' আমার দিকে তাকিয়ে বলল পোয়ারো।

'হা হা হা! আসলেই বেশ মজার ব্যাপার হবে কিন্তু।' জ্যাপের হাসি যেন থামতেই চাইছে না।

আমার অবশ্য মাথায় আসছিল না, ব্যাপারটায় এতটা আমোদের আছেটা কী? আর যদি থেকেও থাকে, সেটা কোনভাবেই রুচিসম্মত নয়। মানুষ কীভাবে নিজের মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে!

আমার চেহারায় সম্ভবত মনের অসন্তোষটা প্রকাশ পেয়ে গেল, কেননা জ্যাপ আচমকা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলল।

'মসিয়ে পোয়ারোর কাছে পাঠানো উড়ো চিঠির খবর শুনেছ নিশ্চয়ই?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, শুনেছে। দেখিয়েছি ওটা ওকে,' আমার হয়ে পোয়ারোই জবাবটা দিল।

'ও, হ্যাঁ,' অকস্মাৎ বলে উঠলাম। 'ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা! আচ্ছা কত তারিখের কথা যেন লিখেছিল উন্মাদটা?'

'একুশ তারিখ,' মনে করিয়ে দিল জ্যাপ। 'সেজন্যই আমার এখানে আসা। গতকাল একুশ তারিখ পার হয়ে গেছে। কৌতূহল মেটাতে অ্যাণ্ডোভারে গত রাতে ফোনও করেছিলাম আমি। সত্যিই কেউ তামাশা করেছে। বলার মত কিছুই ঘটেনি ওখানে। বদমাশ কিছু বাচ্চা-কাচ্চা পাথর ছুঁড়ে একটা দোকানের জানালা ভেঙে দিয়েছে আর কয়েকজন মাতাল মাতলামি করেছে, স্রেফ এই-ই। সুতরাং, আমার মনে হয়, আমাদের বেলজিয়ান বন্ধু ব্যাপারটা নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা করছিলেন।'

'স্বস্তি পেলাম,' বলল পোয়ারো।

'আসলেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই না?' দরাজ কণ্ঠে বলল জ্যাপ। 'আমরা অমন চিঠি প্রতিদিন অন্তত দশ-বারোটা করে পাই। অকর্মণ্য আর পাগলাটে মানুষজন করার মত আর কিছু খুঁজে না পেয়ে, ওসব লিখে পাঠায়। আসলে কারও কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা ওদের থাকে না। খানিকটা উত্তেজনা খোঁজা আরকী।'

'ব্যাপারটাকে হয়তো একটু বেশিই গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছিলাম,' শান্তকণ্ঠে বলল পোয়ারো।

'সে যাই হোক, এখন আমাকে উঠতে হয়। পাশের রাস্তায় একটা কাজ আছে—চুরি হওয়া কিছু অলংকার লেনদেন হবে। ভাবলাম যাবার পথে থেমে আপনাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করে যাই। আপনার মাথার ধূসর কোষগুলোর খাটুনী এবার একদম বেগার গেল বলতে পারেন।'

কথা কয়টা বলে হাসতে-হাসতে বিদায় নিল জ্যাপ।

BanglaBook.org

'জ্যাপের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি, কি বলো?' জানতে চাইল পোয়ারো।

'দেখতে আগের চাইতে বুড়োটে দেখায়,' বললাম আমি। 'চামড়ার রঙ এমন হয়েছে যে, মনে হয়, দিনের বেশিরভাগ সময়ই গর্তে কাটাতে হয় ওকে।' অসন্তোষ গোপন রইল না আমার কণ্ঠে।

পোয়ারো ছোট্ট করে একটা কাশি দিয়ে বলল:

'শোনো, হেস্টিংস, আমার নাপিতের কাছে শুনেছি, বাজারে নতুন একধরনের ডিভাইস পাওয়া যাচ্ছে। খুলির চামড়ার সাথে লাগিয়ে নিজের চুল দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। পরচুলা নয় কিন্তু...'

'পোয়ারো,' রীতিমত গর্জে উঠলাম। 'তোমার ওই উন্মাদ নাপিতের কোন আবিষ্কার ব্যবহার করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই আমার। এমন কী সমস্যা আছে আমার চুলে, শুনি?'

'কোন সমস্যা নেই, একদমই না।'

'এমন তো না যে আমার মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। নাকি?'

'না, না! একদমই না!'

'দক্ষিণ আমেরিকায় গ্রীষ্মে অনেক বেশি গরম পড়ে। তাই কিছুটা চুল পড়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ভাল একটা হেয়ার টনিক কিছু দিন ব্যবহার করলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে আবার।'

'আলবৎ হবে।'

'আর তাছাড়া, আমার চুলের কী হলো না হলো, তাতে জ্যাপের কী যায়-আসে, হ্যাঁ? ঠোঁট পাতলা একজন মানুষ, খালি উল্টোপাল্টা কথা বলে। রসিকতাবোধ একদমই নেই ওর। তার কাছে কৌতুক মাত্রই স্থূল সব আচরণ। কোন মানুষ বসবার সময় যদি তার নিচ থেকে চেয়ার টেনে সরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে

BanglaBook.org

তা দেখে হাসতে-হাসতে গড়াগড়ি খাবে ব্যাটা।'

'অনেকেই কিন্তু অমন দৃশ্য দেখে হাসে,' ফোড়ন কাটল পোয়ারো।

'অর্থহীন, একেবারে অর্থহীন আচরণ।'

'যে লোকটা বসতে গিয়ে আছাড় খেল, তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অবশ্য তোমার কথাটা ঠিক।'

'বাদ দাও,' রাগটাকে একটু সামলে নিয়ে বললাম (স্বীকার করি, চুলের প্রসঙ্গে আমি একটু বেশিই স্পর্শকাতর)। 'এই উড়ো চিঠির ব্যাপারটা তাহলে একেবারে গুরুত্বহীন।'

'ভুল হয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম চিঠিটায় সন্দেহজনক কিছু একটা আছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, বোকামি করে ফেলেছি। বয়স হচ্ছে তো, তাই বুড়ো কুকুরের মত ভুল হচ্ছে। রজ্জুতেই সর্প দেখতে শুরু করেছি।'

'একসাথে কাজ করতে চাইলে, আমাদেরকে তাহলে অন্য কোন "জটিল" অপরাধ খুঁজে বের করতে হবে,' হাসতে-হাসতে বললাম।

'কথাটা মনে রেখেছ দেখছি! আচ্ছা, যদি ডিনারের মত করে অপরাধ অর্ডার করতে পারতে, তাহলে কী পছন্দ করতে?'

ওর খেলায় অংশ নেব ঠিক করলাম।

'একটু ভাবতে দাও। আগে জটিল অপরাধ কী-কী হতে পারে, তা নিয়ে ভাবা যাক। ডাকাতি? প্রতারণা? নাহ্, ঠিক জমছে না। খুন, খুন ছাড়া কিছুই আসলে তেমন আগ্রহ জাগায় না, তাই না?'

'স্বাভাবিক। আর কিছু?'

'ভিক্টিম কে হবে–নারী না পুরুষ? পুরুষ হলেই ভাল হয়। প্রভাবশালী কেউ হলে তো আরও ভাল। এই যেমন কোন আমেরিকান কোটিপতি অথবা কোন প্রভাবশালী মন্ত্রী,

BanglaBook.org

নিদেনপক্ষে কোন খবরের কাগজের মালিক। স্থান হিসেবে আমার পছন্দ হলো–লাইব্রেরি। খুনের আবহ তৈরিতে লাইব্রেরির কোন জুড়ি নেই। আর খুনের অস্ত্র হিসেবে চাই অদ্ভুতভাবে বাঁকানো ছোরা। অথবা কোন ভোঁতা অস্ত্রও হতে পারে, যেমন–খাঁজকাটা কোন পাথরের মূর্তি...'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পোয়ারো।

'হুম, অথবা...' পাত্তা না দিয়ে বলে চললাম। 'বিষও হতে পারে, কিন্তু বিষটা যেন কেমন রসকষহীন হয়ে যায়। আবার রাতের অন্ধকারকে খান-খান করে চিরে দেয়া কোন বন্দুকের গুলিও হতে পারে। সুন্দরী মেয়ে দু'একজন তো থাকতেই হবে...'

'তাদের চুল হবে লালচে...' বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো।

'তোমার সেই পুরনো ঠাট্টা। যাক গে, পুরো সন্দেহ গিয়ে পড়বে নিরপরাধ কোন এক সুন্দরীর ওপর। আর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হবে এক যুবকের। সন্দেহভাজন হিসেবে আরও কয়েকজনকে তো থাকতেই হবে। বয়স্কা এক মহিলা–রহস্যময়ী আর কুটিল প্রকৃতির, মৃত ব্যক্তির কোন বন্ধু আর নাহয় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী, চুপচাপ আর শান্ত স্বভাবের এক সেক্রেটারি–একেবারে নজরের আড়ালে থাকবে সে। আর থাকবে হাসিখুশি এক ভদ্রলোক, দুই-চারজন চাকরিচ্যুত চাকর থাকলে মন্দ হয় না। ও, হ্যাঁ, আরেকজনের কথা তো ভুলেই গিয়েছি, জ্যাপের মত বলদ প্রকৃতির একজন গোয়েন্দা অবশ্যই থাকবে।'

'এই তোমার জটিল অপরাধের নমুনা?'

'কেন, পছন্দ হলো না বুঝি?'

হতাশ চোখে আমার দিকে তাকাল পোয়ারো, 'এই মাত্র তুমি আজ পর্যন্ত যত গোয়েন্দা গল্প লেখা হয়েছে, তার একটা কাহিনি সংক্ষেপ বলে দিলে।'

'সেটাই তো,' বললাম। 'তুমি কী অর্ডার করবে, শুনি?'

BanglaBook.org

চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিল পোয়ারো। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'সোজাসাপ্টা কোন অপরাধ, যাতে কোন প্যাঁচঘোঁচ থাকবে না। শান্ত, ঘরোয়া জীবনকে জড়িয়ে ঘটবে সেই অপরাধ। নাটকীয় কিছু থাকবে না তাতে, তবে অন্তরঙ্গতা থাকবে।'

'অপরাধে আবার অন্তরঙ্গতা থাকবে কীভাবে?'

'ধরো,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'চারজন বসে-বসে ব্রিজ খেলছে। আর পঞ্চম জন, খেলার সুযোগ না পেয়ে আগুনের ধারে চেয়ারে বসে আছে। সন্ধ্যা শেষে দেখা গেল, এই পঞ্চম লোকটাই খুন হয়েছে। ব্রিজ খেলায় প্রতি বাঁটে একজনকে ডামি হতে হয়, জানো তো? চারজনের মাঝে একজন যখন ডামি, তখনই খুনটা করেছে সে। বাকি তিনজন খেলা নিতে এতটা মগ্ন ছিল যে তা টের পায়নি। আহ্, এই না হলে অপরাধ! খুঁজে বের করতে হবে, চারজনের মাঝে খুনি কে!'

'হুম, বুঝলাম। কিন্তু এতে উত্তেজনা কোথায়? ধুর।'

বেজার হয়ে আমার দিকে তাকাল পোয়ারো। 'যেহেতু এর মাঝে কোন বাঁকানো ছোরা নেই, কোন ব্ল্যাকমেইল নেই, নেই কোন দেবতার চোখ হিসেবে ব্যবহৃত পান্না চুরির ঘটনা আর নেই প্রাচ্য থেকে আমদানি করা, ধরা যায় না এমন বিষ—তাই এতে কোন উত্তেজনাও নেই, তাই না? নাটকীয়তা তোমার বড় বেশি পছন্দ, হেস্টিংস। তোমার আসলে এক খুনে তৃপ্তি হবে না, তোমার দরকার একগাদা খুন।'

'হয়েছে, হয়েছে,' প্রতিবাদ জানাবার সুরে বললাম। 'কিন্তু দ্বিতীয় আরেকটা খুন হলে কাহিনি আরও বেশি জমে ওঠে। যদি গল্পের প্রথম অধ্যায়েই খুন হয়ে যায়, আর একদম শেষ পাতা বাদে বাকিটা জুড়ে থাকে সবার অ্যালিবাই পরীক্ষা করার ঘটনা, তাহলে কেমন একঘেয়ে হয়ে পড়ে না?'

BanglaBook.org

টেলিফোন বেজে উঠলে ধরার জন্য উঠে দাঁড়াল পোয়ারো।

'আল্লো,' বলল সে। 'আল্লো, হ্যাঁ, এরকুল পোয়ারো বলছি।'

দু'এক মিনিট কথা শোনামাত্রই তার চেহারার পরিবর্তন হলো লক্ষণীয়। যা-যা বলছিল সে, তা ছিল সংক্ষিপ্ত এবং খাপছাড়া।

'সে কী...'

'হ্যাঁ, অবশ্যই...'

'তা আর বলতে, অবশ্যই আসব...'

'তেমনটা ভাবাই স্বাভাবিক...'

'হতে পারে...'

'আচ্ছা, নিয়ে আসব ওটা। এক ঘণ্টা পর তাহলে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'জ্যাপ ফোন করেছিল, হেস্টিংস।'

'কী বলল?'

'একটু আগে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরেছে সে। অ্যাণ্ডোভার থেকে পাঠানো একটা ম্যাসেজ ওর জন্য অপেক্ষা করছিল...'

'অ্যাণ্ডোভার?' উত্তেজনায় নিজের কণ্ঠের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম।

পোয়ারো ধীরে-ধীরে বলল, 'অ্যাশার নামে এক বৃদ্ধা তামাক আর খবরের কাগজ বিক্রি করতেন। নিজের দোকানে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

দমে গেলাম খানিকটা। অ্যাণ্ডোভারের নাম শুনে আমার মাঝে যতটা উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল, তার অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গেল। আমি অস্বাভাবিক, অসাধারণ কিছু একটা আশা করেছিলাম। কিন্তু তামাক বেচনেওয়ালি এক বৃদ্ধা মহিলার খুন হওয়াটা সাধারণ আর নিতান্ত মামুলী বলেই মনে হলো।

BanglaBook.org

পোয়ারো সেই একই ধীর আর গম্ভীর কণ্ঠে বলে চলল, ‘অ্যাণ্ডোভার পুলিসের ধারণা, তারা খুনিকে ধরতে পেরেছে–’

আরও খানিকটা প্রশমিত হলো আমার উত্তেজনা।

‘স্বামীর সাথে নাকি ভদ্রমহিলার একদম বনিবনা হত না। লোকটা পাঁড় মাতাল আর জঘন্য প্রকৃতির মানুষ। এর আগেও বেশ ক’বার স্ত্রীকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল সে।’

‘তবে,’ থামল না পোয়ারো, ‘ঘটনার প্রেক্ষিতে, পুলিস আমার কাছে আসা উড়ো চিঠিটা আরও একবার দেখতে চেয়েছে। আমি ওদেরকে জানিয়েছি, তোমাকে সাথে নিয়ে এখনই অ্যাণ্ডোভারের দিকে রওনা দিচ্ছি।’

চাঙা হয়ে উঠলাম কিছুটা। হাজার হলেও, যতই সাধারণ আর মামুলী মনে হোক না কেন, অপরাধ তো। অনেক দিন হলো অপরাধ আর অপরাধীদের সাথে সাক্ষাৎ হয় না আমার।

পোয়ারোর পরের কথাগুলো আমি ভাল মত শুনিনি। তবে শুনলে পরবর্তীতে কথাগুলোর গুরুত্বটা বুঝতে পারতাম।

‘সবে তো শুরু হলো,’ মৃদুস্বরে বলল পোয়ারো।

চার

মিসেস অ্যাশার

অ্যাণ্ডোভারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ইন্সপেক্টর গ্লেন। দীর্ঘকায় আর স্বর্ণকেশী লোকটার মুখে হাসি যেন সর্বদা লেগেই

আছে।

আমার মনে হয়, সবার সুবিধার জন্য প্রথমে কেসটার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে রাখা ভাল।

একুশ তারিখ দিবাগত রাত একটায়, মানে বাইশ তারিখের সূচনা লগ্নে কনস্টেবল ডোভারের চোখে লাশটা প্রথম ধরা পড়ে। রাউণ্ডে বেরিয়ে সে দেখতে পায় দোকানটার দরজা পুরোপুরি খোলা।

সন্দেহ হওয়ায়, ভিতরে ঢুকে পড়ে সে। প্রথমে যদিও কাউকে চোখে পড়েনি তার। খানিক বাদে কাউন্টারে টর্চের আলো ফেললে, পেছনে কুঁকড়ে পড়ে থাকা বৃদ্ধার দেহটা ওর নজরে আসে। পুলিসের ডাক্তার অকুস্থলে এসে জানান, মহিলাকে মাথার পেছনে ভারী কোন বস্তু দিয়ে সজোরে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। খুব সম্ভব বৃদ্ধা সেসময় কাউন্টারের পেছনের শেলফ থেকে নিচু হয়ে একটা সিগারেটের প্যাকেট তুলছিলেন। মহিলার মৃত্যু হয়েছে অন্তত সাত থেকে নয় ঘণ্টা আগে।

'তবে সময়ের রেঞ্জটাকে আরও কমিয়ে আনতে পেরেছি আমরা,' ইন্সপেক্টর ব্যাখ্যা করলেন। 'সাড়ে পাঁচটার দিকে ওই দোকান থেকে তামাক কিনেছে, এমন একজনের খোঁজ পেয়েছি। আরেকজন ছয়টা পাঁচের দিকে দোকানে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, খুন হয়েছে সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টা পাঁচের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে। অবশ্য এখন পর্যন্ত এই অ্যাশার লোকটাকে এই এলাকায় দেখেছে, এমন কাউকে পাইনি। তবে দিন তো সবে শুরু। গতকাল রাত ন'টা পর্যন্ত লোকটা থ্রি ক্রাউনস-এ বসে গলা অবধি মদ গিলেছে। ওকে পেলে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হবে।'

BanglaBook.org

'লোকটা মনে হয় খুব একটা সুবিধার না। ঠিক বলছি তো, ইন্সপেক্টর?' পোয়ারোর প্রশ্ন।

'অবশ্যই।'

'স্ত্রীর সাথে বাস করত না?'

'নাহ্। অনেকদিন হলো দু'জন আলাদা থাকে। অ্যাশার জাতিতে জার্মান। একসময় ওয়েটারগিরি করত। কিন্তু পরে মদ ওকে পেয়ে বসে। চাকরি খুইয়ে ফেলে। এরপর থেকে বলতে গেলে মিসেস অ্যাশারের কামাইয়ের উপর দিয়েই চলছিল। মিসেস অ্যাশার টুকটাক কাজকর্ম করতেন। তাঁর শেষ চাকরিটা ছিল মিস রোজ নামের একজন বৃদ্ধা মহিলার রাঁধুনি কাম পরিচারিকা হিসেবে। স্বামীকে খেয়ে-পরে চলার মত হাতখরচ দিতেন। কিন্তু লোকটা সেসব উড়িয়ে দিত মদের পেছনে। মিসেস অ্যাশার যেখানে কাজ করতেন, সবসময় সেখানে গিয়ে হাঙ্গামা করত। মিস রোজের বাড়িতে কাজ নেয়ার এটাও একটা কারণ ছিল। জায়গাটা অ্যাণ্ডোভার থেকে তিন মাইল দূরে, একেবারেই গ্রাম্য একটা এলাকা। চাইলেই সেখানে ছুটে যেতে পারত না অ্যাশার। মিস রোজ মারা যাবার সময় মিসেস অ্যাশারকে কিছু পয়সাকড়ি দান করে যান। সেটা দিয়েই এই ছোট্ট দোকানটা খুলেছিলেন তিনি। তেমন বড় কিছু না যদিও, সস্তা সিগারেট আর কয়েকটা খবরের কাগজ নিয়ে কোনমতে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছিল আরকী। অ্যাশার মাঝে-সাঝে এসে স্ত্রীকে গালমন্দ করত। হাতে অল্প কিছু খুচরো পয়সা ধরিয়ে দিয়ে আপদটাকে ভাগিয়ে দিতেন মহিলা। কত দিতেন, সেটাও জানতে পেরেছি–সপ্তাহে পনেরো শিলিং।'

'কোন সন্তান নেই?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'নাহ্। ভাগ্নি আছে একজন। ওভারটনের কাছে চাকরি করে। ঠাণ্ডা মাথার, মানসিকভাবে বেশ শক্তপোক্ত এক মেয়ে।'

BanglaBook.org

'আপনি বলছেন, অ্যাশার নামের এই লোকটা প্রায়ই স্ত্রীকে হুমকি দিত?'

'ঠিক বলেছেন। মাতাল অবস্থায় লোকটা আর মানুষ থাকত না—চিৎকার, চেঁচামেচি, গালাগালি সবকিছুই করত। হুমকি দিত, স্ত্রীর মাথা গুঁড়িয়ে দেবে। মিসেস অ্যাশার মনে হয় খুব অসুখী মানুষ ছিলেন।'

'বয়স কত হবে বৃদ্ধার?'

'ষাটের কাছাকাছি। আত্মনির্ভরশীল আর ভীষণ পরিশ্রমী ছিলেন তিনি।'

গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল পোয়ারো, 'আপনার কি মনে হয়, ইন্সপেক্টর, অ্যাশার নামের লোকটাই খুন করেছে ওনাকে?'

একবার হালকা কেশে সতর্কতার সাথে ইন্সপেক্টর জবাব দিলেন:

'সে কথা বলার সময় এখনও আসেনি, মিস্টার পোয়ারো। তবে ফ্রাঞ্জ অ্যাশার গত সন্ধ্যাটা কীভাবে কাটিয়েছে, তা আমি ওর নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই। যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, তাহলে ভাল। কিন্তু যদি না পারে, তাহলে...'

ইন্সপেক্টর গ্লেনের থেমে যাওয়াটা তাঁর কথা বলার চাইতেও বেশি অর্থবহ বলে মনে হলো।

'কিছু খোয়া যায়নি তো?'

'না, যায়নি। টাকার বাক্সে মনে হয় না কেউ হাত দিয়েছে। ডাকাতি হয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না, কোন চিহ্নই নেই।'

'তাহলে কি মনে করেন যে, অ্যাশার মদ্যপ অবস্থায় দোকানে প্রবেশ করে স্ত্রীকে গালাগালি করা শুরু করে, আর এক পর্যায়ে মাথায় বাড়ি মেরে খুন করে ফেলে?'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, আপনি যে উড়ো চিঠিটা পেয়েছেন সেটা আরেকবার দেখতে চাই। ভাবছিলাম, তা

BanglaBook.org

হয়তো এই অ্যাশারেরই কীর্তি।'

চিঠিটা ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিল পোয়ারো। ভ্রূ কুঁচকে সেটা মন দিয়ে পড়লেন তিনি।

'অ্যাশার বলে তো মনে হচ্ছে না,' অবশেষে বললেন তিনি। 'লোকটা নিশ্চয়ই ব্রিটিশ পুলিসের কথা উল্লেখ করার সময় "আমাদের" শব্দটা ব্যবহার করবে না। অবশ্য অতি চালাকি করতে চাইলে ভিন্ন কথা। ওর ঘটে অত ঘিলু আছে বলে মনে হয় না আমার। একেবারেই ভগ্নদশা লোকটার। মদ খেতে-খেতে অবস্থা এমন হয়েছে যে, সারাক্ষণই হাত কাঁপে। ওই কাঁপা হাত নিয়ে এই চিঠি টাইপ করা...অসম্ভব! কাগজ আর কালির দামের কথা নাহয় বাদই দিলাম। মিল বলতে কেবল একটাই, একুশ তারিখের কথা উল্লেখ করা। তবে ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে।'

'হ্যাঁ, তা পারে।'

'তবে আমার এমন কাকতাল পছন্দ না, মিস্টার পোয়ারো। সময়টা একটু বেশিই...'

কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন গ্লেন, কপালে চিন্তার রেখা।

'এ বি সি। এই এ বি সি-টা আবার কে? দেখা যাক মেরি ড্রাওয়ার (মিসেস অ্যাশারের ভাগ্নি) কিছু বলতে পারে কিনা। অদ্ভুত একটা ব্যাপার। এই চিঠিটা না থাকলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারতাম, কাজটা অবশ্যই অ্যাশার করেছে।'

'মিসেস অ্যাশারের অতীত সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'হ্যাম্পশায়ারের মেয়ে ছিলেন। চাকরির জন্য অল্প বয়সে লণ্ডনে চলে যান। সেখানে অ্যাশারের সাথে পরিচয় হয়, জলদি বিয়েও করে ফেলেন দু'জনে। যুদ্ধের সময়টা নিশ্চয়ই ওদের বেশ কষ্টে কেটেছে। ১৯২২ সালে ভদ্রমহিলা লোকটাকে পাকাপাকিভাবে ছেড়ে চলে আসেন। তখন লণ্ডনে থাকতেন,

BanglaBook.org

এখানে এসেছিলেন অ্যাশারের হাত থেকে রেহাই পেতে। কিন্তু অ্যাশার ঠিকই খুঁজে-খুঁজে এখানে চলে আসে। টাকার জন্য বৃদ্ধাকে জ্বালাতন করতে থাকে...' একজন কনস্টেবল আচমকা চলে আসায় থেমে গেলেন তিনি। 'কী হয়েছে, ব্রিগস?'

'আমরা অ্যাশার লোকটাকে ধরতে পেরেছি, স্যর।'

'দারুণ! এখানে নিয়ে এসো ওকে। তা সে ছিলটা কোথায়?'

'রেলওয়ে সাইডিং-এ একটা ট্রাকে লুকিয়ে ছিল।'

'তাই নাকি? যাক, ভেতরে নিয়ে এসো।'

ফ্রাঞ্জ অ্যাশারের অবস্থা আসলেই শোচনীয়, দেখে করুণার পরিবর্তে ঘৃণার উদ্রেক হয়। একবার হাউমাউ করে বিলাপ করছে, আবার পরক্ষণেই কুঁকড়ে যাচ্ছে। দুই-একবার চোটপাট করার চেষ্টাও করল। ঘোলাটে চোখটা দিয়ে একবার এর দিকে তাকাচ্ছে তো আরেকবার ওর দিকে।

'আমাকে কেন ধরে আনা হয়েছে এখানে? কী করেছি আমি? নিষ্পাপ একটা লোককে ধরে এনে বিশাল বড় অপরাধ করেছেন আপনারা। সবাই আপনারা অতি জঘন্য লোক।'

কথাগুলো বলেছে কি বলেনি, চকিতেই ভোল পাল্টে ফেলল সে আবার!

'আমি...আমি আসলে ওসব কথা বলতে চাইনি। আপনারা নিশ্চয়ই এই বুড়ো লোকটার কোন ক্ষতি করবেন না, কোন কষ্ট দেবেন না। সবাই বেচারা ফ্রাঞ্জকে ভুল বোঝে, ওর ওপর রাগ করে। বেচারা ফ্রাঞ্জ! আহা!'

কাঁদতে শুরু করল মি. অ্যাশার।

'অনেক হয়েছে, অ্যাশার,' শান্তস্বরে বললেন ইন্সপেক্টর। 'নিজেকে সামলাও। আমি এখনও তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনিনি কিন্তু। তোমার মন না চাইলে, কিচ্ছু বোলো না। তবে যদি নিজ স্ত্রীর খুনের ব্যাপারে তোমার আগ্রহ না

BanglaBook.org

থাকে...'

অ্যাশার থামিয়ে দিল তাঁকে, চিৎকার করে উঠল প্রায়! 'আমি ওকে খুন করিনি! করিনি খুন! মিথ্যা, সব মিথ্যা! তোরা হতচ্ছাড়া ইংরেজের দল আমার পেছনে লেগেছিস। আমি ওকে কখনওই খুন করিনি, কখনও না।'

'খুন করার হুমকি তো দিয়েছ। তা-ও একবার-দু'বার না, অজস্রবার।'

'না, না। আপনি ভুল বুঝছেন। ঠাট্টা করছিলাম—আমার আর অ্যালিসের একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা। ও বুঝত।'

'অদ্ভুত ঠাট্টা তো! গতকাল সন্ধ্যাবেলা কোথায় ছিলে, অ্যাশার?'

'বলছি, আপনাদেরকে সব বলব। অ্যালিসের ধারে-কাছেও যাইনি আমি। বন্ধুদের সাথে ছিলাম—ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে। সেভেন স্টারস-এ ছিলাম সবাই। এরপর গিয়েছিলাম রেড ডগে...' খুব দ্রুত বলার চেষ্টা করায়, বার-বার জড়িয়ে যাচ্ছিল ওর কথা।

'ডিক উইলোসও ছিল আমার সাথে। আর ছিল...কার্ডি-জর্জ ছিল...প্লাট আর অন্যরাও ছিল। আমি কসম খেয়ে বলছি, গতকাল অ্যালিসের ধারে-কাছেও যাইনি। হে, ঈশ্বর, আপনাকে সত্যি কথাই বলছি,' আবারও চড়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর।

'ওকে নিয়ে যাও,' অধস্তনের দিকে ইঙ্গিত করলেন ইন্সপেক্টর। 'সন্দেহভাজন হিসেবে আটকে রাখো।'

'কী যে সিদ্ধান্ত নেব, বুঝতে পারছি না,' থরথর করে কাঁপতে থাকা বৃদ্ধ লোকটাকে নিয়ে যাওয়ার পর বললেন তিনি। 'চিঠিটা না থাকলে বলতাম, ফ্রাঞ্জ অ্যাশারই আমাদের খুনি।'

'যেসব লোকদের নাম ও বলল, তারা কেমন?'

'বাজে লোক সবাই, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অবশ্য ধরা পড়ে

BanglaBook.org

যাবে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, সন্ধ্যার অধিকাংশ সময় ওদের সাথে ছিল অ্যাশার। কেউ লোকটাকে সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার মাঝে মিসেস অ্যাশারের দোকানটার ধারে-কাছে দেখেছে কিনা, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল। 'আচ্ছা, আপনি কি নিশ্চিত যে দোকান থেকে কিছু খোয়া যায়নি?'

ইন্সপেক্টর শ্রাগ করলেন, 'আসলে কি, দুই-এক প্যাকেট সিগারেট খোয়া গেলেও যেতে পারে। কিন্তু সস্তা সিগারেটের জন্য কি আর কেউ খুন করে?'

'আর...কীভাবে যে বলি...হুম, কেউ কোন কিছু দোকানে রেখে যায়নি তো? মানে, বলতে চাইছি, দোকানটায় কি এমন কিছু পাওয়া গিয়েছে যা বেমানান? খাপছাড়া?'

'একটা রেলওয়ে গাইড,' প্রায় সাথে-সাথে বলে উঠলেন ইন্সপেক্টর।

'রেলওয়ে গাইড?!'

'হ্যাঁ। গাইডটা খুলে কাউন্টারের ওপর উল্টো করে রাখা ছিল। মনে হচ্ছিল যেন কেউ অ্যাণ্ডোভার থেকে ছাড়ে, এমন ট্রেনের খোঁজ করছিল। আমার সন্দেহ, হয়তো বৃদ্ধা নিজেই খুলেছিলেন অথবা তাঁর কোন খদ্দের।'

'মিসেস অ্যাশার কি রেলওয়ে গাইড বিক্রি করতেন?'

মাথা নাড়লেন ইন্সপেক্টর, 'নাহ্, ছোট আর পকেটে আঁটে এমন সময়-সূচী বিক্রি করতেন তিনি। ওরকম বড় আর মোটা গাইড বই স্মিথ'স বা সেরকম বড় স্টেশনারী ছাড়া পাওয়া যায় না।'

চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল পোয়ারোর, উত্তেজনায় সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ল সে।

'রেলওয়ে গাইড বললেন। ব্রাডশ' কোম্পানির নাকি এ বি

BanglaBook.org

সি?'

'হায়, ঈশ্বর,' উত্তর দিলেন ইন্সপেক্টর। 'এ বি সি।'

পাঁচ

মেরি ড্রাওয়ার

যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কেসটা সম্পর্কে কখন আবার আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম, তাহলে বলব–প্রথমবার যখন এই এ বি সি রেলওয়ে গাইডের কথা শুনতে পাই, তখন।

এর আগ পর্যন্ত কেন যেন ভেতর থেকে খুব একটা সাড়া পাচ্ছিলাম না। গলির ভেতরে একটা ছোট্ট দোকানে বৃদ্ধা মহিলার খুন হওয়াটা খবরের কাগজে এত বেশি পড়ি যে, ব্যাপারটা আমার কাছে বিলকুল মামুলী মনে হয়েছিল। মনে-মনে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম, উড়ো চিঠিটা আর তাতে একুশ তারিখের কথা উল্লেখ থাকাটা কাকতালীয় ঘটনা ছাড়া আর কিছুই না।

মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম, মিসেস অ্যাশার তাঁর মাতাল স্বামীর পাশবিক আক্রোশের শিকার। কিন্তু এই রেলওয়ে গাইডের প্রসঙ্গ আসা মাত্র (সাধারণ মানুষের কাছে গাইডটি এ বি সি নামে জনপ্রিয়, কেননা ওতে সব রেলওয়ে স্টেশন নামানুসারে সাজানো) উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। একটা কাকতালীয় ঘটনা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই, তাই বলে

BanglaBook.org

পর-পর দুটো?

মামুলী খুনটা আর মামুলী রইল না!

কে এই রহস্যময় খুনি, যে মিসেস অ্যাশারকে খুন করে, একটা এ বি সি গাইড রেখে গেছে!

পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমাদের প্রথম কাজ হলো মরচুয়ারিতে গিয়ে মৃতা মহিলার লাশটাকে দেখা।

বলিরেখা চেহারার প্রায় পুরোটা দখল করে ফেলেছে। অল্প কয়েকটা ধূসর চুল টান-টান করে পেছনে বেঁধে রাখা। তবে আমাকে অবাক করে দিল লাশটার মুখভঙ্গি। শান্ত-সৌম্য চেহারা, নৃশংস যে পরিণতির শিকার হতভাগ্য মহিলাকে হতে হয়েছে তার কোন চিহ্নই নেই।

'আঘাতটা তিনি টেরই পাননি।' সার্জেন্ট বলল। 'কী দিয়ে আঘাত হানা হয়েছে তা-ও দেখেননি। ডাক্তার কার তেমনটাই বললেন। ভালই হয়েছে, ভদ্রমহিলা বড় সাদা মনের মানুষ ছিলেন।'

'এককালে নিশ্চয়ই চোখ ধাঁধানো সুন্দরী ছিলেন,' মন্তব্য করল পোয়ারো।

'তাই নাকি?' বৃদ্ধা মহিলাকে দেখে কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল আমার।

'হ্যাঁ। চোয়ালের গড়নটা দেখো, হাড়গুলোর অবস্থান, মাথার আকৃতি। সব মিলিয়ে আমি শতভাগ নিশ্চিত।'

মৃতদেহের ওপর চাদরটা টেনে দিল সে, মরচুয়ারি থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

পরবর্তী কাজ হলো পুলিস সার্জনের সাথে দেখা করা।

মাঝবয়সী ডা. কার যে বেশ কাজের মানুষ তা তাঁকে দেখেই বোঝা যায়। কথাবার্তায় যেমন চটপটে, তেমনি আত্মবিশ্বাসী।

'খুনের অস্ত্র খুঁজে পাইনি আমরা,' বললেন তিনি। 'কোন্

BanglaBook.org

ধরনের বস্তু ব্যবহার করে খুন করা হয়েছে, তা-ও বলা মুশকিল। ভারী কোন লাঠি, মুগুর বা বালির বস্তা–যে কোন কিছু হতে পারে।'

'আঘাতটা করতে কি অনেক শক্তির প্রয়োজন?'

কৌতূহলী চোখে পোয়ারোর দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'আপনি জানতে চাইছেন, সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ. যার হাত কাঁপে, সে এ ধরনের আঘাত করতে পারে কিনা? 'পারে, অবশ্যই পারে। দরকার শুধু ভারী মাথার একটা হাতিয়ার। তাহলে একেবারে দুর্বল কোন মানুষের পক্ষেও কাজটা করা সম্ভব।'

'তাহলে তো খুনি পুরুষ না হয়ে, মহিলাও হতে পারে?'

সম্ভাবনার কথাটা শুনে ডাক্তার একটু চমকে গেলেন।

'মহিলা খুনি? হুম। সত্যি বলতে কি, এমন নৃশংসভাবে যে কোন মহিলা খুন করতে পারে, তা আমার কল্পনাতেও আসেনি। তবে হ্যাঁ, সম্ভব। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ভাবতে গেলে এমন অপরাধ কোন মহিলার সাথে যায় না। বেমানান মনে হয়।'

পোয়ারো সাথে-সাথে মাথা নেড়ে সায় দিল। 'একদম ঠিক বলেছেন। এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবে একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না। আচ্ছা, লাশটা কীভাবে পড়ে ছিল?'

লাশ আবিষ্কারের সময় সেটা কীভাবে পড়ে ছিল, তা আমাদেরকে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে দেখালেন ডাক্তার। তাঁর মতে, আঘাতটা যখন হানা হয়, তখন মিসেস অ্যাশার কাউন্টারের (এবং সেই সাথে খুনিরও) দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আঘাত পেয়ে কুঁকড়ে কাউন্টারের পেছনে পড়ে যান। তাই দোকানে ঢুকে খুব ভালভাবে খেয়াল না করলে তাঁকে দেখতে পাবার কথা না।

সময় দেয়ার জন্য ডা. কারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। পোয়ারো বলল, 'অ্যাশার যে নির্দোষ, তার

BanglaBook.org

একটা প্রমাণ কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম, হেস্টিংস। অ্যাশার ওর স্ত্রীকে যে হারে গালিগালাজ করত আর হুমকি দিত, তাতে খুনি অ্যাশার হলে বৃদ্ধা কখনওই ওর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াতেন না। বরঞ্চ লোকটার দিকেই তাকিয়ে থাকতেন। কাউন্টারের দিকে পিঠ দিয়ে থাকা মানে, তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন খদ্দেরকে সিগারেট দিতে যাচ্ছিলেন।'

শিউরে উঠলাম একটু, 'কী বীভৎস!'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল পোয়ারো, 'আহা, বেচারি।' এরপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওভারটন এখান থেকে খুব একটা দূরে না। মৃতা মহিলার ভাগ্নির সাথে কথা বলে এলে কেমন হয়?'

'এরচেয়ে যে দোকানে খুন হয়েছে, প্রথমে সেখানে গেলে ভাল হয় না?'

'যাব, তবে পরে। কারণ আছে, এখন বলা যাবে না।'

এর বেশি ব্যাখ্যা দিল না সে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, আমরা গাড়িতে করে লণ্ডন ত্যাগ করছি। আমাদের গন্তব্য, ওভারটন।

ইন্সপেক্টর আমাদেরকে যে ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে দেখি, বেশ বড়সড় একটা বাড়ি। গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে ওটার অবস্থান।

বেলের আওয়াজ শুনে একটি সুশ্রী, কালো চুলের মেয়ে এসে দরজা খুলল। কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটার চোখ লাল হয়ে আছে।

নরম গলায় পোয়ারো জানতে চাইল, 'আহ্! আপনি নিশ্চয়ই মিস মেরি ড্রাওয়ার? এখানকার পার্লার-মেইড?'

'জী, স্যর। আপনি ঠিক বলেছেন, আমিই মেরি, স্যর।'

'তোমার মালকিন আপত্তি না করলে আমি একটু কথা বলতে চাই। তোমার আন্টি মিসেস অ্যাশারের প্রসঙ্গে কিছু কথা জানার

BanglaBook.org

ছিল।'

'উনি বাইরে গিয়েছেন, স্যর। আপনি ভেতরে এলে তিনি কিছু মনে করবেন না। আসুন।'

দরজা খুলে আমাদেরকে ছোট একটা ঘরে নিয়ে গেল মেরি। জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসল পোয়ারো, নজর মেয়েটার চেহারার দিকে।

'তুমি নিশ্চয়ই তোমার আন্টির মৃত্যুর খবর পেয়েছ?'

নড করল মেরি, চোখে অশ্রু টলমল করছে। 'আজ সকালেই পেয়েছি, স্যর। পুলিস এসে জানিয়েছে। ওহ্! কী ভয়ানক! বেচারা আন্টি! জীবনটাও তাঁর খুব একটা সুখে কাটেনি। আর এখন...এভাবে...'

'পুলিস তোমাকে অ্যাণ্ডোভারে যেতে বলেনি?'

'বলেছে যে আমাকে ইনকোয়েস্টে উপস্থিত থাকতেই হবে। সোমবার ইনকোয়েস্ট হবে, স্যর। কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি কী করব? দোকানটার আশপাশে যাবার কথাও ভাবতে পারছি না। আর তাছাড়া হাউস মেইডও ছুটিতে। মনিবকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।'

'আন্টির সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন ছিল, মেরি?' পোয়ারো নম্র স্বরে জানতে চাইল।

'ওঁর খুব ন্যাওটা ছিলাম, স্যর। তিনিও আমাকে খুব ভালবাসতেন। এগারো বছর বয়সে আমার মা মারা যান। তার পর-পরই আমি আন্টির কাছে লণ্ডনে চলে যাই। ষোলো বছর বয়সে আমি নিজে কামাই করা শুরু করি, কিন্তু সবসময় ছুটির দিনগুলো আমি আন্টির সাথেই কাটাতাম। ওই জার্মান লোকটা তাঁর জীবন ভাজাভাজা করে ফেলেছিল। আন্টি লোকটাকে "আমার শয়তান" বলে ডাকত। লোকটা আন্টিকে একদণ্ড শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সারা জীবন তাঁকে জ্বালিয়ে খেয়েছে,'

BanglaBook.org

বিদ্বেষ ঝরে পড়ল মেরির কণ্ঠে।

'তোমার আন্টি কখনও আইনি পদক্ষেপ নেবার কথা ভাবেননি?'

'আসলে হয়েছে কি, লোকটা হাজার হলেও তাঁর স্বামী, স্যর। সেটা তো আর অস্বীকার করা যায় না,' শান্তস্বরে কথাগুলো বলল মেয়েটা।

'আচ্ছা, মেরি, লোকটা তো তোমার আন্টিকে খুন করার হুমকিও দিয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যর। শুধু কি তাই, মুখে যা আসত তাই বলত সে। বলত, আন্টির গলা কেটে ফেলবে! অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেও শুনেছি তাকে। অথচ আন্টি বলত, বিয়ের সময় নাকি লোকটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল। মানুষের পরিবর্তন, স্যর। খুবই আশ্চর্যজনক একটা ব্যাপার।'

'তা ঠিক। মেরি, ফ্রাঞ্জ লোকটার গালিগালাজ তো নিজের মুখেই শুনেছ। তোমার আন্টিকে যে সেই লোকটাই খুন করেছে, তাতে নিশ্চয়ই তুমি অবাক হওনি?'

'অবাক হয়েছি, স্যর। জানেন কি, আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি লোকটা ওর হুমকির বাস্তবায়ন করবে। মনে হত, লোকটা ফাঁকা বুলি ঝাড়ছে। আন্টিও ভয় পেতেন না। বরঞ্চ তিনি খেপে গেলে অ্যাশার কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালাত। আমার তো মনে হত, সে-ই বরং আন্টিকে ভয় পেত।'

'তবুও তিনি অ্যাশারকে সপ্তাহে-সপ্তাহে টাকা দিতেন?'

'ওই যে বললাম, স্যর। হাজার হলেও লোকটা তাঁর স্বামী!'

'হুম, তা বলেছ,' একটু চুপ করে থেকে যোগ করল পোয়ারো। 'আচ্ছা ধরো, আসলেই সে ভদ্রমহিলাকে খুন করেনি। তাহলে?'

'খুন করেনি বলতে?' পোয়ারোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে

BanglaBook.org

রইল মেরি।

'মনে করো, ফ্রাঞ্জ খুনি নয়, খুনি আসলে অন্য কেউ...তাহলে কাকে তোমার সন্দেহ হয়?'

মেরি আগের চাইতেও বেশি অবাক হয়ে পোয়ারোর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমার কোন ধারণাই নেই, স্যর। এমনিতেও অন্য কেউ ওঁকে খুন করেছে বলে মনে হয় না আমার।'

'এমন কেউ কি আছে, যাকে তোমার আন্টি ভয় পেতেন?'

মেরি মাথা নাড়ল। 'আন্টি কাউকে ভয় পেতেন না। তাঁর জিভ বেশ চলত, প্রতিবাদ করতে পিছু পা হতেন না কখনওই।'

'কখনও এমন কারও কথা তাঁর মুখে শুনেছ, যে তাঁর ক্ষতি করতে চায়?'

'জী না, স্যর।'

'তিনি কি কখনও কোন উড়ো চিঠি পেয়েছিলেন?'

'উড়ো চিঠি বলতে কী বোঝাচ্ছেন, স্যর?'

'সই নেই এমন চিঠি, অথবা ধরো নামের জায়গায় এ বি সি বা এরকম কিছু লেখা?' তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে পোয়ারো।

কিন্তু মেয়েটা যে তাঁর কথায় বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, তা চেহারায় স্পষ্ট ফুটে আছে। অবাক হয়ে মাথা নাড়ল সে।

'তুমি ছাড়া তাঁর আর কোন আত্মীয় আছে?'

'এখন নেই, স্যর। তাঁর ভাই-বোনের সংখ্যা দশ হলেও, মাত্র তিনজনই পূর্ণবয়স্ক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আমার আংকেল টম যুদ্ধে নিহত হন, আরেক আংকেল হ্যারি দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি জমান। এরপর তাঁর আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। আর, আমার মা মারা গিয়েছেন। তাই আপন বলতে এখন শুধু আমিই বাকি আছি।'

BanglaBook.org

'মিসেস অ্যাশারের সঞ্চয়ের কী অবস্থা? টাকা-পয়সা কিছু রেখে গিয়েছেন?'

'ব্যাংকে অল্প কিছু আছে বটে, স্যর। কিন্তু সেটা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ জোগাতে গিয়েই শেষ হয়ে যাবে। সেজন্যই হয়তো জমিয়েছিলেন তিনি। দিন আনি দিন খাই অবস্থা ছিল তাঁর। আণ্টির কাছ থেকে চুষে খাওয়ার জন্য তো ওই লোকটাও ছিল।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল পোয়ারো। এমন অস্ফুট স্বরে কথা বলল যেন নিজেকেই বলছে, 'এই মুহূর্তে আশার কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না। কোন দিশা নেই, যদি আরেকটু পরিষ্কার না হয়...' উঠে দাঁড়াল সে। 'মেরি, তোমাকে যদি আমার কখনও প্রয়োজন পড়ে, তাহলে চিঠি লিখে জানাব।'

'আসলে, স্যর, এই চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি আমি। এই জায়গাটা আমার আর ভাল লাগছে না। ভেবেছিলাম কাছাকাছি থাকলে আণ্টি মনে কিছুটা হলেও শান্তি পাবেন, তাই এসেছিলাম। কিন্তু এখন তো...' বলতে-বলতে আবারও কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা। 'আর আমার থাকার কোন দরকার নেই এখানে। তাই লণ্ডনেই ফিরে যেতে চাই। একজন একাকী মেয়ের লণ্ডনে থাকতে কোন অসুবিধা হবে না।'

'তাহলে আশা করব, লণ্ডনে গেলেও তোমার ঠিকানাটা আমাকে জানাবে। আমার কার্ডটা রাখো।'

পোয়ারোর হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে পড়ে দেখল মেরি, অবাক চোখে তাকাল ওর দিকে।

'আপনি তাহলে, স্যর, পুলিসের লোক নন?'

'নাহ্, আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

চুপচাপ আরও কিছুক্ষণ ওর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। অবশেষে বলল, 'অস্বাভাবিক কিছু কি ঘটেছে,

BanglaBook.org

স্যর?'

'হ্যাঁ, বাছা। পুরো ঘটনায় অস্বাভাবিকতার একটা গন্ধ আছে। হয়তো পরবর্তীতে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমার।'

'আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব, আমি করব, স্যর। আণ্টির...আণ্টির এভাবে খুন হয়ে যাওয়াটা অবিচার।'

কথাটা অদ্ভুত শোনালেও, আমাদেরকে নাড়া দিয়ে গেল।

অল্প কিছুক্ষণ পর অ্যাণ্ডোভারের দিকে ফিরে চললাম আমরা।

ছয়

অকুস্থল

মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটেছে প্রধান রাস্তা থেকে বের হওয়া একটা পার্শ্ব রাস্তায়। মিসেস অ্যাশারের দোকানটা ছিল রাস্তাটার ডান দিকে, ঠিক মাঝ বরাবর।

ঢোকার মুখে পোয়ারো একবার ঘড়িতে সময় দেখে নিল। আচমকা বুঝতে পারলাম, কেন এতক্ষণ অপেক্ষার পর সে অকুস্থলে এসেছে। এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। ও চেয়েছিল যতটা সম্ভব খুনের পরিবেশটার আঁচ পেতে।

কিন্তু আসলেই যদি পোয়ারোর উদ্দেশ্য তা হয়ে থাকে, তো বলতেই হয় বিফল হয়েছে সে। এই মুহূর্তে রাস্তার যে পরিস্থিতি, তার সাথে চব্বিশ ঘণ্টা আগের পরিস্থিতির কোন মিল থাকার

BanglaBook.org

প্রশ্নই আসে না। দরিদ্র এলাকা বলে, বাড়িগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে বেশ কিছু দোকান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মনে হলো, এখানে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের আনাগোনা আছে, যদিও তাদের বেশিরভাগই আর্থিকভাবে অসচ্ছল। বাচ্চারা হয়তো ফুটপাত আর রাস্তায় খেলাধুলো করে।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, সবাই একটা বিশেষ বাড়ি বা বিশেষ দোকানের সামনে ভিড় জমিয়েছে। সে দোকান যে কোন্‌টা, তা বুঝতে গোয়েন্দা হবার কোন প্রয়োজন নেই। নিতান্ত ছাপোষা বেশ ক'জন মানুষ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আরেকজন মানুষ যেখানে খুন হয়েছে, আগ্রহ নিয়ে সে জায়গাটা দেখছে!

কাছাকাছি এসে বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা আঁচ করতে আমাদের কোন ভুল হয়নি। ঝাঁপ ফেলা ঘুপচি একটা দোকানের সামনে বিরক্ত চেহারা নিয়ে একজন অল্পবয়সী পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। আশপাশের ভিড়কে উদ্দেশ্য করে একঘেয়ে কণ্ঠে বার-বার বলছে, 'দেখার কিছুই নেই এখানে। সামনে যান।'

তার এক সহকর্মী ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে ভিড়, কিন্তু একজনকে সরালে দশজন এসে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তবে মন্দের ভাল হলো, অন্তত কিছু লোক ধাক্কা খেয়ে গজগজ করতে-করতে যার-যার কাজে ফিরে যাচ্ছে।

ভিড় থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়াল পোয়ারো। এখান থেকে দোকানের দরজার উপরের লেখাটা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিড়বিড় করে বেশ কয়েকবার শব্দগুলো উচ্চারণ করল সে।

'এ। অ্যাশার। হুম, ব্যাপার তাহলে এই...' থেমে গেল হঠাৎ। 'এসো, হেস্টিংস, ভেতরে যাওয়া যাক।'

আমার আপত্তি করার প্রশ্নই আসে না।

ভিড় ঠেলে অল্পবয়সী পুলিসটির কাছে এগিয়ে গেলাম আমরা। ইন্সপেক্টর গ্লেনের দেয়া পরিচয়পত্রটা দেখাল পোয়ারো।

নড করে দরজা খুলে দিল কনস্টেবল, ঢুকতে আর কোন বাধা রইল না আমাদের। উপস্থিত-জনসমুদ্রে প্রবল কৌতূহলের জন্ম দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম আমরা।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ বলে ভিতরটায় অন্ধকারের রাজত্ব। বাতির সুইচ হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে বের করে টিপে দিল কনস্টেবল।

মাথার উপর কম পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলে উঠল। হালকা আলোয় অন্ধকার সামান্য কিছুটা দূর হলো মাত্র, পুরোপুরি বিদেয় হলো না।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। ঘুপচি একটা ঘর। কয়েকটা সস্তা পত্রিকা এখানে-সেখানে পড়ে আছে, সেই সাথে আছে গতকালের পত্রিকা। সবগুলোর উপর একদিনের ধুলো জমেছে। কাউন্টারের পেছনে, সিলিং পর্যন্ত সারি-সারি তাক ভর্তি সিগারেটের প্যাকেট দেখতে পেলাম। পেপারমিন্ট হামবাগ আর বার্লি সুগার দিয়ে ভরা দুটো জারও আছে। একেবারে সাধারণ একটা দোকান, এমন দোকান শত-শত খুঁজে পাওয়া যাবে।

কনস্টেবল হ্যাম্পশায়ারের উচ্চারণে অকুস্থলের কোথায় কী ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করে শোনাল।

'বৃদ্ধা কাউন্টারের পেছনে দলা পাকিয়ে পড়ে ছিলেন। ডাক্তার বললেন, মহিলা আঘাতটা অনুভব করেননি। সম্ভবত হাত বাড়িয়ে সামনের তাক থেকে কিছু একটা নিচ্ছিলেন।'

'মিসেস অ্যাশারের হাত কি খালি ছিল?'

'হ্যাঁ, স্যর। তবে লাশের পাশে এক প্যাকেট প্লেয়ার'স ডাউন পড়ে ছিল।'

নড করল পোয়ারো। তার দৃষ্টি ছোট দোকানটার সর্বত্র নেচে বেড়াচ্ছে। সবকিছু দেখছে, আবার কোনকিছুই সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে না।

BanglaBook.org

'রেলওয়ে গাইডটা কোথায় ছিল–এখানে?'

'না, স্যর। এখানে।' কাউন্টারের উপরে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল কনস্টেবল। 'গাইডটার অ্যাণ্ডোভারের পাতাটা খোলা ছিল আর উল্টো করে রাখা ছিল ওটা। যেন খুনি দেখছিল, লণ্ডনে যাবার ট্রেন ক'টায় ছাড়ে। সেক্ষেত্রে তো খুনির অ্যাণ্ডোভারের লোক হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। আবার এমনও হতে পারে, খুনির সাথে রেলওয়ে গাইডটার কোন সম্পর্ক নেই। হয়তো ওটার মালিক অপরিচিত কেউ, ভুলে এখানে ফেলে গিয়েছে।'

'আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে?' প্রসঙ্গটা আমিই তুললাম।

মাথা নাড়ল লোকটা। 'তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি, স্যর।'

'কাউন্টারের ওপরেও না?' পোয়ারো জানতে চাইল।

'ওখানে এত বেশি আঙুলের ছাপ আছে, স্যর, কী আর বলব! আলাদা করার কোন উপায়ই নেই।'

'ওগুলোর মধ্যে কি ফ্রাঞ্জ অ্যাশারের ছাপ আছে?'

'এটা ঠিক এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না, স্যর।'

নড করল পোয়ারো। জানতে চাইল, বৃদ্ধা দোকানেই থাকতেন কিনা।

'জী, স্যর। এখানেই থাকতেন। পেছনের দরজা দিয়ে সোজা চলে যান, তাহলেই পেয়ে যাবেন ঘরটা। কিছু মনে করবেন না, আপনাদের সাথে আমি আসতে পারছি না, স্যর। আমাকে এখানেই থাকতে হচ্ছে...'

পোয়ারো কনস্টেবলের দেখানো দরজা দিয়ে ঢুকে গেল, তার পিছু-পিছু গেলাম আমি। প্রথমেই একটা ছোট ঘর পড়ল, একই সাথে পার্লার আর রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত ওটা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেও একেবারে ভগ্নপ্রায় দশা। আসবাব-

BanglaBook.org

পত্রও তেমন কিছু নেই। ম্যান্টেলপিসের উপরে কয়েকটা ছবি শোভা পাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে সেগুলো দেখায় মন দিলাম আমি, পোয়ারোও যোগ দিল আমার সাথে।

সব মিলিয়ে মোট তিনটে ছবি।

প্রথমটা সস্তায় তোলা, কোন এক মেয়ের চেহারা দেখা যাচ্ছে ওটায়। বিকালে এই মেয়েটার সাথেই কথা বলছিলাম আমরা, তাই চিনতে অসুবিধা হলো না—মেরি ড্রাওয়ার।

মনে হলো, নিজের সবচেয়ে দামী আর সুন্দর পোশাকটাই পরে ছিল মেয়েটা। কিন্তু ছবি তোলার সময় মুখে ছিল আড়ষ্ট, প্রাণহীন হাসি। পোজ দিয়ে ছবি তোলার সময় এমনটা প্রায়ই হয়। প্রস্তুতি ছাড়া আচমকা ছবি তুললেই বেশিরভাগ সময় ভাল আসে; জীবন্ত মনে হয়।

পরের ছবিটা একটু বেশি দামী—শৈল্পিক ছোঁয়া আছে, রীতিমত চমৎকার।

বয়স্কা একজন মহিলার ছবি ওটা, মাথার চুলে পাক ধরেছে। ফারের উঁচু কলার ভদ্রমহিলার ঘাড়টাকে ঢেকে রেখেছে।

আন্দাজ করলাম, ছবিটা নিশ্চয়ই মিস রোজের; যিনি মৃত্যুর সময় মিসেস অ্যাশারকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলো ব্যবহার করেই নিজের ব্যবসাটা শুরু করতে পেরেছিলেন তিনি।

তৃতীয় ছবিটা একেবারেই পুরনো, বিবর্ণ আর হলদেটে ভাব প্রকট। পুরনো দিনের পোশাক পরা একজোড়া যুবক-যুবতীকে হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে ওতে। যুবকটির কোটে একটা ফুল গুঁজে রাখা। দেখে মনে হচ্ছে, উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে রয়েছে পুরো ছবিটায়।

'সম্ভবত বিয়ের ছবি,' বলল পোয়ারো। 'দেখো, হেস্টিংস, দেখো। বলেছিলাম না, মিসেস অ্যাশার এককালে বেশ সুন্দরী

BanglaBook.org

ছিলেন?’

সত্যিই বলেছে ও। সেকেলে কায়দায় বাঁধা চুল আর অদ্ভুত সব পোশাকও ছবির মেয়েটার চেহারার সৌন্দর্যকে ঢাকতে পারেনি।

ছবির দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলাম আমি। এই যুবককে কিছুক্ষণ আগে দেখা বয়স্ক, নোংরা অ্যাশারের সাথে একদম মেলানো যায় না।

মদ্যপ বুড়ো লোকটাকে মানসপটে একবার দেখলাম, আরেকবার দেখলাম মৃতা মহিলার বলিরেখা পড়া চেহারা। সময়ের নির্মমতার কথা ভাবতে গিয়ে কেঁপে উঠলাম নিজের অজান্তেই।

পার্লার থেকে একটা সিঁড়ি উপরতলার দুটো ঘরের দিকে চলে গেছে।

একটা খালি আর অগোছাল। আসবাব বলতে তেমন কিছুই নেই। অন্যটাকে সম্ভবত মিসেস অ্যাশার নিজের শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। পুলিস তল্লাশি শেষ করে ঘরটাকে আবার আগের মত করেই রেখে গিয়েছে।

একজোড়া পুরনো, জীর্ণ কম্বল পড়ে আছে বিছানায়। একটা ড্রয়ারে পরিপাটি করে সাজানো অবস্থায় রাখা আছে অন্তর্বাস। আরেকটা ড্রয়ারে রান্নার রেসিপি দেখতে পেলাম। ‘দ্য গ্রিন ওয়েসিস’ নামের একটা পেপারব্যাক বইও আছে। একজোড়া সদ্য কেনা স্টকিংস-ও নজরে পড়ল, সস্তা জিনিসগুলো চকচক করছে। চিনামাটি দিয়ে বানানো কয়েকটা খেলনা, একটা কালো রেইনকোট আর উলের জাম্পার—এই হলো মৃতা অ্যালিস অ্যাশারের সম্পত্তির খতিয়ান। বক্তিগত কাগজপত্র যদি কিছু থেকেও থাকে, তাহলে তা পুলিস নিয়ে গেছে।

‘আহা, বেচারি,’ বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো। ‘এসো,

BanglaBook.org

হেস্টিংস, দেখার মত আর কিছু নেই এখানে।'

রাস্তায় নামার পর, দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অন্য পাশে চলে গেল সে। মিসেস অ্যাশারের দোকানের ঠিক উল্টো পাশে একটা সবজির দোকান। ওটাই পোয়ারোর লক্ষ্য।

নিচু গলায় আমাকে কিছু নির্দেশনা দিল ও। এরপর চট করে ঢুকে গেল দোকানটায়। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমিও পা বাড়ালাম ভিতরে। দেখি, পোয়ারো লেটুসের দরদাম করছে। আমি কিনলাম এক পাউণ্ড স্ট্রবেরী।

পোয়ারো তখন হাত-পা নাড়তে-নাড়তে দোকানের মোটামতন মহিলাটার সাথে বাক্য বিনিময়ে মগ্ন। 'আপনার ঠিক উল্টো পাশের দোকানে খুন হয়েছে, তাই না? কী ভয়ানক ব্যাপার! আপনাকে নিশ্চয়ই বেশ নাড়া দিয়েছে ব্যাপারটা।'

সারাদিন এই খুন নিয়ে বহুবার কথা বলতে হয়েছে পৃথুলা মহিলার। এতক্ষণে তার বিরক্তি চলে আসার কথা।

মহিলা বলল, 'তা আর বলতে! এখন ভিড়টা একটু কমলেই বাঁচি। আমি তো বুঝতে পারছি না যে, ওখানে এমন হাঁ করে দেখার মত কী আছে?'

'গতকাল রাতে নিশ্চয়ই এত ভিড় ছিল না,' বলল পোয়ারো। 'আপনি তো সম্ভবত খুনিকে দোকানে ঢুকতেও দেখেছেন। শুনলাম, খুনি নাকি লম্বা, দাড়িওয়ালা, ফর্সা এক লোক। আমি তো এ-ও শুনেছি যে লোকটা নাকি রাশিয়ান!'

'কী বললেন?' ঝট করে মুখ তুলে চাইল মহিলা। 'এক রাশিয়ান খুন করেছে?'

'পুলিস নাকি লোকটাকে অ্যারেস্টও করেছে।'

'ঠিক শুনেছেন তো?' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল মহিলা। 'খুনি বিদেশি!'

'হ্যাঁ, এমনটাই শুনলাম। এজন্যই ভাবছিলাম, হয়তো গত

BanglaBook.org

রাতে খুনিকে আপনি দেখে থাকতে পারেন।'

'আসলে দেখার সুযোগ কোথায়, বলুন? সন্ধ্যাবেলায় ভীষণ ব্যস্ত থাকি আমরা, বিক্রি বাট্টার সেরা সময় ওটাই। লোকজন কাজ সেরে ফেরার পথে কেনাকাটা করে যায়। লম্বা, দাড়িওয়ালা, ফর্সা লোকের কথা বলছেন তো? নাহ্, অমন চেহারার কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

পোয়ারোর নির্দেশনা মোতাবেক এবার নাক গলাতে এগিয়ে গেলাম আমি।

'মাফ করবেন, স্যর,' পোয়ারোকে বললাম। 'আমার মনে হয় আপনি ভুল শুনেছেন। লোকটা ছিল খাটো আর কালো।'

এরপর শুরু হয়ে গেল উৎসাহী আলোচনা, তবে তাতে দোকানী মহিলা, তার রোগা-পাতলা স্বামী আর খসখসে গলার কর্মচারীর অংশই ছিল বেশি।

জানতে পারলাম, অন্তত চারজন খাটো, কালো চামড়ার ব্যক্তিকে ওরা দেখতে পেয়েছে। এছাড়াও কর্মচারী লোকটা জানাল, সে একজন লম্বা আর ফর্সা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে দেখেছে। 'তবে লোকটার দাড়ি ছিল না,' আফসোসের সাথে বলল সে।

কেনাকাটা হয়ে গেলে আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম; আমার মিথ্যা পরিচয় ততক্ষণে ঝেড়ে ফেলেছি।

'এই নাটকের উদ্দেশ্য কী ছিল, পোয়ারো?' কিছুটা তিরস্কারের সুরেই জানতে চাইলাম।

'হায়, ঈশ্বর! এটাও বোঝনি তুমি? আমি দেখতে চাইছিলাম, মিসেস অ্যাশারের দোকানে কেউ ঢুকলে, তা উল্টো দিকের দোকানের কারও নজরে পড়ে কিনা।'

'তা সেটা সরাসরি জানতে চাইলেই তো হত, এত মিথ্যা কথার কী দরকার ছিল?'

BanglaBook.org

'না, মন অ্যামি। যদি তোমার কথা অনুসারে "সরাসরি" জানতে চাইতাম, তাহলে আমার প্রশ্নের কোন জবাবই পেতাম না। তুমি নিজে ইংরেজ হয়েও, সরাসরি প্রশ্নের প্রতি ইংরেজ মনোভাব বুঝে উঠতে পারনি দেখছি! সরাসরি প্রশ্ন করাটা ইংরেজ মাত্রই সন্দেহের চোখে দেখে। উত্তর না দিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসে। আমি যদি তথ্য সংগ্রহ করতে চাইতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে ওরা খোলসের ভিতরে গুটিয়ে যেত। কিন্তু মাত্র একটা বেফাঁস মন্তব্য করায় আর তুমি সেটার বিপরীত কথা বলায় সবার মুখ খুলে গেল। চোখের পলকে আলোচনা জমে গেল। সবাই যে যার জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে বসল নির্দ্বিধায়। শেষতক আমরা এটাও জানতে পারলাম, মিসেস অ্যাশার খুন হওয়ার সময়টা হলো "ব্যস্ত সময়"। সবাই তখন যে যার মত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর এ-ও জানলাম, তখন ফুটপাত দিয়ে অনেক লোক আসা-যাওয়া করে। আমাদের খুনি তার অপকর্মের জন্য একেবারে সঠিক সময়টাই বেছে নিয়েছিল, হেস্টিংস।'

একটু বিরতি নিয়ে বিরক্তির স্বরে বলল পোয়ারো, 'তোমার কি একটুও সাধারণ জ্ঞান নেই, হেস্টিংস? তোমাকে বললাম, কিছু একটা কিনে নিয়ো; আর তুমি কিনা বুঝে শুনে স্ট্রবেরী কিনলে! অল্প কিছুটা সময় পেরিয়েছে মাত্র, এর মধ্যেই ব্যাগ থেকে রস বেরিয়ে ভাল স্যুটকেসটা প্রায় নষ্ট করে ফেলছে ওগুলো।'

তড়িঘড়ি করে একটা ছোট বাচ্চাকে দিয়ে দিলাম ফলগুলো। ছেলেটা বেশ অবাক হলো, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে।

পোয়ারো ওর কেনা লেটুসটাও স্ট্রবেরীর সাথে দিয়ে দেয়ায় আরও হতবাক হয়ে গেল বাচ্চাটা। কিন্তু পোয়ারো তখনও কথার

BanglaBook.org

তুবড়ি ছুটিয়ে চলেছে, 'এসব সস্তা সবজি দোকান থেকে কখনও...কখনও স্ট্রবেরী কিনবে না। একেবারে তাজা না হলে স্ট্রবেরী থেকে রস ঝরবেই। কলা কিনতে পার, আপেল কিনতে পার, এমনকী চাইলে বাঁধাকপিও কিনতে পার, কিন্তু স্ট্রবেরী...'

'আসলে ওটাই প্রথম চোখে পড়েছিল আমার,' অজুহাত দিলাম।

'তোমার কল্পনাশক্তি খাটাতে পারলে না? এতকিছু থাকতে স্ট্রবেরী!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল পোয়ারো।

এর পর-পরই ও চট করে দাঁড়িয়ে পড়ল ফুটপাতে।

মিসেস অ্যাশারের দালানটার ডান দিকের বাড়ি আর দোকান, দুটোই খালি। জানালায় একটা 'ভাড়া হবে' লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে। অন্য দিকে ময়লা মসলিনের পর্দা ঝোলানো একটা ইমারত।

বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল পোয়ারো; কলিং বেল নেই বলে আঙুলের গাঁট দিয়ে নক করল সদর দরজায়।

কিছুক্ষণ নক করার পর অত্যন্ত নোংরা একটা ছেলে এসে দরজা খুলল; নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে তার।

'শুভ সন্ধ্যা,' হাসিমুখে বলল পোয়ারো। 'তোমার আম্মু বাসায় আছেন?'

'অ্যাঁ?' চোখে বিরক্তি আর সন্দেহ নিয়ে বলল বাচ্চাটা।

'তোমার আম্মুকে চাইছি, খোকা,' শান্তস্বরে বলল পোয়ারো।

কথাটা বুঝতে-বুঝতে বাচ্চাটার প্রায় বারো সেকেণ্ড সময় লেগে গেল, তারপর সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে চিৎকার করে উঠল, 'আম্মু, তোমাকে চাইছে ওরা।' পরক্ষণেই অন্ধকার বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল বাচ্চাটা।

তীক্ষ্ণ চেহারার এক রমণী দোতলার রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়াল, এরপর ঝুঁকে তাকাল আমাদের দিকে। চেহারায় স্পষ্ট

BanglaBook.org

বিরক্তি।

'এখানে আপনারা শুধু-শুধু সময় নষ্ট করছেন...' মুখ খুলল মহিলা, কিন্তু পোয়ারো তাকে থামিয়ে দিল। মাথা থেকে হ্যাট খুলে নিয়ে সাড়ম্বরে বাউ করল সে।

'শুভ সন্ধ্যা, মাদাম। আমি দ্য ইভনিং ফ্লিকার পত্রিকা থেকে এসেছি। আপনার সদ্য মৃতা প্রতিবেশী, মিসেস অ্যাশারের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের পত্রিকায় এ নিয়ে একটা আর্টিকেল ছাপা হবে। শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে আমরা আপনাকে পাঁচ পাউণ্ড দেব।'

অনুচ্চারিত শব্দগুলো মহিলার ঠোঁটেই রয়ে গেল। হাত দিয়ে ঘষে পরনের কাপড় যথাসম্ভব সোজা করতে-করতে আর চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সে। 'আসুন, প্লিজ, ভেতরে আসুন। এই যে বাঁ দিকে বসুন, স্যর।'

ছোট্ট, ঘিঞ্জি ঘরটার প্রায় পুরোটা জুড়ে আছে নকল জ্যাকোবিয়ান ধাঁচের আসবাব। এরই মাঝে কোনক্রমে জায়গা করে নিয়ে আমরা একটা শক্ত সোফায় বসে পড়লাম।

'আশা করি আপনাদের সাথে রুক্ষভাবে কথা বলায় কিছু মনে করেননি,' মহিলা বলল। 'কিন্তু কী করব বলুন, সারাটা দিন এত ঝামেলা সামলাতে হয়। ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা আসছে তো আসছেই। এ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বা স্টকিংস বিক্রি করে তো ও বিক্রি করে ল্যাভেণ্ডার ব্যাগ। আর মুখে যে কী মিষ্টি-মিষ্টি কথা! একদম ভদ্র আর নম্রভাবে কথা বলে। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, নামটা পর্যন্ত জেনে আসে ওরা! মিসেস ফাউলার, আমার কাছে আছে অমুক ইত্যাদি-ইত্যাদি...'

নামটা শোনা মাত্র যেন লুফে নিল পোয়ারো, 'মিসেস ফাউলার, আশা করি আমার প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর পাব আপনার কাছ থেকে।'

BanglaBook.org

'আসলে আমি ঠিক...' মিসেস ফাউলারের সামনে পাঁচ পাউণ্ডের টোপটা মুলোর মতই ঝুলছে। 'মিসেস অ্যাশারকে আমি চিনতাম বটে, তবে আর্টিকেল লেখাটা...'

পোয়ারো তাড়াতাড়ি তাকে নিশ্চিত করল। জানাল, আর্টিকেল লেখার কাজটা মহিলার হয়ে আমরাই করে দেব। তাকে শুধু মিসেস অ্যাশার আর তাঁর খুনের ব্যাপারে কিছু তথ্য জানাতে হবে।

উৎসাহ পেয়ে এবার মুখ খুলল মিসেস ফাউলার, স্মৃতি থেকে বিভিন্ন কথা তো বললই, তার শোনা কানকথাগুলোও বাদ দিল না।

মিসেস অ্যাশার একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ বলতে যা বোঝায়, সেটা আসলে তাঁর মধ্যে ছিল না। তবে বেচারিকে যে দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে এবং তখনও হচ্ছিল, তাতে এমন আচরণ অস্বাভাবিক ছিল না। এসব কথা সবাই জানে। আসলে ফ্রাঞ্জ অ্যাশারের মত মানুষজনের আসল জায়গা হলো জেল। বহুদিন আগেই লোকটাকে গারদে পোরা উচিত ছিল। তবে মিসেস অ্যাশার লোকটাকে একদম ভয় পেতেন না। খেপলে বরং তাঁকেই ভয় পেত ফ্রাঞ্জ। কিন্তু ফোঁটায়-ফোঁটায় পানি দীর্ঘদিন ধরে পাথরের উপর পড়লে, সেটাও ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। মিসেস ফাউলার বৃদ্ধাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল, 'একদিন না একদিন ওই লোক আপনার কোন ক্ষতি করে বসবে।' আর শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। একদম গা ঘেঁষা দালানে থেকেও সেদিন কিছুই শুনতে পাননি, শেষমেশ এটাও যোগ করল মিসেস ফাউলার।

মহিলা একটু বিরতি নিলে, সুযোগটা কাজে লাগাল পোয়ারো; প্রশ্ন করে বসল সে। জানতে চাইল, মিসেস অ্যাশার কি কখনও উড়ো চিঠি বা এই জাতীয় কিছু পেয়েছিলেন? এই যেমন প্রেরকের

BanglaBook.org

নাম না লেখা চিঠি বা ডাকে করে পাঠানো এ বি সি?

দুঃখজনকভাবে মিসেস ফাউলার এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারল না।

'আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি; বেনামি চিঠি বোঝাতে চাইছেন তো? ওসবে সাধারণত এমন সব বাজে কথা লেখা থাকে, যা জনসম্মুখে উচ্চারণও করা যায় না। অমন চিঠি তাঁকে কেউ লিখেছে কিনা তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। ফ্রাঞ্জ অ্যাশার লিখে থাকলেও, মিসেস অ্যাশার আমাকে সেটা কোনদিন বলেননি। আর এ বি সি মানে কি ওই রেলওয়ে গাইডের কথা বোঝাচ্ছেন? নাহ্, অমন কিছুও কখনও দেখিনি। যদি কেউ পাঠাত, তাহলে তা আমি জানতে পারতাম। ঘটনাটা শোনার পর আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, পালক দিয়ে আঘাত করেও আমাকে ফেলে দেয়া যেত। আমার মেয়ে এডি এসে বলল, "মা, পাশের বাড়িতে অনেক পুলিস এসেছে।" শুনে তো আমি ভয়েই কাবু। পরে ঘটনা শুনে বললাম, "আগেই বলেছিলাম, ওনার একা-একা থাকা উচিত না। অন্তত ভাগ্নিটাকে সাথে রাখা উচিত ছিল। মাতাল ব্যাটা-ছেলে আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।" আর ওর বুড়ো হাবড়া স্বামী তো আরেক কাঠি সরেস। স্বাভাবিক অবস্থাতেও লোকটা পশুর শামিল। অনেকবার ওনাকে সাবধান করে দিয়েছি আমি এ ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত আমার কথাই তো সত্যি হলো, নাকি? বলেছিলাম, লোকটা আপনাকে খুন করবে। এখন হয়েছে তো! একজন মাতাল মানুষ কী করতে পারে, তা আন্দাজ করা অসম্ভব। আর এই খুনটাই কথাটার অকাট্য প্রমাণ।' শিউরে উঠে কথার ফুলঝুরি থামাল মিসেস ফাউলার।

'কেউ কিন্তু অ্যাশার লোকটাকে দোকানে ঢুকতে দেখেনি। নাকি ভুল শুনলাম?' নিরাসক্ত গলায় বলল পোয়ারো।

BanglaBook.org

মিসেস ফাউলার নাক দিয়ে হালকা শব্দ করল। 'কেউ কি আর সবাইকে দেখিয়ে-দেখিয়ে খুন করতে যায়?'

কিন্তু কীভাবে মি. অ্যাশার সবার নজর এড়িয়ে দোকানে ঢুকল, সে ব্যাপারে কোন আলোকপাত করার চেষ্টা অবশ্য তার মধ্যে দেখা গেল না। তবে মহিলা স্বীকার করল যে বাড়িটাতে ঢোকার জন্য পিছন দিকে কোন রাস্তা নেই, আর অ্যাশারকে এই মহল্লার সবাই ভাল করেই চেনে। 'তবে যেহেতু কেউ দেখেনি তাকে, নিশ্চয়ই লোকটা গা ঢাকা দিয়ে এসেছিল।'

পোয়ারো আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে গেল। কিন্তু যখন বুঝতে পারল, মিসেস ফাউলার যা-যা জানে সব বলে ফেলেছে, তখন ক্ষান্ত দিল সে। পকেট থেকে পাঁচ পাউণ্ড বের করে মহিলাকে দিয়ে দিল।

'পাঁচ পাউণ্ড অহেতুক খরচ করলে, পোয়ারো,' রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর মুখ খুললাম আমি। 'হয়তো। আবার সেটা না-ও হতে পারে।'

'মহিলা কি কিছু লুকাচ্ছে?'

'বন্ধুবর, হেস্টিংস, সমস্যা হলো—ঠিক কোন্ প্রশ্নটা করতে হবে, সেটাই আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। বাচ্চাদের মত অন্ধকারে কানামাছি খেলতে হচ্ছে আমাদের, অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াচ্ছি। মিসেস ফাউলার যা-যা জানে বলে নিজে মনে করছে, তাই আমাদেরকে বলেছে। কিছু-কিছু আন্দাজে বলতেও ছাড়েনি! তবে ভবিষ্যতে তার কথা কাজে লাগলেও লাগতে পারে। আমি বর্তমানের জন্য না, ভবিষ্যতের জন্য পাঁচ পাউণ্ড বিনিয়োগ করলাম।'

ওর কথার মর্মার্থ ঠিকমত অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলাম আমি। তবে পোয়ারোর কথা শেষ হওয়ার পর-পরই ইন্সপেক্টর গ্লেনের সাথে দেখা হয়ে গেল আমাদের।

BanglaBook.org

সাত

মি. পার্ট্রিজ এবং মি. রিডল

ইন্সপেক্টর গ্লেনকে দেখে বিষণ্ন মনে হচ্ছিল। যতদূর বুঝলাম, বিকালটি তিনি কাটিয়েছেন কারা-কারা মিসেস অ্যাশারের দোকানে প্রবেশ করেছে তার তালিকা বানিয়ে।

'কিছু পেলেন? কেউ অদ্ভুত কিছু দেখেছে?' জানতে চাইল পোয়ারো।

'দেখেনি আবার! তিনজন লম্বা মানুষকে দেখা গেছে, যাদের চালচলনে ছিল স্পষ্ট চোর-চোর ভাব। কালো গোঁফওয়ালা চারজন খাটো মানুষ, দাড়িওয়ালা দু'জন, মোটাসোটা তিনজন। সব ক'জনই অপরিচিত।

'আর যদি প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান বিশ্বাস করি, তাহলে বলতে হয়, সবার আচরণই ছিল গুণ্ডা-বদমাশের মত! কেউ যে মুখে মুখোশ পরিহিত এক দল বদমাশকে রিভলভার নাচিয়ে-নাচিয়ে ঢুকতে দেখেনি, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়!'

পোয়ারোর হাসিতে সহানুভূতি ঝরে পড়ল।

'ফ্রাঞ্জ অ্যাশারকে দেখেছে, এমন কেউ নেই?'

'নাহ্, এই লোকটাকে কেউ দেখেনি। এটা অবশ্য ওর পক্ষে যায়। মাত্রই চিফ কনস্টেবলকে জানালাম, আমাদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে খবর দেয়া উচিত। আমার মনে হচ্ছে, এই খুনি

BanglaBook.org

এখানকার স্থানীয় কেউ নয়।'

পোয়ারো গম্ভীর গলায় বলল, 'আমিও আপনার সাথে একমত।'

'দেখুন, মসিয়ে পোয়ারো,' ইন্সপেক্টর বললেন। 'বিশ্রী...জঘন্য একটা ব্যাপার ঘটে গেল। আমার একদমই পছন্দ হচ্ছে না এসব...'

বার-বার এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে নিজের হতাশা ব্যক্ত করলেন তিনি। লণ্ডনে ফেরার আগে আরও দু'জনের সাথে কথা বললাম আমরা। প্রথমজন হলেন, মিস্টার জেমস পার্ট্রিজ। পুলিসের মতে, মিসেস অ্যাশারকে ইনিই সর্বশেষ জীবিত অবস্থায় দেখেছেন। সাড়ে পাঁচটার দিকে বৃদ্ধার দোকানে কিছু কেনাকাটা করেছিলেন ভদ্রলোক।

মি. পার্ট্রিজ খর্বকায় মানুষ, পেশায় ব্যাংকের কেরানী। চোখে পান্স-নেয (এক ধরনের চশমা, যাতে ডাঁটি নেই, নাকের উপর স্থির থাকে)। কথা বলেন মেপে-মেপে আর সরাসরি। বাড়িটা ছোট-খাট হলেও, তাঁর মতই গোছানো, ছিমছাম।

'মিস্টার উম...পোয়ারো,' হাতে ধরা কার্ডটা শব্দ করে পড়লেন তিনি। 'ইন্সপেক্টর গ্লেন পাঠিয়েছেন আপনাকে? বলুন কীভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'মিস্টার পার্ট্রিজ, যতদূর জানি মিসেস অ্যাশারকে আপনিই শেষ জীবিত অবস্থায় দেখেছেন।'

মি. পার্ট্রিজ আঙুলের ডগাগুলোকে এক করে এমনভাবে পোয়ারোর দিকে তাকালেন, যেন বাউন্স হয়ে যাওয়া চেক পরখ করে দেখছেন।

'সেটা তর্কসাপেক্ষ, মিস্টার পোয়ারো,' শান্ত গলায় বললেন তিনি। 'আমার পর আরও অনেকেই মিসেস অ্যাশারের দোকানে কেনাকাটা করে থাকতে পারেন।'

'তা পারেন, তবে তারা কেউ সেটা স্বীকার করার জন্য এগিয়ে আসেনি।'

খুক্-খুক্ করে বারকয়েক কাশলেন মি. পার্ট্রিজ। 'কিছু-কিছু মানুষের নাগরিক কর্তব্যবোধ বলতে কিছু নেই, মিস্টার পোয়ারো,' চশমার ফাঁক দিয়ে পেঁচার মত আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক।

'একদম ঠিক বলেছেন,' বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো। 'তবে আপনি তো স্বেচ্ছায় পুলিসের কাছে গিয়েছিলেন, তাই না?'

'অবশ্যই। বিশ্রী এই ঘটনাটা কানে আসা মাত্রই বুঝতে পেরেছিলাম, আমার স্টেটমেন্ট এ ব্যাপারে পুলিসকে সাহায্য করতে পারে। তাই নিজে থেকে চলে গিয়েছিলাম ওদের কাছে।'

'একদম উচিত কাজটা করেছেন,' পোয়ারোর গলা গম্ভীর শোনাল। 'দয়া করে আমাকে যদি আপনার গল্পটা একবার বলতেন...'

'অবশ্যই। কেন নয়? তখন আমি ঘরে ফিরছিলাম আর ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়-'

'মাফ করবেন, কিন্তু তখন যে ঠিক সাড়ে পাঁচটাই বাজে তা কীভাবে বুঝলেন?'

কথার মাঝে নাক গলানোয় মি. পার্ট্রিজ বিরক্ত হলেন মনে হলো। 'চার্চের ঘণ্টা বাজছিল তখন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘড়িতে এক মিনিট স্লো দেখাচ্ছে। মিসেস অ্যাশারের দোকানে প্রবেশ করার ঠিক আগমুহূর্তের কথা এটা।'

'আপনি কি প্রায়ই ওই দোকানে কেনাকাটা করতেন?'

'তা বলতে পারেন। দোকানটা আমার বাড়ি ফেরার পথেই পড়ে। সপ্তাহে একবার বা দু'বার দুই আউন্স করে জন কটন মাইল্ড কিনতাম মিসেস অ্যাশারের কাছ থেকে।'

BanglaBook.org

'মিসেস অ্যাশারের সাথে পরিচয় ছিল আপনার? তাঁর অবস্থা বা অতীত সম্পর্কে কিছু জানতেন?'

'একেবারেই কিছু জানতাম না। কেনাকাটা করার সময় আবহাওয়ার ব্যাপারে দু'একটা বাক্য বিনিময় হত, এই যা। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত আলাপ করার সুযোগ হয়নি কখনও।'

'ভদ্রমহিলার মাতাল স্বামী প্রায়ই তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিতেন, তা কি আপনার জানা ছিল?'

'নাহ্, ওটা জানতাম না আমি। ওই যে বললাম, মহিলার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছুই জানা ছিল না আমার।'

'তবে নিয়মিত দেখা তো হত, তাই না? গতকাল সকালে কি তাঁর আচরণে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছিলেন? আতঙ্কিত বা বিচলিত, এমন কিছু?'

একটু ভেবে দেখলেন মি. পার্ট্রিজ। কপাল কুঁচকে গেছে।

'যতদূর মনে পড়ে, তাঁকে দেখতে স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল। অস্বাভাবিক কোন কিছু দেখতে পাইনি তাঁর মধ্যে,' অবশেষে বললেন তিনি।

উঠে দাঁড়াল পোয়ারো।

'আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার পার্ট্রিজ। ভাল কথা, আপনার বাড়িতে কি এ বি সি-র কোন কপি আছে? লণ্ডনে যাবার ট্রেন ঠিক ক'টায় ছাড়ে তা একটু দেখতে চাচ্ছিলাম।'

'আপনার পেছনের শেলফেই আছে,' বললেন মি. পার্ট্রিজ।

ভদ্রলোকের দেখানো শেলফে একটা এ বি সি, একটা ব্রাডশ', পুঁজি বাজারের বার্ষিক নথিপত্র, কেলী'স ডিকশনারি হু'জ হু আর স্থানীয় একটা ডিরেকটরি দেখতে পেলাম।

পোয়ারো এ বি সি-টা নামিয়ে নিল, ট্রেনের সময়-সূচী দেখার ভান করল কিছুক্ষণ। খানিক বাদে মি. পার্ট্রিজকে ধন্যবাদ

BanglaBook.org

জানিয়ে বিদায় নিলাম আমরা।

এরপর দেখা করতে গেলাম মি. অ্যালবার্ট রিডলের কাছে। আগেরজনের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন চরিত্র।

মি. অ্যালবার্ট রিডল রেলওয়েতে চাকরি করে, তার কাজ হলো রেলের পাটি বসানো আর সেগুলো মেরামত করা।

মিসেস রিডল নার্ভাস প্রকৃতির মহিলা। তার নার্ভাস ভঙ্গিতে বাসন-কোসন ধোয়া আর মি. রিডলের কুকুরের চিৎকার, এদুটোর মধ্য দিয়েই আলাপ চালালাম আমরা।

আমাদের উপস্থিতি তার বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না, ব্যাপারটা গোপন করার কোন চেষ্টাই করল না মি. রিডল।

বিশালাকৃতি মানুষটা জবড়জঙ্গ ধরনের। চেহারা চওড়া, কুতকুতে চোখে সর্বদা যেন সন্দেহ খেলা করছে। বসে-বসে মাংসের পাই খাচ্ছিল সে, গলায় ঢালছিল কালো চা। চায়ের কাপের ওপর দিয়েই রাগতচোখে বার-বার আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল সে।

'একবার তো যা বলার সব বললাম, আবার কেন?' ঘেউ-ঘেউ করে উঠল যেন। 'তাছাড়া, ওই খুনের সাথে আমার কী সম্পর্ক? পুলিস একবার এসে জ্বালিয়ে গেছে, এখন আবার একজোড়া বিদেশি এসেছে জ্বালাতে!'

পোয়ারো আমার দিকে চট করে একবার তাকিয়ে বলল, 'আপনার অসুবিধাটা বুঝতে পারছি, কিন্তু কী আর করবেন, বলুন? একটা জলজ্যান্ত মানুষ খুন হয়েছে বলে কথা! খুব সাবধানের সাথে সবকিছু নিরীখ করা ছাড়া আর উপায়ই বা কী?'

'লোকটা যা জানতে চায় তা বলে দেয়াই ভাল হবে, বার্ট,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল মিসেস রিডল।

'একটা কথাও বলবে না, একদম চুপ করে থাক,' রীতিমত গর্জে উঠল বিশালাকার লোকটা।

BanglaBook.org

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনি স্বেচ্ছায় পুলিসের কাছে যাননি।' ফাঁক বুঝে বলে বসল পোয়ারো।

'কোন্ দুঃখে যাব, শুনি? আমার সাথে ওই খুনের কী সম্পর্ক?'

'একেকজন ব্যাপারগুলো একেকভাবে দেখে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল পোয়ারো। 'একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে এখানে। পুলিস জানতে চায়, খুনের আগে-পরে কে-কে দোকানে গিয়েছিল। আমার তো মনে হয়, আপনি নিজ থেকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলে, ব্যাপারটাকে আরও স্বাভাবিক মনে হত।'

'কাজকর্ম করে খেতে হয় আমাকে। সময় বের করতে পারলে যে নিজেই যেতাম না, এমনটাও তো নয়–'

'যাওয়া উচিত ছিল, তবে যাননি। পুলিস আপনাকে খুঁজে বের করেছে। মিসেস অ্যাশারের দোকানে কারা-কারা ঢুকেছে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ওরা আপনার নাম জানতে পেরেছে। যা-ই হোক, পুলিসকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন তো?'

'কেন? সন্তুষ্ট করতে পারব না কেন?' খেঁকিয়ে উঠল মি. রিডল।

শ্রাগ করল পোয়ারো; চেহারা নিস্পৃহ।

'কী বোঝাতে চাইছেন, জনাব? কেউ কি আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেছে? সবাই জানে বৃদ্ধা মহিলাকে খুন করেছে ওর বাস্টা...বুড়ো স্বামী।'

'কিন্তু লোকটাকে সেই সন্ধ্যায় একবারও মিসেস অ্যাশারের দোকানের আশপাশে দেখা যায়নি। কিন্তু আপনাকে দেখা গিয়েছে।'

'আমাকে ফাঁসাতে চাইছেন, তাই না? শুনে রাখুন,

BanglaBook.org

কোনমতেই সেটা হতে দিচ্ছি না। আমি কেন অমন জঘন্য একটা কাজ করতে যাব? আমি কি কোন পাগলা খুনি? ভাবছেন আমি–'

মারমুখো ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল লোকটা। মিসেস রিডল তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। 'বার্ট, বার্ট...ওসব বলতে নেই। বার্ট...ওরা ভাববে–'

'শান্ত হোন, মসিয়ে,' শীতল গলায় বলল পোয়ারো। 'আমি শুধু ওখানে আপনার যাওয়ার কারণটা আর গিয়ে কী-কী দেখলেন সেটা জানতে চাইছি। কিন্তু আপনি যেভাবে অসহযোগিতা করছেন, তা একটু অদ্ভুতই মনে হচ্ছে।'

'কে বলল আমি অসহযোগিতা করছি?' মি. রিডল আবারও নিজ আসনে বসে পড়ল। 'আমার মোটেও আপত্তি নেই আপনাদেরকে সাহায্য করতে।'

'আপনি ঠিক ছয়টার সময় দোকানটায় প্রবেশ করেছিলেন, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন। অবশ্য একদম ছয়টায় না, ছয়টার দুই কি এক মিনিট পরে। এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক কিনতে চাইছিলাম। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি–'

'দরজা বন্ধ ছিল?'

'হ্যাঁ। প্রথমে ভেবেছিলাম দোকান বুঝি বন্ধ। কিন্তু না, খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকে কাউকে দেখতে পাইনি। কাউন্টারে একটা টোকা দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু কেউ এল না দেখে আবার বাইরে চলে এলাম। এই তো। এরচেয়ে বেশি আর কিছু হয়ওনি আর আমি দেখিওনি। এবার আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।'

'কাউন্টারের পেছনে পড়ে থাকা লাশটা দেখতে পাননি?'

'নাহ্, আমার জায়গায় আপনি থাকলে, আপনিও ওটা

BanglaBook.org

দেখতে পেতেন না। আসলে ওখানে যে লাশটা আছে, সেটা জানা না থাকলে কেউই পেত না।'

'আশপাশে কোন রেলওয়ে গাইড ছিল?'

'ছিল, উল্টানো ছিল। একবার মনে হয়েছিল, বৃদ্ধা মহিলাকে হয়তো আচমকা ট্রেনে করে কোথাও যেতে হয়েছে। সেজন্যই তাড়াহুড়োয় দোকান বন্ধ করার কথা ভুলে গিয়েছে।'

'আপনি কি রেলওয়ে গাইডটা ধরেছিলেন? বা যেখানে ছিল সেখান থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন?'

'না, কেন ধরতে যাব? ওটা স্পর্শও করিনি আমি।'

'আপনি দোকানে ঢোকার সময় কাউকে বেরোতে দেখেছিলেন?'

'উঁহুঁ, অমন কিছুই দেখিনি। এজন্যই তো জানতে চাচ্ছি, আমাকে নিয়ে অহেতুক কেন এত টানাটানি করছেন—?'

পোয়ারো উঠে দাঁড়াল। 'কেউ আপনাকে নিয়ে কোন টানাটানি করছে না, অন্তত এখন পর্যন্ত না। বনজ্যু, মসিয়ে।'

আমরা যখন বাড়িটা থেকে বেরোচ্ছি, হাঁ করে তখন আমাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে ছিল মি. রিডল।

রাস্তায় এসে হাতঘড়ির দিকে মন দিল পোয়ারো। 'আমাদেরকে তাড়াতাড়ি করতে হবে, বন্ধু। ভাগ্য সহায় হলে, সাতটা দুই-এর ট্রেন পেয়ে যেতেও পারি। জলদি পা চালাও।'

BanglaBook.org

আট

দ্বিতীয় চিঠি

'কী বুঝলে?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলাম।

একটা এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে আছি, আপাতত আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। সবেমাত্র অ্যাণ্ডোভার থেকে ছেড়েছে ট্রেনটা।

'অপরাধী...' বলতে শুরু করল পোয়ারো, 'মাঝারী উচ্চতার, মাথার চুল লালচে আর বাঁ চোখটা ট্যারা। ডান পায়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে আর লোকটার কাঁধের ঠিক নিচে একটা বড় আঁচিল আছে।'

'পোয়ারো?' অবাক হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, পোয়ারো বুঝি সত্যি-সত্যিই খুনির বর্ণনা দিচ্ছে! কিন্তু বন্ধুর চোখে কৌতুকের দ্যুতি আমার ভুলটা ভেঙে দিল।

'পোয়ারো!' আবারও চেঁচালাম, কিন্তু এবার তিরস্কারের সুরে।

'মন অ্যামি, তুমি আমার কাছে কী আশা কর বল তো? তোমার এই অবিচল আস্থা আমার ভালই লাগে কিন্তু আমি তো শার্লক হোমস নই! এবার সত্যি কথাটা বলি—খুনি দেখতে কেমন তা আমি জানি না, সে কোথায় বাস করে সে ব্যাপারেও আমার

BanglaBook.org

কোন ধারণা নেই, কীভাবে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে তা-ও জানি না।'

'ইস, যদি কোন সূত্র রেখে যেত লোকটা,' বিড়বিড় করে বললাম আমি।

'সূত্র! খেয়াল করে দেখেছি, এই "সূত্র" জিনিসটা বরাবরই তোমাকে ভীষণ আকর্ষণ করে। আফসোস, লোকটা সিগারেট টেনে ছাই ফেলে যায়নি। ছাইয়ের ওপর পা-ও ফেলেনি। ফেললেই তো জুতোর ছাপ পাওয়া যেত। হয়তো লোকটার জুতোর তলায় একটা পেরেক আছে, যা দেখে পরবর্তীতে ওকে পাকড়াও করা যাবে। কিন্তু না, বেচারা ওসব কিছুই রেখে যায়নি। তবে, বন্ধু, সূত্র হিসেবে অন্তত রেলওয়ে গাইড এ বি সি তো আছে!'

'তোমার কি মনে হয়, খুনি ভুল করে ওটা ফেলে গিয়েছে?'

'অবশ্যই না, ইচ্ছা করে রেখে গিয়েছে। আঙুলের ছাপ আমাদেরকে সে কথাই বলে।'

'কিন্তু গাইডে তো কোন আঙুলের ছাপ ছিল না!'

'সেটাই তো বোঝাতে চাইছি। গতকাল সন্ধ্যাটার ব্যাপারে একটু ভাল করে ভেবে দেখো। জুনের এক উষ্ণ সন্ধ্যা। এমন সন্ধ্যায় কেউ কি হাতে গ্লাভস পরে সান্ধ্য ভ্রমণে বের হয়? হলেও তো সে মানুষজনের নজর এড়িয়ে চলতে পারবে না। যেহেতু এ বি সি গাইডটায় কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি, তার অর্থ ওটা থেকে সতর্কতার সাথে আঙুলের ছাপ মুছে ফেলা হয়েছে। নিষ্পাপ মানুষ আঙুলের ছাপ নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু দোষী মানুষ ঠিকই ঘামায়। তাই নিশ্চয়তার সাথে বলা যায়, কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের খুনি এ বি সি গাইডটা ফেলে গিয়েছে—এটাকে একটা সূত্র বলা চলে বৈকি। ওই গাইডটা এখানে কেউ না কেউ বয়ে এনেছিল, খুনিকে ধরার প্রথম

BanglaBook.org

সম্ভাবনাটা হয়তো এখানেই নিহিত।'

'তাহলে কি এ থেকে আমরা খুনির ব্যাপারে কিছু না কিছু জানতে পারব?'

'আমি খুব একটা আশাবাদী নই। এই খুনি, ধরে নাও মিস্টার এক্স, নিজের ক্ষমতা নিয়ে গর্বিত। আমার মনে হয় না অনুসরণ করে লোকটার কাছে পৌঁছনো যাবে, এমন কোন চিহ্ন সে রেখে গিয়েছে।'

'তাহলে এ বি সি-টা কোন কাজেই আসছে না?'

'তুমি যেভাবে কাজে লাগাতে চাইছ, সেভাবে আসছে না।'

'তাহলে কীভাবে আসছে?'

পোয়ারো সাথে-সাথে কোন উত্তর দিল না; চুপ করে রইল।

একটু পর ধীরে-ধীরে বলল, 'আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অজ্ঞাত চরিত্রের একজন মানুষ। আত্মগোপন করে আছে এবং সেভাবেই থাকতে চায়। কিন্তু ওর কার্যকলাপ এমন যে, চাইলেও সে আড়ালে থাকতে পারবে না। আলো ওর ওপর এসে পড়বেই। এক হিসেবে আমরা লোকটার ব্যাপারে একেবারে কিছু জানি না—অন্য হিসাবে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছি।

'আমি যেন লোকটার অবয়ব আবছা-আবছা দেখতে পাচ্ছি—এমন একজন মানুষ, যে স্পষ্ট আর সুন্দর করে টাইপ করতে পারে—লেখার জন্য দামী কাগজ ব্যবহার করে—নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করতে চায়। আমার মনে হয় আমাদের খুনি শৈশবে বঞ্চিত আর অবহেলিত ছিল।

'গভীর হীনম্মন্যতা নিয়ে বড় হতে হয়েছে তাকে, নিজেকে সে অবিচারের শিকার বলে মনে করে। তাই তার মধ্যে নিজের ক্ষমতা জাহির করার অদম্য একটা আগ্রহ আছে। কিন্তু পরিস্থিতি আর পারিপার্শ্বিকতা এমন যে, সেই ইচ্ছা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য এ পর্যন্ত সে যা-যা করেছে, সবই ওকে আরও বেশি লজ্জার

BanglaBook.org

মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

'বলতে পার ওর ভেতরে যেন কোন বারুদের স্তূপ রয়েছে, প্রতি মুহূর্তে আক্রোশের আগুন একটু-একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে সেই স্তূপের দিকে...'

এসব স্রেফ তোমার অনুমান,' আমি আপত্তি জানালাম। 'আন্দাজ করে কী লাভ? কাজের কাজ তো কিছু হবে না।'

'তোমার তো বরাবরই পোড়া ম্যাচ, সিগারেটের ছাই আর পেরেকওয়ালা বুট পছন্দ! তবে এসব ব্যবহার করে অন্তত আমরা নিজেদেরকে কিছু বাস্তব প্রশ্ন তো জিজ্ঞেস করতে পারি। কেন এ বি সি? কেন মিসেস অ্যাশার? কেন অ্যাণ্ডোভার?'

'বৃদ্ধার অতীত ঘেঁটে কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না,' একটু ভেবে বললাম আমি। 'যে দু'জনের সাথে আমরা কথা বললাম, তাদের কাছ থেকেও তো বিশেষ কোন তথ্য পেলাম না। আমাদের জানা ছিল না, এমন কিছুই বলেনি ওরা।'

'আসলে ওদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু জানার আশাও ছিল না। তবে যেহেতু ওদেরও খুন করার সুযোগ ছিল, তাই দেখা করতেই হত।'

'তুমি ভাবছ–'

'খুনি অ্যাণ্ডোভার বা তার আশপাশেই থাকে, সেই সম্ভাবনা তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমাদের শেষ প্রশ্ন, "কেন অ্যাণ্ডোভার?"-এর সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে এই সম্ভাবনা। ওই দু'জন মানুষ খুনের কাছাকাছি সময়ে দোকানের আশপাশে ছিল বলে জানা গিয়েছে। এদের একজন খুনি হলেও হতে পারে। এখন পর্যন্ত কাউকে নির্দোষ ধরে নেবার মত কোন তথ্য পাইনি আমরা।'

'হয়তো ওই দামড়া, বর্বর রিডলই খুনি।' হালকা গলায় বললাম আমি।

BanglaBook.org

‘উঁহুঁ, আমার কিন্তু রিডলকে দোষী বলে মনে হয় না। দেখতেই পাচ্ছিলে লোকটা নার্ভাস, সবসময় খেপে আছে, অস্থির স্বভাবের–’

‘কিন্তু তাতে তো এটাই প্রমাণিত হয় যে–’

‘এ বি সি চিঠিটা যে লিখেছে তার সাথে লোকটার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোন মিলই নেই। আমরা খুনির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজছি তা হলো আত্মশ্লাঘা, সেই সাথে তুমুল আত্মবিশ্বাস।’

‘যে সবসময় নিজের ক্ষমতা সবার কাছে প্রকাশ করতে চায়?’

‘হতে পারে। কিছু-কিছু মানুষ এমনও আছে যারা নার্ভাস আর লাজুক আচরণের চাদরে গর্ব আর আত্মপ্রসাদ লুকিয়ে রাখতে পারে।’

‘তাহলে পার্ট্রিজের ওপর সন্দেহ–’

‘নিঃসন্দেহে দু’জনের মধ্যে মিস্টার পার্ট্রিজের সাথেই খুনির স্বভাবের সাযুজ্যটা বেশি। এর বেশি কিছু বলা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। চিঠিটার লেখক যা করত, সে-ও তাই করেছে। সাথে-সাথে পুলিসের কাছে চলে গিয়েছে, পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে নিজেকে। উপভোগ করছে নিজের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটাকে।’

‘তুমি কি আসলেই মনে কর–?’

‘না, হেস্টিংস। আমার ধারণা খুনি অ্যাণ্ডোভারের বাইরের কেউ। তবে এই পর্যায়ে কোন সম্ভাবনাই বাদ দেয়া উচিত হবে না। আর খুনিকে আমরা পুরুষ হিসেবে ধরে নিয়েছি, তবে সে মহিলা হলেও অবাক হব না আমি।’

‘সে তো হতেই পারে!’

‘মানছি, আক্রমণের ধরনটা পুরুষের সাথেই বেশি মেলে।

BanglaBook.org

কিন্তু উড়ো চিঠি লেখার স্বভাব ছেলেদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না, অমন চিঠি মেয়েরাই লেখে বেশি; এটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি। এরপর বললাম, 'তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী?'

'আহ্, আমার উদ্যমী হেস্টিংস।' আমার দিকে চেয়ে হাসল পোয়ারো।

'আসলেই জানতে চাইছি, এখন আমরা কী করব?'

'কিচ্ছু না।'

'কিছু না বলতে?' গলার স্বরে হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারলাম না।

'আমি কি জাদুকর? নাকি গুণিন? আমাকে কী করতে বল তুমি?'

অনেক ভেবেও প্রশ্নটার কোন জুতসই জবাব পেলাম না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল কিছু না কিছু একটা তো করা দরকার। চুপচাপ বসে থাকা চলবে না। তাই বললাম, 'আমাদের হাতে আছে এ বি সি গাইড, চিঠি যে কাগজে লেখা হয়েছে সেটা আর খাম–'

'ওগুলো দিয়ে যা-যা করা সম্ভব, তা তো করা হচ্ছেই। এসব তল্লাশী করার কাজে পুলিসের দক্ষতা আর ক্ষমতা আমাদের চাইতে অনেক বেশি। যদি ওসব ব্যবহার করে কিছু আবিষ্কার করার মত থেকে থাকে, তাহলে পুলিসই তা করবে।'

এরপর আর কিছু বলার রইল না আমার।

পরবর্তী দিনগুলোতে পোয়ারোকে কেসটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে দেখলাম না। আমি যতবার প্রসঙ্গটা তুললাম, ততবার ও মাছি তাড়াবার মত করে হাত নাড়াল।

মনে-মনে ভয় পাচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম পোয়ারোর মনোভাব

BanglaBook.org

আমি বুঝতে পারছি। মিসেস অ্যাশারের হত্যা রহস্য সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়াটা ওর কাছে পরাজয়েরই সামিল। এ বি সি ওকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল এবং এ বি সি সেই চ্যালেঞ্জে জিতে গিয়েছে! নিরবচ্ছিন্ন সফলতা আমার বন্ধুকে পরাজয়ের ব্যাপারে স্পর্শকাতর করে তুলেছে। এতটাই যে, সে পরাজয়ের প্রসঙ্গ পর্যন্ত সহ্য করতে পারছে না। হয়তো এটা এত বড় মাপের একজন মানুষের জন্য চারিত্রিক দুর্বলতা বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু সফলতা এমন এক জিনিস, যা সবচেয়ে সংযত মানুষটির মাথাও ঘুরিয়ে দিতে পারে।

পোয়ারোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটেছে বহু বছর ধরে, খুব ধীরে-ধীরে। এতদিনে হয়তো সেটা পুরোপুরিভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বন্ধুর দুর্বল জায়গায় আর টোকা দিতে মন সায় দিল না; প্রসঙ্গটা আর কখনও তুললাম না।

ইনকোয়েস্টের ঘটনাটা পড়লাম খবরের কাগজে। একদম সংক্ষিপ্ত করে ছাপা হয়েছিল খবরটা। এ বি সি-র পাঠানো চিঠিটার ব্যাপারে কোন কথা লেখা হয়নি।

রায়ে বলা হয়েছে, অজ্ঞাত নামের কে বা কারা খুন করেছে!

বিশ্রী ব্যাপারটা খবরের কাগজে বলতে গেলে কোন গুরুত্বই পেল না। আর গুরুত্ব পাবেই বা কেন? মুখরোচক, চমকপ্রদ কোন খবর তো আর নয় এটা। একটা সরু রাস্তার সস্তা এক দোকানে হতদরিদ্র এক বৃদ্ধার হত্যাকাণ্ড, কারই বা নজর কাড়ে? অতিসত্বর আরও রোমাঞ্চকর সব খবর পত্রিকার পাতা দখল করে নিল।

আমার মন থেকেও আস্তে-আস্তে মুছে যাচ্ছিল ঘটনাটা। তার একটা কারণ হয়তো এটা–পোয়ারোর ব্যর্থতার কথা ভাবতে আমারও কষ্ট হয়। একারণেই ধীরে-ধীরে ভুলে যাচ্ছিলাম ব্যাপারটা।

BanglaBook.org

কিন্তু জুলাই মাসের পঁচিশ তারিখে আচমকা পুরো বিষয়টা আবার আমার মনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল!

ব্যক্তিগত কাজে উইকএণ্ডটা ইয়র্কশায়ারে কাটাতে হয়েছে বলে পোয়ারোর সাথে দিন কয়েক দেখা হয়নি আমার। সোমবার বিকেলে ফিরে এলাম, আর চিঠিটা এল সেদিন সন্ধ্যা ছয়টার দিকে।

খামটা ছুরি দিয়ে খোলার পর নিঃশ্বাসের ভোঁতা যে শব্দটা করেছিল পোয়ারো, সেটা এখনও দিব্যি মনে আছে আমার।

'আরেকটা এসেছে,' শান্তস্বরে বলল পোয়ারো।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম; কথাটার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।

'কী এসেছে?'

'ধরে নাও এ বি সি আখ্যানের পরবর্তী খণ্ড।'

কয়েক মুহূর্ত নির্বোধের মত তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে, সত্যিই মাথায় কিছু ঢুকছিল না আমার।

'নিজেই পড়ে দেখো,' বলে চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল পোয়ারো।

আগের মতই দামী কাগজে গোটা-গোটা করে প্রিন্ট করা চিঠিটা।

'প্রিয় মি. পোয়ারো, কেমন হলো ব্যাপারটা? প্রথম দানে জয়টা আমারই হলো কিন্তু। অ্যাণ্ডোভারের ঘটনাটা তো কোন সমস্যা ছাড়াই শেষ হয়ে গেল, তাই না?

কিন্তু খেলা তো সবে শুরু! এই মাসের পঁচিশ তারিখে বেক্সহিল-অন-সী-র ওপর নজর রাখুন, প্লিজ।

খুব মজা হচ্ছে, তাই না?

আপনার বিশ্বস্ত

এ বি সি'

BanglaBook.org

'হায়, ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠলাম। 'শয়তানটা কি আরেকটা খুন করতে চলেছে, পোয়ারো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে, হেস্টিংস। তুমি কী আশা করেছিলে? ভেবেছিলে অ্যাণ্ডোভারের অপরাধটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা? বলেছিলাম, "এটা তো শুরু মাত্র।" মনে নেই?'

'সাংঘাতিক ব্যাপার!'

'হ্যাঁ, আসলেই সাংঘাতিক ব্যাপার।'

'বলতে পার এবারে আমরা এক মানসিক বিকারগ্রস্ত খুনির মুখোমুখি হয়েছি।'

'হ্যাঁ।'

পোয়ারোর শান্ত আচরণ আমার মনে যতটা প্রভাব ফেলল, ওর নায়কোচিত কোন আচরণও হয়তো অতটা প্রভাব ফেলতে পারত না। শিউরে উঠে চিঠিটা ফিরিয়ে দিলাম ওকে।

পরদিন সকালে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের সদস্যদের সাথে কনফারেন্সে অংশ নিলাম আমরা। সাসেক্সের চিফ কনস্টেবল, সিআইডি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, অ্যাণ্ডোভার থেকে ইন্সপেক্টর গ্লেন, সাসেক্স পুলিসের সুপারিনটেণ্ডেন্ট কার্টার, জ্যাপ, ক্রোম নামধারী একজন কমবয়সী ইন্সপেক্টর, নামকরা মনোচিকিৎসক ডা. টমসন—সবাই উপস্থিত ছিলেন ওখানে।

এবারের চিঠিতে ছিল হ্যাম্পস্টেডের পোস্টমার্ক। কিন্তু পোয়ারোর মতে এই কেসে পোস্টমার্কের কোন গুরুত্বই নেই!

বিস্তারিতভাবে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা। ডা. টমসন মধ্যবয়সী; মিশুক মানুষ। নিজের বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও, কথায়-কথায় সেটা জাহির করার পরিবর্তে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এমন ভাষায় কথা বলতে পছন্দ করেন তিনি। মনস্তত্ত্বের জটিল পরিভাষাগুলো ব্যবহার না করায়,

BanglaBook.org

তাঁর কথা বুঝতে আমাদের কারোরই তেমন একটা সমস্যা হলো না।

'এই দুটো চিঠি যে একই ব্যক্তি লিখেছে,' অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বললেন, 'সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। অবিকল একই রকম লেখা।'

'তাহলে আমরা এটাও ধরে নিতে পারি যে, এই লোকটাই অ্যাণ্ডোভারের খুনের জন্য দায়ী।'

'একদম ঠিক বলেছেন। এবারে আমাদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় খুনটা হবে পঁচিশ তারিখ; অর্থাৎ আগামী পরশু। খুনের স্থান হলো বেক্সহিল। এখুন বলুন, ঠিক কী-কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত আমাদের?'

সাসেক্সের চিফ কনস্টেবল তাঁর সুপারিনটেণ্ডেন্টের দিকে তাকালেন। 'কার্টার, বলো তো আমরা কী-কী করতে চলেছি?'

সুপারিনটেণ্ডেন্ট সাহেব থমথমে চেহারায় মাথা নাড়লেন। 'খুব মুশকিল হয়ে যাবে, স্যর। খুনির শিকারের ব্যাপারে আমাদের কোনরকম ধারণাই নেই। এক্ষেত্রে আমাদের আর তেমন কী-ই বা করার থাকে বলুন?'

'একটা পরামর্শ দিই?' মৃদুস্বরে বলল পোয়ারো।

সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তার দিকে।

'আমার মনে হয়, ভিক্টিমের পদবি শুরু হবে "বি" অক্ষরটা দিয়ে।'

'আজব তো!' সুপারিনটেণ্ডেন্টের কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

'বর্ণমালা নিয়ে বাতিক আছে খুনির,' চিন্তিত গলায় বললেন ডা. টমসন।

'একটা সম্ভাবনার কথা বললাম কেবল, এর বেশি কিছু না। চিন্তাটা আমার মাথায় প্রথম এসেছিল যখন অ্যাশারের নামটা পরিষ্কার অক্ষরে দোকানের ওপরে লেখা দেখেছিলাম। ওই যে

BanglaBook.org

গত মাসে যে বৃদ্ধা খুন হয়েছিলেন, তাঁর কথা বলছি। এরপর যখন এই দ্বিতীয় চিঠিতে বেক্সহিলের নাম দেখতে পেলাম, মনে হলো খুনি হয়তো বর্ণমালা অনুসরণ করেই শিকার আর খুনের জায়গা বাছাই করছে।'

'হতে পারে,' বললেন ডাক্তার। 'আবার এ-ও হতে পারে যে, অ্যাশার নামটা কাকতালীয় একটা ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়তো দেখা যাবে, এবারের শিকারও এক বৃদ্ধা দোকানী, এবার তার নাম যাই হোক না কেন! মনে রাখতে হবে, আমরা এক উন্মাদের মোকাবেলা করছি। এখন পর্যন্ত তার মোটিভ সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানতে পারিনি।'

'উন্মাদের আচরণের পেছনে কি কোন মোটিভ থাকে, স্যর?' কণ্ঠে বিতৃষ্ণা নিয়ে বললেন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট।

'একেবারেই যে থাকে না, সেটা বলা যাবে না। তীব্র উন্মাদনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, নিজের কাজের পেছনে অমূলক কোন যুক্তি! কেউ হয়তো বিশ্বাস করে যে তাকে দুনিয়াতে পাঠানোই হয়েছে যাজকদের কিংবা ডাক্তারদের, অথবা সিগারেটের দোকান চালায় এমন বয়স্কা মহিলাদের খুন করার জন্য! প্রায়শই দেখা যায়, এর পেছনে সে কোন না কোন শক্ত যুক্তি ঠিকই দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই এই বর্ণমালা অনুসরণের ব্যাপারটায় খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। অ্যাণ্ডোভারের পর বেক্সহিল বেছে নেয়াটা সম্ভবত কাকতাল, এর বেশি কিছু নয়।'

'আমরা অবশ্য কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি, এতে কোন ক্ষতি নেই। কার্টার, পদবি "বি" দিয়ে শুরু এমন মানুষদের, বিশেষ করে যাদের ছোট-খাট দোকান আছে, তাদের একটা তালিকা বানাও। সেই সাথে শুধুমাত্র একজন মানুষ চালায়, এমন সব সিগারেটের দোকান আর পত্রিকার

BanglaBook.org

দোকানের ওপর নজর রাখতে পার। আমার মনে হয় না এ মুহূর্তে আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারি। ওহ্, সেই সাথে বাইরে থেকে আসা প্রতিটা লোকের ওপর যতটা সম্ভব নজর রাখো।'

গুঙিয়ে উঠলেন সুপারিনটেণ্ডেন্ট। 'স্কুল ছুটি হচ্ছে, সময়টা বেড়ানোর। এখন অচেনা লোকের ওপর নজর রাখা! এই সপ্তাহটা বাইরের লোক দিয়ে গোটা বেক্সহিল ভরা থাকবে।'

'আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব, তা তো করতেই হবে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন চিফ কনস্টেবল।

ইন্সপেক্টর গ্লেন এবার মুখ খুললেন, 'অ্যাশারের ব্যাপারটায় যাদের-যাদের নাম এসেছে, তাদের সবার ওপরই আমি নজর রাখব। বিশেষ করে ওই দুই সাক্ষী, পার্ট্রিজ আর রিডেল এবং অ্যাশারের ওপরে তো বটেই। এদের কেউ যদি অ্যাণ্ডোভার ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, পেছনে ফেউ লাগিয়ে দেব।'

আরও কিছু টুকটাক পরামর্শ আর বিক্ষিপ্ত আলোচনার পর কনফারেন্সটা শেষ হলো।

'পোয়ারো,' নদীর পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললাম, 'এবারের অপরাধটা কি আমরা থামাতে পারব না?'

বিমর্ষ চেহারাটা আমার দিকে ফেরাল সে, 'শহর ভর্তি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মধ্য থেকে একজন উন্মাদকে খুঁজে বের করা? ভয় হচ্ছে, হেস্টিংস; বড্ড ভয় হচ্ছে। জ্যাক দ্য রিপারের কথা ভুলে যেয়ো না কিন্তু। দীর্ঘদিন সফলতার সাথে কুকর্ম চালিয়ে যেতে পেরেছিল সে।'

'কী ভয়ানক!' আঁতকে উঠলাম আমি।

'উন্মাদনা, হেস্টিংস, ভয়ানক একটা ব্যাপার। আমি ভয় পাচ্ছি...সত্যিই ভয় পাচ্ছি...'

BanglaBook.org

নয়

বেক্সহিল-অন-সী মার্ডার

পঁচিশে জুলাই ঘুম থেকে ওঠার স্মৃতিটা এখনও আমার মনে অম্লান হয়ে আছে।

তখন সকাল সাড়ে সাতটা বাজে।

বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল পোয়ারো, কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করছিল আমাকে। ওর চেহারার দিকে এক নজর দেখা মাত্রই চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেল আমার।

'কী হয়েছে?' চটজলদি উঠে বসে জানতে চাইলাম।

সাদাসিধেভাবেই জবাব দিল ও, কিন্তু কণ্ঠে লুকিয়ে ছিল এক সমুদ্র আবেগ।

'ব্যাপারটা ঘটেছে।'

'কী?' প্রায় চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'কিন্তু পঁচিশ তারিখ তো সবে শুরু হলো মাত্র!'

'গতরাতে ঘটেছে; কিংবা বলতে পারো পঁচিশ তারিখ শুরু হওয়ার প্রথম কয়েকঘণ্টার মধ্যে।'

বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। এরইমধ্যে পোয়ারো টেলিফোনে শোনা কথাগুলোই আমাকে পুনরাবৃত্তি করে শোনাল।

'বেক্সহিলের সমুদ্র সৈকতে এক তরুণীর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। মেয়েটির পরিচয় বের করতে পেরেছে পুলিস।

BanglaBook.org

ওর নাম এলিজাবেথ বার্নার্ড, এখানকার এক ক্যাফের ওয়েট্রেস। ছোট, সদ্য নির্মিত এক বাংলোয় বাবা-মার সাথে থাকত সে। ডাক্তারি পরীক্ষা মতে সাড়ে এগারোটা থেকে একটার মধ্যে হয়েছে খুনটা।'

'এটা যে আমাদের খুনিরই কাজ, সেটা কি নিশ্চিত?' মুখে শেভিং ক্রিম ঘষতে-ঘষতে জিজ্ঞেস করলাম।

'বেক্সহিলের পাতা খুলে রাখা একটা এ বি সি গাইড মরদেহের নিচে চাপা পড়া অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

শিউরে উঠলাম আমি। 'কী ভয়ানক!'

'হাতের কাজে মনোযোগ দাও, হেস্টিংস। চাই না আমার ঘরে আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটুক!'

মুখ কুঁচকে কিছুটা বিরক্তির সাথেই চিবুক থেকে রক্ত মুছে ফেললাম।

'এখন? এখন কী করব আমরা?' জানতে চাইলাম।

'কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে নেবার জন্য একটা গাড়ি আসবে। আমি তোমার জন্য এক কাপ কফি এনে দিচ্ছি। অহেতুক দেরি করতে চাই না।'

বিশ মিনিট পর দেখা গেল, আমরা পুলিসের দ্রুতগামী এক গাড়িতে চড়ে টেমস পার হচ্ছি। ইন্সপেক্টর ক্রোম আমাদের সঙ্গী হলো।

লোকটা সেদিন কনফারেন্সে উপস্থিত ছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে তাকেই এ কেসের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

জ্যাপের সাথে ক্রোমের বিস্তর পার্থক্য। লোকটার বয়স কম, চুপচাপ আর ভারিক্কি স্বভাবের। শিক্ষিত, পড়াশোনা করা যুবক; তবে কিনা নিজের ব্যাপারে একটু বেশিই গর্বিত সে। অতি সম্প্রতি একাধিক শিশুহত্যা-রহস্য সমাধান করে সবার নজর কেড়েছে। অনেকটা সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে অপরাধীকে খুঁজে বের

BanglaBook.org

করেছে সে, খুনি এখন ব্রডমুরের মানসিক হাসপাতালের অধিবাসী।

বর্তমান কেসটার দায়িত্ব নেবার মত যথেষ্ট দক্ষ ক্রোম। তবে আমার কেন জানি মনে হলো, ব্যাপারটা সে নিজেও জানে এবং সেটা প্রচারও করতে চায়। পোয়ারোর প্রতি তার আচরণে সারাক্ষণই কিছুটা বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ভাব ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ করলাম।

'ডাক্তার টমসনের সাথে আমার অনেকক্ষণ কথা হয়েছে,' বলল ক্রোম। 'তিনি এই ধরনের "ধারাবাহিক" বা "চেইন" মার্ডারের প্রতি একটু বেশিই আগ্রহী। তাঁর মতে, এ ধরনের খুন যে করে, সে বিকৃত মানসিকতার। অবশ্য ডাক্তাররা ওদের নিয়ে কেন যে এতটা আগ্রহী, সেটা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝাটা একরকম অসম্ভবই বলা যায়,' কাশল ক্রোম। 'আমার শেষ কেসটার কথাই ধরুন–আপনারা শুনেছেন কিনা জানি না–ওই যে ম্যাবেল হোমার কেস, মুসওয়েল হিল স্কুলের একটা মেয়েকে নিয়ে...যাই হোক, খুনি লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত ছিল। খুনটা যে ও-ই করেছে, তা প্রমাণ করতে অনেক কষ্ট হয়েছে আমার। বিশ্বাস করবেন কিনা, ওটা ছিল ওর তৃতীয় খুন! দেখতে আপনার বা আমার মতই স্বাভাবিক একজন মানুষ।

'তবে এখন অনেক তো নতুন-নতুন সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবিষ্কার হয়েছে, এই যেমন কথার নানারকম প্যাঁচ। অত্যাধুনিক সব ব্যাপার-স্যাপার; আপনাদের সময় তো আর ওসব কিছু ছিল না। একবার কারও মুখ খোলাতে পারলেই হয়, বাগে পেয়ে যাবেন তাকে। সে-ও তা বুঝতে পারে, আর এতেই আরও বেশি ভেঙে পড়ে। মুখ দিয়ে শুধু আলগা কথাই বেরোতে থাকে তখন।'

'আমার সময়েও মাঝে-মাঝে এমন হত,' শান্তস্বরে বলল পোয়ারো।

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর ক্রোম ওর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'তাই নাকি?'

এরপর নীরবেই কেটে গেল অনেকটা সময়। নিউ ক্রস স্টেশনটা পেরচ্ছি, এমন সময় ক্রোম বলে উঠল, 'এই কেসের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে প্রশ্ন করতে পারেন আমাকে।'

'আপনি কি মৃত মেয়েটার কোন বর্ণনা পেয়েছেন?'

'মেয়েটার বয়স ছিল তেইশ, জিনজার ক্যাট ক্যাফেতে ওয়েট্রেস হিসেবে কাজ করত...'

'সেটা জানতে চাইনি। জানতে চাইছিলাম যে–মেয়েটা কি সুন্দরী?'

'এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন তথ্য নেই,' এতটুকু বলে চুপ মেরে গেল ক্রোম। কিন্তু ওর শরীরী ভঙ্গি বলছিল, 'এই বিদেশিদের নিয়ে আর পারা গেল না। সবাই এক।'

পোয়ারোর চোখে মৃদু হাসি খেলা করে গেল।

'আপনার কাছে মনে হয় ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি, তাই না? অথচ, ব্যাপারটার গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকাংশ সময় এটাই কিন্তু মেয়েদের ভাগ্য লিখে দেয়।'

আবারও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটালাম আমরা।

সেভেন ওকসের কাছাকাছি পৌঁছবার পর মুখ খুলল পোয়ারো। 'মেয়েটাকে কীভাবে আর কী দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, তা জানেন?'

ইন্সপেক্টর ক্রোম সংক্ষেপে জবাব দিল, 'নিজের বেল্ট ব্যবহার করেই ওকে ফাঁস দিয়ে মারা হয়েছে। জিনিসটা হাতে বোনা, বেশ মোটাসোটা বলে শুনেছি।'

পোয়ারোর চোখজোড়া বড়-বড় হয়ে গেল।

'আহা,' বলল সে। 'অবশেষে নিরেট কোন তথ্য পেলাম আমরা। এ থেকে অন্তত একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে,

BanglaBook.org

কি বলেন?'

'আমি এখনও জিনিসটা দেখিনি,' ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল ক্রোম।

লোকটার অহেতুক এহেন সাবধানী আচরণ আর কল্পনাশক্তির অভাব লক্ষ করে বিরক্ত হলাম আমি।

'খুনির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে কিছুটা হলেও আলোকপাত হলো এতে,' বললাম। 'মেয়েটার নিজের বেল্ট! এতে কি খুনির পাশবিক স্বভাবটাই প্রকাশ পায় না?'

পোয়ারো আমার দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকাল, যা আমার ঠিক বোধগম্য হলো না। মনে হচ্ছে তাঁর চোখে কৌতুকমিশ্রিত অধৈর্য খেলা করছে। ধরে নিলাম, আমাকে ইন্সপেক্টর ক্রোমের সামনে বেশি কথা বলতে নিষেধ করছে সে। চুপ হয়ে গেলাম।

বেক্সহিলে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কার্টার। তাঁর সাথে ছিল কেলসি নামের আমুদে, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার তরুণ এক ইন্সপেক্টর। ক্রোমের সাথে এই কেসে কাজ করার জন্য কেলসিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

'তুমি নিশ্চয়ই নিজের মত করেই অনুসন্ধান করতে চাইবে, তাই না, ক্রোম?' সুপারিনটেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞেস করলেন। 'তাই অল্প কথায় তোমাকে কেসটা সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছি, এরপর চাইলে তুমি কাজে লেগে পড়তে পার।'

'ধন্যবাদ, স্যর,' দায়সারা গোছের জবাব দিল ক্রোম।

'আমরা খবরটা তরুণীর বাবা-মাকে জানিয়ে দিয়েছি,' সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বললেন। 'বুঝতেই পারছ, প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছেন ওনারা। জিজ্ঞাসাবাদ করার আগে নিজেদেরকে সামলে নেয়ার জন্য খানিকটা সময় দিয়েছি ওঁদের। তাই ওখান থেকেই কাজ শুরু করতে পার তুমি।'

BanglaBook.org

'তরুণীর পরিবারে আর কোন সদস্য আছে?' জানতে চাইল পোয়ারো।

'বোন আছে একজন—লণ্ডনে টাইপিস্টের কাজ করে। তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রেমিকও আছে একজন; গতরাতে ওই লোকের সাথে মেয়েটির ডেটিং-এ যাওয়ার কথা ছিল বলে শুনলাম।'

'এ বি সি গাইডটা থেকে কিছু পাওয়া যায়নি?' ক্রোম জানতে চাইল।

'ওই যে, ওখানে রাখা আছে,' টেবিলের দিকে নড করে দেখিয়ে দিলেন সুপারিনটেণ্ডেন্ট। 'কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। বেক্সহিলের পাতাটা খোলা ছিল। একেবারেই নতুন একটা কপি, খুব একটা ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হলো না। বেক্সহিল থেকে কেনা হয়েছে বলেও মনে হয় না। সম্ভাব্য সবগুলো বড়-বড় দোকানে খোঁজ নিয়েছি আমি।'

'লাশটা কে আবিষ্কার করেছে, স্যর?'

'কর্নেল জেরোম নামের এক লোক। ভদ্রলোক সকালের বায়ু সেবন করতে ভালবাসেন। প্রতিদিনই ছয়টার দিকে কুকুর নিয়ে হাঁটতে বেরোন। সমুদ্রের ধার ধরে কুডেনের দিকে এগোন তিনি। এরপর সৈকতে নেমে আসেন। আজও তাই করছিলেন। কুকুরটা হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে কিছু একটা শুঁকতে শুরু করে। হাজার ডাকাডাকি করেও ওটাকে ফেরাতে ব্যর্থ হন কর্নেল। টের পান, অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে ওখানে। এগিয়ে গিয়ে লাশটা আবিষ্কার করেন। নিজের দায়িত্বটা এরপর ঠিকঠাক মতই পালন করেছেন তিনি। লাশের গায়ে হাতটা পর্যন্ত দেননি। সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদেরকে ফোন করেছেন।'

'মৃত্যুর সময়টা কি তাহলে রাত বারোটার আশপাশে?'

'মাঝরাত থেকে একটার মধ্যে—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

BanglaBook.org

আমাদের উন্মাদ খুনি নিজের কথার দাম রেখেছে। বলেছিল পঁচিশ তারিখে কাণ্ডটা ঘটাবে, তা-ই করেছে সে।'

নড করল ক্রোম। 'হ্যাঁ, খুনির স্বভাবের সাথে মিলে যাচ্ছে। আর কোন তথ্য? কোন প্রত্যক্ষদর্শী?'

'আমাদের জানামতে, নেই। কিন্তু এখনও কিন্তু খুব বেশি সময় পেরোয়নি। আশা করছি, গতরাতে সাদা পোশাক পরা এক মেয়েকে একজন পুরুষের সাথে হাঁটতে দেখেছে, এমন অনেককেই পাওয়া যাবে। সমস্যা হলো, গতরাতে বেড়াতে বের হওয়া এমন জোড়ার সংখ্যা চার-পাঁচশোর কম হবে না।'

ঠিক আছে, স্যর। কাজে লেগে পড়ি তাহলে,' বলল ক্রোম। মেয়েটার বাড়ি আর তার কাজের জায়গায় যেতে চাই। কেলসি থাকুক আমার সঙ্গে।'

'আর মিস্টার পোয়ারো?' জানতে চাইলেন সুপারিনটেণ্ডেন্ট।

'আমিও আপনার সাথে যেতে চাই।' প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ক্রোমের দিকে তাকিয়ে নড করল পোয়ারো।

আমার কেন যেন মনে হলো এতে কিছুটা হলেও বিরক্ত হয়েছে ক্রোম। কেলসি, যে আগে কখনও পোয়ারোকে দেখেনি, দাঁত বের করে হাসল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, প্রথম দেখায় আমার বন্ধুকে প্রায় সবাই-ই সঙ বলে মনে করে; তবে ভুলটা ভাঙতে খুব একটা সময় লাগে না ওদের।

'যে বেল্ট দিয়ে মেয়েটাকে হত্যা করা হয়েছে, সেটার ব্যাপারে কিছু জানা গেল?' ক্রোম জানতে চাইল। 'মিস্টার পোয়ারোর ধারণা ওটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। তিনি নিশ্চয়ই ওটা দেখতে চাইবেন।'

'ঠিক তা না,' পোয়ারো দ্রুত বলল। 'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।'

BanglaBook.org

‘ওটা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই পাওয়া যাবে না,’ বললেন কার্টার। ‘চামড়ার বেল্ট হলে হয়তো আঙুলের ছাপ পাওয়া যেত। কিন্তু আফসোস, জিনিসটা সিল্কের; আঙুলের ছাপ না পড়লেও, খুনের জন্য একদম খাসা একটা জিনিস।’

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলাম আমি।

‘বেশ,’ বলল ক্রোম। ‘কাজ শুরু করা যাক তাহলে।’

বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

প্রথমেই গেলাম জিনজার ক্যাট-এ। সৈকতে অবস্থিত দোকানটা একদম সমুদ্রের দিকে মুখ করা। সচরাচর যেমন দেখা যায়, তেমনই। ছোট-ছোট কয়েকটা টেবিল দিয়ে সাজানো, টেবিলের ওপর কমলা রঙের চেক কাটা কাপড় বিছানো।

বেতের চেয়ারের ওপর কমলা কুশন শোভা পাচ্ছে। ক্যাফেটা সকালের কফি, পাঁচ ধরনের চা (ডেভনশায়ার, ফার্মহাউস, ফ্রুট, কার্লটন আর প্লেইন), মহিলাদের জন্য স্ক্র্যাম্বলড্ এগ, চিংড়ি; সেই সাথে ম্যাকারনির জন্য বিখ্যাত।

আমরা যখন ক্যাফেতে পৌঁছই, তখন সবেমাত্র সকালের কফি বিক্রি শুরু হয়েছে। ম্যানেজার মহিলা চটজলদি আমাদেরকে ক্যাফের পেছনের একটা ঘরে নিয়ে গেল।

‘মিস...ইয়ে...মেরিয়ন?’ জানতে চাইল ক্রোম।

মিস মেরিয়ন, বিপদে পড়া ভদ্রমহিলারা যেভাবে বলে, অনেকটা সেরকম উচ্চকণ্ঠে বলল, ‘ওটাই আমার নাম। কী বিশ্রী ঘটনা বলুন তো! ব্যবসার উপরে যে এর কী প্রভাব পড়বে তা ভাবতেই ভয় লাগছে আমার।’

মিস মেরিয়নের বয়স চল্লিশ ছুঁইছুঁই, একেবারে পাতলা মহিলার মাথার চুল; কমলা রঙের। কর্মক্ষেত্রের পোশাকটার উপর নার্ভাসভাবে হাত বুলাচ্ছিল সে।

‘ব্যবসার কোন ক্ষতি তো হবেই না, বরং উল্টোটা হওয়ার

BanglaBook.org

সম্ভাবনাই বেশি,' ইন্সপেক্টর কেলসি উৎসাহ দেয়ার সুরে বলল। 'অপেক্ষা করেই দেখুন না! চা-নাস্তা বানিয়ে কূল পাবেন না।'

'কী জঘন্য!' মিস মেরিয়ন বলল। 'বিশ্রী ব্যাপার। মানুষের ওপর একেবারে ভরসা উঠে যেতে বসেছে আমার।' তার চোখ অবশ্য ভিন্ন কথা বলছিল!

'মৃত মেয়েটার ব্যাপারে আমাকে কী-কী তথ্য দিতে পারেন, মিস মেরিয়ন?'

'কোন তথ্যই দিতে পারি না,' উত্তর দিল মিস মেরিয়ন। 'একদম কিচ্ছু না!'

'মেয়েটা আপনার এখানে কতদিন ধরে কাজ করছে?'

'এখানে ওর দ্বিতীয় গ্রীষ্ম চলছিল।'

'মেয়েটার কাজকর্মে কি আপনি সন্তুষ্ট ছিলেন?'

'ওয়েট্রেস হিসেবে মন্দ ছিল না। বেশ চটপটেই ছিল। আর কিছু একটা করতে বললে, বিনাবাক্যব্যয়েই করত সেটা।'

'দেখতে সুন্দর ছিল?' জানতে চাইল পোয়ারো।

মিস মেরিয়ন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে; চোখের তারায় ফুটে উঠেছে–এই বিদেশিরা পারেও!

'পরিপাটি আর পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মেয়ে ছিল,' নিস্পৃহভাবে জবাব দিল সে।

'গতরাতে কাজ সেরে কখন বের হয়েছিল মেয়েটা?' ক্রোম জানতে চাইল।

'এই...আটটার দিকে। আমরা সাধারণত আটটা বাজলেই ক্যাফে বন্ধ করি। আমাদের এখানে ডিনার পাওয়া যায় না। আসলে চাহিদাই নেই। সচরাচর সাতটা পর্যন্ত, আর কদাচিৎ এর কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত লোকে স্ক্র্যাম্বলড্ এগ আর চা খেতে আসে (শুনেই কেঁপে উঠল পোয়ারো)। তবে আমাদের ব্যস্ততা সাড়ে ছয়টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।'

BanglaBook.org

'কাজ শেষে কী করবে, তা কি মেয়েটা আপনাকে জানিয়েছিল?'

'নাহ্,' আবারও নিস্পৃহ গলায় বলল মিস মেরিয়ন। 'খুব একটা ঘনিষ্ঠ ছিলাম না আমরা।'

'কেউ আসেনি ওর খোঁজে?'

'না।'

'গতকাল মেয়েটার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখেছিলেন? উত্তেজিত অথবা মনমরা; এমন কিছু?'

'খেয়াল করিনি,' শান্ত গলায় বলল মিস মেরিয়ন।

'আপনার এখানে কয়জন ওয়েট্রেস কাজ করে?'

'সাধারণত দু'জন। তবে জুলাইয়ের বিশ তারিখ থেকে আগস্টের শেষ পর্যন্ত বাড়তি আরও দু'জনকে রাখা হয়।'

'এলিজাবেথ বার্নার্ড কি বাড়তিদের মধ্যে একজন?'

'নাহ্, নিয়মিত কাজ করত মেয়েটা।'

'আর অন্যজন?'

'মিস হিগলি। খুব ভাল মেয়ে।'

'মিস এলিজাবেথের সাথে মিস হিগলির সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'এটা ঠিক বলতে পারব না আমি। জানা নেই।'

'তাহলে তো মেয়েটার সাথে আমাদের কথা বলা দরকার।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ, এখন হলেই ভাল হয়।'

'পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে,' উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল মিস মেরিয়ন। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে দেবেন, প্লিজ। সকালের ব্যস্ত সময় শুরু হয়েছে তো।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিস মেরিয়ন।

'একদম মেপে-মেপে জবাব দিয়ে গেল,' মন্তব্য করল

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর কেলসি। মিস মেরিয়নের গলা নকল করে মিনমিনে স্বরে বলল, 'এটা ঠিক বলতে পারব না আমি।'

মোটাসোটা একটা মেয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে ঘরে প্রবেশ করল। চুল কালো, গালে গোলাপি আভা, কালো দু'চোখ উত্তেজনায় খানিকটা বিস্ফারিত হয়ে আছে।

'মিস মেরিয়ন পাঠিয়েছেন আমাকে,' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল সে।

'মিস হিগলি?'

'জী।'

'এলিজাবেথ বার্নার্ডকে চিনতেন আপনি?'

'ওহ্, হ্যাঁ। ভালমতই চিনতাম ওকে। কী বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটে গেল, তাই না? আমার তো এখনও বিশ্বাসই হতে চাইছে না। সারা সকাল ধরে অন্য মেয়েদেরকে সেকথাই বলছিলাম। ওদেরকে বলেছিলাম, "বুঝেছ, মেয়েরা। আমার কিছুতেই মন মানছে না। বেটি! বেটি বার্নার্ড! আমাদের বেটি বার্নার্ড! খুন হয়ে গেছে! একদমই বিশ্বাস হচ্ছে না।" স্বপ্ন দেখছি ভেবে নিজেকে বেশ কয়েকবার চিমটিও কেটেছি। বেটি খুন হয়েছে...কী আর বলব, আমার কাছে এখনও স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে ঘটনাটা।'

'মৃতা মেয়েটাকে সত্যিই ভালভাবে চিনতেন?' ক্রোম জানতে চাইল।

'আমার চেয়ে বেশি সময় ধরে এখানে কাজ করছে ও। আমি তো এই মার্চেই কেবল যোগ দিলাম। বেটি তো গত বছরও এখানেই ছিল। শান্ত স্বভাবের মেয়ে ছিল, বুঝেছেন? আমাদের স্থূল রসিকতায় খুব একটা অংশ নিত না ও। তবে একেবারে চুপ মেরেও থাকত না অবশ্য, মাঝে মধ্যেই বেশ হাসি-ঠাট্টা করত সে। কিন্তু আসলে...সত্যি কথা বলতে গেলে

BanglaBook.org

কখনও চুপচাপ থাকত আবার কখনও-কখনও একদমই চুপচাপ থাকত না, এই আরকী।'

ইন্সপেক্টর যে খুব ধৈর্যশীল একজন মানুষ, তা স্বীকার করতেই হয়। সাক্ষী হিসেবে পৃথুলা মিস হিগলি মাথা নষ্ট করে দেয়ার মত। প্রতিটা কথা কয়েক বার করে বলছিল সে। কাজে লাগতে পারে এমন তথ্য বলতে গেলে কিছুই পাওয়া গেল না।

মৃতা মেয়েটার সাথে মিস হিগলির খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। আমাদের আন্দাজ করতে অসুবিধা হলো না যে, এলিজাবেথ বার্নার্ড নিজেকে মিস হিগলির চেয়ে উঁচুদরের একজন বলে মনে করত। কাজের সময় যদিও সে যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করত, কিন্তু কাজ শেষ হলে তাদের খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ হত না।

এলিজাবেথ বার্নার্ডের একজন 'বন্ধু' ছিল, যে স্টেশনের কাছাকাছি একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানির হয়ে কাজ করত। কোর্ট অ্যাণ্ড ব্রুনস্কিল নাম কোম্পানিটার। নাহ, মি. কোর্ট বা মি. ব্রুনস্কিল, দু'জনের কেউই বেটির বন্ধু না। বেটির বন্ধু ওখানকার এক কেরানি। নাম জানে না মিস হিগলি, তবে চেহারা চেনে। দেখতে-শুনতে ভাল, বেশ ভাল। সবসময় নাকি রুচিশীল জামাকাপড় পরে। আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম, মিস হিগলির মনে ঈর্ষা খেলা করছে। শেষমেশ যা জানতে পারলাম, তা হলো–এলিজাবেথ বার্নার্ড ক্যাফের কাউকে ওর সান্ধ্যকালীন পরিকল্পনার কথাটা বলেনি। তবে মিস হিগলির ধারণা, মেয়েটা ওর 'বন্ধু'-র সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। সে উদ্দেশ্যেই হয়তো সাদা একটা নতুন জামা পরেছিল সে।

অন্য দুই ওয়েট্রেসের সাথেও কথা বললাম আমরা, তবে নতুন কিছু জানতে পারলাম না। বেটি বার্নার্ড কাউকে ওর পরিকল্পনা জানায়নি এবং সন্ধ্যার পর কেউ মেয়েটাকে বেক্সহিলে দেখেনি।

দশ

বার্নার্ড পরিবার

এলিজাবেথ বার্নার্ডের বাবা-মা শহরের প্রান্তে ছোট একটা বাংলোতে থাকেন। এদিকটায় গোটা পঞ্চাশেক নতুন বাড়ি বানানো হয়েছে বেশি দিন হয়নি, নাম লানডুডনো।

মি. বার্নার্ড পঞ্চান্ন বছর বয়সী একজন শক্তপোক্ত মানুষ, এই মুহূর্তে তাঁর গোটা চেহারায় একটা বিহ্বল ভাব। দূর থেকে আমাদেরকে আসতে দেখে দরজার কাছে এসে অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

'ভেতরে আসুন, জেন্টলমেন,' অভ্যর্থনা জানালেন।

ইন্সপেক্টর কেলসি কথা বলার দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিল।

'ইনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ক্রোম, স্যর। আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এসেছেন,' পরিচয় করিয়ে দিল সে।

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড?' আশান্বিত কণ্ঠে বললেন মি. বার্নার্ড। 'ভাল, খুব ভাল। এই খুনিকে শায়েস্তা করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। আমার বাচ্চা মেয়েটা...' গলা ধরে আসায় কথাটা শেষ করতে পারলেন না উনি।

'আর ইনি মিস্টার এরকুল পোয়ারো, ইনিও লণ্ডন থেকে এসেছেন। আর ইনি–'

BanglaBook.org

‘ক্যাপ্টেন হেস্টিংস,’ আগ বাড়িয়ে বলল পোয়ারো।

‘আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,’ যান্ত্রিক কণ্ঠে বললেন বার্নার্ড। ‘আপনারা ভেতরে এসে বসুন। আমার স্ত্রী কথা বলার মত অবস্থায় নেই, একেবারেই ভেঙে পড়েছে।’

তবে আমরা বাংলোর বসার ঘরে গিয়ে বসতে না বসতেই মিসেস বার্নার্ড চলে এলেন। তাঁর চোখজোড়া ভীষণ লাল, অতিরিক্ত কান্নার ফল। এমনভাবে হাঁটছেন যেন মেয়ের মৃত্যু সংবাদের ধাক্কাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

‘এসো, এসো,’ মি. বার্নার্ড বললেন। ‘তুমি ঠিক আছ তো?’ স্ত্রীর কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন তিনি। ‘সুপারিনটেণ্ডেন্ট খুব ভাল একজন মানুষ। খবরটা আমাদেরকে দিয়ে বললেন, কথাবার্তা সব পরে হবে। আগে যেন আমরা নিজেদেরকে সামলে নিই।’

‘নিষ্ঠুর, নৃশংস একটা কাজ,’ কাঁদতে কাঁদতে বললেন মিসেস বার্নার্ড। ‘আমার ছোট্ট মেয়েটাকে এমনভাবে মারল!’ ভদ্রমহিলার উচ্চারণ ভঙ্গি শুনে মনে হলো উনি বিদেশি। পরে গেটে লেখা নামটা মনে পড়ায় বুঝলাম, তিনি ওয়েলসের মানুষ।

‘আপনার কষ্টটা বুঝতে পারছি, ম্যাডাম,’ বলল ইন্সপেক্টর ক্রোম। ‘আমাদের সহানুভূতি গ্রহণ করুন। কিন্তু সমস্যা হলো তাড়াতাড়ি কাজে নামতে হলে আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব জানতেই হবে। আমরা নিরুপায়।’

‘অবশ্যই। সমস্যা নেই। কী জানতে চান, বলুন,’ সায় জানালেন মি. বার্নার্ড।

‘আমি যতদূর জানি, আপনাদের মেয়ের বয়স তেইশ। আপনাদের সাথেই থাকতেন, কাজ করতেন জিনজার ক্যাট ক্যাফেতে। ঠিক বলছি তো?’

‘হ্যাঁ।’

BanglaBook.org

‘এই বাড়িটা সদ্য বানানো হয়েছে, তাই না? এর আগে আপনারা কোথায় থাকতেন?’

‘কেনিংটনে আমার লোহালক্কড়ের ব্যবসা ছিল। বছর দুই আগে অবসর নিয়েছি। সাগরের কাছে থাকতে চেয়েছি সবসময়।’

‘আপনার তো দুই মেয়ে, তাই না?’

‘হ্যাঁ। আমার বড় মেয়ে লণ্ডনের একটা অফিসে চাকরি করে।’

‘গতরাতে আপনাদের মেয়ে যখন বাসায় ফেরেননি, তখন ওঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়নি আপনাদের?’

‘ও যে ফেরেনি, সেটাই তো জানা ছিল না আমাদের,’ কাঁদতে-কাঁদতে জবাব দিলেন মিসেস বার্নার্ড। ‘ওর বাবা আর আমি সাধারণত জলদি ঘুমিয়ে পড়ি। পুলিস অফিসার এসে আমাদেরকে জানাবার আগে আমরা টেরই পাইনি যে বেটি ফেরেনি। পুলিস অফিসার এসে যখন বলল—’ আবারও কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

‘আপনার মেয়ে কি মাঝে-মধ্যেই, ইয়ে...মানে...দেরি করে ঘরে ফিরতেন?’

‘আজকালকার মেয়েদের কথা তো জানেনই, ইন্সপেক্টর,’ বললেন বার্নার্ড। ‘স্বাধীনচেতা ওরা। গরমের দিনগুলোতে দ্রুত বাড়ি ফিরতে চায়ই না। তবে বেটি সাধারণত এগারোটার মধ্যেই ঘরে ফিরে আসত।’

‘কীভাবে ভিতরে আসতেন তিনি? দরজা খুলে রাখতেন?’

‘ম্যাটের নিচে চাবি রেখে দিতাম।’

‘লোকমুখে শুনলাম, আপনার মেয়ের নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল?’

‘এখনকার ছেলে-মেয়েরা অত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা

BanglaBook.org

দিতে পছন্দ করে না,' শান্তস্বরে বললেন মি. বার্নার্ড।

'ছেলেটার নাম ডোনাল্ড ফ্রেজার, ওকে আমি খুব পছন্দ করি,' মিসেস বার্নার্ড বললেন। 'বেচারা, খুব কষ্ট পাবে খবরটা শুনে। শুনেছে কিনা কে জানে!'

'ছেলেটা কোর্ট অ্যাণ্ড ব্রুনস্কিল-এ কাজ করে, তাই না?'

'হ্যাঁ, এস্টেট এজেন্ট ওরা।'

'সে কি প্রায়ই সন্ধ্যায় কাজ শেষে আপনার মেয়ের সাথে দেখা করত?'

'রোজ না হলেও, সপ্তাহে দু'একবার করত তো বটেই।'

'গত সন্ধ্যায় ওরা একসাথে বেড়াতে গিয়েছিল কিনা জানেন?'

'আমাদেরকে বলেনি। বেটি আসলে কোথায় যাচ্ছে বা কী করছে তা কাউকে বলত না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বেটি খুব ভাল মেয়ে। হে, ঈশ্বর–' মিসেস বার্নার্ড আবার কাঁদতে শুরু করলেন।

'নিজেকে সামলাও,' নরম সুরে বললেন মি. বার্নার্ড। 'খুনের ঘটনাগুলোর নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।'

'আমি নিশ্চিত ডোনাল্ড কখনও–কখনও–' ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস বার্নার্ড।

'একটু শক্ত হও,' আবারও বললেন মি. বার্নার্ড। 'ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, আপনাদেরকে সহায়তা করতে পারলে আমি অত্যন্ত খুশি হতাম। কিন্তু সত্যি কথা হলো, আমি কিছুই জানি না। বেটি খুব শান্তশিষ্ট আর হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে ছিল। কেউ ওকে কেন খুন করতে চাইবে, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'সত্য কথাটার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন আপনি, মিস্টার বার্নার্ড,' বলল ক্রোম। 'যাই হোক, আমরা মিস এলিজাবেথের ঘরটা একটু সরজমিনে দেখতে চাই। হয়তো

BanglaBook.org

কোন চিঠি বা কোন ডায়েরি পাওয়া যাবে।'

'যতক্ষণ ইচ্ছে দেখুন,' বলে উঠে দাঁড়ালেন মি. বার্নার্ড। পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন আমাদের। তাঁর পিছু নিয়ে সবার সামনে রইল ক্রোম, এরপর পোয়ারো ও কেলসি। একদম পেছনে রইলাম আমি।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নিজের জুতোর ফিতে বাঁধায় মন দিলাম। এমন সময় দরজার সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল একটা মেয়ে। ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল বাড়ির দিকে, হাতে একটা ছোট স্যুটকেস। দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখতে পেল আমাকে, থমকে দাঁড়াল।

মেয়েটার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমার নজর কেড়ে নিল।

'কে আপনি?' জানতে চাইল সে।

সিঁড়ি বেয়ে কয়েকধাপ নিচে নেমে এলাম আমি। ঠিক কী উত্তর দেব বুঝতে পারছিলাম না। নাম বলব? নাকি পুলিসের সাথে এসেছি সেটা বলব?

মেয়েটা অবশ্য আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আবারও মুখ খুলল, 'বলার দরকার নেই। আমি আন্দাজ করতে পারছি।'

মাথার ছোট সাদা উলের টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল সে। ঘাড়টা একটু ঘুরিয়েছে বলে হালকা আলোতে মেয়েটাকে আরও পরিষ্কার দেখতে পেলাম আমি।

ওকে দেখে প্রথমেই ছেলেবেলায় বোনদের সাথে নিয়ে খেলার ডাচ পুতুলগুলোর কথা মনে পড়ে গেল আমার।

চুল কালো, ছোট-ছোট করে কাটা। কপালের সামনের দিকটায় আলগোছে দু'একটা চুল নেমে এসেছে। গালের

BanglaBook.org

হাড়গুলো উঁচু, দেহ সৌষ্ঠব যথেষ্ট আকর্ষণীয়। দেখতে আহামরি সুন্দরী না হলেও, সব মিলিয়ে তীক্ষ্ণ একটা ব্যাপার আছে; চোখে পড়বেই।

'আপনি নিশ্চয়ই মিস বার্নার্ড?' জানতে চাইলাম।

'আমি মেগান বার্নার্ড। আপনি নিশ্চয়ই পুলিসের লোক?'

'আসলে,' ইতস্তত করলাম। 'ঠিক তা নয়...'

আমাকে থামিয়ে দিল সে। 'আপনাকে বলার মত আমার কিছু আছে বলে মনে হয় না। আমার বোন ভাল মেয়ে; বুদ্ধিমতীও ছিল। তার কোন ছেলেবন্ধু ছিল না। শুভ সকাল,' বলেই সংক্ষিপ্ত এবং মেকী হাসি হেসে আমার দিকে তাকাল সে।

'এই কথাগুলোই তো শুনতে চাচ্ছিলেন, তাই না?' জানতে চাইল।

'আমি সাংবাদিক নই, আপনি তো মনে হয় আমাকে সেটাই ভেবে বসেছেন।'

'তাহলে কে আপনি?' চারদিকে তাকাল সে। 'মা-বাবা কোথায়?'

'মিস্টার বার্নার্ড পুলিসকে আপনার বোনের ঘর দেখাচ্ছেন। আর আপনার মা বসার ঘরেই আছেন। বেশ ভেঙে পড়েছেন তিনি।'

মেয়েটা মনে-মনে কী যেন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল! 'এদিকে আসুন,' আচমকা বলে উঠল সে।

একটা দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল ও। আমিও ওর পিছু-পিছু ঢুকে পড়লাম। দেখতে পেলাম, একটা ছোট-খাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হয়েছি!

দরজা বন্ধ করব এমন সময় কে যেন বাধা দিল। পরমুহূর্তেই পোয়ারো এসে ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে, হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

BanglaBook.org

‘মাদামোয়াজেল বার্নার্ড?’ সংক্ষিপ্ত একটা বাউ করে জানতে চাইল ও।

‘ইনি মিস্টার এরকুল পোয়ারো,’ পরিচয় করিয়ে দিলাম।

মেগান বার্নার্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল পোয়ারোর দিকে। ‘আপনার কথা আমি আগেও শুনেছি,’ নিচুকণ্ঠে বলল সে। ‘আপনিই তো সেই বিখ্যাত শখের গোয়েন্দা, তাই না?’

‘যদিও “শখের গোয়েন্দা” শব্দটা খুব একটা ভাল শোনাচ্ছে না; তবে আপাতত ওতেই কাজ চলবে,’ শান্তস্বরে বলল পোয়ারো।

রান্নাঘরের টেবিলের উপর বসে পড়ল মেয়েটা, ব্যাগ হাতড়ে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরল। এরপর তাতে আগুন ধরিয়ে নাকমুখ দিয়ে আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ল, ‘মসিয়ে এরকুল পোয়ারো আমাদের এই ছোট্ট অপরাধে কেন আগ্রহী হলেন সেটা অবশ্য বুঝতে পারছি না আমি।’

‘মাদামোয়াজেল,’ বলল পোয়ারো। ‘এই মুহূর্তে আপনি যা-যা বুঝতে পারছেন না আর আমি যা-যা বুঝতে পারছি না, সেসব একসাথে যোগ করলে বিশাল একখানা বই হয়ে যাবে হয়তো। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। যা কাজে আসবে, সেই তথ্যগুলোই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।’

‘তা কোন্ জিনিসটা কাজে আসবে, শুনি?’

‘মৃত্যু, মাদামোয়াজেল, মানুষের মধ্যে পক্ষপাত তৈরি করে। মৃত মানুষের প্রতি পক্ষপাত। কিছুক্ষণ আগে আপনি আমার বন্ধু হেস্টিংসকে যা বললেন, তা আমি পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি। “আমার বোন ভাল মেয়ে, বুদ্ধিমতীও ছিল। তার কোন ছেলেবন্ধু ছিল না।” সংবাদপত্রকে ব্যঙ্গ করে কথাটা বলেছেন আপনি। অবশ্য আপনার রাগটাও আমলে নিচ্ছি আমি।

‘যখন কোন তরুণী মারা যান, তখন পত্রিকায় তাঁর ব্যাপারে

BanglaBook.org

এসব কথাই লেখা হয়ে থাকে। তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন, সুখী ছিলেন। ছিলেন মিষ্টি স্বভাবের। কোন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতেন না। আজেবাজে কোন মানুষের সাথে মিশতেন না।

'মৃত মানুষের ব্যাপারে সবাই কেবল ভাল-ভাল কথাই বলে। অথচ এই মুহূর্তে আমি কি চাই জানেন?

'আমি চাই এমন একজনকে খুঁজে বের করতে, যে আসল এলিজাবেথ বার্নার্ডকে চিনত এবং যে এখনও জানে না তিনি মারা গিয়েছেন! হয়তো তখনই কেবল সত্য কথাটা আমাকে বলবে সে।'

BanglaBook.org

মেগান বার্নার্ড ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে কিছুক্ষণ পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকটা সময় পর যখন মুখ খুলল সে, ওর কথা শুনে রীতিমত আঁতকে উঠলাম আমি!

'বেটি,' দৃঢ় গলায় বলল সে। 'পুরোদস্তুর একটা গর্দভ ছিল!'

এগারো

মেগান বার্নার্ড

মেগানের উচ্চারিত শব্দগুলোর চেয়ে ওর কণ্ঠের নিস্পৃহতা আর কাটাকাটা ভাবটাই আমাকে বেশি নাড়া দিল।

পোয়ারো শুধু গম্ভীরভাবে একবার বাউ করল। 'চমৎকার,' শান্ত গলায় বলল সে। 'আপনি সত্যিই বুদ্ধিমতী, মাদামোয়াজেল।'

মেগান বার্নার্ড সেই একই কণ্ঠে বলল, 'আমি বেটিকে অনেক বেশিই পছন্দ করতাম। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ওর চারিত্রিক দুর্বলতা, বোকামি–এসব কখন আমার নজরে পড়েনি। মাঝে-মাঝে সরাসরি ওকে এসব বলেছিও! বোনদের সম্পর্ক যেমন হয় আরকী।'

'সে কি আপনার পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিল?'

'মনে হয় না,' সন্দিহান গলায় বলল মেগান।

'বিষয়টা একটু খোলসা করে বলবেন কি, মাদামোয়াজেল?'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল মেয়েটি।

পোয়ারো মুচকি হেসে বলল, 'নাহয়, আমি আপনাকে খানিকটা সাহায্য করছি, কেমন? হেস্টিংসকে আপনি কী বলেছেন, তা তো শুনলাম। আপনার বোন বুদ্ধিমতী, হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে, যার কোন ছেলেবন্ধু নেই। কিন্তু বাস্তবতা আসলে পুরোপুরি উল্টো, তাই তো?'

মেগান ধীরে-ধীরে বলল, 'বেটির মধ্যে কোন কুটিলতা ছিল না, এটা আগে আপনাকে বুঝতে হবে। সোজাসাপ্টা ধরনের মেয়ে ছিল ও, সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করত। চারিত্রিক কোন দোষও ছিল না। কোন পুরুষের সাথে উইকএণ্ড কাটাবে, এমন মেয়ে ছিল না আমার বোন। তবে হ্যাঁ, বেড়াতে যেতে, নাচতে ভীষণ পছন্দ করত ও। সেই সাথে অন্যান্য মেয়েদের মত প্রশংসা আর মন ভেজানো কথাবার্তাও উপভোগ করত।'

'দেখতেও মনে হয় বেশ সুন্দরী ছিল, তাই না?'

এই নিয়ে তৃতীয়বারের মত প্রশ্নটা শুনলাম আমি, কিন্তু এবারই প্রথম প্রশ্নটার যথার্থ উত্তর পেলাম।

টেবিল থেকে নেমে ওর স্যুটকেসের কাছে গেল মেগান। ওটা খুলে কিছু একটা বের করে এনে পোয়ারোর হাতে তুলে দিল।

BanglaBook.org

চামড়ার ফ্রেমে বাঁধাই করা এক মেয়ের আবক্ষ চিত্র দেখতে পেলাম। সোনালি চুলে ভর্তি মাথা, হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

চুলগুলো নিশ্চয়ই ছবি তোলার ঠিক আগে-আগে ফুলিয়ে তোলা হয়েছিল; ঝাঁকড়া চুলগুলো মাথা থেকে সবদিকে যেন সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। তবে হাসিটা খানিকটা কৃত্রিম মনে হলো। চেহারাটাকে অসম্ভব সুন্দর বলার সুযোগ নেই, তবে নিঃসন্দেহে অনেকটা কমনীয়তা আছে মুখটায়।

পোয়ারো ছবিটা ফিরিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'আপনাদের দু'জনের চেহারায় কোন মিল নেই, মাদামোয়াজেল।'

'ওহ্! আমাদের পরিবারে আমিই দেখতে সবচেয়ে সাদামাঠা। এটা অনেক আগে থেকেই জানা আছে আমার. এমনভাবে কথাটা বলল মেগান, যেন ব্যাপারটার কোন গুরুত্বই নেই।

'ঠিক কী কারণে বললেন যে আপনার বোন বোকার মত আচরণ করত? ডোনাল্ড ফ্রেজারের সাথে সম্পর্কের কারণে কি?'

'একদম ঠিক ধরেছেন, ডোনাল্ড ফ্রেজারের সাথে সম্পর্কের কারণেই।

'ডোনাল্ড ছেলেটা একেবারে চুপচাপ। তবে ওর...আসলে বলতে চাইছি, বেটির কিছু-কিছু বিষয় ওর বিশেষ একটা পছন্দ ছিল না, আর এমনিতেও...'

'এমনিতেও কী, মাদামোয়াজেল?' নিষ্পলক চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে পোয়ারো।

আমার ভুলও হতে পারে, কিন্তু মেগানকে দেখে মনে হলো উত্তর দিতে ইতস্তত করছে মেয়েটা।

'আমার ভয় হত, ডন হয়তো বেটিকে ছেড়ে চলে যাবে। ব্যাপারটা ঘটলে খুব খারাপ হত সেটা। ডন বেশ পরিশ্রমী; ধীরস্থির প্রকৃতির। ওকে স্বামী হিসেবে পাওয়া যে কোন মেয়ের

BanglaBook.org

জন্যই ভাগ্যের ব্যাপার।'

পোয়ারো এখনও তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। ওর শীতল দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে তো গেলই না মেয়েটা, উল্টো নিজেও নিষ্কম্প দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তবে মেয়েটার দৃষ্টিতে দৃঢ়তার সাথে-সাথে আরও কিছু একটা ছিল, ঔদ্ধত্য এবং স্বাধীনচেতা একটা ভাব।

'তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?' অবশেষে বলল পোয়ারো। 'আমরা সত্য গোপন করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি?'

শ্রাগ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মেগান। হাল্কা গলায় বলল, 'আমার পক্ষে আপনাদেরকে যতটা সহায়তা করা সম্ভব, করেছি।'

পোয়ারোর কণ্ঠস্বর ওকে নিজের জায়গায় থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করল। 'দাড়ান, মাদামোয়াজেল। আমি আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই। দয়া করে, ফিরে আসুন।'

মনে হলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা মেনে নিল মেয়েটা।

আমাকে অবাক করে দিয়ে পোয়ারো এ বি সি চিঠিগুলোর আদ্যোপান্ত, অ্যাণ্ডোভারের খুন, সেই সাথে লাশের পাশে পাওয়া এ বি সি গাইডের ব্যাপারে সবকিছু মেগানকে খুলে বলতে লাগল! বেশ মন দিয়েই শুনল মেয়েটা, উত্তেজনায় ওর ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে আছে, জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া, পোয়ারোর প্রতিটা কথা যেন গিলে খাচ্ছে।

'আপনি সত্যি বলছেন, মিস্টার পোয়ারো?'

'হ্যাঁ, সব সত্যি।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমার বোনের খুনি কোন উন্মাদ? পাগল?'

'ঠিক ধরেছেন।'

দীর্ঘ একটা দম নিল মেগান।

BanglaBook.org

'ওহ্! বেটি...বেটি...! কী বীভৎস!'

'বুঝতেই পারছেন, মাদামোয়াজেল,' শান্ত গলায় বলল পোয়ারো। 'আপনার কাছে যে তথ্যগুলো চাইছি, সেগুলো নিশ্চিন্ত মনে দিতে পারেন। এর ফলে আপনার পরিচিত কারও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'তাহলে চলুন, আলোচনায় ফিরে যাই আমরা। কথা শুনে যা মনে হলো, ডোনাল্ড ফ্রেজার হঠাৎ করে রেগে যায়, সেই সাথে বেশ দ্রুত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। ঠিক ধরেছি?'

মেগান বার্নার্ড শান্তস্বরে বলল, 'এখন যা বলব, তা আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই বলব, মিস্টার পোয়ারো। একদম সত্যি বলছি, ডন চুপচাপ ধরনের মানুষ, বেশ চাপা স্বভাবের। সবসময় মনের ভাবটা মুখের কথায় প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু সবকিছু মনে রাখে; একটু বেশি স্পর্শকাতর বলতে পারেন।

'আর হ্যাঁ, ঈর্ষাটা অবশ্যই ওর চরিত্রের একটা দুর্বল দিক। বেটিকে ও বড্ড বেশিই ভালবাসত। বেটিও যে ওকে ভালবাসত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একজনকে ভালবাসে বলেই যে অন্য কারও দিকে নজর পড়বে না, বেটি তেমন স্বভাবের মেয়ে ছিল না; ঈশ্বর ওকে সেভাবে বানানইনি। কীভাবে বলা যায়...সুদর্শন পুরুষ, যারা ওর সাথে সময় কাটাবে, এমন ছেলেদের বলতে গেলে খুঁজে-খুঁজে বের করত বেটি। আর জিনজার ক্যাট-এ কাজ করার কারণে এমন ছেলেদের অভাব পড়ত না ওর; বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন ছুটির দিনগুলোতে। লাজুকতা খুব একটা ছিল না ওর মধ্যে। কেউ ওর সাথে দুষ্টুমি করলে, সে-ও করত।

'প্রায়ই দেখা যেত, ওসব ছেলেদের সাথে ক্যাফের বাইরেও দেখা করছে বেটি, সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। গুরুতর কিছু না, তবে এই ধরনের আনন্দ-ফুর্তি করতে খুব পছন্দ করত ও।

BanglaBook.org

সবসময় বলত, যেহেতু ডনের সাথেই একদিন সংসার শুরু করবে, তাই তার আগেই যতটা সম্ভব নিজেকে উপভোগ করে নিতে চায়।'

মেগান খানিকটা বিরতি নিলে, পোয়ারো বলল, 'আমি বুঝতে পারছি আপনার কথা। বলে যান।'

'ওর এই মনোভাবটাই ডন বুঝতে পারত না। যদি বেটি ওকে ভালবেসে থাকে, তাহলে অন্য পুরুষের সাথে ঘুরতে যাবার অর্থ কী? দু'একবার এ নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়াও হয়েছে ওদের মধ্যে।'

'মিস্টার ডন খুব শান্ত স্বভাবের বললেন না?'

'শান্ত স্বভাবের মানুষদের নিয়েই তো ভয়টা বেশি। ওরা একবার মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে, প্রায় পাগলপারা হয়ে যায়। ডন এতটাই রেগে উঠত যে, বেটি রীতিমত ভয় পেয়ে যেত।'

'এমন ঘটনা কবে-কবে ঘটেছিল?'

'প্রথমটা ঘটেছিল প্রায় এক বছর আগে। আর পরেরটা ছিল তারচেয়েও ভয়াবহ–এই ধরুন মাস খানেক আগের ঘটনা। উইকএণ্ডে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম; অনেক কষ্টে ওদের ঝামেলাটা মিটমাটও করে দিয়েছিলাম। তখন অবশ্য বেটিকে কড়া কিছু কথাও শুনিয়েছিলাম; বলেছিলাম, বোকার মত আচরণ করছে ও।

'কিন্তু উত্তরে কেবল এতটুকু বলেছিল বেটি, কারও কোন ক্ষতি তো আর হচ্ছে না!

'কথাটা অবশ্য খুব একটা ভুল নয়। তবে এখন না হলেও, সামনে তো হতে পারত, তাই না? আর সেই ক্ষতিটা হত মারাত্মক। গেল বছরের ঝগড়াটার পর বেটি কিছু-কিছু কথা ডনের কাছ থেকে গোপন করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে শুরু

BanglaBook.org

করল। তার ধারণা ছিল, কিছু জানা না থাকলে হয়তো মর্ম যাতনায় ভোগা থেকে মুক্তি পাবে ডন।

'শেষবারের ঝগড়াটা কিন্তু ঠিক এই কারণেই হয়েছিল। বেটি ডনকে বলেছিল, এক মেয়েবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য হেস্টিংস-এ যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গিয়েছিল ইস্টবার্নে, কোন এক পুরুষের সাথে। তা-ও আবার লোকটা বিবাহিত ছিল!

'যা-ই হোক, জানাজানি হয়ে গেলে ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। খুব ভয়াবহ এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বেটি বলতে থাকে, যেহেতু এখনও ডোনাল্ডকে বিয়ে করেনি সে, তাই যার সাথে ইচ্ছা বেড়াতে যাওয়ার অধিকার আছে তার। ডন প্রচণ্ড রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়েছিল; কাঁপতে-কাঁপতে বলছিল, একদিন–একদিন–'

'একদিন...?'

'একদিন ও ঠিকই কাউকে না কাউকে খুন করে বসবে...' নিচু কণ্ঠে বলল মেগান। চোখ তুলে তাকাল পোয়ারোর দিকে।

গম্ভীরভাবে বারকয়েক মাথা নাড়ল পোয়ারো, 'আর একারণেই আপনি ভয় পাচ্ছিলেন যে...'

'আমার মনে হয় না যে ডন সত্যি-সত্যি এমন কিছু করত। এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি। তবে ভয় পাচ্ছিলাম, যদি প্রসঙ্গটা উঠে আসে! ওদের ঝগড়াটা আর ডনের বলা ওই কথাটা অনেকেই কিন্তু শুনেছে।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'হুম, ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমার তো মনে হয়, খুনি আগ বাড়িয়ে কাজটা না করলে ঠিকই ডনের দেয়া হুমকি অনুসারে পুরো ঘটনাটা ঘটত। ডোনাল্ড ফ্রেজারকে যদি সন্দেহের খাতা থেকে বাদ দেয়া হয়, তাহলে সেটার একমাত্র কারণ হবে এ বি সি-র উন্মাদের মত আস্ফালন।'

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আবারও মুখ খুলল পোয়ারো, 'আচ্ছা, মাদামোয়াজেল, আপনার বোন এই বিশেষ বিবাহিত পুরুষটি অথবা অন্য কোন পুরুষের সাথে সম্প্রতি দেখা করেছিল কিনা, জানেন?'

মেগান মাথা নাড়ল, 'আমি তো ছিলাম না এখানে, কী করে জানব!'

'হুম। তা এই ব্যাপারে আপনার মতামতটা জানতে পারি?'

'সেই একই লোকের সাথে আর দেখা হয়েছিল বলে মনে হয় না। ঝামেলা হতে পারে ভেবেই হয়তো আর এগোতে চায়নি বেটি। কিন্তু ও যদি ডনকে আবারও মিথ্যে বলে থাকে, তাহলেও অবাক হব না আমি। আসলে, মেয়েটা নাচ-গান আর সিনেমা দেখা একটু বেশিই পছন্দ করত। আর ক'দিন পর-পর ওকে এসবে নিয়ে যাবার সামর্থ্য ছিল না ডনের।'

'এমন কোন মানুষ আছে, যাকে বেটি বিশ্বাস করে গোপন কথা বলে থাকতে পারে? এই যেমন ধরুন, ক্যাফের ওই মেয়েটা?'

'আমার তা মনে হয় না। বেটি ওই হিগলি মেয়েটাকে একদম সহ্য করতে পারত না। ওর মতে, মেয়েটা বড্ড সাদামাঠা; একঘেয়ে। বাকি দু'জন তো মনে হয় সদ্যই যোগ দিয়েছে। ওদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার সুযোগই হয়নি ওর। এমনিতেও বেটি পেটের কথা পেটেই রাখতে পছন্দ করত।'

আচমকা মেগানের মাথার উপর একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে উঠল।

জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল সে; একনজর দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল ও।

'ডন এসেছে...'

'দ্রুত এখানে নিয়ে আসুন ওকে,' চটজলদি বলে উঠল

BanglaBook.org

পোয়ারো। 'ইন্সপেক্টরের হাতে পড়ার আগেই ওর সাথে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই।'

চোখের পলক ফেলার আগেই রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল মেগান বার্নার্ড। কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখা গেল, ডোনাল্ড ফ্রেজারের হাত ধরে টানতে-টানতে ফিরে আসছে সে।

বারো

ডোনাল্ড ফ্রেজার

যুবকটিকে দেখে মায়াই লাগল আমার। বিবর্ণ, বিধ্বস্ত চেহারা আর চোখের উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে, ঘটনাটা ওকে কতটা নাড়া দিয়েছে।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছেলেটা; দেখতে মন্দ নয়। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, তবে ঠিক সুদর্শন বলা যাবে না তাকে। তবে ব্রণের হালকা দাগওয়ালা চেহারা, উঁচু গাল আর লালচে চুল, যে কোন মেয়েকেই আকর্ষণ করতে সক্ষম।

'এসব কী, মেগান?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সে। 'এখানে কেন নিয়ে এলে? হায়, ঈশ্বর! কী হচ্ছে এসব! এই মাত্র শুনলাম আমি ঘটনাটা। বেটি...' নিস্তেজ হয়ে এল বেচারার কণ্ঠ।

পোয়ারো ওর সামনে একটা চেয়ার ঠেলে দিলে তাতে বসে পড়ল ছেলেটা।

পকেট থেকে ছোট একটা ফ্লাস্ক বের করল আমার বন্ধু।

BanglaBook.org

ড্রেসারের সাথে ঝুলিয়ে রাখা একটা কাপে ওটা থেকে কিছুটা তরল ঢেলে এগিয়ে দিল। 'গিলে ফেলুন, মিস্টার ফ্রেজার। খানিকটা ভাল বোধ করবেন।'

বিনাবাক্যব্যয়ে নির্দেশটা মেনে নিল যুবক। বিবর্ণ চেহারাটায় কিছুটা যেন লালচে ভাব ফিরে এল। সোজা হয়ে বসে মেগানের দিকে ফিরে তাকাল সে। নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে বলেই মনে হলো। 'কথাটা কি সত্যি?' জানতে চাইল। 'বেটি মারা গিয়েছে...খুন করা হয়েছে ওকে?'

'সত্যি, ডন।'

জবাবটা শোনার পর অনেকটা যন্ত্রের মতই কথা বলে উঠল ছেলেটা। 'তুমি কি কেবলই লণ্ডন থেকে এসে পৌঁছলে নাকি?'

'হ্যাঁ, বাবা ফোন করেছিল আমাকে।'

'সাড়ে নয়টার ট্রেনে নিশ্চয়ই?' ডোনাল্ড ফ্রেজারের প্রশ্ন।

বেশ বুঝতে পারলাম, রূঢ় বাস্তবতার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতেই ওর মন এসমস্ত নিরর্থক কথাবার্তার আশ্রয় নিচ্ছে।

'হ্যাঁ।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর আবারও মুখ খুলল ফ্রেজার। 'পুলিস এসেছে? কিছু খুঁজে বের করতে পেরেছে?'

'এসেছে, বেটির শোবার ঘরে আছে এখন। ওর জিনিসপত্র ঘেঁটে দেখছে মনে হয়।'

'কাকে সন্দেহ করছে পুলিস—?' গলা বুজে এল তার। ভীষণ রকমের স্পর্শকাতর আর সংবেদনশীল মানুষটা নৃশংস ঘটনাটার ব্যাপারে ঠিকমত কথাও বলতে পারছে না।

কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে ওকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল পোয়ারো। এক্ষেত্রে একেবারে হিসেবী আর ব্যবসায়ী সুলভ আচরণ করল সে! এমনভাবে প্রশ্নটা করল, যেন ওটার কোন গুরুত্বই নেই, নিতান্ত নির্দোষ একটা জিজ্ঞাসা। 'মিস বার্নার্ড

BanglaBook.org

গতরাতে কোথায় যাচ্ছেন, সেকথা আপনাকে বলেছিলেন?'

ফ্রেজার জবাবটা দিল ঠিকই, কিন্তু সেই আগের মতই যান্ত্রিক রইল তার কণ্ঠ। 'আমাকে বলেছিল যে, সেন্ট লিওনার্ড'স-এ ওর এক বান্ধবীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে সে।'

'আপনি ওর কথা বিশ্বাস করেছিলেন?'

'আমি–' আচমকা যেন যন্ত্রের মধ্যে প্রাণ ফিরে এল। 'ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন আপনি?'

ডনের সেই মুহূর্তের ক্রোধে বিকৃত, আবেগতাড়িত চেহারাটা দেখে বুঝতে পারলাম, এই চেহারার মালিককে বেটির ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

পোয়ারো কাটাকাটা স্বরে বলল, 'বেটি বার্নার্ডকে হত্যা করেছে খুনের নেশায় পাগলপারা এক উন্মাদ খুনি। আপনি সত্যি কথা বললেই কেবল আমাদের পক্ষে তার খোঁজ বের করা সম্ভব হবে।'

এক মুহূর্তের জন্য মেগানের দিকে চলে গেল ডনের দৃষ্টি।

'উনি ঠিকই বলছেন, ডন,' শান্তস্বরে বলল মেয়েটা। 'এখন কে কী মনে করবে, সেকথা ভাববার সময় নয়। সত্যিটা বলে দাও।'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকাল ডোনাল্ড ফ্রেজার।

'আপনি কে? পুলিসের লোক?'

'নাহ্, আমি পুলিসের চেয়েও দক্ষ,' নির্বিকার গলায় জবাব দিল পোয়ারো। এমনভাবে বলেছে কথাটা, যেন ধ্রুব কোন সত্য উচ্চারণ করছে: এক বিন্দু অহমিকাও ছিল না ওর কণ্ঠে!

'ওঁকে সবকিছু খুলে বলো।' তাড়া দিল মেগান।

আত্মসমর্পণ করল যেন ডোনাল্ড ফ্রেজার। বলতে শুরু করল, 'আমি...আমি ঠিক নিশ্চিত নই। যখন বলেছিল কথাটা, তখন সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম। অন্য কোন ভাবনা আসেনি মাথায়।

BanglaBook.org

'কিন্তু পরে...হয়তো ওর আচরণের কারণেই খানিকটা খটকা লেগেছিল আমার। আমি...আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম...'

'কী ভাবতে শুরু করেছিলেন?' জানতে চাইল পোয়ারো।

ডোনাল্ড ফ্রেজারের একেবারে মুখোমুখি বসে আছে সে। ওর চোখজোড়া যেন ডনের চেহারার উপরে আঠা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে; যেন সম্মোহন করছে সে ছেলেটাকে!

'সন্দেহ হওয়ার কারণে নিজের ওপরই খেপে উঠেছিলাম আমি। কিন্তু...কিন্তু সন্দেহ ঠিকই হয়েছিল।

'ভেবেছিলাম, ক্যাফের সামনে গিয়ে দাঁড়াব— বেটি বেরোলে ওর ওপর নজর রাখব। সত্যি-সত্যিই চলে গিয়েছিলাম ওখানে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব হবে না। বেটি আমাকে দেখে ফেলবে, খেপে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝে ফেলবে, ওর ওপর নজর রাখার জন্যই ওখানে গিয়েছি আমি।'

'তারপর কী করলেন?'

'সোজা সেন্ট লিওনার্ড'স-এ চলে গেলাম। তখন আটটার মত বাজে। বসে-বসে যেসব বাস আসছিল ওখানে, সেগুলোর ওপর নজর রাখছিলাম। যদি বেটিকে দেখা যায়...কিন্তু না, একটা বাসেও ওকে দেখতে পাইনি।'

'তারপর?'

'আসলে...আসলে মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন আমার। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে বেটি নির্ঘাত অন্য কোন পুরুষ মানুষের সাথে সময় কাটাচ্ছে। ভেবেছিলাম, হয়তো লোকটা গাড়িতে করে মেয়েটাকে হেস্টিংস-এ নিয়ে গেছে। তাই আমিও ওখানে চলে গেলাম। হোটেল আর রেস্টুরেন্টগুলোতে খোঁজ করলাম, সিনেমা হলের আশপাশে ঘুর-ঘুর করলাম; এমনকী জেটিতেও গিয়েছিলাম।

BanglaBook.org

'পাগলামি, বুঝলেন? পুরোপুরি পাগলামি। বেটি ওখানে থাকলেও আমি ওকে খুঁজে পেতাম বলে মনে হয় না। হেস্টিংস ছাড়া যাবার মত আরও অনেক জায়গা আছে।'

খানিকটা বিরতি নিল সে। অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেও, ওর গলার স্বর একবারের জন্যও ওঠা-নামা করেনি। তবে অন্ধ একটা সীমাহীন ক্রোধ আর হতাশা যে ওকে সেসময় পেয়ে বসেছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

'শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলাম,' বয়ানের ইতি টানল সে।

'ক'টার দিকে?'

'আমি সঠিক বলতে পারব না। অনেকক্ষণ হেঁটেছিলাম। যখন ঘরে ফিরি, তখন মাঝরাত তো হবেই, আরও বেশিও হতে পারে।'

'তারপর–'

আচমকা রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল।

'আপনারা এখানে!' খানিকটা অবাক মনে হলো ইন্সপেক্টর কেলসিকে।

ইন্সপেক্টর ক্রোম ওকে ঠেলে সরিয়ে ভিতরে ঢুকল। পোয়ারোর দিকে এক পলক তাকিয়েই দৃষ্টি ফেরাল অপরিচিত দু'জনের দিকে।

'মিস মেগান বার্নার্ড আর মিস্টার ডোনাল্ড ফ্রেজার,' পরিচয় করিয়ে দিল পোয়ারো। 'আর ইনি হচ্ছেন ইন্সপেক্টর ক্রোম, লণ্ডন থেকে এসেছেন।'

এরপর ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বলল, 'আপনি দোতলায় তদন্ত সারছেন দেখে আমি মিস বার্নার্ড আর মিস্টার ফ্রেজারের সাথে আলাপ করছিলাম। দেখছিলাম, আমাদের কাজে লাগতে পারে, এমন কোন তথ্য ওনাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় কিনা।'

BanglaBook.org

'তাই নাকি?' বলল ইন্সপেক্টর ক্রোম। তার মনোযোগ অবশ্য পোয়ারোর দিকে নয়, নবাগত দু'জনের দিকে।

পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে হল-এ চলে গেল। পাশ দিয়ে যাবার সময় ইন্সপেক্টর কেলসি জানতে চাইল, 'পেলেন কিছু?'

কিন্তু পোয়ারো জবাব দেয়ার আগেই ইন্সপেক্টর ক্রোম ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই তার দিকে এগিয়ে গেল সে।

আমিও যোগ দিলাম পোয়ারোর সাথে, ঘরটা ছেড়ে বাইরে বেরোলাম।

'কিছু ভাবছ বলে মনে হচ্ছে, পোয়ারো?' কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলাম।

'বিশেষ কিছু না, খুনির অসামান্য উদারতা নিয়েই কেবল ভাবছি, হেস্টিংস।'

ওর কথার বিন্দু-বিসর্গও যে ঢোকেনি আমার মাথায়, সেটা বলার আর সাহস হলো না আমার।

BanglaBook.org

তেরো

কনফারেন্স

উপর্যুপরি কনফারেন্স!

এ বি সি কেসের ব্যাপারে আমার যা স্মৃতি আছে তার অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে একের পর এক কনফারেন্স।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কনফারেন্স, পোয়ারোর ঘরে কনফারেন্স, আনুষ্ঠানিক কনফারেন্স, অনানুষ্ঠানিক কনফারেন্স—বলতে গেলে কোন কিছুই বাদ পড়েনি!

এই বিশেষ কনফারেন্স, যেটার কথা এখানে উল্লেখ করছি, সেই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল এ বি সি-র পাঠানো উড়ো চিঠি সম্পর্কে খবরের কাগজে কোন বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে কিনা সেটা ঠিক করা।

বেক্সহিলের খুনটা অ্যাণ্ডোভারের খুনের চাইতে অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক!

কেননা বেক্সহিলের খুনটায় অনেক বেশি মুখরোচক ব্যাপার ছিল। একে তো খুন হয়েছে এক সুশ্রী, যুবতী মেয়ে; তার উপর খুনটাও হয়েছে এক বিখ্যাত সমুদ্র রিসোর্টে। আর কী চাই?

খুনের যাবতীয় ছোট-বড় তথ্য সবিস্তারে পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এই ক'দিন। এ বি সি রেলওয়ে গাইডের ব্যাপারটাও যথেষ্ট মনোযোগ পেয়েছে।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে তত্ত্ব পত্রিকায় ছাপা হলো, তা অনেকটা এরকম—খুনি গাইডটা স্থানীয় কোন দোকান থেকে কিনেছে এবং ওটা অবশ্যই খুনির পরিচয় বের করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আরও বলা হলো, গাইডটার উপস্থিতি প্রমাণ করে, খুনি ট্রেনে করে বেক্সহিলে এসেছিল এবং ট্রেনে করেই লণ্ডনে ফিরে যাবার কথা ভাবছিল!

অ্যাণ্ডোভারের খুনটার ব্যাপারে পত্রিকায় অল্প-বিস্তর যেটুকু খবর ছাপা হয়েছিল, তাতে রেলওয়ে গাইডটার বলতে গেলে কোন উল্লেখই ছিল না। তাই জনগণের জন্য দুটো খুনের মধ্যে কোনরকমের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল।

'আমাদের নীতি নির্ধারণে মন দেয়া উচিত,' গম্ভীরভাবে বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। 'আমাদের সামনে এখন যে

প্রশ্নটা আছে তা হলো–কোন্ পথে এগোলে আমরা সর্বোচ্চ ফলাফল পাব? আমরা কি জনগণকে সব তথ্য জানাব? তাদের সাহায্য নেব? হাজার হলেও লক্ষ-লক্ষ মানুষ যদি একটা উন্মাদকে খুঁজে বেড়ায়–'

'খুনি যে উন্মাদ, সেটা তো আর তাকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই,' বাধা দিলেন ডা. টমসন।

'এ বি সি গাইড বিক্রির ব্যাপারে তো মানুষ খোঁজ-খবর দিতে পারবে, হয়তো আরও কিছু ব্যাপারেও তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে।

'অবশ্য সবার নজর এড়িয়ে কাজ করার মধ্যেও কিছু বাড়তি সুবিধা আছে। এতে খুনিকে অন্ধকারে রাখা যায়। আবার এ কথাও তো ঠিক–আমরা যে জানি, সেটা খুনির অজানা নেই। ইচ্ছা করেই চিঠি পাঠিয়ে আমাদের নজর ওর দিকে ফিরিয়েছে সে। তাই না? ক্রোম, এ ব্যাপারে তোমার কী মত, শুনি?'

'স্যর, আপাতত আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে সেটাই বলছি। যদি ব্যাপারটাকে জনসম্মুখে আনা হয়, তাহলে কিন্তু আমরা এ বি সি-র ইচ্ছাই পূরণ করব। খুনি এটাই চায়–প্রচার, কুখ্যাতি। ঠিক বলছি না, ডাক্তার সাহেব? সমাজে আলোড়ন ফেলতে চায় এ বি সি।'

নড করলেন ডা. টমসন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার চিন্তিত স্বরে বললেন, 'তাহলে তুমি ওকে বাধা দিতে চাও? যে প্রচার সে চাচ্ছে, সেটা পেতে দিতে চাও না? আপনি কী বলেন, মিস্টার পোয়ারো?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পোয়ারো। যখন মুখ খুলল, মনে হলো অনেক হিসাব করে কথা বলছে।

'এখানে আমার কিছু বলাটা সমীচীন হবে না, স্যর লায়োনেল,' শান্তস্বরে বলল ও। 'কেননা ব্যাপারটায় ব্যক্তিগত

BanglaBook.org

আগ্রহ আছে আমার; চ্যালেঞ্জটা আমাকেই পাঠানো হয়েছিল। যদি আমি বলি, "ব্যাপারটা গোপন করুন, জানাজানি যেন না হয়," তাহলে হয়তো মনে হবে আমি নিজের ভাবমূর্তির কথা ভেবে বলছি। কী মুশকিল! একদিকে সবাইকে জানালে বাড়তি কিছু সুবিধা ঠিকই পাব আমরা। আর কিছু না হলেও অন্তত সবাইকে সাবধান তো করে দেয়া যাবে। অন্যদিকে...আমারও ইন্সপেক্টর ক্রোমের মত মনে হয়, ঠিক এটাই চাইছে খুনি।'

'হুম!' চিবুক ডলতে-ডলতে বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। ঘাড় ঘুরিয়ে ডা. টমসনের দিকে তাকালেন তিনি। 'আচ্ছা, যদি আমরা ওই উন্মাদকে ওর চরম আকাঙ্ক্ষিত প্রচার পাওয়ার পথে বাধা দিই, তাহলে সে কী-কী করতে পারে বলে মনে করেন?'

'আরেকটা অপরাধ করতে পারে,' জবাব দিতে এক মুহূর্তও দেরি করলেন না ডা. টমসন। 'আপনাদেরকে ওর কথা প্রচারে বাধ্য করার চেষ্টা করবে সে।'

'আর যদি খবরটা আমরা হেডলাইন হিসেবে কাগজে ছাপাই, তাহলে ওর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে?'

'উত্তর একই। একটা করলে ওর মেগালোম্যানিয়ার সামনে মাথা নত করা হবে, আর অন্যটা করলে খুনিকে খেপিয়ে দেয়া হবে। ফলাফল অভিন্ন—আরেকটা খুন!'

'আপনি কী বলেন, মিস্টার পোয়ারো?'

'আমিও ডাক্তার টমসনের সাথে পুরোপুরি একমত।'

'উভয় সংকট—অ্যাঁ? আপনার কী মনে হয়, সব মিলিয়ে ঠিক কয়টা খুন করার আছে তার?'

পোয়ারোর দিকে তাকালেন ডা. টমসন। 'মনে তো হচ্ছে "এ" থেকে "জেড" পর্যন্ত,' হাসতে-হাসতে জবাব দিলেন।

'তবে হ্যাঁ,' বলে চললেন তিনি। 'অত দূর যেতে পারবে

BanglaBook.org

বলে মনে হয় না; "জেড"-এর ধারে-কাছেও না। তার অনেক আগেই আপনারা ওকে পাকড়াও করে ফেলবেন বলে আমার ধারণা। আমার জানতে ইচ্ছে করছে, "এক্স" অক্ষরটা নিয়ে কী করবে সে!'

আচমকাই তিনি বুঝতে পারলেন, গোটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে আগ্রহ উদ্দীপক হলেও আদতে ভীষণ ভয়াবহ। 'কিন্তু আশা করছি "এক্স"-এর অনেক আগেই আপনারা উন্মাদটাকে ধরে ফেলবেন। এই ধরুন, "জি" বা "এইচ"-এর কাছাকাছি।'

টেবিলের উপর সজোরে চাপড় দিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, 'মাই গড! আপনি বলতে চাইছেন আরও পাঁচটা খুন হবে?!'

'অতগুলো হবে না, স্যর,' ইন্সপেক্টর ক্রোম বলল। 'আমার উপর আস্থা রাখুন।'

ওর কথায় আত্মবিশ্বাস যেন ঝরে-ঝরে পড়ছিল!

'আপনার কী মনে হয়, কোন্ অক্ষরে যাওয়ার আগে ধরে ফেলবেন খুনিকে?' পোয়ারো জানতে চাইল। কথাটার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লুকিয়ে আছে, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারল ক্রোম। পোয়ারোর দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাল সে।

'হয়তো পরের বারই ধরে ফেলব, মিস্টার পোয়ারো। যা-ই হোক, "এফ" পর্যন্ত যাওয়ার আগে যে ও ধরা পড়বে, এ কথা আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি।' অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের দিকে ফিরল সে। 'আমার মনে হয়, আমি খুনির মনস্তত্ত্ব পরিষ্কার ধরতে পারছি, স্যর। ভুল হলে ডাক্তার টমসনের কাছে অনুরোধ থাকবে তিনি যেন আমাকে শুধরে দেন।

'আমার ধারণা, প্রতিবার সফলভাবে হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করার পর, এ বি সি-র আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ হয়ে যায়। "আমি কী চালাক! ওরা আমাকে কখনওই ধরতে পারবে না!"—সম্ভবত

BanglaBook.org

এমনটাই ভাবে সে। এত বেশি আত্মবিশ্বাসী হয় যে আরও বেপরোয়া আর অসতর্ক হয়ে পড়ে। নিজের বুদ্ধিমত্তাকে আর এবং অন্য সবার বোকামীকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেখতে থাকে। শীঘ্রিই অবস্থা এমন হবে যে সতর্কতা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজনই সে বোধ করবে না। ঠিক বলছি না, ডাক্তার?'

নড করলেন টমসন। 'সচরাচর এমনই হয়। ডাক্তারী পরিভাষা ব্যবহার না করে এর চেয়ে ভালভাবে বোঝানো একরকম অসম্ভবই বলা যায়। আপনিও তো মনে হয় এসব ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন, তাই না, মিস্টার পোয়ারো?'

ডা. টমসনের পোয়ারোকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করাটা ক্রোমের একদম পছন্দ হলো না। ভেবেছিল, এখানে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে একমাত্র সে-ই এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।

'ইন্সপেক্টর ক্রোম ঠিকই বলেছেন,' একমত হলো পোয়ারো।

'প্যারানয়া,' বিড়বিড় করে বললেন ডা. টমসন।

ক্রোমের দিকে ফিরে তাকাল পোয়ারো। 'বেক্সহিল কেসে কোন নিরেট সূত্র পাওয়া গেল?'

'তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। ইস্টবার্নের স্প্লেনডিড হোটেলের এক ওয়েটার মৃতা মেয়েটার ছবি দেখে চিনতে পেরেছে। আমাদেরকে জানিয়েছে, চব্বিশ তারিখে এই তরুণী চশমা পরা মাঝবয়সী এক লোকের সাথে ওখানে ডিনার করেছিল। বেক্সহিল এবং লণ্ডনের মাঝামাঝি "স্কারলেট রানার" নামের এক দোকানের লোকও মেয়েটাকে সনাক্ত করতে পেরেছে। ওরা বলেছে, চব্বিশ তারিখে রাত ন'টার দিকে এক পুরুষের সাথে মেয়েটা গিয়েছিল ওখানে। লোকটি দেখতে-শুনতে এবং আচার-আচরণে অনেকটা নেভি অফিসারের মত।

'দুটো স্টেটমেন্টই সত্য হওয়া সম্ভব, কিন্তু একসাথে, একই দিনে ঘটা–অসম্ভব! আরও অনেকে মেয়েটাকে দেখেছে বলে

BanglaBook.org

জানিয়েছে, তবে বেশিরভাগই উড়ো খবর। এগুলো থেকে আমরা এ বি সি-র কোন ট্রেস বের করতে পারিনি।'

'হুম। মনে হচ্ছে, তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব, তা তুমি করছ, ক্রোম,' হালকা গলায় বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। 'আপনি কী বলেন, মিস্টার পোয়ারো? তদন্তের জন্য অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করার দরকার আছে কি?'

পোয়ারোর কণ্ঠ অনেক শান্ত শোনাল। 'আমার তো মনে হচ্ছে এ পরিস্থিতিতে যে সূত্রটা আমাদের সবচাইতে বেশি দরকার, তা হলো–মোটিভ।

আমার কাছে মোটিভ একেবারে সহজ-সরল বলে মনে হচ্ছে–অ্যালফাবেটিক্যাল কমপ্লেক্স। লোকটা অক্ষর এবং বর্ণমালা নিয়ে বাতিকগ্রস্ত। ডাক্তাররা তো এ নামেই ওটাকে ডাকে. তাই না?

'অক্ষর নিয়ে যে খুনির বাতিক আছে,' ধীরেসুস্থে বলল পোয়ারো. 'তা তো পরিষ্কারই। কিন্তু কেন এই বাতিক? পাগলের পাগলামির পেছনে কিন্তু কোন না কোন শক্ত কারণ থাকে, আমাদের কাছে সেটা যতই অযৌক্তিক মনে হোক না।'

'এক মিনিট, মিস্টার পোয়ারো,' ক্রোম বলে উঠল। '১৯২৯-এর কথা মনে আছে? ওই যে...স্টোনম্যান-এর কথা বলছি আরকী। যতদূর মনে পড়ে. যে-ই ওকে একটু হলেই খেপিয়ে দিত, তাকেই সে খুন করে বসত। তাই না?'

পোয়ারো ওর দিকে ফিরে তাকাল। 'মনে আছে। তবে একজন মহাগুরুত্বপূর্ণ মানুষের কাছে হালকা বিরক্তিও কখনও-কখনও বিরাট হয়ে দেখা দিতে পারে। ধরুন, একটা মাছি বার-বার এসে আপনার কপালে বসছে, আপনাকে উত্যক্ত করছে। কী করবেন আপনি? নিশ্চয়ই ওটাকে মেরে ফেলতে চাইবেন। আপনার বিবেক তাতে এক বিন্দু বাধা দেবে না। আপনি

BanglaBook.org

গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ–কিন্তু মাছিটা? একেবারেই গুরুত্বহীন। মাছিটাকে মেরে ফেললেই হলো, ঝামেলা খতম। আপনার নিজের কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক আর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে। আবার মাছিটাকে মারার আরেকটা কারণ এ-ও হতে পারে যে, আপনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার বাতিক আছে। মাছি রোগ ছড়ায়, সমাজের জন্য একটা হুমকি। তাই ওটাকে মরতেই হবে।

'মানসিকভাবে অসুস্থ অপরাধীদের মন ঠিক এভাবেই কাজ করে। চলুন, এবার এই কেসের দিকে নজর ফেরানো যাক। আমাদের খুনি অক্ষর অনুসারে তার শিকার খুঁজে নিচ্ছে। তার অর্থ দাঁড়ায়, এই শিকাররা খুনির ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি করেনি। খুনির ব্যক্তি-মানসিকতা আর এই অক্ষর বাতিক, দুটো বিষয় ঠিক খাপে-খাপ মিলছে না।'

'কথাটা কিন্তু মন্দ বলেননি,' ডা. টমসন বললেন। 'আমার একটা কেসের কথা মনে পড়ে গেল। এক মহিলার স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। দেখা গেল, সেই মহিলা জুরির সদস্যদের একে-একে খুন করছে! বেশ কয়েকটা খুন হয়ে যাওয়ার পরই কেবল আসল কাহিনি ধরতে পেরেছিল পুলিস। কিন্তু শুরুতে একদম অগোছাল আর পারস্পরিক সম্পর্কহীন কিছু ঘটনা বলে মনে হচ্ছিল সবার কাছে।

'কিন্তু মিস্টার পোয়ারো যেমনটা বললেন, এলোপাতাড়ি ও যুক্তিহীনভাবে খুন করে, এমন কোন খুনি আসলে বাস্তবে পাওয়া যায় না। হয়তো খুনি তার পথ পরিষ্কার করার জন্য খুন করে, নয়তো কোন আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য। ধরুন, খুনি খুন করার জন্য বেছে নিয়েছে যাজকদের, অথবা পুলিসদের অথবা পতিতাদের। কারণ কী? কারণ হলো–সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এদেরকে সরিয়ে দেয়াটা জরুরি। মিসেস অ্যাশার বা বেটি বার্নার্ডের ক্ষেত্রে এমন কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। দু'জনের

BanglaBook.org

মধ্যে বলতে গেলে কোন মিলই নেই।

'হ্যাঁ, লিঙ্গ এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হতে পারে, যেহেতু দু'জনই মহিলা। পরবর্তী খুনটা হবার পর দৃশ্যপট আরও পরিষ্কার...'

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, ডাক্তার টমসন। এত আনন্দের সাথে খুনের প্রসঙ্গে কথা বলবেন না,' বিচলিত কণ্ঠে বললেন স্যর লায়োনেল। 'সর্বশক্তি খাটিয়ে আমরা পরবর্তী খুনটাকে থামাবার চেষ্টা করছি, আর আপনি কিনা...'

ডা. টমসন চুপ করলেন বটে, তবে জোরে নাক ঝাড়ার মাধ্যমে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে ছাড়লেন না।

'তাহলে আপনাদের যা ইচ্ছে তা-ই করুন,' নির্বিকার গলায় বললেন। 'যদি সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পান–'

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার পোয়ারোর দিকে ফিরলেন। 'আপনি কী বলতে চাইছেন, তার কিছুটা আমি আন্দাজ করতে পারছি। তবে ব্যাপারটা পরিষ্কার নয় আমার কাছে।'

'আমি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছি,' পোয়ারো বলল। 'ভাবছি, খুনির মনে এখন কী চলছে? ওর পাঠানো চিঠি পড়ে মনে হয়, খুনগুলো সে করেছে নিজেকে আনন্দ দেয়ার জন্য। কিন্তু কথাটা যদি সত্যি না হয়?

'সত্যি হলেও কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যায়। বর্ণমালা বাদ দিয়ে আর কোন্ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিকার বেছে নিচ্ছে সে? যদি নিজের আনন্দের জন্যই সে খুন করত, তাহলে কি সেকথা এভাবে বলে বেড়াত? কাউকে না বললে তো বিনা কষ্টেই খুন করা চালিয়ে যেতে পারত সে। কিন্তু না, খুনি চায় প্রচার। চায় মানুষের মনে আলোড়ন ফেলে দিতে। নিজেকে সে প্রমাণ করতে চায়।

'খুনগুলোর মধ্যে এমন কী আছে, যা এত দূরে-দূরে

BanglaBook.org

বসবাসরত দুটো শিকারকে এক বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছে?

'সবশেষে আরেকটা ব্যাপার–ওর মোটিভ কি আমাকে, অর্থাৎ এরকুল পোয়ারোকে চ্যালেঞ্জ করা? আমাকে কি সে ঘৃণা করে? জনসম্মুখে কেন এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হলো? ক্যারিয়ারের কোন এক পর্যায়ে কি আমি লোকটার মুখোমুখি হয়েছিলাম? নাকি ওর এই ঘৃণা আমি কেবলমাত্র বিদেশি বলেই?

'যদি তা-ই হয়, বিদেশিদের প্রতি কেন এই ঘৃণা তার? সে কি কখনও কোন বিদেশির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল?'

'এই প্রশ্নগুলো তো আরও অনেক প্রশ্নের জন্ম দিল,' হতাশ গলায় বললেন ডা. টমসন।

হালকা কাশির মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ইন্সপেক্টর ক্রোম। 'তাছাড়া এ মুহূর্তে এই প্রশ্নগুলোর জবাবও আমাদের কাছে নেই।'

'সে যা-ই হোক, বন্ধু,' নিচু গলায় বলল পোয়ারো। 'রহস্যের সমাধান এই প্রশ্নগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। খুনি কেন এই খুনগুলো করছে, সেই কারণটা হয়তো আমাদের কাছে অবাস্তব, কিন্তু খুনির কাছে খুবই যুক্তিযুক্ত। এই কারণটা জানতে পারলেই আমরা তার পরবর্তী শিকার কে হবে, সেটা আঁচ করতে পারব।'

ক্রোম মাথা নাড়ল। 'এক্ষেত্রে আমার মত হলো, খুনি এলোপাতাড়িভাবে তার শিকার বাছাই করছে।'

'মহানুভব খুনি,' বিড়বিড় করে বলল পোয়ারো।

'কী বললেন?'

'বললাম, আমাদের খুনি বেশ মহানুভব! মিসেস অ্যাশারের খুনের দায়ে গ্রেফতার হওয়ার কথা ছিল তার স্বামী ফ্রাঞ্জ অ্যাশারের। বেটি বার্নার্ডের খুনের দায়ে হয়তো পুলিস ডোনাল্ড ফ্রেজারকেই হাজতে পুরত। কিন্তু কোনটাই হলো না!

BanglaBook.org

'একমাত্র কারণ–ওই এ বি সি চিঠিগুলো। তাহলে কি লোকটার মন এতই নরম যে, নিজের অপরাধের কারণে নির্দোষ কাউকে সাজা পেতে দেখতে চায় না সে?'

'এরচেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখেছি আমি,' ডা. টমসন বললেন। 'হাফ ডজন হত্যাকাণ্ড ঘটানো অপরাধীকে ভেঙে পড়তে দেখেছি। কেন জানেন? কারণ ওর এক শিকার সাথে-সাথে মারা না গিয়ে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মরেছে! তবে আমার মনে হয় না, এই খুনগুলোর হোতা অতটা উদার মনের মানুষ। সে আসলে নাম কামাতে চায়; এই দুই খুনের ক্রেডিট চায়।'

'ব্যাপারটা খবরের কাগজে আসবে কিনা, এ ব্যাপারে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি,' করুণ গলায় বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার।

'অনুমতি দিলে একটা কথা বলতে চাই, স্যর,' ক্রোম বলল। 'পরের চিঠিটা আসা পর্যন্ত নাহয় অপেক্ষা করে দেখা যাক। এরপর যদি দরকার পড়ে তাহলে জনগণকে জানানো যাবে। যে শহরের কথা চিঠিতে উল্লেখ থাকবে, সেখানে কিছুটা হৈ-চৈ বা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ওখানকার যেসব অধিবাসীদের নাম "সি" অক্ষর দিয়ে শুরু, তাঁরা সাবধান হতে পারবেন। এ বি সি-র জন্য শিকার ধরা তখন কঠিন হয়ে পড়বে। নিজের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে সে, আর তখনই আমরা তাকে বাগে পেয়ে যাব।'

হায়, ভবিষ্যতের কথা কতই না কম জানি আমরা!

BanglaBook.org

চোদ্দ

তৃতীয় চিঠি

এ বি সি-র তৃতীয় চিঠিটার কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার।

বলাই বাহুল্য, এ বি সি খেলা শুরু করলে, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করেই যেন আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি, সে ব্যবস্থা আগে থেকেই নিয়ে রাখা হয়েছিল।

এমনকী আমি বা পোয়ারো বাড়িতে না থাকলেও যেন চিঠিপত্র খুলতে দেরি না হয়, সেজন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এক যুবক সার্জেন্টকে মোতায়েন করা হয়েছিল। তার ওপর নির্দেশ ছিল, যেন প্রয়োজন পড়লে চটজলদি হেড কোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করে।

এক-একটা দিন পার হচ্ছিল, আর সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল আমাদের উৎকণ্ঠা। ইন্সপেক্টর ক্রোমের উন্নাসিক আর নিরুত্তাপ স্বভাব দিন-দিন আরও যেন প্রকট হয়ে উঠছিল। যে সূত্রগুলোকে ব্যবহার করে সে খুনিকে পাকড়াও করার আশা করেছিল, সেই সূত্রগুলো একে-একে নিষ্ফল প্রমাণিত হতে লাগল। বেটি বার্নার্ডের সঙ্গীর যে ভাসা-ভাসা বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল, সেটা একেবারে গুরুত্বহীন বলে প্রমাণিত হলো। বেক্সহিল আর কুডেনের আশপাশে যেসব গাড়ির কথা শোনা গিয়েছিল, সেগুলো থেকেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া

BanglaBook.org

গেল না। এদিকে এ বি সি রেলওয়ে গাইড কেনার সূত্র ধরে চলা অনুসন্ধান, সাধারণ ও নিরপরাধ মানুষদের প্রচণ্ড অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

আমাদের কথা আর কী বলব, পোস্টম্যানের পরিচিত খট-খট আওয়াজ কানে আসা মাত্রই যেন অজানা আশঙ্কায় আমাদের হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পেয়ে যেত। অন্তত আমার যে হত, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস, পোয়ারোরও হত।

আমি জানতাম যে, কেসটার অগ্রগতি নিয়ে সে বিন্দুমাত্রও সন্তুষ্ট ছিল না। লণ্ডন ছেড়ে এক পা-ও নড়তে চাইত না, বলত যে কোন মুহূর্তে ডাক পড়তে পারে।

ওসব দিনগুলোয়, এমনকী পোয়ারোর গোঁফজোড়াও যেন নেতিয়ে পড়েছিল; জীবনে প্রথমবারের মত মালিক ওগুলোর পরিচর্যার কথা ভুলে গিয়েছিল!

এ বি সি-র তিন নাম্বার চিঠিটা যেদিন পেলাম, সেদিন ছিল শুক্রবার। রাত দশটার দিকে এল ওটা।

কানে সেই পরিচিত পদশব্দ আর খট খট করার আওয়াজটা পাওয়া মাত্রই উঠে দাঁড়িয়ে ডাক বাক্সের কাছে চলে গেলাম আমি। যতদূর মনে পড়ে, চার-পাঁচটা চিঠি ছিল ওখানে। শেষের চিঠিটার ঠিকানা টাইপ করা ছিল।

'পোয়ারো,' চিৎকার করে ডাকলাম। কিন্তু উত্তেজনায় ঠিকমত কথা বেরোচ্ছিল না আমার মুখ দিয়ে।

'এসেছে নাকি? খুলে ফেলো, হেস্টিংস। তাড়াতাড়ি। প্রতিটা মুহূর্তই মূল্যবান এখন। আমাদেরকে প্ল্যান দাঁড় করাতে হবে।'

খামটা বলতে গেলে ছিঁড়েই ফেললাম (পোয়ারো আমার এই কাজটা দেখে একবারের জন্যও ভ্রূ কোঁচকাল না!), তড়িঘড়ি করে বের করলাম ভিতরের প্রিণ্ট করা কাগজটা।

'পড়ো,' উত্তেজিত গলায় বলল পোয়ারো।

BanglaBook.org

আমি উচ্চকণ্ঠে পড়লাম:

বেচারা মি. পোয়ারো, এসব ছোট-খাট অপরাধ সমাধানে নিজেকে যতটা দক্ষ মনে করতে, দেখা যাচ্ছে ততটা দক্ষ তুমি নও, তাই না? মনে হচ্ছে, নিজের সেরা সময়টা অনেক পেছনে রেখে এসেছ তুমি। দেখা যাক, এবার কিছুটা ভাল কাজ দেখাতে পার কিনা।

এবারের ধাঁধাটা একদম সহজ। ত্রিশ তারিখ, চার্চস্টনে। অন্তত একটু চেষ্টা তো করো! নিজের ইচ্ছামত সবকিছু হওয়াটা কেমন যেন বিরক্তিকর ঠেকছে আমার কাছে!

শিকার শুভ হোক।

তোমার বিশ্বস্ত

এ বি সি।

BanglaBook.org

'চার্চস্টন,' চিৎকার করে বললাম আমি। লাফ দিয়ে আমাদের এ বি সি-র কপিটা টেনে নামালাম। 'দেখা যাক জায়গাটা কোথায়।'

'হেস্টিংস,' পোয়ারোর তীক্ষ্ণ গলা আমাকে থমকে দিল। 'চিঠিটা কবে লেখা হয়েছে? তারিখটা দেখে বলো তো।'

হাতে ধরা চিঠিটার দিকে তাকালাম।

'সাতাশ তারিখে,' জানালাম ওকে।

'ঠিক বলছ তো, হেস্টিংস? খুনের তারিখটা কত বললে? ত্রিশ?'

'হ্যাঁ। দাঁড়াও, দাঁড়াও। ত্রিশ তারিখ তো...'

'হায়, ঈশ্বর! হেস্টিংস, বুঝতে পারছ না? আজকেই যে ত্রিশ তারিখ!'

পোয়ারো আঙুল দিয়ে দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারটা দেখাল, তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেদিনের পত্রিকাটা হাতে

নিলাম।

'কিন্তু কেন? কীভাবে–?' থতমত খেয়ে গেলাম আমি।

পোয়ারো মেঝে থেকে ছেঁড়া খামটা হাতে তুলে নিল। খামে লেখা ঠিকানাটায় যে অদ্ভুত কিছু একটা ছিল, সেটা মনে পড়ে গেল আমার। কিন্তু ভেতরের চিঠিটা পড়ার অতি আগ্রহে সেটার প্রতি একবারের বেশি নজর দিইনি আর।

পোয়ারো সেসময় হোয়াইটহ্যাভেন ম্যানশন'স-এ থাকত। খামের প্রাপকের ঠিকানার জায়গায় লেখা ছিল:

মি. এরকুল পোয়ারো,

হোয়াইটহর্স ম্যানশন'স।

খামের এক কোনায় হাতে লেখা:

'হোয়াইটহর্স ম্যানশন'স-এ এ নামে কাউকে পাওয়া যায়নি।

ইসি১, হোয়াইটহর্স কোর্ট-এও নেই। হোয়াইটহ্যাভেন ম্যানশন'স-এ খোঁজ নিন।'

'হে, ঈশ্বর!' বিড়বিড় করল পোয়ারো। 'ভাগ্যও কি এই উন্মাদের পক্ষে নাকি? জলদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড চলো।'

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, আমরা ক্রোমের সাথে ফোনে কথা বলছি। এই প্রথমবারের মত আত্মতৃপ্তিতে ভোগা ইন্সপেক্টর 'তাই নাকি?' বলল না, বরঞ্চ নিজের অজান্তেই গাল বকে বসল অদৃশ্য কারও উদ্দেশে। আমাদের কথা শুনেই চার্চস্টনে ট্রাঙ্ক কল করার জন্য ছুটে গেল সে।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' আপনমনে বলল পোয়ারো।

'নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?' কথাটা বললাম বটে, তবে নিজেও খুব একটা আশাবাদী ছিলাম না।

ঘড়ির দিকে তাকাল আমার বন্ধু। 'দশটা বেজে বিশ মিনিট। ত্রিশ তারিখ শেষ হতে আর মাত্র এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট বাকি আছে। এ বি সি এত দেরি করবে বলে মনে কর?'

একটু আগে শেলফ থেকে নামানো রেলওয়ে গাইডটা এবার খুললাম।

'চার্চস্টন, ডেভন,' জোরে-জোরে পড়লাম। 'প্যাডিংটন থেকে প্রায় দুশো পাঁচ মাইল দূরে। জনসংখ্যা ছয়শো ছাপ্পান্ন জন। ছোট-খাট মফস্বল বলে মনে হচ্ছে। অমন জায়গায় আমাদের খুনির কারও না কারও নজরে ধরা পড়ে যাওয়ার কথা।'

'কিন্তু আরেকটা প্রাণ-প্রদীপ নিভে যাওয়া তো আর থামবে না,' বিড়বিড় করল পোয়ারো। 'ট্রেন ক'টায়? গাড়িতে চড়ে যাওয়ার চেয়ে ট্রেনে গেলে তাড়াতাড়ি হবে।'

'মাঝরাতের একটা ট্রেন আছে, স্লিপিং কারে করে নিউটন অ্যাবে অবধি যাওয়া যাবে। সেখানে ট্রেন পৌঁছয় ছয়টা আটে, ওখান থেকে চার্চস্টনে গিয়ে পৌঁছতে-পৌঁছতে সাতটা পনেরোর মত বাজে।'

'প্যাডিংটন থেকেই তো ছাড়ে?'

'হ্যাঁ, প্যাডিংটন থেকে।'

'তাহলে আমরা ওটাতেই চড়ব, হেস্টিংস।'

'কিন্তু চার্চস্টন থেকে তো এত তাড়াতাড়ি কোন খবর পাওয়া যাবে না।'

'খারাপ খবর যদি হয়, তাহলে তা আজ রাতে পেলাম না কাল সকালে, তাতে কি কিছু যায়-আসে?'

'তা-ও ঠিক।'

একটা স্যুটকেসে আমাদের জিনিস ভরতে-ভরতে পোয়ারো আরেকবার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফোন করল।

কয়েক মুহূর্ত পর বেডরুমে এসে দাবি জানাল, 'তুমি এখানে কী করছ?'

'তোমার হয়ে প্যাকিং করছিলাম, সময় বাঁচাতে।'

'আবেগ, হেস্টিংস, এই আবেগটাই তোমাকে খেল। তোমার

BanglaBook.org

বুদ্ধিমত্তা আর কর্মক্ষমতা দুটোর উপরই আবেগের বড্ড নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এভাবে কেউ কোট ভাঁজ করে? পায়জামার কথা না হয় বাদই দিলাম। হেয়ারওয়াশটা যদি ভেঙে যায়, তাহলে অবস্থা কী হবে ভেবে দেখেছ?'

'হায়, ঈশ্বর, পোয়ারো,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'যেখানে মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন, সেখানে তুমি কিনা কাপড়-চোপড় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ?'

'তোমার আসলেই কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, হেস্টিংস। যতই তাড়াহুড়ো কর না কেন, ট্রেন তার সময়মতই ছাড়বে। আর আমাদের জামা-কাপড়ের বারোটা বাজিয়ে কীভাবে তুমি একটা খুনের ঘটনা থামাবে, শুনি?'

আমার হাত থেকে স্যুটকেসটা বলতে গেলে প্রায় কেড়েই নিল ও, নিজের হাতে প্যাকিং করার কাজে লেগে পড়ল। জানাল, খামসহ চিঠিটা প্যাডিংটনে নিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে কেউ একজন এসে আমাদের সাথে দেখা করবে।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছবার পর দেখতে পেলাম, সেই 'কেউ একজন' আর কেউ নয়, স্বয়ং ইন্সপেক্টর ক্রোম!

পোয়ারোর চোখে প্রশ্ন দেখে সে বলল, 'এখন পর্যন্ত কোন খবর পাওয়া যায়নি। সবাই নজর রাখছে। "সি" দিয়ে নাম শুরু, এমন সবাইকে যতটা সম্ভব সাবধান করে দেয়া হচ্ছে। ক্ষীণ হলেও, লোকটাকে ধরার একটা সম্ভাবনা আছে বৈকি। চিঠিটা কোথায়?'

চিঠিটা ওর হাতে দিল পোয়ারো।

ওটা ভালমত পরখ করে শাপ-শাপান্ত শুরু করল ক্রোম। 'কপাল, কপাল! ভাগ্যও দেখছি আমাদের বিপক্ষে!'

'আমার তো মনে হয়,' হালকা গলায় বললাম, 'ভুলটা ইচ্ছা

BanglaBook.org

করে করা হয়েছে।'

ক্রোম মাথা নাড়ল, 'নাহ্। খুনির নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে, পাগলামী হলেও সেগুলো ও মেনে চলে। লড়াই করবার একটা সুযোগ অন্তত দেয় সে। ওটাই ওর অহংকার। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে যে, লোকটা সুযোগ পেলেই নির্ঘাত গলা পর্যন্ত সস্তা হোয়াইট হর্স হুইস্কি গেলে।'

'অসাধারণ পর্যবেক্ষণ আপনার,' প্রশংসার সুরে বলল পোয়ারো। 'লেখাটা টাইপ করার সময়ও সম্ভবত ওর সামনে হুইস্কির বোতলটা ছিল!'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে,' শান্ত গলায় বলল ক্রোম। 'এই কাজটা আমরা সবাই-ই কখনও না কখনও করেছি। অবচেতন মনে চোখের সামনে থাকা কিছু একটা লিখে ফেলেছি। হোয়াইট লিখতে শুরু করে হ্যাভেনের জায়গায় হর্স লিখে ফেলেছে সে...'

হাবভাবে বুঝতে পারলাম, ইন্সপেক্টর ক্রোমও আমাদের মত ট্রেনেই যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'যদি কপালগুণে কোন অঘটন ঘটে না-ও থাকে, তবুও আমাদের চার্চস্টনেই থাকতে হবে। আমাদের খুনি সেখানেই আছে, অথবা আজ সেখানে ছিল। আমার এক লোককে ফোনের পাশে বসিয়ে রেখেছি, খবরের জন্য একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে।'

ট্রেন ছাড়ব-ছাড়ব করছে এমন সময় একজনকে প্ল্যাটফর্ম ধরে দৌড়ে আসতে দেখলাম। ইন্সপেক্টরের জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কিছু একটা বলল লোকটা। স্টেশন ছেড়ে ট্রেনটা বের হওয়ার সাথে-সাথেই আমি আর পোয়ারো করিডর ধরে দ্রুত ইন্সপেক্টরের স্লীপারের কাছে পৌঁছে গেলাম।

'কোন খবর পেয়েছেন?' পোয়ারো জানতে চাইল।

ক্রোম শান্ত গলায় বলল, 'ভীষণ খারাপ খবর। স্যর

কারমাইকেল ক্লার্ককে কেউ একজন মাথায় আঘাত হেনে খুন করেছে।'

স্যর কারমাইকেল ক্লার্কের নাম সবার কাছে খুব একটা পরিচিত না হলেও, নিজ ক্ষেত্রে দেশজোড়া খ্যাতি আছে তাঁর। একসময় বিখ্যাত গলা বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি।

যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন তাঁর অবস্থা বেশ সচ্ছল। তাই নিজের সবচেয়ে প্রিয় শখটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি–চাইনিজ তৈজসপত্র আর পোর্সেলিন সংগ্রহ করা।

কয়েক বছর পর, উত্তরাধিকার সূত্রে এক বয়স্ক চাচার কাছ থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ পাওয়ার পর পুরোপুরিই শখটা নিয়ে মেতে ওঠেন তিনি।

বর্তমানে চৈনিক শিল্প সংগ্রহের সবচেয়ে নামকরা মালিক হিসেবে সবাই স্যর কারমাইকেল ক্লার্ককেই বোঝে।

বিয়ে করেছেন, কিন্তু সন্তান নেই। ডেভন কোস্টের পাশে একটা বাড়ি বানিয়ে নিয়েছিলেন থাকার জন্য। কোন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প দ্রব্যের নিলাম না থাকলে খুব একটা লণ্ডনমুখো হতেন না। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তরুণী ও সুশ্রী বেটি বার্নার্ডের পর, স্যর কারমাইকেল ক্লার্কের এই হত্যাকাণ্ড খবরের কাগজে ঝড় তুলবে। বছরের সবচেয়ে আলোচিত সংবাদ হতে চলেছে এই এ বি সি মার্ডারগুলো।

এমনিতেই তখন আগস্ট মাস চলছিল, খবরের কাগজগুলো ছাপার মত বলতে গেলে কোন খবরই পাচ্ছিল না।

'কী আর করা,' দুঃখিত গলায় বলল পোয়ারো। 'অবশ্য ঘটনাটা প্রচার পেলে মন্দের ভালও হতে পারে। হয়তো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যা করতে পারেনি, সামগ্রিক প্রচেষ্টা সেটা করতে পারবে। সারা দেশ এখন এ বি সি-কে খুঁজবে।'

'দুঃখের কথা,' আফসোস করলাম। 'খুনি তো সেটাই

BanglaBook.org

চাইছে।'

'তা ঠিক, কিন্তু হয়তো সেটাই ওর জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। সাফল্যের মোহে হয়তো অসতর্ক হয়ে পড়বে সে। অন্তত আমার তা-ই আশা। নিজের চালাকির নেশায় বুঁদ হয়ে একসময় ভুল করে বসবে সে।'

'কী অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না, পোয়ারো?' আচমকা ভিন্ন একটা চিন্তা মাথায় এসেছে আমার। 'এই ধরনের কেসে আমাদের একসাথে কাজ করা এবারই প্রথম। এর আগের সবগুলো খুন ছিল—বলতে গেলে, প্রাইভেট খুন।'

'ঠিক বলেছ, বন্ধু। এখন পর্যন্ত সবসময় আমরা ভেতর থেকে কাজ এগিয়ে নিয়েছি। শিকারের অতীত ইতিহাস সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হত, তা হলো: "এই মৃত্যুর ফলে কে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে? উপস্থিত কার-কার খুন করার সুযোগ ছিল?" এর আগের খুনগুলো ছিল অভ্যন্তরীণ অপরাধ। কিন্তু এই প্রথমবারের মত একসঙ্গে ঠাণ্ডা মাথার, কোন ব্যক্তিগত স্বার্থহীন কারণে করা খুনের তদন্তে নেমেছি আমরা।'

শিউরে উঠলাম আমি। 'ভয়ানক ব্যাপার!'

'হ্যাঁ। প্রথম থেকেই, মানে প্রথম চিঠিটা পাবার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, পুরো ব্যাপারটায় অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল পোয়ারো। 'তবে আবেগ-অনুভূতিকে খুব বেশি প্রাধান্য দিলে চলবে না। অন্য আর পাঁচটা খুনের চেয়ে খুব বেশি খারাপ কিছু না...'

'ভুল হলো...অনেক বেশি খারাপ...'

'অচেনা লোকদের খুনটা কি তোমার কাছে পরিচিত, কিংবা কোন আত্মীয়কে খুন করার চেয়ে খারাপ বলে মনে হয়?'

'অবশ্যই বেশি খারাপ। কেননা...কেননা...এ তো রীতিমত

BanglaBook.org

উন্মাদনা...'

'না, হেস্টিংস। বেশি খারাপ না। বরঞ্চ বলতে পার, বেশি কঠিন।'

'না, না। এ ব্যাপারে তোমার সাথে একমত হতে পারলাম না। গোটা ব্যাপারটা সত্যিই অনেক বেশি ভীতিপ্রদ।'

এরকুল পোয়ারো চিন্তামগ্ন গলায় বলল, 'উন্মাদের কাজ বলেই আরও আগে ওকে ধরতে পারা উচিত ছিল আমাদের। ধূর্ত আর সুস্থ মস্তিষ্কের কারও করা অপরাধ অনেক বেশি জটিল হয়ে থাকে। কিন্তু, এক্ষেত্রে আমাদেরকে শুধু খুনির মোটিভটা ধরতে হবে। এই বর্ণমালার ব্যাপারটায় অনেক অসঙ্গতি আছে। আমি যদি কেবল খুনির মোটিভটা ধরতে পারতাম, বাকি সবকিছুই একেবারে পানির মত পরিষ্কার হয়ে যেত...'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল সে।

'এই অপরাধগুলো কিছুতেই এভাবে বিনা বাধায় চলতে দেয়া যায় না। খুব শীঘ্রিই আমাকে সত্যটা উদ্‌ঘাটন করতে হবে...'

'যাও, হেস্টিংস। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। আগামীকাল করার মত অনেক কাজ আছে আমাদের।'

BanglaBook.org

পনেরো

স্যর কারমাইকেল ক্লার্ক

চার্চস্টন জায়গাটা একদিকে ব্রিক্সহাম এবং অন্যদিকে পেইগটন

আর টর্কুই দিয়ে পরিবেষ্টিত। তাই বলা যায়, টর বে'র বাঁকানো অংশটুকুর একেবারে মাঝামাঝি জায়গাটা সে দখল করে আছে। বছর সাতেক আগেও চার্চস্টন ছিল গলফ খেলার জায়গা, আর সেই গলফ কোর্সের নিচে ছিল সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া সবুজের বিস্তার। আর ছিল দুই-একটা ফার্মহাউস; মানুষের খোঁজ পাওয়া ছিল দুষ্কর।

কিন্তু গত কয়েক বছরে বড়-বড় বিল্ডিং হয়েছে চার্চস্টন আর পেইগটনের মাঝামাঝি। এখন সমুদ্র সৈকতে বিন্দুর মত ফুটে থাকতে দেখা যায় বাড়ি, বাংলো, নতুন রাস্তা।

স্যর কারমাইকেল ক্লার্ক প্রায় দুই একর জমি কিনেছিলেন, যেখান থেকে সরাসরি সমুদ্র দেখা যায়। সেখানে যে বাড়িটি তিনি বানিয়েছিলেন, তা একেবারে আধুনিক ডিজাইনের।

সফেদ চতুর্ভুজাকৃতি বাড়িটা দেখতে বেশ সুন্দর। সংগ্রহশালা হিসেবে ব্যবহৃত দুটো গ্যালারিকে বাদ দিলে বাড়িটাকে ছোটই বলা চলে।

আমরা সকাল আটটার দিকে ওখানে পৌঁছলাম। স্থানীয় এক পুলিস অফিসার আমাদের সাথে সেখানে দেখা করলেন, সেই সাথে পরিস্থিতি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দিলেন।

জানা গেল, স্যর কারমাইকেল ক্লার্কের প্রতিদিন ডিনারের পর সান্ধ্যকালীন ভ্রমণে বেরোবার অভ্যাস ছিল। পুলিস যখন এগারোটার কিছু পরে বাড়িতে খোঁজ নিতে যায়, তখন বোঝা যায় যে তিনি ভ্রমণ থেকে ফেরেননি।

সচরাচর একই পথ ধরে হাঁটতেন বলে, লাশটাকে খুঁজে বের করতে সার্চ পার্টির খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। মাথার পেছনে ভারী কিছু একটা দিয়ে তীব্র শক্তিতে আঘাত করে খুন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ডাক্তার। লাশের ঠিক পাশেই পাওয়া গেছে উল্টানো, খোলা একটা এ বি সি।

BanglaBook.org

আমরা আটটার দিকে কোম্বসাইড (স্যর কারমাইকেল ক্লার্কের বাড়ির নাম)-এ পৌঁছলাম। বয়স্ক এক পরিচারক দরজা খুলে দিল, বেচারার কম্পমান হাত আর বেদনাক্লিষ্ট চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে ঘটনাটা তাকে কতটা নাড়া দিয়ে গিয়েছে।

'শুভ সকাল, ডেভেরিল,' সাথে আসা পুলিস অফিসার বলল।

'শুভ সকাল. মিস্টার ওয়েলস।'

'আমার সঙ্গের ভদ্রলোকেরা লণ্ডন থেকে এসেছেন, ডেভেরিল।'

'এদিকে আসুন আপনারা।' আমাদেরকে সোজা একটা লম্বা ডাইনিং রুমে নিয়ে এল লোকটা. টেবিলে নাস্তা সাজানো। 'আমি মিস্টার ফ্রাঙ্কলিনকে জানাচ্ছি।'

এক কি দুই মিনিট পর. বেশ দশাসই এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। সোনালি চুল আর রোদে পোড়া চেহারার এই লোকটাই মি. ফ্রাঙ্কলিন মৃত স্যর কারমাইকেলের একমাত্র ভাই। দেখেই বোঝা যায়, বিপদ সামলাবার মত শক্ত মানসিকতার লোক তিনি।

'শুভ সকাল, জেন্টলমেন।'

ইন্সপেক্টর ওয়েলস আমাদের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'ইনি হচ্ছেন সিআইডি-র ইন্সপেক্টর ক্রোম, ইনি মিস্টার এরকুল পোয়ারো আর ইনি–অ্যা...ক্যাপ্টেন হাইটার।'

'হেস্টিংস,' ঠাণ্ডা গলায় ভুলটা শুধরে দিলাম আমি।

ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক একে-একে আমাদের সবার সাথে হাত মেলালেন, সেই সাথে আমাদেরকে মেপে নিতেও ভুল করলেন না।

'আমার সাথে নাস্তায় শরীক হোন,' আমন্ত্রণ জানালেন

BanglaBook.org

তিনি। 'খেতে-খেতে আলোচনা করা যাবে।'

কারও তরফ থেকে আপত্তি এল না। অতি সত্বর আমরা দারুণ সুস্বাদু ডিম, বেকন আর কফির সদ্‌গতি করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

'কাজের কথায় আসা যাক,' বললেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক। 'ইন্সপেক্টর ওয়েলস গতরাতে আমাকে পরিস্থিতির ব্যাপারে একটা ধারণা দিয়েছেন। তবে আমার মনে হচ্ছিল, যেন কোন রূপকথার গল্প শুনছি। ইন্সপেক্টর ক্রোম, আপনি বলুন, আমার ভাই কি আসলেই কোন উন্মাদ খুনির পাগলামীর শিকার? শুনলাম, লাশের পাশে এ বি সি গাইড পাওয়া গিয়েছে, এরকম কেস এটা তিন নাম্বার?'

'পরিস্থিতিটা সেদিকেই ইঙ্গিত করছে, মিস্টার ক্লার্ক।'

'কিন্তু কেন? এমন অহেতুক একটা কাজ করে কার কী পার্থিব লাভ হবে? বিকৃত মস্তিষ্কের খুনিও তো এমন কাজ করবে না।'

পোয়ারো নড করে ঐকমত্য প্রকাশ করল। 'সরাসরি একেবারে আসল জায়গাটায় চলে এসেছেন, মিস্টার ফ্রাঙ্কলিন।'

'তদন্তের বর্তমান অবস্থায় খুনির মোটিভ সম্পর্কে ধারণা দেয়া সম্ভব নয়, মিস্টার ক্লার্ক,' ইন্সপেক্টর ক্রোম বলল। 'সেটা হয়তো কোন মনস্তত্ত্ববিদ দিতে পারবেন। তবে এ ধরনের পাগল অপরাধীর ব্যাপারে আমার কিছুটা হলেও অভিজ্ঞতা আছে, সাধারণত এধরনের কেসে মোটিভ সাধারণ মানুষের কাছে ঠিক পরিষ্কার হয় না। অনেক কিছুই হতে পারে–নিজেকে জাহির করতে চাওয়া, সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়ন তোলা। নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষ থেকে সবার কাছে পরিচিত একজন হয়ে ওঠাও মোটিভ হতে পারে।'

'কথাগুলো কি ঠিক, মিস্টার পোয়ারো?' মি. ক্লার্ক খুব একটা

প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হলো না। এদিকে পোয়ারোর মত জানতে চাওয়াটাকে ইন্সপেক্টর ক্রোম খুব একটা সহজভাবে নিতে পারল না, ভ্রূ কুঁচকে ফেলল সে।

'একদম সত্যি,' জবাব দিল আমার বন্ধু।

'যা-ই হোক, পুলিসের হাত থেকে এমন লোক বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারে না,' চিন্তিত গলায় বললেন ক্লার্ক।

'আপনার তাই মনে হয়? অথচ এধরনের অপরাধী সাধারণ অপরাধীর চাইতে অনেক বেশি চালাক আর ধূর্ত হয়। আরও একটা ব্যাপার ভুলে গেলে চলবে না, সাধারণত এধরনের অপরাধীরা হয় সমাজের একেবারে সাধারণ শ্রেণীর সদস্য। এমন শ্রেণী যার সদস্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়, উপহাস করা হয়!'

'আমার কিছু প্রশ্ন ছিল, মিস্টার ক্লার্ক,' কথাবার্তার মাঝখানে বলে উঠল ক্রোম।

'অবশ্যই। বলুন, কী জানতে চান।'

'আপনার ভাই, যতদূর শুনলাম, গতকাল শারীরিক আর মানসিক দিক দিয়ে একদম স্বাভাবিক আচরণ করছিলেন। তিনি কি ইদানীং কোন অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়েছিলেন? এমন কিছু যা তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল?'

'নাহ্। একদম অন্যান্য দিনের মতই ছিলেন তিনি।'

'বিচলিত বা চিন্তিত ছিলেন না তাহলে?'

'মাফ করবেন, ইন্সপেক্টর। কিন্তু আমি সেকথা বলিনি। আমার বেচারা ভাই সবসময়ই চিন্তিত আর বিচলিত থাকতেন।'

'কিন্তু কেন?'

'আপনার বোধহয় জানা নেই যে আমার ভাবী, লেডি ক্লার্ক ভীষণ অসুস্থ। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত, আর বেশিদিন আয়ু নেই। তাঁর অসুস্থতা আমার ভাইকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল।

BanglaBook.org

আমি এই অল্প ক'দিন আগে প্রাচ্য থেকে ফিরে এসেছি। প্রথমটায় ভাইয়ের পরিবর্তন দেখে রীতিমত চমকে গিয়েছিলাম।'

মাঝখান থেকে একটা প্রশ্ন করে বসল পোয়ারো। 'আচ্ছা, মিস্টার ক্লার্ক, আপনার ভাইকে যদি কোন শৈলশিরার পাদদেশে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যেত অথবা লাশের পাশে রিভলভার পাওয়া যেত, তাহলে প্রথম কাকে সন্দেহ করতেন?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমি ধরে নিতাম তিনি আত্মহত্যা করেছেন,' নির্বিকার গলায় জবাব দিলেন ক্লার্ক।

'আনকোর!' বলল পোয়ারো।

'এর মানে?'

'শব্দটার আক্ষরিক অর্থ "আরেক বার"। যা-ই হোক, ব্যাপার না। বাদ দিন।'

'স্যর কারমাইকেল আত্মহত্যা করেননি,' কাটাকাটা কণ্ঠে বলল ক্রোম। 'মিস্টার ক্লার্ক, আপনার ভাই সম্ভবত প্রতি রাতেই হাঁটতে বেরোতেন, তাই না?'

'ঠিক বলেছেন। প্রতি রাতেই বের হতেন তিনি।'

'একদিনও মিস হত না?'

'খুব বেশি বৃষ্টি না হলে সাধারণত মিস করতেন না।'

'এ বাড়ির সবাই কি ব্যাপারটা জানে?'

'অবশ্যই জানে।'

'আর বাইরের কে-কে জানে?'

'বাইরের কে-কে বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন, বুঝলাম না। মালি জানলেও জানতে পারে, আমি নিশ্চিত নই।'

'মানে এই বাড়ির বাইরের লোক, ধরুন এই শহরের কার-কার জানার সম্ভাবনা আছে?'

'আসলে আমাদের এখানে শহর বলতে কিছু নেই। একটা পোস্ট অফিস আছে আর চার্চস্টন ফেরার্স'স-এ কয়েকটা কুঁড়ে

BanglaBook.org

আছে—একে কি শহর বলা চলে?'

'তাহলে তো মনে হয়, আশপাশে অপরিচিত কেউ ঘুর-ঘুর করলে সে সহজেই সবার নজরে পড়ে যেত?'

'একদমই না, বরঞ্চ উল্টোটা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি! আগস্ট মাসে এদিকটায় যেন নবাগতদের মেলা বসে যায়। ব্রিক্সহাম, টর্কুই আর পেইগটন থেকে দলে-দলে আসে ওরা। কেউ গাড়িতে, কেউ বাসে আর কেউ বা হেঁটে-হেঁটে! ব্রডসস্যাণ্ডস, ওই যে ওদিকে (আঙুল দিয়ে দেখালেন তিনি) খুব জনপ্রিয় সৈকত। এলবারি কোভও।

'দলে-দলে মানুষ ওসব জায়গায় পিকনিক করতে যায়। যদিও ওরা এভাবে না এলেই ভাল হত! জুন আর জুলাই-এর শুরুর দিকে এখানে থাকতে যে কী শান্তি, তা কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'তাহলে বলতে চাইছেন, অপরিচিত কেউ নজর না-ও কাড়তে পারে?'

'যদি পাগলের মত আচরণ না করে, তাহলে নজরে পড়বে না এটুকু নিশ্চিত।'

'আমাদের খুনি আর যা-ই করুক, পাগলের মত আচরণ করবে বলে মনে হয় না,' কণ্ঠে বিরক্তি নিয়ে বলল ক্রোম। 'আপনি নিশ্চয়ই আমার কথাটা বুঝতে পারছেন, মিস্টার ক্লার্ক। খুনি নিশ্চয়ই আগেভাগে এসে রেকি করেছে জায়গাটায়। আপনার ভাই যে প্রতিদিন রাতে ভ্রমণে বের হন সেটাও জেনে গিয়েছিল। গতকাল কোন অচেনা লোক কি স্যর কারমাইকেলের সাথে দেখা করতে এসেছিল?'

'আমার জানামতে আসেনি। তবে নিশ্চিত হতে হলে ডেভেরিলকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

ঘণ্টা বাজালেন তিনি, পরিচারক এলে তাকে উদ্দেশ্য করে

BanglaBook.org

প্রশ্নটা করলেন।

'না, স্যর, ওনার সাথে দেখা করতে কেউ আসেনি গতকাল। কাউকে আশপাশে ঘুর-ঘুর করতেও দেখিনি। পরিচারিকারাও দেখেনি, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।' খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল পরিচারক। তারপর জানতে চাইল, 'আর কোন প্রশ্ন আছে, স্যর?'

'না, ডেভেরিল। তুমি যেতে পার।'

চলে গেল লোকটা, তবে যাবার পথে এক তরুণীর উদ্দেশে দরজাটা খুলে ধরল।

মেয়েটাকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক। 'ইনি মিস গ্রে। আমার ভাইয়ের সেক্রেটারি।'

মেয়েটার প্রথম যে বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়ল, তা হলো তার চেহারার অস্বাভাবিক সাদাটে ভাব, ঠিক স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লোকদের মধ্যে যেমনটা দেখা যায়। চুলও প্রায় বর্ণহীন, ছাইরঙা। হালকা ধূসর চোখ; নরওয়েজিয়ান বা সুইডিশদের মত প্রায় স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ত্বক। বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। দেখতে যেমন সুন্দর ঠিক তেমনই কর্মক্ষম বলেই মনে হলো মেয়েটাকে।

'আমি কি আপনাদের কোন সাহায্যে আসতে পারি?' বসতে-বসতে জানতে চাইল মেয়েটি।

ক্লার্ক উঠে গিয়ে ওর জন্য এক কাপ কফি এনে দিল, কিন্তু খেতে অস্বীকৃতি জানাল সে।

'আপনি কি স্যর কারমাইকেলের চিঠিপত্র দেখাশোনা করতেন?' জানতে চাইল ক্রোম।

'হ্যাঁ। তাঁর সবধরনের চিঠিপত্রের দেখাশোনা আমিই করতাম।'

'কখনও কি প্রেরকের নামের জায়গায় এ বি সি সই করা

BanglaBook.org

চিঠি পেয়েছিলেন তিনি?'

'এ বি সি?' মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'নাহ্, পাননি। আমি নিশ্চিত।'

'ইদানীং সান্ধ্যকালীন ভ্রমণের সময় কোন অপরিচিত লোককে তাঁর আশপাশে ঘুর-ঘুর করতে দেখেছেন, এমন কিছু কি আপনাকে কখনও জানিয়েছিলেন তিনি?'

'নাহ্, এরকম কিছু তো বলেননি।'

'আপনি নিজে কোন অপরিচিত লোককে দেখেছেন?'

'ঠিক ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি বলব না। তবে বছরের এই সময় অগণিত লোক এদিকে বেড়াতে আসে। এদের অনেকেই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। সে হিসেবে বলতে গেলে, বছরের এই সময়টায় আপনি যাকেই দেখতে পান না কেন, সে অপরিচিত।'

চিন্তিতভাবে নড করল পোয়ারো।

ইন্সপেক্টর ক্রোম অনুরোধ করল, তাকে যেন স্যর কারমাইকেল ক্লার্কের দৈনন্দিন ভ্রমণের পথটা একটু দেখানো হয়।

ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো ধরে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক। মিস গ্রে আমাদের সঙ্গী হলেন। অন্যদের চাইতে আমি আর উনি একটু পেছনেই পড়ে গেলাম।

'পুরো ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনাদের সবাইকে বেশ নাড়া দিয়েছে,' সহানুভূতির সুরে বললাম আমি।

'এখনও বিশ্বাসই হতে চাইছে না যে ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছে। গতরাতে যখন পুলিস আসে, তখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। নিচতলায় গলার আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙে। উঠে এসে জানতে চাইলাম, ব্যাপার কী। ডেভেরিল আর মিস্টার ক্লার্ক তখন কেবল মশাল হাতে বেরোচ্ছিলেন।'

BanglaBook.org

'স্যর কারমাইকেল সাধারণত কয়টার দিকে ভ্রমণ সেরে ফিরতেন?'

'দশটা পনেরোর দিকে। সাইড ডোর ধরে বাড়িতে প্রবেশ করতেন, কাউকে ডাকতে হত না। এরপর কখনও-কখনও সরাসরি ঘুমুতে চলে যেতেন, আবার কখনও-কখনও তাঁর সংগ্রহ ভর্তি গ্যালারিতে যেতেন। পুলিস না জানালে সম্ভবত সকালের আগে কেউ তাঁর অনুপস্থিতির কথাটা টেরই পেত না।'

'তাঁর স্ত্রীও নিশ্চয়ই প্রচণ্ড শক খেয়েছেন?'

'লেডি ক্লার্ককে বেশিরভাগ সময়ই মরফিয়া দিয়ে রাখা হয়। আশপাশে কী ঘটছে, সেটা সম্ভবত তিনি টেরই পান না।'

বাগানের দরজা গলে গলফ কোর্সে চলে এলাম আমরা। কোর্সের একটা কোনা পার হবার সময়, একটা আঁকাবাঁকা খাড়া পথ সামনে পড়ল। সেটা ধরেই এগোলাম।

'এপথ ধরে গেলে এলবারি কোভে পৌঁছনো যায়,' ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক ব্যাখ্যা করলেন। 'কিন্তু বছর দুয়েক আগে আরেকটা নতুন রাস্তা বানানো হয়েছে, ওটা ব্রডসস্যাণ্ডস থেকে শুরু হয়ে এলবারিতে এসে থেমেছে। তাই এখন আর এই রাস্তা ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে।'

পথ ধরে এগিয়ে গেলাম আমরা। রাস্তাটা নেমে গিয়ে মিশেছে বুনো লতা আর কাঁটাঝোপের মধ্যখান দিয়ে বের হয়ে যাওয়া আরেকটা রাস্তার সাথে; সরাসরি সমুদ্র সৈকতে চলে যাওয়া যায় ওটা ধরে।

কিছুক্ষণ হাঁটতেই আচমকা নিজেদেরকে একটা ঘাসে ছাওয়া উঁচু শৈলশিরার ওপর আবিষ্কার করলাম। ওখান থেকে সমুদ্র আর চক-চক করতে থাকা সাদা পাথরের সৈকত স্পষ্ট চোখে পড়ে। সবুজ গাছের সমারোহ চারদিক থেকে সাগরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। মনোমুগ্ধকর একটা জায়গা—সাদা, ঘন সবুজ

BanglaBook.org

আর নীলকান্তমণিকে হার মানাবে এমন নীল।

'কী সুন্দর!' বিস্ময়ে বলে উঠলাম আমি।

উৎসাহ নিয়ে আমার দিকে তাকালেন ক্লার্ক। 'দারুণ না? কেন যে মানুষ নিজ দেশে এমন সুন্দর দৃশ্য থাকতে রিভেরার দিকে যায়! সারা দুনিয়ার অনেক জায়গাই তো ঘুরলাম। কিন্তু কসম খেয়ে বলছি, এমন অসাধারণ সৌন্দর্য আর কোথাও দেখিনি।'

এরপর নিজের অতি উৎসাহে খানিকটা লজ্জা পেয়েই যেন বললেন, 'এই পথ ধরেই হাঁটতেন আমার ভাই। এই পর্যন্ত এসে ফিরে যেতেন আবার। তবে ফেরার পথে বাঁয়ে মোড় না নিয়ে, ডানে মোড় নিতেন। ফার্ম পেরিয়ে, মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতেন।'

ফেরার পথে মাঠের ঠিক মধ্যখানে সুন্দর, সমান করে ছাঁটা ঝোপের কাছে চলে এলাম আমরা। এখানেই পড়ে ছিল লাশটা।

নড করল ক্রোম। 'একদম সহজ কাজ। খুনি হয়তো ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আঘাত করার আগে আপনার ভাইয়ের টের পাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।'

আমার পাশে দাঁড়ানো মেয়েটা, মানে মিস গ্রে, শিউরে উঠল।

ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক বললেন, 'নিজেকে সামলে নিন, থোরা। সন্দেহ নেই, ব্যাপারটা পাশবিক। তাই বলে সত্যটাকে তো আর এড়িয়ে যাওয়া চলে না।'

থোরা গ্রে–দারুণ মানিয়েছে নামটা।

বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। পুলিসী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ছবি তোলার পর, লাশটা এখন এখানেই আছে।

প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, এমন সময় একজন ডাক্তার হাতে কালো ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

BanglaBook.org

'আমাঁদেরকে কিছু বলবেন, ডাক্তার সাহেব?' ক্লার্ক জানতে চাইলেন।

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'বলার মত তেমন কিছু নেই, একেবারে সোজাসাপ্টা কেস। ইনকোয়েস্টে নাহয় বিস্তারিত বলব। তবে এতটুকু বলি, তাঁকে খুব একটা কষ্ট পেতে হয়নি। আঘাত পাওয়ার প্রায় সাথে-সাথেই মারা গিয়েছেন তিনি।' এগিয়ে গেলেন তিনি। 'লেডি ক্লার্ককে একবার দেখে আসি।'

করিডরের অপর প্রান্ত থেকে একজন হসপিটাল নার্স বেরিয়ে এলেন, ডাক্তার সাহেবকে এগিয়ে নিয়ে চললেন বাড়ির ভিতরের দিকে।

ডাক্তার যে ঘর থেকে বেরিয়েছেন, সে ঘরটায় প্রবেশ করলাম আমরা।

ঢোকার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। থোরা গ্রে তখনও সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল। চেহারায় এক অদ্ভুত ভাব খেলা করছিল তার।

'মিস গ্রে–' থমকে দাঁড়ালাম আমি। 'কোন সমস্যা?'

আমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে জবাব দিল মেয়েটা, 'আমি ভাবছিলাম..."ডি"-এর ব্যাপারে ভাবছিলাম।'

'ডি-এর ব্যাপারে!' বোকার মত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'হ্যাঁ। এবার তো ডি-এরই পালা, তাই না? এসব খুন-খারাবী বন্ধের জন্য শক্ত কিছু পদক্ষেপ নেয়া দরকার।'

আমার পিছু-পিছু বেরিয়ে এলেন ক্লার্ক। বললেন, 'কোন্ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলছেন, থোরা?'

'এই জঘন্য খুনগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে।'

'ঠিক।' শক্ত হয়ে গেল লোকটার চোয়াল। 'আমি আসলে মিস্টার পোয়ারোর সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

BanglaBook.org

এই ক্রোম লোকটা কি কাজের?' আচমকাই আমার দিকে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

উত্তরে জানালাম, পুলিস হেড কোয়ার্টারে সে দক্ষ আর বুদ্ধিমান অফিসার হিসেবেই পরিচিত। তবে আমার উচ্চারিত বাক্যে যতটা আত্মবিশ্বাস ছিল, কণ্ঠে সম্ভবত ততটা ছিল না।

'লোকটার আচরণ একটু বেশিই অপমানকর,' বললেন ক্লার্ক। 'এমনভাবে তাকায়, যেন সবকিছু সে জেনে বসে আছে! কিন্তু আসলে জানেটা কী? যা বুঝলাম, এই খুনগুলোর ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গ ধারণাও নেই ওর।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর আবারও মুখ খুললেন তিনি। 'আমি বরং মিস্টার পোয়ারোর ওপরেই বাজি ধরব। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, তবে সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।' প্যাসেজ ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে, অল্পক্ষণ আগে ডাক্তার যে ঘরটায় ঢুকেছিলেন, সেই ঘরের দরজায় মৃদু টোকা দিলেন তিনি।

একটু ইতস্তত বোধ করলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে আপনমনে কী যেন ভাবছিল মেয়েটা। জানতে চাইলাম, 'কী ভাবছেন, মিস গ্রে?'

আমার দিকে নজর ফেরাল থোরা গ্রে।

'খুনির কথা ভাবছিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় আছে সে? খুনের পর প্রায় বারো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে...

'ওহ্! আচ্ছা, দুনিয়াতে কি এমন কোন স্পষ্ট-দ্রষ্টা নেই, যিনি আমাদেরকে খুনির ব্যাপারে জানাতে পারবেন? সে কী করছে...কোথায় আছে...'

'পুলিস ওকে খুঁজছে...' বলতে চাইলাম। কিন্তু আমাকে থামিয়ে দিল মেয়েটি। নিজেকে সামলে নিয়েছে।

'হ্যাঁ, তা খুঁজছে।' বলেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। এক

BanglaBook.org

মুহূর্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে মেয়েটির সদ্য বলে যাওয়া কথাগুলো মনে-মনে নেড়েচেড়ে দেখলাম।

এ বি সি...

সত্যিই এই মুহূর্তে কোথায় আছে সে?

ষোলো

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর জবানীতে নয়

অন্যান্য দর্শকদের সাথে টর্কুই প্যালাডিয়াম থেকে বেরিয়ে এল মি. আলেকজাণ্ডার বোনাপোর্ট কাস্ট। আবেগ উপজীব্য করে বানানো নট আ স্প্যারো চলচ্চিত্রটি দেখছিল সে এতক্ষণ।

অন্ধকার থেকে আচমকা বিকালের আলোতে বেরিয়ে এসেছে বলে, চোখের পাতা বারকয়েক পিট-পিট করতে বাধ্য হলো সে। ফ্যাল-ফ্যাল করে এমনভাবে চারপাশে তাকাল, দেখে মনে হলো আচমকা বুঝি বাড়ির ঠিকানা ভুলে গেছে সে!

বিড়-বিড় করে নিজেকে বলল, 'ধারণা, কেবলই একটা ধারণা...'

পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া খবরের কাগজের ফেরিওয়ালাগুলো চিৎকার করে বলছে, 'তাজা খবর...উন্মাদ খুনি এবার চার্চস্টনে...তাজা খবর।'

ওদের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা:

চার্চস্টন মার্ডার। তাজা খবর।

পকেট হাতড়ে কিছু খুচরো পয়সা বের করে একটা কাগজ

BanglaBook.org

কিনল মি. কাস্ট। কিন্তু সাথে-সাথে না খুলে এগিয়ে গেল প্রিন্সেস গার্ডেনের দিকে। টর্কুই জেটির দিকে মুখ করে থাকা একটা ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় বসে কাগজটা খুলল সে।

বড়-বড় হেডলাইনে লেখা:

স্যর কারমাইকেল ক্লার্ক নিহত।

চার্চস্টনে শোকের ছায়া।

উন্মাদ খুনির কাজ।

তার নিচে লেখা:

মাত্র এক মাস আগে পুরো ইংল্যাণ্ডকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল বেক্সহিলে এলিজাবেথ বার্নার্ড নামের এক তরুণীর হত্যাকাণ্ড। উল্লেখ্য যে, অকুস্থলে পাওয়া গিয়েছিল একটা এ বি সি রেলওয়ে গাইড। স্যর কারমাইকেল ক্লার্কের মরদেহের পাশেও পাওয়া গিয়েছে একটা এ বি সি। পুলিসের ধারণা, দুটো খুনের হোতা একজনই। তাহলে কি আমাদের সমুদ্র সৈকতের রিসোর্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিকৃত মস্তিষ্কের কোন খুনি?...

মি. কাস্টের পাশে বসে ছিল ফ্লানেলের ট্রাউজার্স আর উজ্জ্বল নীল এয়ারটেক্স শার্ট পরা এক যুবক। ছেলেটা হঠাৎ বলল, 'বিশ্রী ঘটনা, কি বলেন?'

চমকে উঠল মি. কাস্ট। 'একদম...একদম ঠিক বলেছেন।'

যুবকটি দেখতে পেল, মি. কাস্টের হাত এমনভাবে কাঁপছে যে কাগজটা ধরে রাখতেই বেগ পেতে হচ্ছে তাকে।

'উন্মাদদের ব্যাপারে কিচ্ছু বলা যায় না,' আলোচনার সুরে বলল যুবক। 'সবসময় দেখে টের পাওয়া যায় না, বুঝেছেন? অধিকাংশ সময়, ওদেরকে আপনার-আমার মতই স্বাভাবিক দেখায়...'

'হতে পারে,' বলল মি. কাস্ট।

'হতে পারে না, একদম সত্যি বলছি। কখনও-কখনও যুদ্ধ

BanglaBook.org

ওদেরকে এমন অদ্ভুত বানিয়ে ফেলে, ফিরে আসার পর কেন জানি আর স্বাভাবিক হতে পারে না ওরা।'

'আপনি...আপনি ঠিকই বলছেন।'

'যুদ্ধ জিনিসটাকে আমার একদমই সহ্য হয় না,' যুবক বলল।

ওর সঙ্গী ফিরে তাকাল। বলল, 'আমার আবার প্লেগ, স্লিপিং সিকনেস, দুর্ভিক্ষ বা ক্যান্সার সহ্য হয় না। কিন্তু তাই বলে তো আর ওগুলো বন্ধ হয়ে যায়নি।'

'কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই থামিয়ে দেয়া যায়, এড়ানো যায়,' নিশ্চয়তার সুরে বলল যুবক।

হাসল মি. কাস্ট। বেশ অনেকক্ষণ ধরে হাসল।

যুবকটিকে দেখে মনে হলো, কিছুটা যেন সতর্ক হয়ে উঠেছে। 'এ লোক দেখি নিজেই পাগল!' আপনমনে ভাবল সে। কিন্তু মুখে বলল, 'সরি, স্যার, আপনি মনে হয় যুদ্ধে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম,' বলল মি. কাস্ট। 'আসলেই যুদ্ধ আমাকে...আমার চিন্তাধারাকে অদ্ভুত বানিয়ে দিয়েছে। এরপর থেকে মাথাটা আর আগের মত কাজ করছে না। ব্যথা হয়, প্রচণ্ড ব্যথা হয়।'

'শুনে...শুনে খুব খারাপ লাগছে,' বিব্রত কণ্ঠে বলল যুবক।

'মাঝে-মাঝে মনে হয়, কী করছি তা আমি নিজেই জানি না।'

'তাই বুঝি? যাক, যাবার সময় হয়ে গেল আমার।' কথা ক'টা বলে আর দেরি করল না যুবক। জানে, বয়স্ক মানুষজন একবার নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কথা বলা শুরু করলে আর থামতেই চায় না। সময় থাকতে ভালয়-ভালয় কেটে পড়াই মঙ্গলজনক।

BanglaBook.org

মি. কাস্ট আবার পত্রিকা পড়ায় মন দিল।

বেশ কয়েকবার মন দিয়ে পড়ল সে খবরটা।

মানুষজন তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল।

প্রায় সবাই-ই স্যর কারমাইকেলের হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলছে...

'—কী ভয়াবহ! আচ্ছা, চাইনিজদের এতে হাত নেই তো? যে মেয়েটা খুন হলো, সে চাইনিজ ক্যাফেতে কার্জ করত না?'

'—পরের খুনটা হয়েছে গলফ কোর্সে...'

'—আমি শুনেছি সমুদ্র সৈকতে হয়েছে...'

'—কিন্তু, প্রিয়া, আমরা এই গতকাল এলবারিতে চা খেতে গিয়েছিলাম...'

'—পুলিস নিশ্চয়ই খুনিকে পাকড়াও করবে...'

'—কে জানে হয়তো এই মুহূর্তেই গ্রেফতার করছে...'

'—খুনি হয়তো এখনও টর্কুইতে আছে... আরেকজন মহিলা যে খুন হলেন, কোথায় যেন...'

মি. কাস্ট কাগজটাকে সুন্দরভাবে ভাঁজ করে সীটের উপর রেখে দিল। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে রওনা হলো শহরের দিকে।

একদল প্রাণোচ্ছল মেয়ে তাকে অতিক্রম করে গেল। সাদা, গোলাপি আর নীল পোশাক পরিহিত মেয়েরা; কেউ ফ্রক পরে আছে, তো কেউ শর্টস্। হাসতে-হাসতে যেন একে অন্যের উপর গড়িয়ে পড়ছে, চোখজোড়া নেচে বেড়াচ্ছে আশপাশের পুরুষদের উপর।

তবে এক সেকেণ্ডের জন্যও ওদের কারও নজর তার উপর স্থির হচ্ছে না। ছোট একটা টেবিলে বসে চা আর ডেভনশায়ার ক্রীমের অর্ডার দিল মি. কাস্ট।

BanglaBook.org

সতেরো

অস্থির সময়

স্যর কারমাইকেলের খুনটার পর, বহুল চর্চিত একটা বিষয়ে পরিণত হলো এ বি সি রহস্য। খবরের কাগজগুলোতে অনেক খুঁজেও এ বি সি ছাড়া অন্য কোন খবর মেলা দুষ্কর হয়ে পড়ল।

তাদের উপর্যুপরি রিপোর্টে সম্ভব-অসম্ভব, সব ধরনের 'সূত্র' আবিষ্কারের কথা বলা হচ্ছে। ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, খুনি এই গ্রেফতার হলো বলে। খুনের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ আর জায়গার ছবি ছাপা হতে লাগল, তা সেই সম্পর্ক যত ঠুনকোই হোক না কেন।

ইন্টারভিউ দিতে রাজি, এমন কাউকে পাওয়া গেলেই তার ইন্টারভিউ পরদিন খবরের কাগজে ঠাঁই করে নিচ্ছিল। এ নিয়ে এমনকী সংসদে পর্যন্ত কথা উঠল!

শেষ পর্যন্ত পত্রিকাওয়ালারা অ্যাণ্ডোভারের খুনটাকেও অন্য দুই খুনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে উল্লেখ করা শুরু করল।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশ্বাস ছিল, খুনিকে কোণঠাসা করতে হলে এই প্রচারণার কোন বিকল্প নেই। এক নিমিষে গ্রেট ব্রিটেনের সবাই পরিণত হলো প্রাইভেট ডিটেকটিভে। এই ঘটনার মূল কৃতিত্বের দাবিদার অবশ্য 'দ্য ডেইলি ফ্লিকার'। ওদের হেডলাইন ছিল: 'হয়তো আপনার শহরেই রয়েছে সে!'

BanglaBook.org

পোয়ারো পরিণত হলো সবরকম খবরের মধ্যমণিতে। ওর কাছে পাঠানো চিঠিগুলো বার-বার ছাপা হতে লাগল। কেউ-কেউ অবশ্য অপরাধগুলো থামাতে না পারার কারণে তাকে যাচ্ছেতাইভাবে গালমন্দও করছিল। আবার অনেকে বলছিল, খুনিকে সে প্রায় ধরেই ফেলেছে! সাংবাদিকরা ওর একটা ইন্টারভিউ-এর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল।

মি. পোয়ারো আজ যা বললেন।–এই হেডিং-এর সাথে প্রতিদিন ছাপা হত আধ-কলাম মিথ্যা কথা!

মি. পোয়ারো তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত।

মি. পোয়ারো সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে।

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, যিনি মি. পোয়ারোর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমাদের বিশেষ সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন...

'পোয়ারো!' ঠিক এমন একটা খবর দেখে রীতিমত আঁতকে উঠলাম। 'কসম করে বলছি, এধরনের কিছুই আমি বলিনি।'

আমার বন্ধু সদয় কণ্ঠে বলল, 'আমি জানি, হেস্টিংস। আমি জানি। যা বলা হয় আর যা ছাপা হয়, এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক থাকে। ভাষাকে এমনভাবে বাকানো যায়, যাতে করে পুরো অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।'

'আমি চাই না তুমি ভাব...'

'ওসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। এসবের কোন গুরুত্বই নেই। বরঞ্চ বোকামী করে এসব ছাপিয়ে হয়তো আমাদের উপকারই করছে পত্রিকাওয়ালারা।'

'কীভাবে?'

'ভেবে দেখো,' গম্ভীরভাবে বলল পোয়ারো। 'আজ আমি "দ্য ডেইলি ব্লেগ"-কে যা-যা বলেছি বলে ছাপা হয়েছে, তা পড়লে এই পাগল আমাকে আর কোনমতেই তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাববে না!'

BanglaBook.org

আমার কথা শুনে মনে হতে পারে, তদন্তে কোন ধরনের অগ্রগতিই হচ্ছিল না। কিন্তু ব্যাপার ঠিক তেমন নয়।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আর স্থানীয় পুলিস ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সূত্র নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছিল, অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছিল।

হোটেল, লজিং, বোর্ডিং হাউস—এক কথায় যত জায়গায় অপরিচিতদের রাত কাটাবার সুযোগ আছে, অকুস্থলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এমন স্থাপনাগুলোয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হচ্ছিল। তীব্র কল্পনাশক্তির অধিকারী মানুষদের দেয়া তথ্য, যেমন, 'অদ্ভুত দেখতে একটা লোক সন্দেহজনকভাবে ইতিউতি তাকাচ্ছিল' অথবা 'শয়তানিপূর্ণ চেহারার মালিক এক লোককে সরে পড়তে দেখেছি' ইত্যাদির ব্যাপারে যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছিল। যে কোন তথ্য, তা যত ক্ষুদ্র আর যত অবাস্তবই হোক না কেন; বাদ দেয়া হচ্ছিল না। ট্রেন, বাস, ট্রাম, রেলওয়ে কুলি, কণ্ডাক্টর, বুকস্টল, স্টেশনারি...সব জায়গায় অবিরাম জিজ্ঞাসাবাদ চলতে লাগল।

বেশ কয়েকজনকে সন্দেহজনক আচরণের দায়ে আটকও করা হলো। তারা খুনের রাতটাতে কোথায় ছিল আর কী করছিল, সে বিষয়ে পুলিসকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত যেতে দেয়া হলো না।

এসবের ফলাফল যে একেবারে কিছুই হলো না, তা বলা যাবে না। অপরাধ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেল, যা ভবিষ্যতে পুলিসের কাজে আসতে পারে। তবে বর্তমানে কাজে লাগার মত বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না।

ক্রোম আর তার সহকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চললেও, পোয়ারোকে দেখে মনে হলো সে গা ছাড়া দিয়ে বসে আছে! একারণে প্রায়ই আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধা শুরু হলো।

'আমাকে তুমি কী করতে বল, বন্ধু? এসব রুটিন খোঁজ-

BanglaBook.org

খবরের কাজ আমার চেয়ে পুলিস অনেক বেশি দক্ষভাবে করতে পারে। আমাকে তুমি সবসময় কুকুরের মত দৌড়তে দেখতে চাও?'

'অন্তত সেটা ঘরে বসে থেকে মাছি মারার চাইতে তো ভাল!'

'একটা কথা বলার আগে দয়া করে মাথাটা একটু খাটাও! দেখো, হেস্টিংস, আমার ক্ষমতা এই দুই পায়ে নয়, মাথায়! তোমার মনে হচ্ছে আমি চুপচাপ বসে আছি, কিন্তু আমি আসলে ভাবছি।'

'ভাবছ?' চিৎকার করে উঠলাম। 'এখন কি ভাবার সময়?'

'হ্যাঁ। এখন ভাবারই সময়।'

'কিন্তু ভেবে-ভেবে নতুন আর কী আবিষ্কার করবে তুমি, শুনি? তিনটি কেসের প্রতিটা তথ্য তোমার ঠোঁটের আগায় রয়েছে।'

'আমি কেসের তথ্য নিয়ে ভাবছি না, ভাবছি খুনির মনস্তত্ত্ব নিয়ে।'

'এক উন্মাদ খুনির মন নিয়ে ভাবছ?'

'একদম ঠিক বলেছ। উন্মাদ বলেই এত সহজে লোকটাকে বোঝা যাবে না। যখন আমি বুঝতে পারব বিকৃত ওই মনটা কীভাবে কাজ করে, তখন বলতে পারব খুনি আসলে কে। তাছাড়া ভাবতে বসলে নতুন-নতুন বিষয় আমার সামনে চলে আসে। অ্যাণ্ডোভারের খুনের সময় আমরা খুনি সম্পর্কে কী জানতাম? কিছুই না। কিন্তু বেক্সহিলের খুনের পর? কিছুটা হলেও তো জানতে পেরেছি। আর চার্চস্টনের খুনের পর খুনি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি...যদিও তুমি যা দেখতে চাও ঠিক তা নয়! একটা মনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি, কোন চেহারার নয়। সেই

BanglaBook.org

মন কিছু বিশেষ আর ছকবাঁধা নিয়ম মেনে চলছে। পরবর্তী খুনের পর...'

'পোয়ারো!'

আমার বন্ধু নিস্পৃহভাবে আমার দিকে তাকাল। 'আমি নিশ্চিত, হেস্টিংস। আরেকটা খুন হবেই হবে। অনেক কিছু এখন সুযোগ আর ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে। এতদিন পর্যন্ত ভাগ্য খুনির পক্ষে ছিল, হয়তো এবার তার বিপক্ষে থাকবে। যা-ই হোক না কেন, আরেকটা খুনের পর আমরা খুনি সম্পর্কে আরেকটু বেশি জানতে পারব।

'একটা অপরাধ অনেক কিছুর ওপর আলোকপাত করে। অপরাধের পন্থায় যতই পরিবর্তন আনা হোক না কেন, মানুষের রুচি, তার অভ্যাস, চিন্তা করার ধরন–সবকিছুই তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে কেমন যেন অদ্ভুত কিছু ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি আমি।

'কখনও-কখনও মনে হচ্ছে, একটা নয়, দুটো বুদ্ধিমান মন একসাথে কাজ করছে! সে যা-ই হোক, খুব তাড়াতাড়িই সবকিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

'খুনির পরিচয়?'

'না, হেস্টিংস। আমি খুনির নাম-পরিচয় বা ঠিকানা বলতে পারব না। তবে সে কী ধরনের মানুষ, সেটা বলতে পারব...'

'তারপর?...'

'তারপর, বন্ধু, সে আমার জালে ধরা দেবে।'

বিভ্রান্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বলে চলল, 'বুঝতে পারছ না, হেস্টিংস? দক্ষ মৎস্য শিকারী জানে, কোন্ মাছের জন্য কোন্ ধরনের টোপ ব্যবহার করতে হয়। খুনিকে ধরার জন্য সঠিক টোপটা দিয়েই ফাঁদ পাতব আমি তখন।'

'তারপর?'

'তারপর? তারপর? তুমি দেখি ইন্সপেক্টর ক্রোমের চাইতেও খারাপ। লোকটা খালি "তাই নাকি?" "তাই নাকি?" বলে বেড়ায়, তুমিই বা কম কীসে! যা-ই হোক, তারপর সে আমার পাতা ফাঁদে পা দেবে আর আমরা ওকে পাকড়াও করব...'

'কিন্তু মানুষ যে খুন হচ্ছে, তার কী হবে?'

'তিনজন খুন হয়েছে। আর প্রতি সপ্তাহে প্রায় একশো বিশ জন মানুষ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। তাই না?'

'সেটা অন্য ব্যাপার।'

'যারা মারা যায়, তাদের কাছে মনে হয় না দুটোর মধ্যে কোন প্রভেদ আছে। তবে যারা বেঁচে থাকে, যেমন মৃতদের আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব, তাদের কাছে ব্যাপারগুলো আলাদা হতে পারে। তবে এই কেসে অন্তত একটা ব্যাপার কিন্তু আমাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছে।'

'দয়া করে সেই ব্যাপারটা আমাকে জানাবেন?'

'খামোকা বিদ্রূপ করছ, বন্ধু। এই ভেবে আনন্দ পাচ্ছি যে, এই কেসে অন্তত কোন নিরপরাধীর সাজা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

'সেটা কীভাবে ভাল হলো? আমরা তো অপরাধী-নিরপরাধী, সোজা কথায় বলতে গেলে সন্দেহ করার মত কাউকেই পাচ্ছি না! এটা খারাপ না?'

'না, না, একদমই খারাপ না! একটা সন্দেহের আবহে বাস করার মত বাজে ব্যাপার আর কিছুই নেই। আশপাশের চোখগুলো, যেগুলোতে এতদিন ভালবাসা দেখা গিয়েছে, সেগুলোতে ভয় দেখাটা খুবই কষ্টকর। কাছের মানুষদের সন্দেহ করার মত বাজে ব্যাপার আর নেই। বিষাক্ত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নির্দোষ মানুষের জীবন বিষিয়ে তোলার মত অপরাধ এ বি সি-র ঘাড়ে চাপানো যায় না।'

BanglaBook.org

'তুমি হয়তো এরপর লোকটার হয়ে অজুহাত খাড়া করবে!' তিক্ত গলায় বললাম আমি।

'কেন নয়? লোকটা হয়তো নিজের কাজটাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে। হয়তো দিন শেষে দেখা যাবে, আমরা লোকটার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমব্যথী হয়ে পড়ব!'

'উফ্, পোয়ারো!'

'আফসোস! আমার কথায় তুমি দুঃখ পাচ্ছ! প্রথমে আমার অলস বসে থাকা আর এখন আমার কথাবার্তা, দুটোই তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে।'

কোন কথা না বলে শুধু মাথাটা নাড়লাম।

'সে যা-ই হোক,' কিছুক্ষণ নীরবতার পর পোয়ারো বলল, 'আমার অন্তত একটা প্রজেক্ট তোমাকে আনন্দ দেবে। কেননা তাতে শুয়ে-বসে থাকার উপায় নেই। আর তাতে সফল হতে হলে আমাদেরকে প্রচুর কথা বলতে হবে, চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন পড়বে না।'

ওর গলার স্বর আমার মনে ভয় ধরিয়ে দিল।

'কী এই প্রজেক্ট?' সাবধানতার সাথে জানতে চাইলাম।

'ভিক্টিমদের বন্ধু, আত্মীয় আর চাকরদের কাছ থেকে তাদের জানা সবকিছু বের করে আনা।'

'তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে যে, ওদের কেউ কিছু একটা লুকিয়েছে?'

'ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়েছে বলে মনে হয় না। লোকে যখন কথা বলে, তখন কী বলবে না বলবে, নিজের অজান্তেই তা বেছে-বেছে বলে। যদি বলি, গতকাল সারাদিন কী-কী করেছ তা বলো, তাহলে সম্ভবত তোমার উত্তর হবে: "নয়টায় উঠেছি, আধঘণ্টা পর নাস্তা সেরেছি, নাস্তায় ছিল ডিম, বেকন আর কফি। এরপর ক্লাবে গেলাম ইত্যাদি।" তুমি বলবে না যে, "নখ

BanglaBook.org

ভেঙে গিয়েছিল বলে তা কাটতে হয়েছে। দাড়ি কামাবার জন্য পানি চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। টেবিলক্লথে অল্প একটু কফি ছলকে পড়েছিল। হ্যাট পরিষ্কার করে মাথায় পরেছিলাম।” আসলে কোন মানুষের পক্ষে সব কথা বলা অসম্ভব। তাই সে বাছাই করে নেয়, কী-কী বলাটা গুরুত্বপূর্ণ। খুনের পর-পর যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তখন লোকেরা নিজে যেটাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, কেবল সেটাই বলে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, আসল কথাটাই তারা না বলে বসে আছে!’

‘তাহলে কোন্‌টা “আসল কথা” সেটা কীভাবে বোঝা যাবে?’

‘এজন্য দরকার–আলাপ চালিয়ে যাওয়া, কথা বলা! একটা বিশেষ ঘটনা, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা এক বিশেষ দিনের কথা বার-বার আলোচনা করলে খুঁটিনাটি সব তথ্য সামনে আসতে বাধ্য।’

‘কী রকম তথ্য?’

‘সেটা যদি আমি জানতামই, তাহলে তো আর খুঁজতে হত না, তাই না? এতদিনে যথেষ্ট সময় পেরিয়ে গিয়েছে। ছোট-খাট ব্যাপার, যেগুলো সেসময় গুরুত্বহীন মনে হয়েছিল, তা নিজ-নিজ গুরুত্ব ফিরে পেয়েছে। তিন-তিনটা খুন হয়ে গেল। কেসের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটাও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন বাক্য সামনে আসবে না, তা হতে পারে না। ব্যাপারটা ঘটলে, সেটা হবে সবরকম গাণিতিক নিয়মের ব্যত্যয়। যে কোন তুচ্ছ ঘটনা অথবা কোন তুচ্ছ মন্তব্য অবশ্যই কেসটার ওপর নতুন করে আলোকপাত করতে বাধ্য করবে!

‘মানছি, ব্যাপারটা খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার মত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এই খড়ের গাদায় যে সুঁই আছে, অন্তত সে ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত!

BanglaBook.org

তবুও আমার কাছে ব্যাপারটাকে অনেক বেশি ধোঁয়াশাচ্ছন্ন আর ভাসা-ভাসা বলে মনে হলো।

'বুঝতে পারছ না? তোমার বুদ্ধি কি একটা কাজের মেয়ের চাইতেও কম?' বলে আমার দিকে একটা কাগজ ছুঁড়ে দিল সে। কাঁচা হাতে লেখা একটা চিঠি দেখতে পেলাম।

'ডিয়ার স্যর, আশা করি আমার চিঠি লেখার ধৃষ্টতা নিজ গুণে ক্ষমা করবেন। বেচারী আন্টির পর যে দুটো খুন হলো, সেগুলো নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। মনে হলো, আমরা সবাই একই নৌকার যাত্রী। তরুণী মেয়েটির ছবি পত্রিকায় দেখেছি। তরুণী বলতে, ওই যে বেক্সহিলে যে মেয়েটা খুন হলো, তার বোনের কথা বলছি। সাহস সঞ্চয় করে তাকেও চিঠি লিখেছি। জানিয়েছি, আমি লণ্ডনে আসছি, যদি সম্ভব হয় তাহলে তার বা তার মায়ের কাছে কোন কাজ পাওয়া যাবে কিনা। কেননা এক মাথার চাইতে দুই মাথার ক্ষমতা অনেক বেশি। বেশি বেতনের দরকার নেই আমার, কেবল ওই জঘন্য বদমাশটাকে খুঁজে বের করতে পারলেই খুশি আমি। আমরা যদি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারি, তাহলে হয়তো নতুন কিছু আমাদের সামনে চলে আসবে।

তরুণী মহিলা খুব আন্তরিকতার সাথে চিঠির উত্তর লিখেছেন, তিনি নিজে একটা অফিসে চাকরি করেন আর হোস্টেলে থাকেন। তবে পরামর্শ দিলেন যে, আমি যেন আপনার সাথে কথা বলি। তিনিও নাকি আমার মত করেই ভাবছিলেন। আরও বললেন, আমরা নাকি একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আর তাই আমাদের সত্যিই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত। সেজন্যই আপনাকে লিখলাম, স্যর। আমি লণ্ডনে আসছি। আমার ঠিকানাও দিয়ে দিলাম।

আশা করি, আপনাকে বিরক্ত করিনি।

BanglaBook.org

বিনীত নিবেদক,
মেরি ড্রাওয়ার।'

'মেরি ড্রাওয়ার মেয়েটা বেশ চালাক-চতুর,' বলল পোয়ারো। আরেকটা চিঠি হাতে তুলে নিল সে। 'এবার এটা পড়ে দেখো।'

এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক। জানিয়েছেন যে তিনি লণ্ডনে আসছেন এবং কোন সমস্যা না থাকলে আগামীকাল পোয়ারোর সঙ্গে দেখা করতে চান।

'হতাশ হয়ো না, মন অ্যামি,' বলল পোয়ারো। 'আমাদের বিশাল কর্মযজ্ঞ এই শুরু হলো বলে।'

আঠারো

পোয়ারোর বক্তৃতা

পরের দিন বিকাল তিনটার দিকে এসে উপস্থিত হলেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক, এসেই সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন।

'মিস্টার পোয়ারো,' তিনি বললেন। 'আমি কিন্তু মোটেও সন্তুষ্ট নই।'

'কী হয়েছে, মিস্টার ক্লার্ক?'

'ক্রোম লোকটা যে অফিসার হিসেবে দক্ষ, সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, লোকটার আচরণ আমার একদমই সহ্য হয় না। এমন ভাব করে, যেন সবকিছু জেনে বসে আছে!

BanglaBook.org

‘আপনারা চার্চস্টনে থাকতেই আমি আপনার বন্ধুকে এ ব্যাপারে খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। কিন্তু এরপর আমার ভাইয়ের সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, কেবলই একটু অবসর পেলাম। আমার ধারণা, মিস্টার পোয়ারো, চুপচাপ বসে না থেকে কাজে নেমে পড়া উচিত আমাদের–’

‘হেস্টিংস তো দিনরাত সে কথাই বলে চলেছে!’

‘তদন্তটার অগ্রগতি দরকার। পরবর্তী অপরাধটার জন্য আমাদের আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।’

‘আপনারও ধারণা যে আরেকটা খুন হতে চলেছে?’

‘কেন, আপনার তা মনে হয় না?’

‘অবশ্যই মনে হয়।’

‘তাহলে তো হলোই। আমি সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে কাজে নামতে চাই।’

‘খুলে বলুন।’

‘আমার প্রস্তাব হলো এই, মিস্টার পোয়ারো, আমরা একটা বিশেষ দল গঠন করব। যারা সরাসরি আপনার নির্দেশ মেনে কাজ করবে। এই দলে কেবলমাত্র খুন হওয়া মানুষের আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবরাই থাকবে।’

‘অতি উত্তম প্রস্তাব।’

‘আপনার সমর্থন পেয়ে খুশি হলাম। আমার আশা, এতগুলো মাথা একসাথে খাটালে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। তাছাড়া পরের সাবধান-বাণী এলে হয়তো...জানি, শুনতে খানিকটা অবাস্তবই মনে হচ্ছে...তবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলে হয়তো আমাদের নজরে কিছু একটা ধরা পড়ে যাবে।’

‘আপনার বুদ্ধিটা বেশ কাজের। তবে একটা কথা মনে করিয়ে দিই, মিস্টার ক্লার্ক। অন্যান্য ভিক্টিমদের আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবদের অবস্থা কিন্তু আপনার মত সচ্ছল নয়। সবাই ওরা

BanglaBook.org

অন্যের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। তাই ছোট-খাট ছুটির ব্যবস্থা করতে পারলেও...’

ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক ওকে থামিয়ে দিলেন। ‘এসব আমি জানি, মিস্টার পোয়ারো। একমাত্র আমিই পারি খরচাপাতি জোগাতে। যদিও আমার নিজের বলতে তেমন কোন ধন-সম্পত্তি নেই। তবে আমার ভাই বেশ ধনী ছিলেন, আর তাঁর সম্পদের পুরোটা শেষ পর্যন্ত আমিই পাব। তাই প্রস্তাব করছি, আমাদের এই বিশেষ দলের প্রত্যেকে তদন্ত চলাকালীন সময়টায় তার বেতনের সমান অর্থ পাবে। বাড়তি খরচ হলে, সেটাও আমিই দেব।’

‘এই বিশেষ দলে কাকে-কাকে নিতে চান?’

‘আমি এসব আগে থেকেই ভেবে রেখেছি। সত্যি বলতে এরইমধ্যে আমি মিস মেগান বার্নার্ডকে চিঠিও লিখেছি। বুদ্ধিটা প্রকৃতপক্ষে তার মাথা থেকেই বেরিয়েছে।

‘আমি, মিস বার্নার্ড, মিস্টার ডোনাল্ড ফ্রেজার-এই তিনজন তো থাকবই। অ্যাণ্ডোভারে খুন হওয়া মহিলার ভাগ্নির ঠিকানা মিস বার্নার্ডের কাছে আছে, সে-ও যোগ দিতে পারে। তবে মহিলার স্বামীকে দিয়ে কাজ হবে না, শুনেছি দিনের বেশিরভাগ সময় সে মাতাল হয়ে থাকে। মিস বার্নার্ডের বাবা বা মা’র পক্ষেও দৌড়ঝাঁপ করা সম্ভব হবে না, তাই তাঁদেরকেও বাদ দেয়া যায়।’

‘আর কেউ?’

‘আর, ইয়ে...মিস গ্রে,’ নামটা বলতে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে গেল মি. ক্লার্কের গাল।

‘ওহ্! মিস গ্রে!’

মাত্র দুটো শব্দের মাধ্যমে বড় কোন অর্থ প্রকাশ করা সম্ভবত একমাত্র পোয়ারোর পক্ষেই সম্ভব। ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ককে এখন এক লাজুক স্কুলছাত্র বলে ভ্রম হচ্ছে; তাঁর বয়স যেন পঁয়ত্রিশ বছর

কমে গিয়েছে এক লহমায়!

'হ্যাঁ। আমার ভাইয়ের সাথে প্রায় দুই বছর ছিল সে। এলাকা আর ওখানে বসবাসরত মানুষকে খুব ভালভাবে চেনে। আর আমি তো গত দেড় বছর বলতে গেলে বিদেশেই কাটিয়েছি।'

পোয়ারো যেন ভদ্রলোকের প্রতি দয়াপরবশ হয়েই প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করল।

'আপনি মনে হয় প্রাচ্যে ছিলেন। চীনে?'

'হ্যাঁ। আমার ভাইয়ের জন্য বিভিন্ন শিল্প-সামগ্রী কিনতাম।'

'খুব মজার কাজ ছিল নিশ্চয়ই! যা-ই হোক, মিস্টার ক্লার্ক, আপনার এই আইডিয়া আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলাম। গতকালই হেস্টিংসকে বলছিলাম, খুনের সাথে সম্পর্কিত সবার সাথে আবার কথা বলা দরকার। স্মৃতিগুলো এক করা, বিভিন্ন তথ্যের আদান-প্রদান, আর কিছু না হলেও অন্তত ঘটনাগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন। হয়তো আপাত দর্শনে নিরীহ কোন বাক্যের মধ্যেই অনেক বড় কোন সূত্র লুকিয়ে আছে।'

BanglaBook.org

কয়েকদিন পর 'বিশেষ দল'-এর সদস্যরা পোয়ারোর ঘরে এসে জড় হলো।

বোর্ড মিটিং-এ চেয়ারম্যান যেমন টেবিলের একেবারে মাথায় বসে থাকে, ঠিক তেমনি করেই বসে আছে পোয়ারো।

অন্য সবাই চোখে সমীহ নিয়ে বার-বার দেখছে ওকে। আমি নিজেও উপস্থিত সবাইকে আরেকবার মেপে নিলাম। মনে-মনে ওদের সম্পর্কে যা-যা পর্যালোচনা করেছি, সেগুলো খানিকটা ঝালিয়ে নিলাম।

তিন মেয়ের প্রত্যেকেই চেয়ে থাকার মত সুন্দরী। অসাধারণ

ফর্সা আর দারুণ সুন্দরী–থোরা গ্রে; মেগান বার্নার্ড সুশ্রী, শ্যামলা মুখাবয়ব আর রেড ইণ্ডিয়ানদের মত ভাবলেশহীন চেহারা। মেরি ড্রাওয়ার, কালো কোট আর স্কার্ট পরা, সুশ্রী, ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

পুরুষ দু'জনকেও দেখলাম। ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক, বিশালদেহী, রোদপোড়া ত্বক আর সবসময় চলতে থাকা মুখ; ডোনাল্ড ফ্রেজার, শান্ত, চুপচাপ, আত্মমগ্ন। দু'জনের এই চারিত্রিক বৈপরীত্য খুব সহজেই নজরে পড়ে।

সুযোগ আছে, অথচ পোয়ারো বক্তব্য দেবে না, তা তো হতেই পারে না!

বলতে শুরু করল, 'ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, কেন আজ এখানে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি আশা করি সেটা সবারই জানা আছে। অপরাধীকে ধরার জন্য পুলিস তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে। আমিও আমার মত করে অনুসন্ধান করছি। তবে আমার মনে হয়, ব্যাপারটায় যাঁদের ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে এবং ভিক্টিমের ব্যাপারে যাঁদের ভাল ধারণা আছে, তাঁদেরকে একসাথে করতে পারলে হয়তো এমন কিছু আমরা পেয়ে যাব, যা গতানুগতিক পদ্ধতিতে করা তদন্তের মাধ্যমে কোনমতেই পাওয়া সম্ভব হবে না।

'আমাদের সামনে সর্বমোট তিনটা খুনের ঘটনা আছে। এক–একজন বৃদ্ধা মহিলার, দুই–একজন তরুণীর আর তিন–একজন প্রৌঢ়ের। এঁদের মধ্যে যোগাযোগ বলতে মাত্র একটাই–এই তিনজনের খুনি একই ব্যক্তি।

'এর অর্থ, খুনি নিশ্চয়ই এই তিনটে এলাকায় সশরীরে উপস্থিত ছিল। সম্ভবত অনেকেই তাকে দেখেছে। লোকটা যে প্রচণ্ড বাতিকগ্রস্ত একজন উন্মাদ, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এটাও নিশ্চিত যে, লোকটাকে দেখে সেটা একদমই

BanglaBook.org

বোঝার উপায় নেই।

'এই লোক, যদিও লোক বলছি, মনে রাখবেন সে মহিলাও হতে পারে–শুধু উন্মাদ নয়, অত্যন্ত ধূর্ত আর শয়তানের মতই সতর্ক।

'এতদিন পর্যন্ত নিজেকে সফলতার সাথে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে সে। পুলিস ভাসা-ভাসা কিছু তথ্য পেয়েছে বটে, তবে এর কোনটাই তেমন শক্তপোক্ত নয়। তবে এমন কিছু-কিছু সূত্র বা তথ্য আছে, যেগুলো সুস্পষ্ট না হলেও বেশ কার্যকারী। এদের মধ্যে একটা হলো–আমাদের এই আততায়ী, একেবারে মাঝরাতে বেক্সহিলে আসেনি! কেননা এসেই সমুদ্র সৈকতে বি দিয়ে নাম শুরু এমন একজন তরুণীকে খুঁজে পাওয়া রীতিমত অসম্ভব একটা ব্যাপার...'

'ওসব ব্যাপার কি আলোচনায় আনতেই হবে?' কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল ডোনাল্ড ফ্রেজার। মনে হলো, মনের গহীনের কোন তীব্র বেদনা কথাটা বলতে ওকে বাধ্য করছে।

'সবকিছুই আলোচনায় আনতে হবে, মসিয়ে,' ওর দিকে ফিরে বলল পোয়ারো। 'আপনার অনুভূতিকে রক্ষা করার জন্য আপনি এখানে আসেননি, এসেছেন খুঁটিনাটি সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। যা-যা প্রয়োজনীয়, সেসব বিষয় তো সামনে আনতেই হবে।

'যা-ই হোক, যেটা বলছিলাম–কপালগুণে এ বি সি, বেটি বার্নার্ডকে খুঁজে পায়নি। কাকতালীয় কোন ব্যাপার নেই এখানে, খুনি অনেক ভেবেচিন্তেই বেটিকে বেছে নিয়েছিল। এর অর্থ, এ বি সি অবশ্যই আগে-আগে গোটা এলাকা আর নিজের শিকারকে রেকি করে এসেছে। অনেক কিছু ওকে খোঁজ নিয়ে জানতে হয়েছে।

'অ্যাণ্ডোভারে খুন করে কারও নজরে না পড়ে পার পেতে

BanglaBook.org

হলে ঠিক কোন্ সময়টা বেছে নিলে সবচেয়ে ভাল হয়, বেক্সহিলে কোথায় খুন করলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে, চার্চস্টনে স্যর কারমাইকেল ক্লার্কের অভ্যাস সবকিছু।

'আমি এটা কোনমতেই বিশ্বাস করতে রাজি নই যে, আমাদের হাতে কোন সূত্র নেই। সূত্র অবশ্যই আছে এবং সেটা খুঁজে পেলেই আমরা খুনির পরিচয় বের করতে পারব।

'আমার এ-ও মনে হয় আপনাদের একজন এবং সম্ভবত আপনারা সবাই আমার কাছ থেকে কোন না কোন তথ্য লুকাচ্ছেন।

'আগে হোক পরে হোক, একে-একে নতুন অনেক তথ্যই সবার সামনে আসবে। ব্যাপারটা অনেকটা জিগ-স পাজলের মত—আলাদা-আলাদাভাবে একটা টুকরোরও কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু যখন সবগুলো টুকরো এক করা হয়, তখনই পুরো চিত্রটা পরিষ্কার ফুটে ওঠে।'

'শব্দমালা,' আচমকা বলে উঠল মেগান বার্নার্ড।

'অ্যাঁ?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল পোয়ারো।

'আপনি যা বলছিলেন আর কী? শব্দের মালা সাজিয়ে নিরর্থক কিছু বাক্য বিন্যাস। এসব থেকে আর এমন কী-ই বা বের হয়ে আসবে!' মরিয়াভাবে কথা বলল সে।

'শব্দ, মাদামোয়াজেল। অর্থবোধক শব্দগুলো হচ্ছে আমাদের ভিতরকার ভাবনা-চিন্তার বহিরাবরণ।'

'আমার কিন্তু মনে হয়, এতে কাজ হবে,' মেরি ড্রাওয়ার বলল। 'আমি আসলেই তাই মনে করি, মিস। একই কথা বার-বার বলতে থাকলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে দেখা যায়, নিজের অজান্তেই মানুষের মন কোন একটা বিষয়ে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র কথার মাধ্যমেই কিন্তু অনেক সময় জটিল কোন বিষয়ের সফল নিষ্পত্তি হয়।'

BanglaBook.org

'এক্ষেত্রে "কাজ কম, কথা বেশি"-কে আমরা আমাদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করছি আরকী,' ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক বললেন।

'আপনি কী বলেন, মিস্টার ফ্রেজার?'

'আপনার এই পদ্ধতি কতটা বাস্তবসম্মত তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে, মিস্টার পোয়ারো।'

'আপনার কী মনে হয়, থোরা?' ক্লার্ক জানতে চাইলেন।

'আমার মনে হচ্ছে, আলোচনা করে এগনোর বুদ্ধিটা মন্দ নয়।'

'তাহলে,' বলল পোয়ারো, 'একে-একে আপনারা খুনের স্মৃতিচারণা করুন। শুরুটা নাহয় আপনাকে দিয়েই হোক, মিস্টার ক্লার্ক।'

'একটু ভাবতে দিন। কার যেদিন মারা যান, সেদিন সকালে আমি নৌকাভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। আটটা ম্যাকারেল ধরেছিলাম। সৈকতে দারুণ সময় কাটছিল। দুপুরের খাবার সেরেছিলাম ঘরে। যতদূর মনে পড়ে, আইরিশ স্টু ছিল খাবারে। এরপর হ্যামকে একটু গড়িয়ে নিলাম। চা খেলাম, কয়েকটা চিঠি লিখলাম। দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে ডাক ধরতে পারিনি। তাই বাধ্য হয়ে পেইগটনে গিয়ে চিঠি পোস্ট করতে হয়েছিল। ডিনার সেরে নিলাম। এরপর...নাহ্ লজ্জা করে আর কী হবে, ছোটবেলায় পড়া ই. নেসবিটের একটা বই আবার পড়েছিলাম। তারপরই ফোন বেজে উঠল—

'আর এগোতে হবে না। এবার মনে করার চেষ্টা করুন, মিস্টার ক্লার্ক, সেদিন সকালে নৌকা নিয়ে বেরোবার সময় কি অপরিচিত কাউকে দেখেছিলেন?'

'অনেককেই দেখেছিলাম।'

'এদের কারও ব্যাপারে বিশেষ কোন তথ্য মনে আছে?'

'এখন তো কিছুই মনে নেই।'

BanglaBook.org

'আপনি নিশ্চিত?'

'দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখি...একটা বেশ মোটাসোটা মহিলা দেখতে পেয়েছিলাম। মহিলার পরনে ছিল স্ট্রাইপ করা সিল্কের ড্রেস, দেখে অবাকই লেগেছিল। দুটো বাচ্চাও ছিল তার সাথে। এছাড়া দেখেছি ফক্স টেরিয়ারসহ দুই তরুণকে, কুকুরটাকে নিয়ে খেলছিল। ও, হ্যাঁ। একজন হলদে চুলের মেয়েকেও দেখেছি, গোসল করার সময় চিৎকার করছিল।

'কী অদ্ভুত ব্যাপার! কোন ছবি ডেভেলপ করার সময় যেমন আস্তে-আস্তে ফুটে ওঠে, তেমনি ধীরে-ধীরে অনেক কিছু মনে পড়ছে।

'আপনার তো দেখছি বেশ ভালই মনে আছে। এবার দিনের পরবর্তী অংশের কথা মনে করার চেষ্টা করুন। বাগানে ঘুমাবার কথা, চিঠি পোস্ট করতে যাবার কথা–'

'মালী পানি ঢালছিল...চিঠি পোস্টের কথা জানতে চাইছেন? যাবার পথে একটা মেয়েকে গাড়িচাপা দিয়ে দিয়েছিলাম প্রায়। বোকা মেয়েটা সাইকেল চালাতে-চালাতে তার বন্ধুর সাথে গল্প করছিল! এই তো, আর তেমন কিছু মনে পড়ছে না।'

পোয়ারো এবার থোরা গ্রের দিকে ফিরল। 'মিস গ্রে?'

থোরা গ্রে পরিষ্কার, নিষ্কম্প স্বরে বলল, 'সকালে স্যর কারমাইকেলের সাথে চিঠিপত্র পড়া ও তার উত্তর দেয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এরপর হাউস কিপারের সাথে দেখা হলো। বিকালে সম্ভবত আরও কিছু চিঠি লিখি এবং খানিকক্ষণ সেলাইয়ের কাজ করি, ঠিক মনে পড়ছে না। দিনটা আর দশটা দিনের মতই সাধারণ ছিল। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম।'

আমাকে অবাক করে দিয়ে তার কাছে আর কিছুই জানতে চাইল না পোয়ারো! বলল, 'মিস বার্নার্ড, এবার আপনার পালা। বেটির সাথে শেষ দেখা হওয়ার ঘটনাটা খুলে বলুন।'

BanglaBook.org

‘ওর মৃত্যুর দুই সপ্তাহ আগের কথা হবে। শনি আর রবিবার আমি বাড়িতে কাটাই। আবহাওয়া আরামদায়ক ছিল। হেস্টিংসের সুইমিংপুলে গিয়েছিলাম আমরা।’

‘কথা হয়েছিল কী নিয়ে?’

‘আমি ওকে বেশ কিছু কথা শুনিয়েছিলাম সেদিন,’ বলল মেগান।

‘আর? তিনি কী নিয়ে কথা বলেছিলেন?’

মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে মেয়েটার কপালে ভাঁজ পড়ল। ‘টাকা-পয়সা নিয়ে টানাটানির কথা বলছিল। একটা হ্যাট আর একজোড়া গ্রীষ্মে পরার উপযোগী ফ্রক কিনেছিল বলে হাতে খুব একটা পয়সা ছিল না ওর। ডনের কথাও হয়েছিল...হিগলি মেয়েটাকে অপছন্দ করে, সে কথাও বলেছিল। ক্যাফের মালকিন, মেরিয়ন মহিলাকে নিয়েও হাসি-ঠাট্টা করেছিলাম। আর কিছু তো মনে পড়ছে না...’

‘অন্য কোন পুরুষ মানুষের কথা বলেননি তিনি? কিছু মনে করবেন না, মিস্টার ফ্রেজার। এমন কেউ, যার সাথে তাঁর নিয়মিত দেখা হচ্ছিল?’

‘ওরকম কেউ থাকলেও, আমাকে সেটা বলত না ও,’ কাষ্ঠ কণ্ঠে বলল মেগান।

পোয়ারো এবার শক্ত চোয়াল আর লালচে চুলের যুবকের দিকে নজর ফেরাল। ‘মিস্টার ফ্রেজার, আমি চাই আপনি সেদিনের কথা স্মরণ করুন। আপনি বলেছিলেন, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ক্যাফের সামনে গিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ওখানে দাঁড়িয়ে বেটি বার্নার্ডের বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন। অপেক্ষা করতে-করতে সন্দেহজনক কারও ওপর নজর পড়েছিল?’

‘অনেকেই সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তবে এই মুহূর্তে

BanglaBook.org

বিশেষ কারও কথা মনে পড়ছে না আমার।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনি কি সত্যিই চেষ্টা করছেন? মন যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন, চোখ যন্ত্রের মত সবকিছু লক্ষ করে। হয়তো বিশ্লেষণ করে না, কিন্তু দেখে ঠিকই।'

যুবকটি একগুঁয়ে স্বরে বলল, 'আমার কারও কথা মনে নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেরি ড্রাওয়ারের দিকে ফিরল পোয়ারো।

'তুমি নিশ্চয়ই আন্টির কাছ থেকে চিঠিপত্র পেতে?'

'জী, স্যর। পেতাম।'

'শেষটা কবে পেয়েছিলে?'

এক মুহূর্ত ভেবে জবাব দিল মেরি, 'হত্যাকাণ্ডের দুই দিন আগে, স্যর।'

'কী লেখা ছিল ওতে?'

'আন্টি লিখেছিলেন, শয়তানটা তাঁকে আবারও জ্বালানো শুরু করেছে। তবে তিনি দু'কথা শুনিয়ে লোকটাকে ভাগিয়ে দিয়েছেন। বুধবার দেখা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। বুধবার আমার ছুটি, স্যর। বলেছিলেন, আমরা একসাথে সিনেমা দেখতে যাব। সেই বুধবার আমার জন্মদিন ছিল, স্যর।'

সম্ভবত জন্মদিনের উৎসবের কথা মনে পড়তেই, চোখ ভরে অশ্রু দেখা দিল মেরির। ঢোক গিলে কান্নাটা সামলে নিল সে, ক্ষমা প্রার্থনা করল।

'আমাকে ক্ষমা করবেন, স্যর। বাচ্চাদের মত কেঁদে ফেলেছি। কেঁদে তো আর কোন লাভ নেই। আসলে আমার আর তাঁর একসাথে দিনটা কাটাবার কথা মনে এল...তাই আর নিজেকে সামলাতে পারিনি, স্যর।'

'তোমার অনুভূতিটা বুঝতে পারছি,' বললেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক। 'এই ছোট-খাট বিষয়গুলোই মানুষকে বিচলিত করে তোলে। বিশেষ করে কোন উপহার বা একসাথে ঘুরে বেড়াবার

BanglaBook.org

কোন স্মৃতি। একবার চোখের সামনে এক মহিলাকে গাড়িচাপা পড়তে দেখেছিলাম। মাত্রই কিছু জুতো কিনেছিল সে। রাস্তার উপর পড়ে ছিল দেহটা, পাশেই প্যাকেট খুলে যাওয়ায় ছড়িয়ে ছিল হাই-হিলওয়ালা স্লিপার। খুব খারাপ লেগেছিল সেদিন আমার।'

মেগান আচমকা উষ্ণ, আবেগী স্বরে বলল, 'ঠিক বলেছেন, একদম ঠিক বলেছেন। বেটি মারা যাবার পরও এমন...ঠিক এমনটাই হয়েছিল। আম্মু ওর জন্য উপহার হিসেবে সেদিনই কিছু স্টকিং কিনেছিল। বেচারা আম্মু, একেবারে ভেঙে পড়েছিল। ওগুলোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল। বার-বার বলছিল, "আমি এগুলো বেটির জন্য কিনেছিলাম...বেটির উপহার ছিল এগুলো। আর...আর...বেচারি একবার দেখতে পর্যন্ত পারল না।" মেগানের নিজের গলাও ধরে এল, সামনে ঝুঁকে পড়ল সে। চোখ তুলে তাকাল ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্কের দিকে। হঠাৎ করেই যেন দু'জনের মধ্যে একটা অদৃশ্য সমবেদনার সেতু তৈরি হয়েছে।

'আমি জানি,' অবশেষে বললেন ক্লার্ক। 'ভাল করেই জানি। ওসব স্মৃতি মনে রাখাটাই নরক যন্ত্রণা দেয়।'

অস্বস্তিভরে নড়ে উঠল ডোনাল্ড ফ্রেজার।

থোরা গ্রে অন্যদিকে প্রসঙ্গ নিয়ে গেল। 'আমরা ভবিষ্যতের জন্য কোন পরিকল্পনা করব না?' জানতে চাইল সে।

'অবশ্যই করব,' ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক তাঁর চেনা ভঙ্গিতে কথা বলে উঠলেন। 'আমার মনে হয়, যখন চতুর্থ চিঠিটা আসবে, তখন আমাদের সবার এক হয়ে কাজে নামা উচিত। এর আগ পর্যন্ত যে-যে যার-যার মত চেষ্টা করে দেখা যাক। কোন্-কোন্ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে, সে ব্যাপারে মিস্টার পোয়ারো হয়তো আমাদেরকে একটা ধারণা দিতে পারবেন।'

BanglaBook.org

'তা পারা যাবে,' শান্ত গলায় বলল পোয়ারো।

'ভাল, আমি তাহলে লিখে নিই।' পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে নিলেন মিস্টার ক্লার্ক। 'শুরু করুন, মিস্টার পোয়ারো।'

'আমার মনে হয়, মিলি হিগলি নামের ওয়েট্রেসের কাছে নতুন কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।'

'এ-মিলি হিগলি,' লিখে ফেললেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক।

'এক্ষেত্রে দুই পদ্ধতিতে এগনো যেতে পারে। আপনি, মিস বার্নার্ড, আমি যেটাকে আক্রমণাত্মক পদ্ধতি বলে থাকি, সেটা অনুসরণ করতে পারেন।'

'কেন? আমাকে কি দেখতে খুব আক্রমণাত্মক মনে হয়?' নিরস কণ্ঠে বলল মেগান।

'মেয়েটার সাথে ঝগড়া বাধাতে পারেন। বলুন যে, ও আপনার বোনকে কখনওই পছন্দ করত না, সেকথা আপনি জানেন। আপনার বোন আপনাকে সেটা জানিয়েছিল। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে অনেক কথাই বেরিয়ে আসবে। বেটি বার্নার্ডের প্রতি মিলি হিগলির আসল মনোভাবটা আমরা জানতে পারব! হয়তো তা থেকে কোন উপকারী তথ্যও পেয়ে যেতে পারি।'

'আর দ্বিতীয় পদ্ধতি?'

'ওটা মিস্টার ফ্রেজারের জন্য। আপনাকে মেয়েটার প্রতি আগ্রহ দেখাতে হবে।'

'সেটা কি খুব জরুরি?'

'নাহ্, খুব জরুরি না। কিন্তু এ পথে এগনো যেতে পারে।'

'আমি চেষ্টা করে দেখব নাকি?' জানতে চাইলেন ফ্রাঙ্কলিন। 'বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবে এসব ব্যাপারে আমার বেশ...উম, ভাল অভিজ্ঞতা আছে। আপনি চাইলে আমি একবার

BanglaBook.org

চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'আপনার নিজেরই যথেষ্ট কাজ আর দায়িত্ব আছে। এত আগ্রহ না দেখালেও চলবে আপনার,' প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল থোরা গ্রে।

ফ্রাঙ্কলিনের চেহারা কিছুটা কাল হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, তা আছে।'

'এই মুহূর্তে আপনার উপযোগী কোন কাজ অবশ্য আমার মাথায় আসছে না,' বলল পোয়ারো। 'চার্চস্টনে অনুসন্ধান করার জন্য আপনার চাইতে মাদামোয়াজেল গ্রে-ই অনেক বেশি উপযুক্ত–'

থোরা গ্রে ওকে থামিয়ে দিল। 'কিন্তু, মিস্টার পোয়ারো, আমি যে পাকাপাকিভাবে ডেভন ছেড়ে চলে এসেছি।'

'মানে? ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'মিস গ্রে আমাকে সাহায্য করার জন্য যতদিন দরকার ছিল, রয়ে গিয়েছিলেন,' জবাবটা দিলেন ফ্রাঙ্কলিন। 'তবে তিনি আসলে লণ্ডনে থাকাটাই বেশি পছন্দ করেন, তাই...'

তীক্ষ্ণ চোখে একবার থোরার দিকে আর আরেকবার মি. ক্লার্কের দিকে চাইল পোয়ারো। 'লেডি ক্লার্ক কেমন আছেন?' আচমকা জানতে চাইল সে।

থোরা গ্রের গালের হালকা লালচে ভাবটা এমন তন্ময় হয়ে দেখছিলাম যে আরেকটু হলে ক্লার্কের উত্তরটা মিসই করে বসতাম।

'খুব একটা সুবিধার না। ভাল কথা, মিস্টার পোয়ারো, আপনি কি একবার কষ্ট করে ডেভনে যেতে পারবেন? ভাবী আপনার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন, আসার আগেই কথাটা জানালেন আমাকে। অবশ্য অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মাঝে-মাঝে টানা কয়েকদিন তিনি কারও সাথে দেখা করতে পারেন

BanglaBook.org

না। তবুও আমার খাতিরে যদি এই কষ্টটুকু করতেন...খরচাপাতি আমিই দেব।'

'অবশ্যই, মিস্টার ক্লার্ক। পরশু গেলে কেমন হয়?'

'ঠিক আছে। তাহলে আমি নার্সকে জানিয়ে রাখব, মরফিয়ার ডোজ যেন সেভাবেই দেয়।'

'আর আপনি,' মেরির দিকে ফিরে বলল পোয়ারো, 'অ্যাণ্ডোভারে গেলেই ভাল হবে। বাচ্চাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'বাচ্চাদের সাথে?'

'হ্যাঁ, বাচ্চারা সহজে বাইরের লোকের কাছে মুখ খুলতে চায় না। কিন্তু আপনার আন্টি যেখানে থাকতেন, সেখানকার সবাই আপনাকে চেনে। আমি যখন গিয়েছিলাম, বেশ কয়েকটা বাচ্চাকে খেলাধুলো করতে দেখেছিলাম। হয়তো ওদের কেউ মিসেস অ্যাশারের দোকানে কে প্রবেশ করেছিল, সেটা দেখেছে।'

'মিস গ্রে আর আমি তাহলে কী করব?' জানতে চাইলেন ক্লার্ক। 'বেক্সহিলে যাব নাকি?'

'মিস্টার পোয়ারো,' থোরা গ্রে বলল। 'তৃতীয় চিঠিটার পোস্ট মার্ক কোন্ জায়গার?'

'পুটনির, মাদামোয়াজেল।'

চিন্তামগ্ন স্বরে বলল মেয়েটি, 'এস ডব্লিউ ১৫, পুটনি; তাই না?'

'অবাক করা বিষয় হলেও, পত্রিকাওয়ালারা সঠিক ঠিকানাটাই ছাপিয়েছে।'

'তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, আমাদের এ বি সি লণ্ডনের অধিবাসী।'

'সাদা চোখে তো সেটাই মনে হয়।'

BanglaBook.org

‘তাহলে তো মনে হচ্ছে চাপ দিয়ে বের করে আনা যাবে লোকটাকে,’ বললেন ক্লার্ক। ‘আচ্ছা, মিস্টার পোয়ারো, এক কাজ করলে কেমন হয়? ধরুন পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলাম: “এ বি সি। আর্জেন্ট। এইচ. পি. তোমার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছি। আমার নীরবতার জন্য একশো চাই। এক্স ওয়াই জেড।” আরেকটু সাজিয়ে-গুছিয়ে আরকী, হুবহু এভাবে না।’

‘বিজ্ঞাপনটা কাজে লাগার সম্ভাবনা যে একদমই নেই, তা নয়।’

‘হয়তো তখন আমাকে খুন করার একটা প্রচেষ্টা চালাতে পারে সে।’

‘ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক আর বোকার মত আচরণ হয়ে যাবে।’ থোরা গ্রে আপত্তি জানাল। ‘আপনি কী বলেন, মিস্টার পোয়ারো?’

‘চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। আমার মনে হয়, উত্তর দেয়ার মত বোকামি করবে না এ বি সি,’ একটু হাসল পোয়ারো। ‘মিস্টার ক্লার্ক, আশা করি কিছু মনে করবেন না। বয়স হয়ে গেলেও, মনের দিক থেকে আপনি এখনও বাচ্চাই আছেন।’

ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ককে দেখে মনে হলো, লজ্জা পেয়েছেন। ‘যাক,’ বললেন তিনি। ‘অবশেষে শুরু তো হলো।’

এ–মিস বার্নার্ড আর মিলি হিগলি।

বি–মি. ফ্রেজার আর মিস হিগলি।

সি–অ্যাণ্ডোভারের বাচ্চারা।

ডি–পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

‘খুব আশাব্যঞ্জক কিছু মনে হচ্ছে না বটে, তবে বসে-বসে মাছি মারার চাইতে অনেক ভাল,’ বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

এর কয়েক মিনিট পর মিটিং শেষ হলো।

BanglaBook.org

উনিশ

সুইডেনের পথে

নিজের আসনে ফিরে এসে গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করল পোয়ারো।

'কপাল মন্দ, মেয়েটা একটু বেশিই বুদ্ধিমতী, বিড়-বিড় করে বলল ও।

'কার কথা বলছ?'

মেগান বার্নার্ড। মাদামোয়াজেল মেগানের কথা বলছি। আমার কথা শোনা মাত্রই বলে বসল–"শব্দমালা"। অন্য কেউ বুঝতেই পারেনি যে আমি যা বলছি, তার প্রায় পুরোটাই গুরুত্বহীন। কিন্তু মেয়েটা ঠিকই ধরে ফেলেছে।

BanglaBook.org

'আমার কাছে তো তোমার কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হলো।'

'বিশ্বাসযোগ্য? হয়তো। কিন্তু মেয়েটা ফাঁকটা ধরে ফেলল!'

'কথাগুলো কি তাহলে মন থেকে বলনি তুমি?'

'যা-যা বলেছি, একটা বাক্য ব্যবহার করেই তার সবকিছু বলে ফেলা যেত। কিন্তু তা না করে একই কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে গিয়েছি। মাদামোয়াজেল মেগান ছাড়া আর কেউ সেটা বুঝতে পারেনি।'

'কিন্তু কেন?'

'হায়, ঈশ্বর! বলেছি, যেন ঘটনা ঘটতে শুরু করে। সবাই যেন ভাবতে থাকে, অগ্রগতি হচ্ছে! অন্যভাবে বলতে গেলে, যেন আলোচনা শুরু হয়!'

'তদন্তের যে পয়েন্টগুলো বললে, সেগুলো অনুসরণ করে কি কিছুই পাওয়া যাবে না?'

'ওহ্, পাওয়া যাবার সম্ভাবনা তো সবসময়ই থাকে।' মুচকি হাসল সে। 'বিরহের নাটকের মধ্যখানে কৌতুকাভিনয় শুরু হতে যাচ্ছে।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝলাম না।'

'আমাদের সামনে মানব সম্পর্কের একটা খণ্ড নাটক মঞ্চস্থ হতে চলেছে, হেস্টিংস! একটু ভেবে দেখো, আমাদের সামনে এখন তিন সেট মানুষ। যাদের এক হবার কারণ হলো মর্মান্তিক এক ঘটনাপ্রবাহ। সেই সাথে আরেকটা নতুন নাটকও জমে উঠতে শুরু করেছে–নাটকের ভিতরে আরেক নাটক আরকী!

'ইংল্যাণ্ডে আমাদের প্রথম কেসটার কথা মনে আছে? ওহ্, বহু বছর আগের কথা অবশ্য। দু'জন-দু'জনকে ভালবাসত, কিন্তু তা স্বীকার করালাম কীভাবে? খুনের দায়ে একজনকে গ্রেফতার করিয়ে! হত্যার চাইতে কম কিছু হলে কিন্তু বুদ্ধিটা কাজে আসত না! মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হয়, হেস্টিংস...খুন, আমার মতে, অসাধারণ এক অনুঘটক!'

'ওহ্, পোয়ারো,' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। 'আমি নিশ্চিত যে ওই মানুষগুলোর একজনও এই মুহূর্তে ওসব নিয়ে ভাবছে না...'

'ওহ্! আমার প্রিয় বন্ধু, এবার তোমার খবরটা বলো, শুনি!'

'আমার!'

'হ্যাঁ, তোমার। ওদেরকে বিদায় দিয়ে আসতে-আসতে গুন-গুন করে গান গাইছিলে না?'

BanglaBook.org

‘অমন কাজ তো মানুষ কোন কারণ ছাড়াই করে।’

‘করে। কিন্তু তুমি যে গানটা গাইছিলে, তাতে তোমার মনের কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।’

‘তাই?’

‘হ্যাঁ। গুন-গুন করে গান গাওয়া বড় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। অবচেতন মনের কথা জানিয়ে দেয় যে! তুমি যে গানটা গাইছিলে, সেটা সম্ভবত যুদ্ধের দিনগুলোর। দাঁড়াও, শোনাচ্ছি তোমাকে...’ বলে হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠল সে:

‘সাম অভ দ্য টাইম আই লাভ আ ব্রুনেট

‘সাম অভ দ্য টাইম আই লাভ আ ব্লণ্ড

‘(হু কামস ফ্রম ইডেন বাই ওয়ে অভ সুইডেন)।

‘এই গানের চেয়ে পরিষ্কার করে তোমার মনের কথা আর কীভাবে বোঝানো সম্ভব? লাল কিংবা সোনালি চুল দেখতে পেলেই তো তুমি...’

‘ওহ্, পোয়ারো!’ লজ্জা পেলাম।

‘স্বাভাবিক ব্যাপার, বন্ধু। খেয়াল করনি, ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক কীভাবে এক লহমায় মাদামোয়াজেল বার্নার্ডের সমব্যথী বনে গেলেন, কীভাবে সামনে ঝুঁকে এসে মেয়েটির দিকে তাকালেন? মাদামোয়াজেল থোরা ব্যাপারটায় কতটা বিরক্ত হয়েছিল, তা বুঝতে পারনি? আর মিস্টার ডোনাল্ড ফ্রেজার, সে—’

‘পোয়ারো,’ অবাক কণ্ঠে বললাম। ‘তুমি দেখছি আজ একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছ।’

‘আমাকে আবেগপ্রবণ বলছ? আবেগপ্রবণ তো আসলে তুমি।’

আমি এ নিয়ে তর্ক জুড়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আচমকা দরজা খুলে যাওয়ায় সেটা আর পারলাম না।

আমাকে অবাক করে দিয়ে থোরা গ্রে প্রবেশ করল ঘরে।

BanglaBook.org

'ফিরে এসে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন,' মাপা-মাপা শব্দে কথা বলে উঠল মেয়েটি। 'তবে আমি আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই, মিস্টার পোয়ারো।'

'অবশ্যই, মাদামোয়াজেল। বসুন না, প্লিজ।'

একটা চেয়ারে বসে ইতস্তত করতে লাগল মেয়েটা, যেন মুখ খোলার আগে কথাগুলো মনে-মনে গুছিয়ে নিচ্ছে। 'হয়েছে কি, মিস্টার পোয়ারো, মিস্টার ক্লার্কের কথা শুনে হয়তো ধরে নিয়েছেন যে, আমি নিজেই কোম্বসাইড ছেড়ে এসেছি। তিনি আসলে বড্ড দয়ালু আর ভাল একজন মানুষ। কিন্তু সত্যিটা হলো, আমার থাকতে কোন আপত্তি ছিল না ওখানে। স্যর কারমাইকেলের সংগ্রহশালা গোছানোর অনেক কাজ এখনও বাকি আছে। কিন্তু লেডি ক্লার্ক আমাকে রাখতে চাইলেন না! অবশ্য এর কারণটাও আমি বুঝতে পারছি। তিনি অসুস্থ মানুষ। ডাক্তাররা তাঁকে এত বেশি ওষুধ দিয়েছেন যে, মাথার ঠিক নেই ওনার। সন্দেহপ্রবণতা বেড়ে যাওয়ার সাথে-সাথে অনেক বেশি কল্পনাপ্রবণও হয়ে পড়েছেন তিনি। তাই বৃথাই আমাকে অপছন্দ করে বসেছেন, উনি চাইছিলেন আমি যেন আর এক মুহূর্তও কোম্বসাইডে না থাকি।'

মেয়েটার সাহসের তারিফ না করে পারলাম না। ওর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে হয়তো ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইত। কিন্তু এই মেয়ে তা না করে সরাসরি কাজের কথায় চলে এসেছে। মেয়েটার প্রতি যুগপৎ সমবেদনা আর শ্রদ্ধায় ভরে উঠল আমার মন।

'আমাদের এসে কথাটা বলতে নিশ্চয়ই অনেক সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছে আপনার?' সহানুভূতির সুরে বললাম।

'যে কোন পরিস্থিতিতে সত্য কথাটাই সবচেয়ে বেশি উপকারী হয়ে দাঁড়ায়,' মুচকি হেসে বলল সে। 'আমি মিস্টার

BanglaBook.org

ক্লার্কের দয়ার আড়াল চাই না। তিনি অসহায়দের প্রতি সবসময়ই সদাশয় আচরণ করেন।' মেয়েটির কথায় উষ্ণতার আভাস খুঁজে পেলাম। ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ককে যে সে বেশ পছন্দ করে, সেটা পরিষ্কার।

'আপনার সততার তারিফ করতেই হচ্ছে, মাদামোয়াজেল,' প্রশংসার সুরে বলল পোয়ারো।

'আমার জন্য ব্যাপারটা অনেক বড় একটা ধাক্কা হয়েই এসেছে,' থোরার কণ্ঠে খেদ। 'লেডি ক্লার্ক যে আমাকে এতটা অপছন্দ করেন, তা আমি কল্পনাও করিনি কখনও। আমি তো জানতাম, তিনি আমাকে বেশ পছন্দই করেন।' চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল মেয়েটা। 'বেঁচে থাকলে প্রতিমুহূর্তেই নতুন-নতুন বিষয় শিখতে হয়।'

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'এই কথাগুলোই বলতে এসেছিলাম আমি। বিদায়।'

একেবারে নিচতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম মেয়েটাকে।

'খুব সৎ মেয়েটা,' ফিরে এসে বললাম। 'সাহসের তারিফ করতে হয়।'

'সেই সাথে হিসেবী মনেরও।'

'হিসেবী মন বলতে?'

'এর মানে, মেয়েটার ভবিষ্যৎ হিসেব করে কাজ করার ক্ষমতা আছে।'

সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকালাম। মুখে বললাম, 'ভাল একটা মেয়ে এই থোরা গ্রে।'

'বেশ দামী আর সুন্দর পোশাক পরে। ক্রুপ মার্কোয়েন আর সিলভার ফক্স কলার পরেছিল; অত্যাধুনিক ফ্যাশন।'

'পোশাক ব্যবসাও শুরু করলে নাকি, পোয়ারো? কে কী পরল, তা তো আমার নজরে আসে না।'

'তাহলে গিয়ে কোন দিগম্বর সমিতিতে যোগ দিলেই তো পার।'

উত্তরে জুতসই কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিলাম, কিন্তু আচমকা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলল পোয়ারো। 'জানো, হেস্টিংস, কেন যেন মনে হচ্ছে, আজ বিকেলে করা আলোচনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা শুনতে পেয়েছি আমি। অদ্ভুত ব্যাপার! তবে কথাটা যে ঠিক কী, সেটা ঠিকঠাক বলতে পারছি না। শুধু মনে হচ্ছে...এমন কিছু একটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, যা আমি আগেই শুনেছি বা দেখেছি বা ভাল করে লক্ষ করেছি...'

'চার্চস্টনের কিছু?'

'না, চার্চস্টনে না। তারও আগে...অসুবিধা নেই, আগে হোক পরে হোক, মনে পড়বেই।'

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল (হয়তো আমি ওর কথা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম না বলে), তারপর হেসে আবার গুন-গুন করা শুরু করল। 'পরীর মত দেখতে মেয়েটা, তাই না? ফ্রম ইডেন, বাই ওয়ে অভ সুইডেন...'

'পোয়ারো,' চেঁচিয়ে বললাম। 'গোল্লায় যাও তুমি!'

BanglaBook.org

বিশ

লেডি ক্লার্ক

কোম্বসাইডে দ্বিতীয়বার যখন গেলাম, দেখতে পেলাম পুরো

এলাকা জুড়ে তখনও বিষাদের ছায়া। তার একটা কারণ অবশ্য আবহাওয়াও হতে পারে; দিনটা ছিল সেপ্টেম্বরের স্যাঁতসেঁতে এক সকাল। বাতাসে শরতের গন্ধ। আর নিঃসন্দেহে এই বিষাদের আরেকটা কারণ হলো বাড়ির সবাই যেন একসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে।

বাড়িটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পরিত্যক্ত কোন দালান। নিচতলার ঘরগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমাদেরকে যে ঘরে এনে বসানো হলো, সেই ছোট ঘরটাও স্যাঁতসেঁতে আর আলো-বাতাসহীন।

হাবভাবে দক্ষ, এমন একজন নার্স এসে দেখা করলেন আমাদের সাথে।

'মিস্টার পোয়ারো?' জানতে চাইলেন। 'আমি নার্স ক্যাপস্টিক। মিস্টার ক্লার্কের চিঠি পেয়েছিলাম, তিনি আপনাদের আসার কথা লিখেছিলেন।'

পোয়ারো লেডি ক্লার্কের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল।

'সবকিছু বিবেচনা করলে, মন্দ নয়।'

'সবকিছু বিবেচনা করলে' বলে নার্স কী বোঝাতে চাইছেন তা আন্দাজ করতে পারলাম। লেডি ক্লার্কের আর বেশিদিন আয়ু নেই। মরণাপন্ন একজন মানুষ যতটা ভাল থাকতে পারে আরকী।

'খুব একটা উন্নতি হওয়ার আশা করা যায় না, তবে আধুনিক কিছু চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁর অসুস্থতা কিছুটা হলেও উপশম করা হয়েছে। ডাক্তার লোগান, লেডি ক্লার্কের বর্তমান অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট।'

'কিন্তু তাঁর সেরে ওঠার সম্ভাবনা তো বলতে গেলে একেবারেই নেই, তাই না?'

BanglaBook.org

পোয়ারোর চাঁছাছোলা কথা শুনে হতবাক নার্স। 'এভাবে বলাটা ঠিক শোভনীয় নয়,' আহত কণ্ঠে বললেন তিনি।

'স্বামীর মৃত্যুর ঘটনাটায় নিশ্চয়ই অনেক নাড়া খেয়েছেন উনি?'

'আসলে, মিস্টার পোয়ারো, তাঁর যে অবস্থা তাতে তিনি বেশি কিছু বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যতটা নাড়া খেতেন, ততটা যে খাননি, এটুকু নিশ্চিত। আসলে লেডি-ক্লার্কের মত অবস্থায় পড়লে মানবীয় অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে আসে।'

'আশা করি কিছু মনে করবেন না, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'ওঁরা অত্যন্ত সুখী দম্পতি ছিলেন। বেচারা স্যর কারমাইকেল তাঁর স্ত্রীর অবস্থা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতেন ডাক্তারদের জন্য এসব আরও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা তাঁকে মিথ্যা আশা দিতেন না। একারণে একদম শুরুতেই তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল।'

'একদম শুরুতে? কেন, পরের দিকে কি মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন?'

'যত বড় আঘাতই হোক না কেন, একসময় না একসময় তো সয়েই যায়, তাই না? স্যর কারমাইকেলের মন অন্য দিকে সরাবার জন্য তাঁর সংগ্রহশালা ছিল। নিজের শখের চাইতে বড় আর কোন সান্ত্বনা পুরুষ মানুষের জন্য হয় না। মাঝে-মধ্যে নিলামে যেতেন। আর মিস গ্রে-কে সাথে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তাঁর সংগ্রহকে নতুন করে সাজাবার কাজে।'

'ও, হ্যাঁ, মিস গ্রে। তিনি তো বিদায় নিয়েছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল। তবে অসুস্থ মানুষের মনে প্রায়ই নানা ধারণা খেলা করে। ওসব বিষয়ে

ওদের সাথে কোন তর্কাতর্কিও চলে না। চুপচাপ মেনে নেয়াই ভাল। মিস গ্রে-ও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন।'

'লেডি ক্লার্ক কি মেয়েটাকে শুরু থেকেই অপছন্দ করতেন?'

'না, আসলে অপছন্দ করতেন না। বরঞ্চ আমার তো মনে হয়, শুরুতে তিনি মেয়েটাকে ভালই বাসতেন। কিন্তু আমার আসলে এভাবে গুজব নিয়ে আলোচনা করাটা ঠিক হচ্ছে না। রোগিণীও এতক্ষণে নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন।'

আমাদের নিয়ে দোতলার একটা ঘরে চলে এলেন তিনি। দেখতে পেলাম, একটা বেডরুমকে সফলভাবে সিটিংরুমে পরিণত করা হয়েছে।

লেডি ক্লার্ক জানালার পাশে বড় একটা আর্মচেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। শুকিয়ে কাঠি হয়ে এসেছে তাঁর দেহ, চেহারা ধূসর। চোখের দৃষ্টিতে দিশেহারা একটা ভাব। এমন দৃষ্টি কেবল সবসময় তীব্র বেদনায় ডুবে থাকা মানুষের চোখেই দেখা যায়। চোখের মণি একেবারে ছোট-ছোট হয়ে আছে।

নার্স ক্যাপস্টিক আমুদে কণ্ঠে লেডি ক্লার্ককে বললেন, 'আপনি যে মিস্টার পোয়ারোকে দেখতে চেয়েছিলেন, তিনি এসেছেন।'

'ওহ্, হ্যাঁ, মিস্টার পোয়ারো।' লেডি ক্লার্কের কণ্ঠ যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল। আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'ইনি আমার বন্ধু, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, লেডি ক্লার্ক।'

'কেমন আছেন আপনারা? দু'জনেই এসেছেন দেখে খুব খুশি হলাম।'

লেডি ক্লার্ক হাতের ইঙ্গিতে আমাদেরকে বসতে বললেন, বসলাম আমরা।

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এল ঘরে। মনে হলো, লেডি

BanglaBook.org

ক্লার্ক স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গিয়েছেন।

অনেক কষ্টে যেন নিজেকে জীবিত মানুষের দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনলেন তিনি। 'কারের ব্যাপারে এসেছিলেন, তাই না? কারের মৃত্যুর ব্যাপারে, মনে পড়েছে আমার।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন শরীরটা এখানে থাকলেও মনটা এখানে নেই তাঁর!

'আমরা কখনও ভাবিনি যে ব্যাপারটা এমন উল্টোভাবে ঘটবে...আমি তো নিশ্চিত ছিলাম যে প্রথমে আমিই যাব...' কয়েক মিনিটের জন্য নিজ ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলেন যেন। 'বয়সের তুলনায় কারের স্বাস্থ্য অনেক ভাল ছিল। বলতে গেলে কখনওই অসুস্থ হত না ও। বয়স ষাটের কাছাকাছি হলেও, দেখে পঞ্চাশের এক বিন্দু বেশি বলে মনে হত না। আর হ্যাঁ, দেহে শক্তিও ধরত প্রচুর...'

আবারও কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গেলেন লেডি ক্লার্ক।

ওষুধ সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা রাখে পোয়ারো। জানে, কিছু-কিছু ওষুধ এমন আছে, যেগুলো ব্যবহারকারীর কাছে সময়ের গুরুত্ব নষ্ট করে দেয়। তাই চুপ মেরে রইল।

আচমকা লেডি ক্লার্ক বলে উঠলেন, 'আপনি আসায় ভাল হয়েছে। আমি ফ্রাঙ্কলিনকে বলেছিলাম। ও বলেছিল, অবশ্যই আপনাকে জানাবে। আমার শুধু একটাই আশা, ফ্রাঙ্কলিন যেন বোকার মত কাজ না করে বসে...ওকে ভুলানো আসলে খুব সহজ। বয়স হয়েছে, অনেক জায়গা ঘুরে দেখেছে, কিন্তু বড় হয়ে ওঠা আর হয়নি। পুরুষেরা এমনই হয়, বয়স বাড়লেও বাচ্চাই থেকে যায়; বিশেষ করে ফ্রাঙ্কলিন।'

'তাঁর স্বভাবটাই এমন, সহজেই বোধহয় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন,' শান্ত গলায় বলল পোয়ারো।

'জানি, জানি। সেই সাথে সৌজন্যবোধও অনেক বেশি।

BanglaBook.org

পুরুষেরা অমন হয়। এমনকী কার-ও...' ভদ্রমহিলার গলা থিতিয়ে এল। অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি।

'সবকিছু কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে এসেছে...মানব দেহ আসলে অনেক বেশি বিরক্তিকর একটা ব্যাপার, মিস্টার পোয়ারো। বিশেষ করে দেহটা যখন মনের ওপর ক্ষমতা পেয়ে বসে। মন তখন অন্য কিছু নিয়ে ভাববার সুযোগই পায় না। শুধু একটা জিনিসই ভাবে, ব্যথাটা সে ঠিকঠাক সহ্য করতে পারবে নাকি পারবে না। অন্য সবকিছু গুরুত্বহীন বলে ভ্রম হয়।'

'আমি জানি, লেডি ক্লার্ক। জীবনের অন্যতম বড় এক ট্র্যাজেডি সেটা।'

'আমাকে একদম বোকা বানিয়ে রেখেছে। আপনাকে কী বলতে চেয়েছিলাম, সেটাই ভুলে বসে আছি।'

'আপনার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু?'

'কারের মৃত্যু? হ্যাঁ, সম্ভবত সে ব্যাপারেই। বেচারা পাগল মানুষ, খুনির কথা বলছি। এর জন্য দায়ী মনে হয় শব্দ দূষণ আর জীবনের বেপরোয়া গতি। মানুষের পক্ষে এ দুটো জিনিস সহ্য করা বড্ড কঠিন। উন্মাদদের প্রতি আমার সবসময় সহানুভূতি ছিল, ওদের মাথায় নিশ্চয়ই অদ্ভুত সব ব্যাপার খেলা করে। এরপর আবার গারদে পুরে রাখা...নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে ওদের।

'কিন্তু আর কী-ই বা করার আছে? যদি কোন উন্মাদ মানুষ খুন করে বসে...' মাথা নাড়লেন তিনি, দুঃখ পেয়েছেন।

'এখনও লোকটাকে ধরতে পারেননি আপনারা?' জানতে চাইলেন।

'নাহ্, এখনও পারিনি।'

'খুন করার দিন নিশ্চয়ই এখানকার আশপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে সে।'

BanglaBook.org

'অনেক অপরিচিত লোকই তো বেড়াতে এসেছিল, লেডি ক্লার্ক। ছুটির মৌসুম চলছে যে।'

'ও, হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পর্যটকরা তো সাধারণত সৈকতেই দিন কাটিয়ে দেয়, বাড়ির কাছে আসে না।'

'সেদিন বাড়িতে অপরিচিত কেউ আসেনি।'

'একথা আপনাকে কে জানাল?' জানতে চাইলেন লেডি ক্লার্ক; আচমকা কোত্থেকে যেন বাড়তি উদ্দীপনা পেয়েছেন।

পোয়ারোকে দেখে খানিকটা অবাক মনে হলো। 'চাকর-বাকরেরা বলেছে,' বলল সে। 'মিস গ্রে-ও বলেছেন।'

লেডি ক্লার্ক পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন, 'মেয়েটা আস্ত মিথ্যাবাদী!'

চেয়ারে বসা অবস্থায়ই কিঞ্চিৎ নড়ে উঠলাম; পোয়ারো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে সাবধান করে দিল।

লেডি ক্লার্ক বলে চললেন, 'আমি ওকে পছন্দ করি না, কোনদিনই করিনি। কার অবশ্য থোরাকে খুব বেশি পছন্দ করত। খালি বলত, অনাথ বেচারি, দুনিয়াতে ওর কেউ নেই। অনাথ হলে সমস্যা কী?

'কখনও-কখনও সেটাই শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। বাপ যদি অপদার্থ হয় আর মা মদখোর, তাহলে নাহয় তাদের সন্তান অনুযোগ করতে পারে। কার বলত, মেয়েটা খুব সাহসী আর কাজে মনোযোগী। একথা আমিও মানি যে, কাজে থোরা অনেক দক্ষ। কিন্তু সাহসী যে কেন বলত, সেটা আজও বুঝতে পারলাম না!'

'উত্তেজিত হবেন না, লেডি ক্লার্ক,' কথার মধ্যখানে নাক গলালেন নার্স ক্যাপস্টিক। 'আপনাকে শান্ত থাকতে হবে।'

'বলতে পারেন, আমিই তাড়িয়ে দিয়েছি থোরাকে! ফ্রাঙ্কলিনের সাহস কত, বলে মেয়েটা ধারে-কাছে থাকলে নাকি

BanglaBook.org

আমি স্বস্তি পাব! ওই মেয়ে আমাকে স্বস্তি দেবে! ওই মেয়ে?

'যত তাড়াতাড়ি সে আমার জীবন থেকে বিদায় নেয়, ততই মঙ্গল। ফ্রাঙ্কলিনের মুখের ওপর সেকথা বলে দিয়েছি!

'ফ্রাঙ্কলিন একটা আস্ত বোকা! আমি চাইনি ও মেয়েটার সাথে জড়িয়ে পড়ুক! একদম বাচ্চা একটা! কোন সেন্স নেই! "দরকার হলে ওকে তিন মাসের বেতন দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু যেতে মেয়েটাকে হবেই। আমি আর একটা দিনও ওকে এই বাড়িতে দেখতে চাই না।" সাফ জানিয়ে দিয়েছিলাম। অসুস্থ হবার অন্তত এই একটা সুবিধা আছে—কেউ অসুস্থ মানুষের সাথে তর্ক করতে চায় না। যা বলেছি, তাই করল ফ্রাঙ্কলিন। যাবার সময় থোরা এমনভাবে গেল, যেন কত বড় অবিচারের শিকার—এত মিষ্টি আর সাহসী মেয়ে যে!'

'উত্তেজিত হবেন না তো, আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

লেডি ক্লার্ক নার্স ক্যাপস্টিককে হাত নাড়িয়ে যেন তাড়িয়েই দিলেন। 'তুমি তো নিজেও বোকা বনে গিয়েছিলে।'

'ওহ্, লেডি ক্লার্ক! ওভাবে বলবেন না। মানছি, আমি মিস গ্রেকে খুব ভাল একটা মেয়ে বলেই মনে করি। কী রোমান্টিক একটা মেয়ে! যেন গল্প-উপন্যাস থেকে উঠে এসেছে!'

'তোমাদেরকে নিয়ে আর পারি না,' ক্ষীণ স্বরে বললেন লেডি ক্লার্ক।

'যাক, বাদ দিন। এখন তো আর সে নেই এখানে, চলে গেছে।'

লেডি ক্লার্ক অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, কিন্তু উত্তর দিলেন না।

পোয়ারো বলল, 'আপনি মিস গ্রেকে মিথ্যাবাদী কেন বললেন?'

BanglaBook.org

‘কারণ সে মিথ্যা কথা বলেছে। আপনাকে জানিয়েছে যে, সেদিন কোন অপরিচিত লোককে দেখেনি। তাই না?’

‘জী।’

‘কিন্তু আমার এই দুই চোখ দিয়ে ওকে আমি অপরিচিত একজনের সাথে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেছি। এই জানালা দিয়ে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলাম।’

‘এটা কখনকার কথা?’

‘যেদিন কার মারা গিয়েছিল, সেদিন সকালের। এই ধরুন, এগারোটা নাগাদ হবে।’

‘দেখতে কেমন ছিল লোকটা?’

‘একদম সাধারণ মানুষের মত, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই।’

‘পর্যটক নাকি ব্যবসায়ী?’

‘ব্যবসায়ী...নাকি পুরনো পোশাক পরা কেউ...ঠিক মনে করতে পারছি না।’ আচমকা ভদ্রমহিলার কণ্ঠে বেদনা খুঁজে পেলাম। ‘প্লিজ, আপনারা এখন যান, আমার ক্লান্তি লাগছে। নার্স...’

লেডি ক্লার্কের কথামত বেরিয়ে এলাম আমরা।

‘অসাধারণ একটা গল্প,’ লণ্ডনে ফেরার সময় পোয়ারোকে বললাম। ‘এই মিস গ্রে আর অদ্ভুত দর্শন লোকটার কথা বলছি আরকী।’

‘এখন বুঝতে পেরেছ, হেস্টিংস? বলেছিলাম না, কথাবার্তার মধ্য দিয়েই সবসময় গোপন খবর বেরিয়ে আসে।’

‘তাহলে মেয়েটা মিথ্যা বলল কেন? কেন জানাল, সে ওইদিন অমন কাউকে দেখেনি?’

‘কমপক্ষে সাতটা কারণ দাঁড় করাতে পারি, যার মধ্যে একটা ভীষণ সহজ।’

‘তিরস্কার করছ?’ আহত গলায় বললাম।

BanglaBook.org

'হয়তো করছি অথবা এমনও হতে পারে যে, তোমাকে মাথা খাটাবার একটা সুযোগ করে দিচ্ছি। তবে নিজেদেরকে এত কষ্ট দেয়ার কোন অর্থ হয় না। সরাসরি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলেই হবে।'

'আর যদি মিস গ্রে আমাদেরকে আরেকটা মিথ্যে কথা বলে?'

'তাহলে ব্যাপারটা হবে অত্যন্ত কৌতূহল জাগানিয়া। অনেক কিছুই আমরা বুঝতে পারব তখন।'

'এমন একটা মেয়ের সাথে এ বি সি-র মত উন্মাদের কোন যোগাযোগ আছে, সেটা ভাবতেই যেন কেমন-কেমন লাগছে।'

'ঠিক বলেছ, আমারও সেটা মনে হয় না।'

কয়েক মিনিট চুপ থেকে ওর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজলাম।

'সুন্দরী মেয়েদেরকে সবসময়ই বিপদে পড়তে হয়,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম।

'ওসব ভেবে নিজের মনটাকে আর ক্লান্ত কোরো না, বন্ধু।'

'কিন্তু কথাটা তো সত্যি, তাই না?' হাল ছাড়লাম না আমি। 'সবাই ওর পেছনে লেগেছে, কারণ সে দেখতে সুন্দর।'

'ফালতু কথা বোলো না তো! কোম্বসাইডে কে ওর পেছনে লেগেছিল? স্যর কারমাইকেল? ফ্রাঙ্কলিন? নার্স ক্যাপস্টিক?'

'লেডি ক্লার্ক যে ওকে দেখতে পারতেন না, সেটা তো পরিষ্কার।'

'মন অ্যামি, সুন্দরী মেয়ে দেখলে তোমার মন একেবারে গলে যায়। এদিকে আমি আবার অসুস্থ বৃদ্ধাদের প্রতিই সহানুভূতি বোধ করি।

'হয়তো লেডি ক্লার্কই পুরো পরিস্থিতিটা সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন। হয়তো তাঁর স্বামী, মিস্টার ফ্রাঙ্কলিন আর নার্স ক্যাপস্টিক চোখে ঠুলি পরে বসে ছিলেন। ও...আমরা সেই সাথে ক্যাপ্টেন হেস্টিংসকেও এই তালিকায় রাখতে পারি।'

BanglaBook.org

'তুমিও দেখছি বেচারি মেয়েটার পেছনে লেগেছ, পোয়ারো!'

'তোমার প্রেমিক পুরুষের মত আচরণ দেখতে আমার বেশ ভালই লাগে, হেস্টিংস। তুমি হলে গিয়ে সত্যিকারের নাইট, বিপদে পড়া ললনাদের ত্রাণকর্তা; নাকি কেবল সুন্দরী ললনাদের বলব?'

'কী যে শুরু করলে, পোয়ারো!' হাসি চাপতে কষ্ট হলো আমার।

'আহ্, মানুষ কি আর সবসময় মুখ চুন করে বসে থাকতে পারে? এই দুর্ঘটনা থেকে যেসব মানবিক সম্পর্কগুলো তৈরি হচ্ছে, দিন-দিন সেগুলো আমাকে আগ্রহী করে তুলছে। এখানে পারিবারিক জীবন নিয়ে তিন-তিনটি নাটক মঞ্চায়িত হচ্ছে।

'অ্যাণ্ডোভারে কী দেখলাম? দেখলাম, মিসেস অ্যাশারের বিষাদ ভরা জীবন, তাঁর জার্মান স্বামীকে বহন করা, তাঁর ভাগ্নির ভালবাসা। এই কয়টা বিষয় উপজীব্য করেই কিন্তু একটা বিশাল উপন্যাস লিখে ফেলা যায়।

'এরপর ধর বেক্সহিলের কথা–হাসি-খুশি, শান্ত স্বভাবের বাবা-মা, পুরোপুরি ভিন্ন স্বভাবের দুই বোন। একজন সুশ্রী কিন্তু বোকা, অন্যজনের আবার চোখ ধাঁধানো ব্যক্তিত্ব!

'আরেকজনের কথা তো ভুলতেই বসেছিলাম! চুপচাপ, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সেই স্কটস ম্যান। তার ঈর্ষা, সেই সাথে মৃত মেয়েটার প্রতি তার অন্ধ ভালবাসা।

'সবশেষে এসো চার্চস্টনের বাড়িটার কথায়–মরণাপন্ন স্ত্রী আর নিজের সংগ্রহশালার মধ্যে ডুবে থাকা তাঁর স্বামী। যাঁর মনোযোগ আস্তে-আস্তে কেড়ে নিচ্ছে সুন্দরী সেক্রেটারি। ছোট ভাইয়ের কথাও ভুললে চলবে না। পরিশ্রমী, আকর্ষণীয়, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর ফলে যাঁর মধ্যে এসেছে এক ধরনের রোমান্টিক গ্ল্যামার।

BanglaBook.org

'চিন্তা করে দেখো, হেস্টিংস। সাধারণ পরিস্থিতিতে এই তিনটে ভিন্ন-ভিন্ন নাটক কখনওই একসাথে মঞ্চস্থ হত না। একে অন্যের ওপর কোন ধরনের প্রভাব ফেলা ছাড়াই নিজ-নিজ জায়গায় শেষ হয়ে যেত ওগুলো। কিন্তু জীবন মানেই যে ভাঙা-গড়ার খেলা। এই খেলা আমাকে সবসময়ই অবাক করে।'

'প্যাডিংটনে এসে পৌঁছেছি আমরা,' উত্তরে কেবল এতটুকুই বললাম। মনে হচ্ছিল পোয়ারোর ভাবনার ফানুসটা ফুটো করে দেয়া দরকার।

হোয়াইটহ্যাভেন ম্যানশন'স-এ এসে পৌঁছবার পর জানতে পারলাম, পোয়ারোর সাথে দেখা করার জন্য একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন।

ভেবেছিলাম, ফ্রাঙ্কলিন এসেছেন। অথবা জ্যাপ।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম লোকটা ডোনাল্ড ফ্রেজার!

ওকে দেখে খুবই অপ্রস্তুত মনে হলো, সেই সাথে অগোছাল ভাবটা যেন আরও অনেকটা বেড়ে গেছে তার।

পোয়ারো ওকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করল না; স্যাণ্ডউইচ আর এক গ্লাস ওয়াইন পান করার আহ্বান জানাল।

খাবার আসার আগ পর্যন্ত বেশিরভাগ কথা পোয়ারোই বলল। জানাল, আমরা কোথায় ছিলাম; যথাসম্ভব নম্রভাবে অসুস্থ মহিলার ভাবনাচিন্তার কথাটা বর্ণনা করল।

স্যাণ্ডউইচ শেষ করার পর আলোচনা ব্যক্তিগত দিকে মোড় নিল।

'বেক্সহিল থেকে এসেছেন নাকি, মিস্টার ফ্রেজার?'

'হ্যাঁ।'

'মিলি হিগলির ব্যাপারে কোন অগ্রগতি?'

'মিলি হিগলি...মিলি হিগলি...' নামটা বারদুয়েক আওড়াল সে। 'ওহ্, ওই মেয়েটা! না, আমি ওর ব্যাপারে কিছুই করিনি।

BanglaBook.org

আসলে হয়েছে কি...'

থেমে গেল ও, নার্ভাসভাবে হাত কচলাচ্ছে।

'আমি যে কেন আপনার কাছে এসেছি, তা আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না!' আচমকা বলে উঠল ডোনাল্ড ফ্রেজার।

'আমি কিন্তু জানি,' হালকা গলায় বলল পোয়ারো।

'আপনি জানেন?! কীভাবে?'

'আপনি এখানে এসেছেন, কারণ এমন কিছু আপনার বুকে জমে আছে যা কাউকে না কাউকে বলাটা খুব দরকার। আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমিই কথাটা শোনার উপযুক্ত ব্যক্তি। এবার বলে ফেলুন দেখি...'

পোয়ারোর আশ্বাসবাণীতে কাজ হলো। ফ্রেজার কৃতজ্ঞ, অনুগত দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে। 'বলতে বলছেন?'

'একশোবার। আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।'

'মিস্টার পোয়ারো, স্বপ্নের ব্যাপারে কিছু জানেন আপনি?'

ডোনাল্ডের মুখ থেকে অন্তত এই প্রশ্নটা আশা করিনি আমি। তবে পোয়ারোকে দেখে মনে হলো না সে খুব একটা অবাক হয়েছে!

'জানি,' উত্তর দিল সে। 'আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন?'

'হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে স্বপ্ন দেখা একদম স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কিন্তু আমার স্বপ্নটা ঠিক স্বাভাবিক কোন স্বপ্ন নয়।'

'স্বাভাবিক না?'

'না। এই নিয়ে টানা তিন রাত একই স্বপ্ন দেখলাম, স্যর। আমার সন্দেহ হচ্ছে...আমি...আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, বলুন তো, কী দেখেছেন স্বপ্নে...'

উত্তেজনায় চক-চক করছে লোকটার চেহারা। চোখ দুটো যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। সত্যি কথা বলতে, ওকে

BanglaBook.org

দেখে সেই মুহূর্তে একজন পাগল বলেই মনে হচ্ছিল।

'একই স্বপ্ন বার-বার দেখছি। একটা সমুদ্র সৈকতে আছি, বেটিকে খুঁজছি। হারিয়ে গিয়েছে মেয়েটা, এমনিই হারিয়ে গিয়েছে, বুঝেছেন তো? ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। ওকে খুঁজে বের করে, বেল্টটা পৌঁছে দিতে হবে। সেজন্যই জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘুরছি। আর তারপর–'

'তারপর?'

'তারপর স্বপ্নটা আমূল বদলে যায়! আমি আর ওকে খুঁজছি না। বেটি আমার সামনেই আছে, সৈকতে বসে আছে। আমাকে আসতে দেখেনি। আর...আর...বলতে পারছি না–'

'বলে যান,' কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিল পোয়ারো।

'আমি ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াই...আমাকে আসতে দেখেনি ও, পায়ের শব্দও শোনেনি। বেল্টটা ওর গলায় পেঁচিয়ে...টানছি আর টানছি...'

ডোনাল্ডের গলায় কষ্টের ভাবটা পরিষ্কার ফুটে উঠল।

চেয়ারের হাতলটা আঁকড়ে ধরলাম আমি। ব্যাপারটা যেন আচমকা অনেক বেশি বাস্তব হয়ে উঠেছে!

'দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর...মারা গিয়েছে সে...আমি...আমি ওকে খুন করে ফেলেছি! বেটির মাথা পেছন দিকে হেলে পড়েছে। ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছি আমি...কিন্তু...কিন্তু...এ যে বেটি নয়, মেগান!'

হেলান দিয়ে বসল সে, চেহারা পুরোপুরি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, দর-দর করে ঘামছে। পোয়ারো আরেক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দিল।

'এই স্বপ্নের অর্থ কী, মিস্টার পোয়ারো? কেন বার-বার এটা দেখছি আমি? প্রতি রাতে...'

'ওয়াইনটুকু শেষ করে ফেলুন,' তাড়া দিল পোয়ারো।

BanglaBook.org

যুবকটি দ্রুত পোয়ারোর আদেশ পালন করল। তারপর শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'এর কী মানে? আমি...আমি কি সত্যিই ওকে খুন করেছি?'

পোয়ারো এই প্রশ্নের কী উত্তর দিল, সেটা শুনতে পাইনি আমি। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় পোস্ট ম্যানের নক শুনতে পেয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হলো আমাকে।

লেটার বক্স থেকে যে জিনিসটা পেলাম, সেটা ডোনাল্ড ফ্রেজারের বিচিত্র স্বপ্নটার কথা বেমালুম ভুলিয়ে দিল আমাকে!

প্রায় দৌড়ে ফিরে এলাম বসার ঘরে।

'পোয়ারো,' চিৎকার করে ডাকলাম ওকে। 'এসেছে। চার নাম্বার চিঠিটা এসেছে।'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, প্রায় ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে কেড়ে নিল চিঠিটা। পেপার নাইফ দিয়ে ত্বরিত গতিতে খুলে ফেলল খামটা, তারপর ভেতরের চিঠিটা বিছিয়ে দিল টেবিলে।

আমরা তিনজন একসাথে পড়তে শুরু করলাম।

BanglaBook.org

এখনও সফলতা পাওনি?

ছি! ছি!

বসে-বসে কী করছ, বলো তো?

যা-ই হোক, বেশ মজা হচ্ছে কিন্তু, তাই না?

এরপর কোথায় যাওয়া যায়?

বেচারা মিস্টার পোয়ারো। তোমার জন্য দুঃখই লাগছে।

একবার না পারিলে দেখো শতবার।

সামনে এখনও অনেক পথ পড়ে রয়েছে।

টিপেরারি?

নাহ্, "টি" অক্ষরটা আরও অনেক পরে আসবে।

এর পরের কাণ্ডটা ঘটবে সেপ্টেম্বর মাসের এগারো তারিখে, ডনকাস্টারে।

ভাল থেকো কিন্তু!

এ বি সি

একুশ

খুনির বর্ণনা

পোয়ারো যেটাকে নাটকের মানবিক উপাদান বলছিলেন, আমার মনে হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই ওটা ফিকে হতে শুরু করেছিল।

এক নিখাদ আতঙ্ক, যা আমাদের মনকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছিল, এই নাটক অল্প সময়ের জন্য সেটা থেকে আমাদেরকে খানিকটা মুক্তি দিয়েছিল। এখন আবার শুরু হলো সেই জীবন্ত বিভীষিকা!

সবাই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম যে, চতুর্থ চিঠিটা না আসা পর্যন্ত আমাদের হাত-পা বাঁধা। খুনি এরপর কোথায় আঘাত হানতে চায়, সেটা না জেনে আমাদের পক্ষে আসলেই কিছু করা সম্ভব ছিল না। এক অর্থে অপেক্ষার মুহূর্তগুলোই যেন আমাদের জন্য স্বস্তিদায়ক ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে সাদা কাগজে টাইপ করা অক্ষরগুলো আমরা দেখতে পেলাম, সে মুহূর্ত থেকে আবার শুরু হয়ে গেল অনুসন্ধান।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে দ্রুত এসে হাজির হলো ইন্সপেক্টর

BanglaBook.org

ক্রোম। সে থাকতে থাকতেই ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক আর মেগান বার্নার্ড এসে পৌঁছে গেল। মেয়েটা জানাল, সরাসরি বেক্সহিল থেকে এসেছে। মনে হলো, এ ক'দিন কী-কী করেছে, কীভাবে করেছে তা ব্যাখ্যা করে জানাবার জন্য রীতিমত উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে মেয়েটা। ব্যাপারটা লক্ষ করলেও খুব একটা গুরুত্ব দিলাম না আমি। আচমকা চিঠিটার আগমন আমার মন থেকে অন্য সবকিছু একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে।

নাটকের কুশীলবদের দেখে মনে হয় না খুব একটা খুশি হয়েছে ক্রোম। একদম আনুষ্ঠানিক আর নিস্পৃহ আচরণ করল সে। 'চিঠিটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, মিস্টার পোয়ারো। আপনি যদি একটা অনুলিপি রাখতে চান–'

'না, না। তার কোন প্রয়োজন হবে না।'

'আপনার পরিকল্পনা কী, ইন্সপেক্টর?' ক্লার্ক জানতে চাইলেন।

'আমার পরিকল্পনার মধ্যে সবকিছুই হিসেব করা আছে, মিস্টার ক্লার্ক।'

'এবার আমরা ওকে বাগে পেয়েছি,' ক্লার্ক বললেন। 'আপনাকে জানিয়ে রাখি, ইন্সপেক্টর, ব্যাপারটা মোকাবেলা করার জন্য নিজেদের একটা দল গড়েছি আমরা। এই এ বি সি-র ব্যাপারে জড়িত মানুষদেরকে নিয়ে আরকী।'

ইন্সপেক্টর ক্রোম তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় বলে উঠল, 'তাই নাকি?'

'মনে হচ্ছে, শৌখিনদের ওপর আপনার খুব একটা আস্থা নেই?'

'পুলিস হিসেবে অনুসন্ধান চালানোর যেসব সুযোগ-সুবিধা আমার রয়েছে, আপনাদের তো আর সেগুলো নেই। তাই নয় কি, মিস্টার ক্লার্ক?'

BanglaBook.org

'কিন্তু আমাদের মধ্যে খুনিকে ধরার বাড়তি একটা তাড়না আছে, কারণ আমরা ভিক্টিমদের আত্মীয়-স্বজন। এটাও কিন্তু হিসেবে ধরতে হবে।'

'তাই নাকি?'

'আমার মনে হয় না, আপনার কাজটা খুব একটা সহজ হবে, ইন্সপেক্টর। দেখুন, এ বি সি আপনাদেরকে আবারও না বোকা বানিয়ে দেয়!'

আমি আগেও লক্ষ করেছি, ক্রোমের মুখ খোলাবার জন্য অন্য সব পন্থা খুব একটা কাজে না দিলেও, খোঁচা মারাটা খুব ভাল কাজে দেয়। 'আমার মনে হয়, অন্তত এবার আমাদের প্রস্তুতির ব্যাপারে জনসাধারণের কোন আপত্তি থাকবে না,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'বোকাটা এবার আমাদেরকে যথেষ্ট সময় দিয়েছে। এগারো তারিখ আসতে-আসতে সামনের সপ্তাহ, ঢের লম্বা সময়। মিডিয়াকে খুব ভালভাবে কাজে লাগানো যাবে। ডনকাস্টারের সবাইকে সাবধান করে দেয়া যাবে। যাদের নাম ডি দিয়ে শুরু, তাঁরা প্রত্যেকেই সাবধান হয়ে যাবেন। এটা কিন্তু আমাদের পক্ষেই কাজ করবে। তাছাড়া অন্যান্য এলাকা থেকেও বাড়তি পুলিস ডনকাস্টারে পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

'ইংল্যাণ্ডের সব চিফ কনস্টেবল এই কাজে সম্মতি দিয়েছেন। ডনকাস্টারের সবাই, তা সে পুলিস হোক বা সাধারণ মানুষ, একজন মানুষের খোঁজেই হন্যে হয়ে থাকবে। ভাগ্যের সামান্য একটু সহায়তা পেলেই লোকটাকে পাকড়াও করে ফেলতে পারব আমরা।'

ক্লার্ক ধীর কণ্ঠে বললেন, 'আপনি যে খেলাধুলোর কোন খোঁজ-খবর রাখেন না, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ইন্সপেক্টর।'

ক্রোম এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। 'ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন আপনি, মিস্টার ক্লার্ক?'

BanglaBook.org

'কোন্ দেশে বাস করেন আপনি! পরবর্তী সপ্তাহের বুধবার যে ডনকাস্টারে সেন্ট লেজার রেস হবে, সেটা জানেন না?'

হাঁ হয়ে গেল ইন্সপেক্টরের মুখটা। স্বভাবসুলভ 'তাই নাকি?' শব্দ দুটোও আর মুখ দিয়ে বেরোল না তার। বরঞ্চ বলল, 'তাই তো! পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়াল দেখা যাচ্ছে...'

'এ বি সি উন্মাদ হতে পারে, বোকা নয়।'

কয়েক মিনিটের জন্য বোবা হয়ে গেলাম আমরা সবাই, পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছি।

ঘোড়-দৌড়ের মাঠের দর্শকদের নিয়ে ভাবছে সবাই। খেলা পাগল, আবেগী, ইংরেজ দর্শকেরা অগণিত সমস্যার জন্ম দিতে পারে।

বিড়-বিড় করে বলল পোয়ারো, 'লোকটার মাথা আছে, অনেক ভেবে-চিন্তে তবেই পরিকল্পনা করেছে।'

'আমার বিশ্বাস,' বললেন ক্লার্ক, 'খুনের ঘটনাটা ঘটবে রেস কোর্সে। হয়তো যে মুহূর্তে রেসটা অনুষ্ঠিত হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে।'

এক মুহূর্তের জন্য যেন লোকটার খেলোয়াড়ি মনোভাবটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

উঠে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর ক্রোম, চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে নিল। 'দ্য সেন্ট লেজার...ঝামেলা। কপাল মন্দ আমাদের।' বলেই আর অপেক্ষা করল না সে, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হলওয়ে থেকে একটা মিহি গলার আওয়াজ ভেসে এল। এক মিনিট পর থোরা গ্রে এসে প্রবেশ করল ঘরে। উৎকণ্ঠিত স্বরে জানতে চাইল, 'ইন্সপেক্টর বললেন, আরেকটা চিঠি নাকি এসেছে? এবার কোথায়?'

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। থোরা গ্রের পরনে কালো কোট, স্কার্ট আর ফারের পোশাক। সোনালি চুলের একপাশে রয়েছে ছোট

এক কালো হ্যাট।

রুমে ঢুকে সরাসরি ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্কের কাছে চলে এল সে, প্রশ্নটা করলও লোকটাকে উদ্দেশ্য করে। বুকে হাত রেখে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে।

'ডনকাস্টার। সেন্ট লেজার-এর দিনে।'

আলোচনায় বসে পড়লাম আমরা। আমরা সবাই যে এগারোই সেপ্টেম্বর অকুস্থলে থাকতে চাচ্ছিলাম, সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ওই রেসটার কারণে আগে থেকে কোন পরিকল্পনা করে রাখাটা মুশকিল হয়ে পড়ল।

হতাশা পেয়ে বসল আমাকে। ছয়জনের এই ছোট্ট দলটা এমন কী-ই বা করতে পারবে? তা তাদের ব্যক্তিগত তাড়না যতই প্রবল হোক না কেন।

অগুনতি পুলিস থাকবে সেদিন, তীক্ষ্ণ চোখে সম্ভাব্য সব জায়গায় নজর রাখবে। এর তুলনায় মাত্র ছয় জোড়া চোখ কী এমন কাজে আসতে পারে!

যেন আমার চিন্তার জবাব দেবার জন্য কথা বলে উঠল পোয়ারো। এমন ভঙ্গিতে বলল, যেন সে স্কুলের কোন শিক্ষক কিংবা কোন পাদ্রী।

'বাছারা আমার,' হেসে বলল সে। 'আমাদের শক্তিকে খুব বেশি ছড়িয়ে দেয়া চলবে না। ঠিকঠাক পরিকল্পনা করে এগোতে হবে আমাদের। সত্যটা আমরা খুঁজে পাব নিজেদেরকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে, বাইরে খুঁজলে কাজ হবে না।

'নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন—আমি খুনির ব্যাপারে কী-কী জানি? এই প্রশ্নের উত্তরগুলোকে মেলালেই যে লোকটাকে খুঁজতে হবে, আমরা তার একটা পরিষ্কার ছবি পেয়ে যাব মনের পর্দায়।'

'আমরা যে খুনির ব্যাপারে বলতে গেলে কিছুই জানি না!' অসহায় ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল থোরা গ্রে।

BanglaBook.org

'না, না, মাদামোয়াজেল। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। আমরা প্রত্যেকেই খুনির ব্যাপারে কিছু না কিছু জানি। আমাদের শুধু খুঁজে বের করতে হবে যে সেই তথ্যটা কী! আশা করি, একটু চেষ্টা করলেই তা আমরা পারব।'

ক্লার্ক মাথা নাড়লেন। 'আমরা কিছুই জানি না। জানি না লোকটা যুবক না বৃদ্ধ, ফর্সা না কালো! আমাদের কেউ লোকটাকে দেখেইনি, কথা বলা তো দূরে থাক! আমরা যতটুকু জানি, তা নিয়ে এই পর্যন্ত অনেকবার আলোচনা হয়ে গেছে!'

'না, সবটুকু নিয়ে হয়নি! মিস গ্রে আমাদেরকে বলেছেন যে, স্যর কারমাইকেল খুন হবার দিন তিনি অপরিচিত কাউকে দেখেননি, অমন কারও সাথে কথাও বলেননি!'

নড করল থোরা গ্রে। 'কথাটা সত্যি।'

'তাই কি? লেডি ক্লার্কের কাছে শুনলাম, মাদামোয়াজেল, তিনি জানালা দিয়ে আপনাকে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে অপরিচিত একজনের সাথে কথা বলতে দেখেছেন।'

'আমাকে? অপরিচিত একজনের সাথে?' মেয়েটাকে দেখে হতভম্ব বলে মনে হলো। সেই মুহূর্তে থোরা গ্রের চেহারায় যে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, সেটা অভিনয় হতেই পারে না।

সজোরে মাথা নাড়ল সে। 'লেডি ক্লার্কের ভুল হয়েছে। আমি কখনওই...ওহ্!'

'ওহ্!' শব্দটা একেবারে আচমকাই মেয়েটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, লালিমা এসে ভিড় করল তার ফর্সা গাল দুটোতে।

'মনে পড়েছে! ইস, কী বোকার মত কাজ হয়ে গেল! একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। অনেক ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা স্টকিংস বিক্রি করে বেড়ায়, বিশেষ করে সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত মানুষেরা। একেবারে নাছোড়বান্দা হয় ওরা, সেদিন লোকটার হাত থেকে রক্ষা পেতে

BanglaBook.org

অনেক কষ্ট হয়েছিল আমার।

'ওই বিক্রেতা যখন সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন আমি হল পার হচ্ছিলাম। কড়া না বাজিয়ে, আমার সাথে গল্প জুড়ে দেয় সে। একেবারে নিরীহ দর্শন মানুষ, সেজন্যই সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলাম।'

চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে পোয়ারো, হাত দুটো মাথার পিছনে ভাঁজ করা। আপনমনে এমনভাবে কথা বলছে যে অন্য কেউ আর কোন শব্দ উচ্চারণ করার সাহস পর্যন্ত পেল না, চুপচাপ তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'স্টকিংস,' বলে চলল সে। 'স্টকিংস...স্টকিংস...স্টকিংস... তাই তো...স্টকিংস...স্টকিংস...এই যদি মোটিভ হয়...হ্যাঁ... তিন মাস আগে...আর সেই যে সেদিন...আবার আজ...পেরেছি, ধরতে পেরেছি!'

সোজা হয়ে বসল সে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। 'মনে পড়ে, হেস্টিংস? অ্যাণ্ডোভারে, দোকানের ওপর তলায়। বেডরুমে গেলাম আমরা। চেয়ারের ওপরেই ছিল। একজোড়া নতুন সিল্কের স্টকিংস। এখন বুঝতে পারছি, দিন দুই আগে কেন আমার মনে হচ্ছিল কিছু একটা ধরতে পারছি না! আপনি, মাদামোয়াজেল–' মেগানের দিকে ফিরল ও।

'আপনি আপনার মা-র কান্নার কথা বলছিলেন। খুনের দিন আপনার বোনের জন্য তিনি নতুন স্টকিংস কিনেছিলেন...'

এবার একে-একে আমাদের সবার দিকে তাকাল সে। 'আপনারা ধরতে পারেননি। এই একটা ব্যাপার তিনটা ক্ষেত্রেই উপস্থিত। কাকতালীয় ঘটনা হতেই পারে না। মাদামোয়াজেল মেগানের কথা শুনেই মনে হচ্ছিল, তিনটি খুনকে জোড়া দেয়া যায় এমন কিছু একটা তিনি বলেছেন। এখন বুঝতে পারছি, সেই কিছু একটা কী ছিল!

BanglaBook.org

'মিসেস অ্যাশারের প্রতিবেশী, মিসেস ফাউলারের বলা কথাও পরিষ্কার মনে পড়ছে এখন। তিনি বলেছিলেন, ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা প্রায়ই নানা জিনিস গছিয়ে দেবার চেষ্টা চালায়–স্টকিংসের কথাও বলেছিলেন।

'আচ্ছা, মাদামোয়াজেল, আপনার মা স্টকিংস কিনেছিলেন এক ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার কাছ থেকে, কোন দোকান থেকে নয়, তাই না? দরজায় এসেছিল সেই বিক্রেতা; ভুল বললাম?'

'না। আসলেই মা...এখন মনে পড়ছে আমার। মা বলছিলেন যে, বেচারা মানুষগুলোকে দরজায়-দরজায় ঘুরে-ঘুরে জিনিস বিক্রি করতে দেখে তাঁর মায়া লাগে।'

'কিন্তু যোগাযোগটা কোথায়?' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন ফ্রাঙ্কলিন। 'একজন মানুষ ঘুরে-ঘুরে স্টকিংস বিক্রি করতেই পারে। তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না!'

'তিনটা খুন...নাহ্, কাকতালীয় হতেই পারে না। তিন ক্ষেত্রেই একজন মানুষ স্টকিংস বিক্রি করার অছিলায় খুনের জায়গার রেকি করে গেছে।'

এবার থোরার দিকে ফিরে তাকাল পোয়ারো। 'ভাগ্য এখন আমাদের পক্ষে! লোকটার একটা বর্ণনা দিন তো।'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। 'আমি পারব না...আমি জানি না...যতদূর মনে পড়ে, চোখে চশমা ছিল। আর পরনে একটা জীর্ণ ওভারকোট।'

'আরও ভালভাবে চেষ্টা করুন, মাদামোয়াজেল।'

'সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে হাঁটছিল। মাফ চাইছি, আমি পারব না। আমি লোকটার দিকে ভাল করে তাকাইইনি। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত লোকই সে নয়।'

পোয়ারো গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'একথাটা ঠিকই বলেছেন, মাদামোয়াজেল। এই হত্যাকাণ্ডগুলোর আসল রহস্যই লুকিয়ে

BanglaBook.org

আছে আপনার এই কথাটার মধ্যে। কোন সন্দেহ নেই, আপনি খুনিকেই দেখেছেন! "কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত লোক সে নয়।" হ্যাঁ। আর কোন সন্দেহ নেই আমার। আপনি খুনির একেবারে সঠিক বর্ণনাই দিয়েছেন।'

বাইশ

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর জবানীতে নয়

ক.

মি. আলেকজাণ্ডার বোনাপোর্ট কাস্ট নিশ্চল মূর্তির মত ঠায় বসে আছে। সামনের প্লেটে ঠাণ্ডা হয়ে আসা নাস্তা পড়ে আছে, একবারও মুখে তোলা হয়নি। টি-পটের সাথে একটা খবরের কাগজ হেলান দিয়ে রাখা। এই কাগজটা মনোযোগ দিয়ে পড়ার কারণেই মিস্টার কাস্ট নাস্তার কথা ভুলে গেছে!

আচমকা উঠে দাঁড়াল লোকটা, এক মিনিট পায়চারী করে আবার জানালার পাশে রাখা চেয়ারটায় বসে পড়ল। গুড়িয়ে উঠে দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল।

দরজা খোলার আওয়াজটা কানে যায়নি তার। যে মহিলার ভাড়াটে সে, মিসেস মারব্যারি; তিনি কখন যে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন, সেটাও বুঝতে পারেনি সে।

'ভাবছিলাম, মিস্টার কাস্ট, আপনার সুস্বাদু...এ কী! কী হয়েছে আপনার? অসুস্থ বোধ করছেন?'

মাথা তুলে তাকাল মিস্টার কাস্ট। 'না, না। কোন সমস্যা নেই, মিসেস মারব্যারি। আসলে সকাল থেকে শরীরটা একটু কেমন-কেমন যেন করছে। চিন্তিত হওয়ার মত কিছু নয়।'

নাস্তার প্লেটের উপর নজর পড়ল মিসেস মারব্যারির। 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। নাস্তা স্পর্শ করেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। আবার মাথাব্যথা করছে?'

'না। অন্তত...হ্যাঁ, কেমন যেন খারাপ লাগছে শরীরটা। ঠিক বলে বোঝানো যাবে না।'

'আহা, বেচারা। আজকে কি তাহলে বাইরে যাবেন না?'

আচমকা লাফ দিয়ে উঠল মিস্টার কাস্ট।

'না, না। আমাকে যেতেই হবে। ব্যবসা সংক্রান্ত জরুরি কাজ আছে আমার। কাজটা গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

হাত কাঁপছিল লোকটার। ওর অবস্থা দেখে দুঃখিত গলায় মিসেস মারব্যারি বললেন, 'যাওয়া খুব বেশি জরুরি হলে তো যেতেই হবে। দূরে কোথাও যাচ্ছেন?'

'না। আমি আজকে...' কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল কাস্ট। 'চেলটেনহ্যামে যাচ্ছি।'

লোকটার গলায় এমন অদ্ভুত কিছু একটা ছিল যে, মিসেস মারব্যারি ওর দিকে নজর না ফিরিয়ে পারলেন না।

'চেল্টেনহ্যাম সুন্দর জায়গা,' আলাপ চালাবার জন্য বললেন মহিলা। 'একবার ব্রিস্টল থেকে ওখানে গিয়েছিলাম। দোকানগুলো দারুণ।'

'হতে পারে।'

আচমকা ঝুঁকে পড়লেন মিসেস মারব্যারি, তাঁর পৃথুলা শরীরের জন্য ঝুঁকে দাঁড়ানোটা একটু কষ্টকর বলেই মনে হলো। মেঝেতে পড়ে থাকা পত্রিকাটা তোলার জন্য হাত বাড়ালেন। 'খবরের কাগজে আজকাল খুন-খারাবী ছাড়া আর কিছু বলতে

BanglaBook.org

গেলে ছাপাই হয় না।'

হেডলাইনের উপর একবার নজর বুলিয়ে ওটাকে টেবিলে রেখে দিলেন তিনি। 'আমার একদমই ভাল লাগে না। শিউরে উঠি। তাই এখন ওসব পড়াই বাদ দিয়ে দিয়েছি। মনে হয়, জ্যাক দ্য রিপার যেন ফিরে এসেছে।'

বারকয়েক নড়ে উঠল মিস্টার কাস্টের ঠোঁট, কিন্তু কোন শব্দ বেরোল না।

'পরবর্তী খুনটা ডনকাস্টারে করবে বলে জানিয়েছে এ বি সি,' শঙ্কিত গলায় বললেন মিসেস মারব্যারি। 'তা-ও কিনা আগামীকাল! গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, তাই না? আমার নাম যদি "ডি" দিয়ে শুরু হত আর আমি যদি ডনকাস্টারে থাকতাম, তাহলে প্রথম ট্রেনেই শহর ছেড়ে ভাগতাম। ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। কি বলেন, মিস্টার কাস্ট?'

'কে জানে, মিসেস মারব্যারি। এক্ষেত্রে কোন মতামত নেই আমার।'

'আগামীকাল আবার ঘোড়-দৌড় আছে। খুনি বোধহয় ভাবছে, এটাই ওর সুযোগ। শত-শত পুলিস যাচ্ছে ডনকাস্টারে, অন্তত এখানে তো তেমনই লিখেছে। কী হলো, মিস্টার কাস্ট? আপনাকে দেখে অনেক বেশি অসুস্থ মনে হচ্ছে। ওষুধ এনে দেব নাকি? কিছু মনে করবেন না, আজ মনে হয় আপনার না বেরনোই ভাল।'

মি. কাস্ট নিজেকে টেনে তোলার প্রয়াস পেল। 'সত্যিই জরুরি কাজ আছে আমার, মিসেস মারব্যারি। কাউকে কথা দিলে, সেটা রাখি আমি। ব্যবসা করতে হলে লোকের আস্থা অর্জন করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ! তাই কোন দায়িত্ব নিলে, সেটা পালন করতে হয়।'

'কিন্তু যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন?'

BanglaBook.org

'এখনও তো হইনি, মিসেস মারব্যারি। আর এমনিতেও ব্যক্তিগত কিছু ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত বলে বেশি অসুস্থ দেখাচ্ছে। ঘুমও হয়নি ঠিকমত। এছাড়া আর কোন সমস্যা নেই।'

এমন দৃঢ়তার সাথে কথাগুলো বলল সে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাস্তা গুছিয়ে বিদায় নিলেন মিসেস মারব্যারি।

বিছানার নিচ থেকে একটা স্যুটকেস টেনে বের করল মি. কাস্ট। পায়জামা, স্পঞ্জ ব্যাগ, বাড়তি কলার আর চামড়ার স্লিপার ভরে নিল ওতে। এরপর একটা কাবার্ড খুলে ভেতরে রাখা এক ডজন কার্ড বোর্ডের বাক্স বের করল।

প্রতিটা বাক্স দশ ইঞ্চি বাই সাত ইঞ্চি সাইজের; ওগুলো পরিপাটী করে গুছিয়ে রাখল সে স্যুটকেসে।

টেবিলে পড়ে থাকা রেলওয়ে গাইডটাও দেখে নিল একবার। তারপর হাতে স্যুটকেসটা ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হল-এ ওটাকে নামিয়ে রেখে, হ্যাট আর ওভারকোট পরে নিল। কাজটা করার সময় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। শব্দটা এতটাই জোরাল শোনাল যে, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মেয়েটা পর্যন্ত সচকিত হয়ে ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলো।

'কোন সমস্যা, মিস্টার কাস্ট?'

'না, মিস লিলি।'

'আপনি এত জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন যে...!'

আচমকা বলে উঠল মি. কাস্ট, 'আচ্ছা, মিস লিলি, তুমি কি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়তে বিশ্বাস কর? নিয়তিতে?'

'বিশ্বাস করি কিনা, সেটা আসলে ঠিকঠাক বলতে পারব না। তবে মাঝে-মাঝে এমন দিন আসে, যেদিন মনে হয় সামনে ভয়ঙ্কর কোন বিপদ ওঁৎ পেতে বসে আছে। আবার কোন-কোন দিন মনে হয়, আজ সবকিছু আমার পক্ষেই যাবে।'

BanglaBook.org

'একদম ঠিক বলেছ,' বলে আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মি. কাস্ট। 'যাক সেকথা, গুড বাই, মিস লিলি। গুড বাই। এখানে যতদিন ছিলাম, তোমার কাছে ভাল ব্যবহারই পেয়েছি সবসময়।'

'এমনভাবে বলছেন, যেন চিরতরে বিদায় নিচ্ছেন!' হাসল লিলি।

'না, না। তা হবে কেন!'

'শুক্রবার দেখা হচ্ছে তাহলে।' হেসেই চলেছে মেয়েটা। 'এবার কোথায় যাচ্ছেন? আগের বারের মত কোন সমুদ্র সৈকতে?'

'না, এবার যাচ্ছি চেলটেনহ্যামে।'

'যান, ওই জায়গাটা টর্কুই-এর মত অতটা না হলেও বেশ সুন্দর। টর্কুইতে নিশ্চয়ই আপনার খুব ভাল সময় কেটেছে। তাই না? আমি সামনের বছর ছুটিতে ওখানে যেতে চাই। আচ্ছা, এ বি সি খুনগুলোর একটা ওখানে হয়েছিল, আপনি কি তখন টর্কুইতেই ছিলেন?'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ। কিন্তু চার্চস্টন তো ছয় কি সাত মাইল দূরে!'

'যা-ই হোক, কী উত্তেজনাকর ব্যাপার! তাই না? হয়তো রাস্তায় খুনির পাশ দিয়েই হেঁটে গিয়েছিলেন, ভাবা যায়!'

'হ্যাঁ, কাছেই ছিলাম হয়তো।' মিস্টার কাস্ট এমন মুখব্যাদান করে কথাটা বলল যে, লিলি মারব্যারির সেটা নজর এড়াল না।

'ওহ্, মিস্টার কাস্ট, আপনাকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে।'

'আমি ঠিক আছি, লিলি, একদম ঠিক। গুড বাই, মিস মারব্যারি।'

হ্যাট তুলে বিদায় জানাল সে, এরপর স্যুটকেসটা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

'কী অদ্ভুত একটা মানুষ!' অবাক কণ্ঠে বলল লিলি মারব্যারি। 'মাঝে-মাঝে তো আমার কাছে আধপাগল মনে হয়!'

খ.

ইন্সপেক্টর ক্রোম তার অধস্তনকে বলল, 'স্টকিংস বানায় এমন সবগুলো ফার্মের নাম জোগাড় করে একটা তালিকা বানিয়ে দাও আমাকে। আমি ওদের সব এজেন্টের নাম জানতে চাই। ফেরি করে বেড়ায়, অর্ডার নেয়—এদের নামও।'

'এ বি সি কেসটার জন্য, স্যর?'

'হ্যাঁ। মিস্টার পোয়ারোর অগণিত আইডিয়ার একটা এটা,' তিক্ত স্বরে বলল ইন্সপেক্টর। 'সম্ভবত এটা থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু সম্ভাবনা যত ক্ষীণই হোক না কেন, এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।'

'অবশ্যই। আগে মিস্টার পোয়ারো বেশ অসাধারণ কিছু কাজ করেছেন। কিন্তু এখন মনে হয় মাথাটা ঠিক মত কাজ করছে না তাঁর।'

'চাপাবাজ, বুঝলে!' খেদের সঙ্গে বলল ইন্সপেক্টর ক্রোম। 'সারাক্ষণ বড়-বড় কথা বলে চলেছে। এসব শুনে অনেকে কিন্তু ঠিকই মুগ্ধ হয়ে যায়; তবে আমাকে বোকা বানাতে পারেনি। যা-ই হোক, ডনকাস্টারের প্রস্তুতির ব্যাপারটা...'

গ.

লিলি মারব্যারিকে উদ্দেশ্য করে টম হার্টিগান বলল, 'সকালে তোমার প্রিয় বুড়ো লোকটাকে দেখলাম।'

'কার কথা বলছ? মিস্টার কাস্ট?'

'হ্যাঁ, কাস্টের কথাই বলছি। ইউস্টনে দেখা হলো। দেখে তো মনে হচ্ছিল পথ হারানো কোন মুরগি, অবশ্য লোকটাকে দেখে আমার সবসময় সেটাই মনে হয়। ওকে দেখে রাখার

BanglaBook.org

জন্যই আরেকজনকে নিয়োগ দেয়া দরকার।

'প্রথমে হাত থেকে খবরের কাগজ ফেলে দিল, এরপর ফেলে দিল টিকেট! আমি তুলে হাতে দেয়ার পর বুঝতে পারল, টিকেটটা সে হাতে ধরে নেই! এর আগে নাকি টেরই পায়নি!

'দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গলায় আমাকে ধন্যবাদ জানাল, তবে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না।'

'ও...আচ্ছা,' বলল লিলি। 'তোমাকে মাত্র কয়েকবার দেখেছে সে।'

ঘরের মধ্যখানে একদফা নেচে নিল ওরা।

'অসাধারণ নাচছ আজ,' উষ্ণ গলায় বলল টম।

'তুমিও কম না,' বলে আরেকটু কাছে ঘেঁষে এল লিলি।

আরেক দফা নাচল দু'জনে।

'ইউস্টন বললে, নাকি প্যাডিংটন?' আচমকা জিজ্ঞেস করল লিলি। 'মানে জানতে চাইছি, মিস্টার কাস্টকে কোথায় দেখেছ?'

'ইউস্টনে।'

'তুমি কি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই আমি নিশ্চিত। কেন জানতে চাইছ, বলো তো?'

'কারণ, আমার জানামতে চেলটেনহ্যামে যেতে হলে প্যাডিংটন থেকে ট্রেনে উঠতে হয়।'

'তা তো ঠিকই। কিন্তু কাস্ট তো চেলটেনহ্যামে যাচ্ছিল না, ডনকাস্টারে যাচ্ছিল।'

'চেলটেনহ্যাম।'

'ডনকাস্টার। আমার ভুল হয়নি, মেয়ে! কেননা আমিই তো ওর টিকেটটা তুলে দিয়েছিলাম; তাই না?'

'অদ্ভুত! আমাকে তো বলল, চেলটেনহ্যামে যাচ্ছে। শুনতে যে ভুল করিনি, সেটা নিশ্চিত।'

'ওহ্, তোমার বোঝার ভুল। সে ডনকাস্টারেই যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

জুয়া...বুঝলে। আমিও লেজার-এ ফায়ারফ্লাই-এর ওপরে বাজি ধরেছি। ঘোড়াটাকে নিজ চোখে দৌড়তে দেখলে ভাল লাগত।'

'আমার মনে হয় না মিস্টার কাস্ট ঘোড়ার দৌড়ে বাজি ধরে। দেখে তো তেমন মনে হয় না। ওহ্, টম, আমার তো এখন ভয়ই হচ্ছে। সে না আবার খুন হয়ে যায়! এ বি সি তার পরবর্তী খুনের অকুস্থল হিসেবে ডনকাস্টারের কথাই বলেছে!'

'তাতে কী? কাস্টের কিছুই হবে না। ওর নাম তো আর ডি দিয়ে শুরু না!'

'আগের বারও খুন হয়ে যেতে পারত সে। চার্চস্টনের কাছেই ছিল গতবার।'

'তাই নাকি? একটু বেশি কাকতালীয় হয়ে গেল না?' হাসল টম। 'এর আগের খুনের সময় নিশ্চয়ই বেক্সহিলে ছিল না সে?'

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল লিলি। 'এখানে যে ছিল না, সেটা জানি। হুম...বাইরেই ছিল...আমার মনে আছে। কারণ সে বেদিং-ড্রেস ফেলে গিয়েছিল। মা ওটাকে ঠিকঠাক করে দিয়েছিল। বলেছিল, "গতকাল মিস্টার কাস্ট তাঁর বেদিং-ড্রেস ফেলেই চলে গিয়েছেন।" আর আমি বলেছিলাম, "বেদিং-ড্রেসের কথা ভুলে যাও, বীভৎস এক খুনের ঘটনা ঘটেছে। বেক্সহিলে এক মেয়ে খুন হয়েছে!"'

'কিন্তু কাস্ট যদি তার বাথিং-ড্রেস চেয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সে সমুদ্রের আশপাশেই কোথাও গিয়েছিল। তাই না? আচ্ছা, লিলি...' আমুদে গলায় বলল টম। 'ওই বুড়ো লোকটাও তো এ বি সি হতে পারে!'

'কে, মিস্টার কাস্ট? তার তো একটা মাছি মারতেও হাত কাঁপে।' হেসে ফেলল লিলি।

নাচতে-নাচতে আনন্দের ফোয়ারায় ডুবে গেল ওরা। সচেতনভাবে একে অন্যের সান্নিধ্য পুরোপুরি উপভোগ করছে

BanglaBook.org

ওরা।

কিন্তু অবচেতন মনে আন্দোলিত হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা চিন্তা...

তেইশ

এগারো সেপ্টেম্বর, ডনকাস্টার

ডনকাস্টার!

আমার মনে হয়, ওই এগারো সেপ্টেম্বরের স্মৃতি সারা জীবনই আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, সেণ্ট লেজারের নাম শুনলে ঘোড়-দৌড়ের কথা মনে না পড়ে, খুনের কথাই প্রথমে মনে আসে আমার।

সেদিন সর্বপ্রথম যে অনুভূতিটা হয়েছিল আমার, সেটা হলো–নিজেকে খুব ক্ষীণ, ক্ষুদ্র মনে হওয়া আমরা সবাই-ই উপস্থিত ছিলাম, পোয়ারো, আমি, ক্লার্ক, ফ্রেজার, মেগান বার্নার্ড, থোরা গ্রে, মেরি ড্রাওয়ার, সবাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কী এমন কাজে এল?

একটা দুরাশা কাজ করছিল আমাদের মনে–যদি হাজার-হাজার মানুষের মধ্যে, দুই কি তিন মাস আগে এক পলক দেখা একটা মানুষকে চিনে ফেলা সম্ভব হয়!

মুখে দুরাশা বলছি বটে, কিন্তু আদতে জানতাম, লোকটাকে আচমকা চিনে ফেলার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। তাছাড়া,

BanglaBook.org

থোরা গ্রে ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এ বি সি-কে চেনার কোন সম্ভাবনাও নেই।

এদিকে সে নিজেই কিনা চাপের মুখে ভেঙে পড়েছে! মেয়েটার মধ্যে এখন আর সেই শান্ত, দক্ষ ভাবটা নেই।

বার-বার হাত কচলাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে এখনই কেঁদে ফেলবে। একটু পর-পরই পোয়ারোর কাছে আকুতি জানাচ্ছে, 'আমি লোকটার দিকে ঠিক মত তাকাইনি; কেন তাকালাম না? কী বোকার মত একটা কাজ হয়ে গেল! আপনারা সবাই আমার ওপর নির্ভর করে আছেন...অথচ আমি আপনাদেরকে হতাশ করব। কারণ ওকে চোখের সামনে দেখলেও এখন চিনতে পারব না আমি। এমনিতেই আমি চেহারা তেমন একটা মনে রাখতে পারি না।'

পোয়ারো মেয়েটার ব্যাপারে আমাকে অনেক কটু কথা শুনিয়েছে, এমনকী মাঝে-মধ্যে ওর তীব্র সমালোচনাও করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার বন্ধুর মধ্যে মেয়েটার প্রতি তীব্র সহানুভূতির উপস্থিতি দেখতে পেলাম। অত্যন্ত নরমভাবে মেয়েটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে সে। আমার তো মনে হলো, কোন সুন্দরীকে বিপদে পড়তে দেখলে পোয়ারো নিজেও আমার মতই বিচলিত হয়ে পড়ে!

মমতার সাথে মেয়েটার কাঁধে চাপড় দিল সে। 'নিজেকে সামলান, থোরা, এখন ভেঙে পড়লে চলবে না। আমি জানি, লোকটাকে আবার দেখলে আপনি ঠিকই চিনতে পারবেন।'

'কীভাবে জানেন?'

'অনেক কারণ আছে। তবে একটা বলি, কালোর পরেই কিন্তু লাল আসে।'

'কী বোঝাতে চাইছ, পোয়ারো?' প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইলাম।

BanglaBook.org

'জুয়ার টেবিলের কথা বলছিলাম। রুলে টেবিলে যখন একটানা কালো জেতে, তখন সবাই ধরে নেয়, সামনের দুই-এক দানের মধ্যেই লাল আসবে। এটাকে সম্ভাব্যতার গাণিতিক সূত্র বলতে পার।'

'ভাগ্যের মোড় ঘুরবেই, এটা বলতে চাইছ?'

'ঠিক ধরেছ, হেস্টিংস। আর একারণেই আমাদের খুনি হারবে। এতক্ষণ পর্যন্ত জিতে চলেছে সে, তাই ধরে নেবে, সামনেও জিতবে। জুয়া খেলায় যখন লাগাতার জিত হয়, তখন জুয়াড়ি একবারও ভাবে না যে সঠিক সময়ে খেলাটা বন্ধ করে দেয়া উচিত তার। খুনের ক্ষেত্রেও তাই। বার-বার সফল হওয়া খুনি জানে না কখন তাকে থামতে হবে! বোঝে না, হয়তো পরবর্তী খুনের সময় ভাগ্য ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

'ভাবে, এই সফলতা একমাত্র তার দক্ষতা আর বুদ্ধিমত্তার কারণেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি—যত সাবধানতার সাথেই পরিকল্পনা করা হোক না কেন, ভাগ্যের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া কোন অপরাধই সফল হয় না!'

BanglaBook.org

'এটা একটু বেশি-বেশি হয়ে গেল না?' বিড়-বিড় করে বললেন ক্লার্ক।

পোয়ারো উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'নাহ্, একদম না। ভেবে দেখুন, যে কোন অপরাধ সফল হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ! আমাদের খুনের ঘটনাগুলোর কথাই ধরুন। খুনি যখন মিসেস অ্যাশারের দোকান থেকে বেরোচ্ছিল, ঠিক তখন যদি কেউ দোকানটায় প্রবেশ করত? যদি তার মনে হত, একবার কাউন্টারটার পেছনে উঁকি দিয়ে দেখি! তাহলেই তো মৃতা মহিলাকে দেখতে পেত সে। হয় তখনই খুনিকে ধরে ফেলত, নয়তো পরবর্তীতে পুলিসকে খুব গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য জানাতে পারত।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এরকম সম্ভাবনা তো সবসময়ই থাকে।' বিনা তর্কে পোয়ারোর যুক্তি মেনে নিলেন ক্লার্ক। 'তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, খুনিকে বেশ ঝুঁকি নিতে হয়।'

'ঠিক। খুনি আর জুয়াড়ির মধ্যে আসলে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। আর অন্য অনেক জুয়াড়ির মত, খুনিও জানে না যে ঠিক কখন তাকে থামতে হবে। প্রতিটা সফল খুনের সাথে-সাথে নিজের ক্ষমতার ওপর তার আস্থা বহুগুণে বেড়ে যায়। কোনদিন ভাবে না, "আমার বুদ্ধির খেল যেমন দেখিয়েছি, তেমনি ভাগ্যের সহায়তাও পেয়েছি!" বরঞ্চ সে ভাবে, "আমার বুদ্ধির জোরেই সব হয়েছে!" নিজের ধূর্ততার প্রতি তার আস্থা বাড়তে থাকে আর তখন...ঠিক তখনই ঘুরে যায় ভাগ্যের চাকা। কালোর একচ্ছত্র রাজত্ব শেষ করে দিয়ে উঠে আসে লাল। ডিলার চিৎকার করে ওঠে, "রোগ"!'

'এই কেসেও সেরকম কিছু হবে বলে ভাবছেন?' জানতে চাইল মেগান, ভ্রূ দুটো কুঁচকে আছে।

'আগে হোক পরে হোক, হবে তো বটেই! এতদিন পর্যন্ত ভাগ্য ছিল অপরাধীর পক্ষে, খুব তাড়াতাড়িই সেটা আমাদের পক্ষে চলে আসবে। আমি তো বিশ্বাস করি, এরইমধ্যে পক্ষ বদল হয়ে গেছে! স্টকিংস-এর সূত্রটাই তার প্রমাণ। সবকিছু এখন ওর পছন্দমত না-ও হতে পারে! আস্তে-আস্তে একের পর এক ভুল করতে শুরু করবে এ বি সি...'

'আপনার কথায় আশার আলো দেখতে পাচ্ছি, মিস্টার পোয়ারো,' ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক বললেন। 'আমাদের সবার এই আশাটা খুব দরকার ছিল। আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই কেন যেন ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চাইছিল আমার।'

'আমার মনে হয় না, আজকে আমরা কোন কাজের কাজ

BanglaBook.org

করতে পারব,' নিস্পৃহ গলায় বলল ডোনাল্ড ফ্রেজার।

মেগান খেপে উঠল। 'আগেই হার মেনে বসে থেকো না তো, ডন।'

মেরি ড্রাওয়ার খানিকটা লাজুক স্বরে বলল, 'আমার কী মনে হয়, জানেন? আমার মনে হয়, ব্যাপারটা সফল হতেও তো পারে! ওই জঘন্য বদমাশটা এখানে আছে, আমরা সবাইও এখানে আছি। কে জানে, হয়তো অদ্ভুত কোন উপায়ে ওর সাথে দেখা হয়ে যাবে আমাদের।'

অভিমানী কণ্ঠে বললাম, 'ইস্, আমাদের যদি আরও বেশি কিছু করার থাকত!'

'মনে রাখতে হবে, হেস্টিংস। পুলিসের পক্ষে যা-যা করা সম্ভব, তার সবই ওরা করছে। বাড়তি পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। ইন্সপেক্টর ক্রোমের আচরণ বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু ও যে একজন দক্ষ পুলিস অফিসার, সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই। আর চিফ কনস্টেবল কর্নেল অ্যাণ্ডারসন মোটেও বসে থাকার মানুষ নন। রাস্তা আর রেস কোর্সের ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা নিয়েছেন তিনি। সাদা পোশাকের পুলিসে ছেয়ে থাকবে ডনকাস্টার, মিডিয়া কর্মীদের কথা নাহয় বাদই দিলাম। জনসাধারণও বেশ সাবধান হয়ে আছে।'

BanglaBook.org

ডোনাল্ড ফ্রেজার মাথা নাড়ল। 'আমার তো মনে হচ্ছে এ বি সি খুন করার চেষ্টাই করবে না এখানে। করলে সেটা পাগলামী হয়ে যাবে!'

'সমস্যা হলো,' শুষ্ক কণ্ঠে বললেন ক্লার্ক, 'লোকটা আগে থেকেই পাগল! আপনার কী মনে হয়, মিস্টার পোয়ারো? খুনি কি হাল ছেড়ে দেবে? নাকি...'

'আমার মনে হয়, লোকটা এতটাই বেশি বাতিকগ্রস্ত যে, সে তার কথামত কাজ সারার চেষ্টা ঠিকই করবে! কেননা সেটা না

করলে তো ওকে হার মেনে নিতে হচ্ছে! লোকটার পাহাড়সম অহংবোধ কিছুতেই সেটা হতে দেবে না। এ ব্যাপারে ডাক্তার টমসনেরও একই মত। আমাদের আশা, খুনটা করার চেষ্টা চালানোর সময়ই ওকে ধরে ফেলা সম্ভব হবে।'

ডোনাল্ড আবারও মাথা নাড়ল। 'বড্ড ধূর্ত লোকটা।'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল পোয়ারো। আমরা সবাই ওর না বলা কথাটা বুঝতে পারলাম। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, সারা দিন আমরা কী-কী কাজ করব।

সকালে যতগুলো সম্ভব রাস্তা ঘুরে দেখব, আর তারপর রেস কোর্সের ভিতরের বিভিন্ন নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকব।

তবে এ বি সি-কে চিনতে পারার কোন সম্ভাবনাই নেই আমার, কারণ লোকটাকে কখনও দেখিইনি আমি। তবে যেহেতু আলাদা-আলাদা হয়ে যত বেশি সম্ভব এলাকায় নজর রাখার কথা হচ্ছিল, তাই বললাম ভদ্রমহিলাদের যে কোন একজনের সঙ্গেই যেতে চাই আমি।

পোয়ারো আমার কথা মেনে নিল ঠিকই, কিন্তু ওর চোখের তারায় আমোদের ছায়াটা ঠিকই লক্ষ করলাম আমি।

মেয়েরা যার-যার হ্যাট আনতে ভিতরে চলে গেল।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল ডোনাল্ড ফ্রেজার, আপন মনে কী যেন ভাবছিল! ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক একবার ফিরে তাকালেন ওর দিকে। তারপর পোয়ারোর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে নিচু স্বরে বললেন, 'মিস্টার পোয়ারো, আপনি তো চার্চস্টনে গিয়েছিলেন। আমার ভাবীর সাথেও কথা হয়েছে। তিনি কি কোন মন্তব্য...বা কোন ইঙ্গিত...মানে বলতে চাইছিলাম যে...' বিব্রত হয়ে থেমে গেলেন তিনি।

পোয়ারো এমন নিষ্পাপ একটা চেহারা করে প্রশ্নটার জবাব দিল যে আমি নিজেই ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে

BanglaBook.org

পড়লাম!

‘মন্তব্য? আপনার ভাবীর মন্তব্য বা ইঙ্গিত বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন?’

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক। ‘আপনি হয়তো ভাববেন যে এখন ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়...’

‘আহ্, সংকোচ ঝেড়ে ফেলে বলে ফেলুন তো!’

‘একটা ব্যাপার পরিষ্কার করতে চাইছি আরকী।’

‘অবশ্যই।’

আমার মনে হলো, পোয়ারোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ক্লার্কের মনেও এখন সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। এজন্যই হয়তো বেশ জোরাল কণ্ঠে বললেন, ‘আমার ভাবী নিঃসন্দেহে চমৎকার একজন মহিলা, আমি সবসময়ই তাঁকে পছন্দ করে এসেছি। তবে কিনা, অনেক দিন ধরেই তো তিনি বেশ অসুস্থ অবস্থায় আছেন। আর যে হারে তাঁকে ওষুধ দেয়া হয়, তাতে মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন আসাটা খুবই স্বাভাবিক।’

‘অ্যাঁ?’ পোয়ারোর চোখের আমুদে ভাবটা এখন দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক দুই নৌকায় পা রেখে নিজেকে কীভাবে সামলাবেন, সেটা নিয়ে ব্যস্ত এখন; তাই তাঁর চোখে সেটা ধরা পড়ল না।

‘ব্যাপারটা আসলে মিস গ্রেকে নিয়ে,’ বললেন তিনি।

‘মিস গ্রেকে নিয়ে?’ এখনও নিষ্পাপ কণ্ঠে কথা বলে চলেছে পোয়ারো।

‘লেডি ক্লার্কের মাথায় অদ্ভুত কিছু ধারণা রীতিমত গেড়ে বসেছিল। আসলে হয়েছে কি, থোরা...মানে মিস গ্রে, দেখতে-শুনতে বেশ ভাল...’

‘হুম।’ মেনে নিল পোয়ারো।

BanglaBook.org

'আর মেয়েদেরকে তো চেনেনেই। সবচেয়ে চমৎকার মহিলারাও অন্য মেয়েদের ব্যাপারে বেশ স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন।

'থোরা আমার ভাইকে তাঁর কাজে খুব সাহায্য করত। তিনি সবসময়ই বলতেন, থোরার মত ভাল সেক্রেটারি আগে কখনও পাননি তিনি। মেয়েটাকে অনেক পছন্দও করতেন। কিন্তু সেই পছন্দের মধ্যে অন্য কিছু ছিল না। আসলে থোরা সেরকম মেয়েই নয়...'

'তাই?' সাহায্য করার সুরে বলল পোয়ারো।

'কিন্তু কেন যেন ভাবী ওর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। তবে হ্যাঁ, কোনদিন সেটা প্রকাশ করেননি। কিন্তু কার মারা যাবার পর যখন মিস গ্রে থাকবেন কিনা সেই প্রশ্ন উঠল, এক কথায় মুখের উপর মানা করে দিলেন ভাবী! আমার সন্দেহ, মরফিয়ার ঘোর আর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ঠিক মত ভাবতেও পারেন না এখন। অন্তত নার্স ক্যাপস্টিকের কথা মেনে নিলে, ব্যাপারটা এমনই দাঁড়ায়। তাঁর মতে, ভাবীর মাথায় যে এসব উদ্ভট চিন্তাভাবনা ভিড় করছে, এতে ওর কোন দোষ...' থেমে গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

'বলুন?'

'মিস্টার পোয়ারো, আমি আপনাকে বলতে চাই যে, ভাবীর অদ্ভুত চিন্তাভাবনাগুলোকে বেশি গুরুত্ব না দেয়াই ভাল হবে। ওগুলো এক অসুস্থ মনের কল্পনা মাত্র। এই যে...' পকেট হাতড়ে একটা চিঠি বের করলেন তিনি। 'এই চিঠিটা পড়ে দেখুন। মালয়-এ থাকাকালীন সময়ে কারের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। এতে থোরা আর ওর মধ্যকার সম্পর্কটা কেমন, সেটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।'

পোয়ারো চিঠিটা হাতে নিল। ফ্রাঙ্কলিন ওর পাশে এসে

দাঁড়ালেন, তারপর উঁচু গলায় কয়েকটা লাইন পড়ে শোনালেন।
'—সবকিছু আগের মত চলছে। শার্লটের ব্যথা এখন কিছুটা কম। এরচেয়ে ভাল কোন সংবাদ জানাতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু আফসোস, আমি নিরুপায়। তোমার কি থোরা গ্রের কথা মনে আছে? খুব ভাল মেয়ে। আমাকে খুব সাহায্য করে, সান্ত্বনা দেয়। ও না থাকলে এই কঠিন সময় কীভাবে যে পার করতাম, সেটা কল্পনা করতেও ভয় পাই আমি। আমার প্রতি মেয়েটার সমবেদনায় কখনও এক বিন্দু ভাটা পড়ে না। ওর রুচিও অনেক উন্নত, আমার মতই চাইনিজ শিল্পের প্রতি আলাদা আগ্রহ আছে। ওকে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমার নিজের কোন মেয়ে থাকলেও মনে হয় না ওর মত এতটা করত। মেয়েটার জীবন খুব একটা আনন্দে কাটেনি, কিন্তু আমি খুশি যে এখানে এসে সে একটা বাড়ি আর আমাদের সবার ভালবাসা পেয়েছে।

'দেখলেন তো,' জোর গলায় বললেন ফ্রাঙ্কলিন। 'মেয়েটাকে আমার ভাই কোন্ চোখে দেখত? মেয়ের মত মনে করত ওকে। তাই আমার মনে হয়, কার মারা যাবার সঙ্গে-সঙ্গে ওকে ঘর থেকে বের করে দেয়াটা ভাবীর অন্যায় হয়েছে! মেয়েদের ওপর মাঝে-মাঝে খোদ শয়তান ভর করে, মিস্টার পোয়ারো!'

'আপনার ভাবী এখনও অসুস্থ, এখনও তাঁকে তীব্র ব্যথা সহ্য করতে হয়; এই কথা ভুলে যাবেন না যেন।'

'আমি জানি। নিজেকে বার-বার এসবই বলছি। ওঁর বিচার করার অধিকার কেউ রাখে না। যা-ই হোক, ভাবলাম আপনাকে জিনিসটা দেখাই। লেডি ক্লার্কের বলা কোন কথার জের ধরে, থোরার ব্যাপারে আপনার মনে কোন ভুল ধারণা জন্ম নিক, সেটা চাইনি।'

পোয়ারো চিঠিটা ফিরিয়ে দিল।

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি,' হাসতে-

হাসতে জবাব দিল সে, 'কারও কথা শুনেই আমি সিদ্ধান্ত নিই না।'

'বেশ,' পকেটে চিঠিটা ঢুকিয়ে রাখতে-রাখতে বললেন ক্লার্ক। 'তবুও আপনাকে চিঠিটা দেখিয়েছি বলে স্বস্তি লাগছে। মেয়েরা এসে পড়েছে, যাবার সময় হলো আমাদের।'

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পোয়ারো আমাকে ইশারায় কাছে ডাকল। 'তুমি কি আসলেই আমাদের সাথে যেতে চাও, হেস্টিংস?'

'অবশ্যই। এখানে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগবে না আমার।'

'শরীর যেমন পরিশ্রম করে, মনও কিন্তু তেমন পরিশ্রম করতে পারে, হেস্টিংস।'

'মনের পরিশ্রমটা আমার চাইতে তুমিই অনেক ভালভাবে করতে পার, পোয়ারো।'

'তা তুমি ঠিকই বলেছ, হেস্টিংস। তুমি নিশ্চয়ই মেয়েদের একজনকে সঙ্গ দিতে চাও?'

'তাই তো ভেবেছিলাম।'

'তা কোন্ মেয়েটাকে আপনার সঙ্গ দিয়ে ধন্য করতে চান, জনাব?'

'আসলে...অ্যাঁ...ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি আমি।'

'মিস বার্নার্ড হলে কেমন হয়?'

'বড্ড বেশি স্বাধীনচেতা,' বিড়বিড় করলাম।

'মিস গ্রে?'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে যাওয়াটাই ভাল হবে।'

'হেস্টিংস, এই মুহূর্তে তোমাকে আমার বড় বেশি অসৎ বলে মনে হচ্ছে! প্রথম থেকেই তুমি মনে-মনে সোনালিচুলো পরীর সাথে দিনটা কাটাতে চাইছিলে!'

BanglaBook.org

‘ফালতু কথা বোলো না তো, পোয়ারো!’

‘তোমার পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দেয়ার জন্য দুঃখিত, বন্ধু। কিন্তু তোমাকে যেতে হবে অন্য একজনের সাথে।’

‘ওহ্, ঠিক আছে। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে তুমি নিজেই বরং ওই ডাচ পুতুলটার প্রতি দুর্বল!’

‘মেরি ড্রাওয়ারের সাথে থাকতে হবে তোমাকে। আর আমার অনুরোধ রইল, মেয়েটাকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করা চলবে না তোমার।’

‘কিন্তু কেন, পোয়ারো?’

‘কেননা, বন্ধু, মেয়েটার নামের শুরু হয়েছে “ডি” দিয়ে। ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।’

ওর যুক্তিটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। প্রথম-প্রথম অবশ্য দূরকল্পনা মনে হচ্ছিল। পরে মনে পড়ল, প্রথম থেকেই পোয়ারোর প্রতি এক ধরনের ঘৃণা দেখিয়ে আসছে এ বি সি। তাই পোয়ারোর কর্মকাণ্ডের উপর তার নজর রাখাটা বিচিত্র নয়।

সেক্ষেত্রে মেরি ড্রাওয়ারকে খুন করাটা হবে, তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব পোয়ারোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া।

প্রতিজ্ঞা করলাম, এক মুহূর্তের জন্যও মেরিকে চোখের আড়াল করব না। পোয়ারোকে জানালার পাশের চেয়ারে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়লাম আমি। ওর সামনে ছোট একটা রুলে খেলার চাকা। দরজা দিয়ে বেরুচ্ছি এমন সময় সেটাকে ঘোরাল ও, এরপর আমাকে ডেকে বলল, ‘রোগ! শুভ লক্ষণ, হেস্টিংস। ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে!’

BanglaBook.org

চব্বিশ

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর জবানীতে নয়

মি. লেডবেটারের মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এল। কেননা তাঁর পাশের দর্শক বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে, লোকটার হাতের হ্যাট পড়ে গিয়েছে সামনের সীটে। সেটা ওঠাবার জন্য এখন তাঁর ওপর দিয়েই ঝুঁকে পড়েছে বেআক্কেল লোকটা। আর এসমস্ত ঘটনা ঘটছে 'নট আ স্প্যারো' নামের চলচ্চিত্রের একেবারে মোক্ষম মুহূর্তে। সারা সপ্তাহ জুড়ে এই অল-স্টার, রোমাঞ্চকর চলচ্চিত্রটা দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ছিলেন মি. লেডবেটার।

সোনালিচুলো নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ক্যাথেরিন রয়্যাল (মি. লেডবেটারের মতে যিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী)।

এই মাত্র ক্যানকেনে গলায় চিৎকার করে নায়িকা বলছিল, 'কক্ষণো না, এর চেয়ে না খেয়ে মারা যাব, সে-ও ভাল। কিন্তু না, না খেয়ে আমাকে মরতে হবে না। আমার কথাগুলো মনে রেখো: নট আ স্প্যারো–'

ডানে-বাঁয়ে বিরক্তির সাথে মাথা নাড়লেন মি. লেডবেটার। কী আজব মানুষ! কেন যে এরা পুরো ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না! তা-ও কিনা আবার এমন হৃদয়

BanglaBook.org

বিদারক মুহূর্তে হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে!

আহ্, অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। বিরক্তিকর লোকটা সামনে থেকে চলে যাচ্ছে। স্ক্রিনের পুরোটা এখন দেখতে পাচ্ছেন মি. লেডবেটার।

এই মুহূর্তে ক্যাথেরিন রয়্যাল, নিউ ইয়র্কের ভ্যান শিরেইনার ম্যানশনের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

আর এখন তিনি ট্রেনে চড়ছেন...বাচ্চাটা তাঁর কোলেই আছে...

আমেরিকার ট্রেনগুলো কেমন যেন অদ্ভুত, একেবারেই ইংল্যাণ্ডের ট্রেনগুলোর মত নয়।

আহ্, স্টিভকে দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ি কুটিরে আশ্রয় নিয়েছে সে...

অবশেষে, শেষ হয়ে গেল ছবিটা...

তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন মি. লেডবেটার; হলের বাতিগুলো জ্বলে উঠল।

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর আলোতে খানিকটা অসুবিধা হচ্ছে। কয়েকবার চোখের পাতা মিট-মিট করলেন তিনি।

হল থেকে বেরোবার সময় তিনি কখনওই তাড়াহুড়ো করেন না। আচ্ছন্নভাবটা কাটিয়ে বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে আসতে কিছুক্ষণ সময় লাগে তাঁর।

চারপাশে নজর বোলালেন তিনি। আজ, এই বিকালের শো-তে খুব একটা ভিড় নেই। সবাই যে ঘোড়-দৌড় নিয়ে ব্যস্ত!

মি. লেডবেটার রেস বা তাস খেলা; মদ্যপান কিংবা ধূমপান, কোনটাই পছন্দ করেন না। এগুলো থেকে বেঁচে যাওয়া কর্মশক্তিটা তিনি সিনেমা দেখার কাজে লাগান।

সবাই দ্রুত পায়ে এক্সিটের দিকে এগোচ্ছে। মি. লেডবেটার

BanglaBook.org

ধীর পায়ে তাদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন।

তাঁর সামনের ভদ্রলোক নিজের আসনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন, সিটের ওপর গোটা দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছেন!

মি. লেডবেটার বুঝতে পারলেন না, নট আ স্প্যারোর মত একটা সিনেমা দেখতে এসে কীভাবে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে!

বিরক্ত কণ্ঠে এক ভদ্রলোক ঘুমন্ত লোকটাকে ডাকছিলেন, তার পা ওই লোকটার এগোবার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। 'এক্সকিউজ মি, স্যর।'

এক্সিটের কাছে পৌঁছে ফিরে তাকালেন মি. লেডবেটার। মনে হলো, হলের কোথাও কোলাহল শুরু হয়ে গিয়েছে। হলের দারোয়ানকে দেখতে পেলেন তিনি, সেই সাথে একগুচ্ছ মানুষ। ইতস্তত করে বেরিয়ে পড়লেন তিনি, আর তাই মিস করলেন দিনের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা। এক-এ পঁচাশি দরে সেন্ট লেজার জিতে যাওয়া ঘোড়াটাও এতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারেনি!

দারোয়ান বলছিল, 'আপনি মনে হয় ঠিকই বলেছেন, স্যর। ভদ্রলোক অসুস্থ...কী-কী হলো, স্যর?'

যাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা হচ্ছিল, তিনি ইতোমধ্যে হাত সরিয়ে নিয়েছেন। অবাক বিস্ময়ে হাতে লেগে থাকা লালচে রঙটার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'রক্ত...'

আঁতকে উঠল দারোয়ান। তবে তার চোখের কোনায় আসনের নিচে পড়ে থাকা হলদে বস্তুটা ঠিকই ধরা পড়ল।

'হায়, ঈশ্বর!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এ যে দেখছি এ বি সি!'

BanglaBook.org

পঁচিশ

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর জবানীতে নয়

মি. কাস্ট দ্য রিগ্যাল সিনেমা থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল। খুব সুন্দর একটা সন্ধ্যা...খুব অদ্ভুত সুন্দর এক সন্ধ্যা...

ব্রাউনিং-এর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার, 'স্রষ্টা স্বর্গে বসে আছেন। দুনিয়াতে সবকিছু নিয়ম মত চলছে।' কথাটা তার খুব পছন্দের।

সমস্যা হলো মাঝে-মধ্যে...নাহ্, এখন প্রায়ই এমন সময় আসে যখন এই কথাটাকে মিথ্যা বলে মনে হয়। মুচকি হেসে হাঁটা শুরু করল।

দ্য ব্ল্যাক সোয়ানে উঠেছে সে। ওখানে পৌছবার আগ পর্যন্ত তার মুখে হাসিটা লেগেই রইল। সিঁড়ি বেয়ে নিজের শোবার ঘরে উঠে এল সে, তিনতলার ছোট একটা রুম ভাড়া নিয়েছে।

ঘরে ঢোকা মাত্রই কেমন যেন মিইয়ে গেল সে।

পরনে কোট ছিল, কোটের হাতার কাছে স্পষ্ট একটা দাগ লেগে রয়েছে। অপ্রকৃতিস্থের মত দাগটাকে স্পর্শ করল–ভেজা... আর লাল...রক্ত!

ধীর গতিতে পকেটে হাত ঢোকাল সে; বের করে আনল লম্বা বাঁকানো একটা ছোরা। ছোরাটাও চটচটে আঠাল...লাল...

BanglaBook.org

অনেকক্ষণ নিজের জায়গায় ঠায় বসে রইল মি. কাস্ট।

আতঙ্কিত পশুর মত ঘরের চারদিকে উড়ে বেড়াল ওর নজর।

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে জিভ দিয়ে বারকয়েক ঠোঁট চাটল সে।

'আমার কোন দোষ নেই,' আপনমনে বলল মি. কাস্ট।

ওর কথাটা শুনতে পেলে যে কেউ ভাবত, হয়তো কারও সাথে তর্ক করছে লোকটা; যেন স্কুলের হেডমাস্টারের সাথে তর্ক করছে কোন ছাত্র।

আরেকবার ঠোঁটজোড়াকে ছুঁয়ে গেল ওর জিভ।

আরেকবার সে স্পর্শ করল কোটের হাতা।

রুমের ওপাশে রাখা ওয়াশ-বেসিনটার ওপর নজর পড়ল তার।

এক মিনিট পর দেখা গেল, একটা পুরনো আমলের জগ থেকে বেসিনে পানি ঢালছে সে। কোটটা খুলে নিয়ে, হাতাটা ধোয়ার কাজে লেগে পড়ল। বেশ সাবধানতার সঙ্গে পানি ভিজিয়ে ডলে চলেছে...

আচমকা দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হলো।

জায়গায় দাঁড়িয়ে যেন বরফ হয়ে গেল সে, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল দরজার কবাটের দিকে।

খুলে গেল দরজাটা। এক পৃথুলা তরুণী দৃঢ়পায়ে ঢুকল ঘরে, হাতে শোভা পাচ্ছে একটা পানির জগ।

'ওহ্,' মাফ করবেন, স্যর। আপনার জন্য গরম পানি নিয়ে এসেছি।'

অনেক কসরত করে অবশেষে মুখ খুলল মি. কাস্ট, 'ধন্যবাদ...আমি ঠাণ্ডা পানি দিয়েই কাজটা সেরে ফেলেছি...' বলেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারল সে। কারণ শব্দ কয়টা ণ করার সাথে-সাথেই মেয়েটার নজর ওর বেসিনের দিকে

BanglaBook.org

চলে গেছে।

মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল মি. কাস্ট, ‘আমি...আমি হাত কেটে ফেলেছি...’

দীর্ঘ নীরবতার পর অবশেষে মেয়েটা বলল, ‘জী, স্যর।’

বলেই আর এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়াল না মেয়েটা, তাড়াহুড়ো করে দরজা লাগিয়ে বেরিয়ে গেল।

মি. কাস্ট এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল, যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে সে। খরগোশের মত কান খাড়া করে রইল সে।

অপেক্ষা করে রইল শোনার...

অপেক্ষা করল ভয়ার্ত আর বিস্মিত কিছু বিক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বরের...

অপেক্ষা করল ক্ষিপ্ত লোকজনের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসার...

কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও সে নিজের হৃৎপিণ্ডের পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলার আওয়াজটা ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনতে পেল না...

আচমকা সংবিৎ ফিরে পেল সে, দ্রুত কাজে নেমে পড়ল।

কোটটা পরে নিয়ে, আলতো পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। খুলে ফেলল দরজাটা; এখন পর্যন্ত নিচের বার থেকে ভেসে আসা গুঞ্জন ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ কানে আসেনি তার। গুটি গুটি পায়ে নিঃশব্দে নিচে নেমে এল মি. কাস্ট।

এখনও নীরব চারপাশ!

ভাগ্য...ভাগ্যই ওকে সঙ্গ দিচ্ছে।

সিঁড়ির নিচে এসে খানিকক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়াল সে।

এবার কোন্ দিকে?

মনস্থির করে নিয়ে দ্রুতপায়ে ইয়ার্ডে চলে এল সে। দু'জন শোফার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজেদের গাড়ির কাজ করছে আর ঘোড়-দৌড় নিয়ে রসাল গল্পে মেতে উঠেছে।

BanglaBook.org

মি. কাস্ট চটজলদি ইয়ার্ড পার হয়ে রাস্তায় নেমে এল।

প্রথম বাঁকে ডানে মোড় নিল, এর পরেরটায় বাঁয়ে, এরপর আবার ডানে...

স্টেশনে যাবার ঝুঁকিটা নেয়া কি ঠিক হবে?

হ্যাঁ...ওখানে এই মুহূর্তে ভিড় লেগে থাকার কথা। বিশেষ ট্রেন সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে নিশ্চয়ই। যদি ভাগ্য সঙ্গে থাকে, তাহলে কোন সমস্যা হওয়ার কথা না।

যদি ভাগ্য সঙ্গে থাকে...

ছাব্বিশ

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর জবানীতে নয়

ইন্সপেক্টর ক্রোম মনোযোগ দিয়ে মি. লেডবেটারের উত্তেজিত কণ্ঠে বলা কথাগুলো শুনছিল।

'ইন্সপেক্টর সাহেব, ঘটনাটা মনে করলেই আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। পুরো সময়টা খুনি কিনা আমার পাশেই বসা ছিল!'

ইন্সপেক্টর ক্রোমের অবশ্য মি. লেডবেটারের হৃৎস্পন্দন নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। তাই নির্বিকার গলায় বলল, 'আমাকে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কারভাবে বুঝতে দিন। সিনেমা শেষ হওয়ার আগে-আগেই এক লোক হল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল...'

'যেই সেই সিনেমা নয়, ক্যাথেরিন রয়্যাল অভিনীত—নট আ স্প্যারো,' নিজের অজান্তেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বলে উঠলেন মি.

BanglaBook.org

লেডবেটার।

'আপনার পাশ দিয়ে যাবার সময় হোঁচট খেল...'

'এখন বুঝতে পারছি, আসলে হোঁচট খায়নি সে, খাওয়ার ভান করেছিল কেবল। এরপর আমার সামনের আসনটায় ঝুঁকে পড়ে হ্যাটটা তুলে নিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে নিশ্চয়ই বেচারা লোকটাকে ছুরি মেরেছিল খুনিটা।'

'কোন শব্দ শুনতে পাননি আপনি? অথবা চিৎকার? গুঙিয়ে ওঠার আওয়াজ?'

মি. লেডবেটারের কানে ক্যাথেরিন রয়্যালের কণ্ঠ ছাড়া কিছুই প্রবেশ করছিল না তখন। বাঘের গর্জনও হয়তো কান এড়িয়ে যেত তাঁর। তবে কল্পনাশক্তির সাহায্য নিয়ে গুঙিয়ে ওঠার একটা আওয়াজ বানিয়ে নিলেন তিনি।

ইন্সপেক্টর ক্রোম সেটা মেনেও নিল।

মি. লেডবেটার বলে চললেন, 'এরপর লোকটা বাইরে চলে গেল...'

BanglaBook.org

'লোকটার বর্ণনা দিতে পারবেন?'

'অনেক লম্বা। কম করে হলেও ছয় ফুট হবে, দানব একটা।'

'ফর্সা না কালো?'

'আমি...আসলে...নিশ্চিত নই। আমার মনে হয়, মাথায় টাক ছিল লোকটার, চেহারায় ছিল শয়তানীর ছাপ।'

'খুড়িয়ে হাঁটছিল নাকি?' জানতে চাইল ক্রোম।

'হ্যা...হ্যা। একদম ঠিক বলেছেন। আপনার প্রশ্ন শুনেই ব্যাপারটা মনে পড়ল। কালো, লোকটার গায়ের রঙ একদম কালো ছিল। মনে হয় দোআঁশলা সে।'

'মাঝখানে যখন একবার আলো জ্বলে উঠেছিল, তখন কি লোকটা নিজের আসনেই ছিল?'

'নাহ্, ছবি শুরু হওয়ার পরে এসেছিল সে।'

নড করল ইন্সপেক্টর ক্রোম, মি. লেডবেটারকে সই করার জন্য একটা স্টেটমেন্ট এগিয়ে দিল। তারপর বিদায় দিল লোকটাকে।

'এর চাইতে বাজে সাক্ষী আর হয় না,' হতাশ কণ্ঠে বলল সে। 'কেবল হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মিলিয়ে চলেছে সে। লোকটার যে খুনি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই, সেটা একদম স্পষ্ট। দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে এসো।'

ডাক পেয়ে জড়সড় ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল দারোয়ান লোকটা, চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ কর্নেল অ্যাণ্ডারসনের উপর। 'হ্যাঁ, জেমসন। এবার তোমার গল্পটা বলো, শুনি।'

স্যালুট করল জেমসন। 'ইয়েস, স্যর। ছবির একেবারে শেষের দিকের কথা, স্যর। আমাকে বলা হলো, এক ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নিজের আসনে একদম গা এলিয়ে ছিলেন তিনি।

'আরও অনেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁকে। দেখেই মনে হচ্ছিল, অবস্থা খুব খারাপ, স্যর। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোক অসুস্থ মানুষটার কোটে হাত দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। রক্ত, স্যর। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন; ছুরি মারা হয়েছিল, স্যর। আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল আসনের নিচে পড়ে থাকা এ বি সি রেলওয়ে গাইডটা। পুলিসের যেন কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য কিছুই স্পর্শ করিনি আমি। সঙ্গে-সঙ্গে পুলিসে খবর দিয়েছি।'

'খুব ভাল কাজ করেছ, জেমসন। একদম এটাই করা উচিত সবার।'

'ধন্যবাদ, স্যর।'

'ছবি শেষ হবার মিনিট পাঁচেক আগে কাউকে কি হল থেকে

BanglaBook.org

বেরোতে দেখেছ?'

'অনেকেই বের হয়েছিল, স্যর।'

'তাদের কারও বর্ণনা দিতে পারবে?'

'পারব না, স্যর। একজন যে মিস্টার জেফ্রি পারনেল ছিলেন তা মনে আছে। স্যাম বেকার নামের যুবকটাও ছিল, সাথে ছিল তার প্রেমিকা। এছাড়া আর কারও কথা মনে পড়ছে না, স্যর।'

'আফসোসের কথা। কী আর করা! ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো, জেমসন।'

'ইয়েস, স্যর।' আরেকবার স্যালুট ঠুকে চলে গেল দারোয়ান।

'ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট চলে এসেছে,' গম্ভীর গলায় বললেন কর্নেল অ্যাণ্ডারসন। 'যে লোকটা মৃত ব্যক্তিটির দেহে হাত রেখেছিল, তাকে আসতে বলো এবার।'

ঠিক এসময় একজন পুলিস কনস্টেবল এসে স্যালুট ঠুকল। 'মিস্টার এরকুল পোয়ারো এসেছেন, স্যর। তাঁর সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক আছেন।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ইন্সপেক্টর ত্রোম।

'কী আর করা...' বিরক্তি নিয়ে বলল সে। 'আসতে বলো। বেহুদা ঝামেলা...'

BanglaBook.org

সাতাশ

ডনকাস্টারের খুন

পোয়ারোর ঠিক পেছনেই ছিলাম বলে ইন্সপেক্টর ক্রোমের মন্তব্যটা আমিও শুনতে পেলাম।

চিফ ইন্সপেক্টর আর ক্রোম, দু'জনকেই বেশ চিন্তিত আর হতাশ দেখাচ্ছিল। আমাদেরকে দেখে নড করলেন কর্নেল অ্যাণ্ডারসন। 'এসেছেন দেখে খুশি হয়েছি, মিস্টার পোয়ারো,' ভদ্রতার সুরে বললেন। আমার ধারণা, ইন্সপেক্টর ক্রোমের মন্তব্য যে আমাদের কান এড়ায়নি, সেটা পরিষ্কার টের পেয়েছিলেন তিনি। 'আবারও সম্যায় পড়ে গিয়েছি, বুঝেছেন?'

'আরেকটা এ বি সি মার্ডার?'

'হ্যাঁ। এবারের খুনের পদ্ধতি অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক বেশি দুঃসাহসী। বলতে গেলে একজন দর্শকের সামনেই আরেকজনের পিঠে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে!'

'এবার তাহলে ছুরি ব্যবহার করেছে সে?'

'হ্যাঁ, একেকবারে একেক পদ্ধতি! প্রথমে মাথায় আঘাত করে মারল, এরপর গলায় ফাঁস দিয়ে। আর এবার খুন করল ছুরি দিয়ে। একেবারে সব্যসাচী খুনি! মেডিক্যাল বিষয়ক কিছু তথ্য অবশ্য দিতে পেরেছেন ডাক্তার, দেখতে চাইলে দেখুন।'

পোয়ারোর দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'মৃত

BanglaBook.org

মানুষটার পায়ের কাছে একটা এ বি সি পড়ে ছিল।'

'মানুষটার পরিচয় জানা গেছে?' জানতে চাইল পোয়ারো।

'হ্যাঁ। এবার কিন্তু ভুল করেছে এ বি সি! অবশ্য তাতে আমাদের খুশি হবার কোন কারণ নেই। মৃত লোকটার নাম, আর্লসফিল্ড–জর্জ আর্লসফিল্ড। পেশায় নাপিত ছিল।'

'অদ্ভুত,' মন্তব্য করল পোয়ারো।

'একটা চিঠি মাঝখান থেকে বাদ পড়ল নাকি!' চিন্তিত গলায় বললেন কর্নেল।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল পোয়ারো।

'পরের সাক্ষীকে ডাকব নাকি?' জানতে চাইল ক্রোম। 'লোকটা বাড়ি ফিরতে চাইছে।'

'আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা। আসতে বলো।'

অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে চাকরের অভিনয় করা লোকটার মত দেখতে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক ভেতরে প্রবেশ করলেন। উত্তেজিত লোকটার কথা বলতেই কষ্ট হচ্ছে। 'এমন বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আর হয়নি আমার,' করুণ গলায় বললেন তিনি। 'আমার হৃৎপিণ্ড দুর্বল, স্যার। একদম দুর্বল। আরেকটু হলেই মারা পড়তাম।'

'দয়া করে আপনার নামটা বলুন,' বিরক্ত গলায় বলল ইন্সপেক্টর।

'ডাউনস, রজার ইমানুয়েল ডাউনস।'

'পেশা?'

'আমি হাইফিল্ড স্কুল ফর বয়েজ-এ শিক্ষকতা করি।'

'আচ্ছা, মিস্টার ডাউনস, আপনার অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।'

'আমি একদম সংক্ষেপে আপনাকে বলতে পারি। ছবি শেষ হওয়া মাত্রই আসন ছেড়ে উঠে পড়ি আমি। আমার বাঁ পাশের

BanglaBook.org

সিটটা ফাঁকা ছিল, তবে তার ঠিক পরের আসনটায় একজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, ঘুমাচ্ছেন। আমি তাঁকে ডিঙিয়ে যেতে পারছিলাম না, তাঁর পা বাধা দিচ্ছিল। অনুরোধ করে বললাম, আমাকে যেন পার হতে দেন উনি, কিন্তু এক বিন্দু নড়লেন না ভদ্রলোক। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই গলার স্বরটা খানিকটা উঁচু করতে হলো আমাকে। তবুও তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। তাই বাধ্য হলাম লোকটার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে। কিন্তু ধরা মাত্রই তাঁর দেহটা আগের চাইতেও বেশি এলিয়ে পড়ল। বুঝতে পারলাম, হয় তিনি অসুস্থ নয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। তাই বেশ জোরেই চেঁচালাম, "এই ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, দয়া করে কেউ দারোয়ানকে ডেকে আনুন।"

'দারোয়ান এল। লোকটার কাঁধ থেকে হাত সরাবার সময় লক্ষ করলাম, কেমন যেন ভেজা-ভেজা মনে হচ্ছে। ভালভাবে তাকিয়ে দেখি, লাল হয়ে আছে আমার হাত...ওহ্, কী ভয়াবহ ব্যাপার! সেই মুহূর্তে আরেকটা দুর্ঘটনাও কিন্তু ঘটে যেতে পারত! এমনিতেই ডাক্তাররা বলছেন, আমার হৃদ্‌যন্ত্র ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে...'

কর্নেল অ্যাণ্ডারসন অদ্ভুত চোখে মি. ডাউনস-এর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। 'নিজেকে একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ মনে করুন, মিস্টার ডাউনস।'

'সেটা আমি ঠিকই মনে করি, স্যর। সামান্য প্যালপিটিশন পর্যন্ত হয়নি আমার!'

'আমার কথাটা বোধহয় আপনি ধরতে পারেননি, মিস্টার ডাউনস। আপনি মৃত লোকটার মাত্র দুই আসন দূরে বসে ছিলেন, তাই না?'

'আসলে প্রথমে ঠিক ওর পাশের আসনটাতেই বসে ছিলাম

আমি। কিন্তু একটা খালি আসনের পেছনে ফাঁকায় বসার জন্য পরের দিকে আরও এক আসন সরে বসেছিলাম।'

'মৃত লোকটার সাথে আপনার আকারের অনেক মিল আছে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় সমানই বলা চলে। তার উপর মৃত লোকটার মত আপনার গলাতেও একটা উলের স্কার্ফ বাঁধা ছিল।'

'তাতে কী আসে-যায়, অ্যাঁ?' আড়ষ্ট কণ্ঠে জানতে চাইলেন মি. ডাউনস।

'আমরা আপনাকে বলতে চাইছি,' শান্ত গলায় বললেন কর্নেল অ্যাণ্ডারসন। 'খুনি আসলে আপনাকেই অনুসরণ করছিল; আপনার পিছু নিয়েই সিনেমা হলের ভেতরে ঢুকেছে সে। কিন্তু পরবর্তীতে ছুরি মারার জন্য ভুল মানুষটার পিঠ বেছে নেয় সে। সম্ভবত আপনার সরে বসা আর হলের ভিতরের আধো-অন্ধকারই আপনার জীবন বাঁচিয়েছে। লোকটা যদি আপনাকে খুন করার জন্য না এসে থাকে, তাহলে আমি নিজের টুপি চিবিয়ে খাব।'

এতক্ষণ ধরে মি. ডাউনসের হৃৎপিণ্ড ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাটা সহ্য করতে পারলেও, এবার সেটা হাল ছেড়ে দিল।

চেয়ারের উপর দেহের ভার ছেড়ে দিলেন তিনি। রীতিমত আঁতকে উঠলেন; বেগুনি হয়ে উঠল তাঁর চেহারা।

'পানি,' খাবি খেতে-খেতে বললেন। 'পানি...'

পানি ভর্তি একটা গ্লাস এগিয়ে দেয়া হলো। তাতে চুমুক দিতে-দিতে চেহারার রঙ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল তাঁর।

'আমার জন্য?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন তিনি। 'কিন্তু আমিই কেন?'

'সাদা চোখে দেখে তো ব্যাপারটা সেরকমই মনে হচ্ছে,' হালকা গলায় বলল ক্রোম। 'এটা ছাড়া আর কোন যুক্তি ধোপে টিকছে না।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন, এই জঘন্য অপরাধী...এই

BanglaBook.org

রক্তপিপাসু খুনি আমাকে খুন করার জন্য সারাদিন অনুসরণ করেছে?'

'অনেকটা সেরকমই।'

'কিন্তু কেন? আমাকেই কেন?' আবারও জানতে চাইলেন রাগান্বিত স্কুল-শিক্ষক।

ইন্সপেক্টর ক্রোমকে দেখে মনে হলো তার নির্ঘাত বলতে ইচ্ছে করছে, 'কেন নয়?' কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। মুখে বলল, 'একটা উন্মাদের আচরণের পেছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজতে যাওয়াটা বোকামি হবে।'

'ঈশ্বর আমার আত্মাকে শান্তি দিক,' ফিসফিস করে বললেন মি. ডাউনস। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মনে হচ্ছিল বিগত কয়েক মিনিটে কয়েক দশক বয়স বেড়ে গেছে তাঁর। 'আমাকে যদি আপনাদের আর কোন প্রয়োজন না হয়, বাড়ি ফিরতে চাই আমি। খুব...খুবই খারাপ লাগছে আমার।'

'আপনি যেতে পারেন, মিস্টার ডাউনস। আমি আপনার সাথে একজন কনস্টেবল পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'ওহ্, না, না। ধন্যবাদ। বাড়তি ঝামেলা পোহানোর কোন দরকার নেই আপনাদের। আমি একাই ফিরতে পারব।'

BanglaBook.org

'তবুও।' কর্নেল অ্যাণ্ডারসন জোর করলেন। ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন তিনি; নড করল ক্রোম।

কাঁপতে-কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন মি. ডাউনস।

'ভাগ্য ভাল যে শক খেয়ে মারা যায়নি বেচারা,' শান্ত গলায় বললেন কর্নেল অ্যাণ্ডারসন। 'নজর রাখার জন্য অন্তত দু'জন লোক যেন থাকে।'

'দু'জনই থাকবে, স্যর। ইন্সপেক্টর রাইস সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। বাড়িটার উপরেও নজর রাখা হবে।'

'এ বি সি তার ভুল বুঝতে পারলে খুন করার আরেকটা

প্রচেষ্টা চালাতে পারে বলে ভাবছেন?' হালকা গলায় বলল পোয়ারো।

নড করলেন অ্যাণ্ডারসন। 'সম্ভাবনা আছে। এ বি সি-কে নিয়ম মেনে চলা মানুষ বলে মনে হয়েছে আমার। নিজের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ সারতে না পারার কারণে খেপে উঠতে পারে লোকটা।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল পোয়ারো।

'এ বি সি-র একটা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা যদি পাওয়া যেত!' বিরক্ত স্বরে বললেন কর্নেল অ্যাণ্ডারসন। 'যেই তিমিরে ছিলাম, এখনও সেই তিমিরেই রয়ে গেছি আমরা।'

'মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি সেটা পাওয়া যাবে,' আচমকা বলে উঠল পোয়ারো।

'তাই? হুম, হতে পারে। আচ্ছা, মানুষজন কি আজকাল নিজেদের চোখজোড়া মাথায় তুলে হাঁটে নাকি?'

'ধৈর্য ধরুন, জনাব।' তাঁকে সান্ত্বনা দিল পোয়ারো।

'আপনাকে একটু বেশিই আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে, মিস্টার পোয়ারো। আশাবাদী হবার পেছনে আদৌ কোন কারণ আছে কি?'

'হ্যাঁ, কর্নেল অ্যাণ্ডারসন। আছে বৈকি! এখন পর্যন্ত একটাও ভুল করেনি আমাদের এই খুনি, কিন্তু সামনে ওকে ভুল করতেই হবে। কেউই ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়।'

'এই যদি আপনার আশার কারণ হয়...' ঘোঁত-ঘোঁত করে বললেন চিফ কনস্টেবল। আরও কিছু বলতেন তিনি, কিন্তু তার আগেই বাধা পেলেন।

'দ্য ব্ল্যাক সোয়ান-এর মিস্টার বল এক তরুণীকে নিয়ে এসেছেন, স্যর। আপনার সাথে কথা বলতে চান। তাঁর কাছে নাকি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে।'

BanglaBook.org

'নিয়ে এসো, নিয়ে এসো, যেখান থেকে সাহায্য আসুক না কেন, আমাদের কোন অসুবিধা নেই।'

দ্য ব্ল্যাক সোয়ান-এর মি. বল ভীষণ লম্বা আর ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। নড়াচড়া করতেও সময় লাগছে তার, শরীর থেকে ভেসে আসছে বিয়ারের তীব্র গন্ধ। সাথে উপস্থিত আছে উত্তেজিত চেহারার এক মোটাসোটা তরুণী। চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে আছে তার।

'আশা করি আমি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করছি না,' ধীর, ভারী কণ্ঠে বলল মি. বল।

'কিন্তু আমাদের মেরির ধারণা আপনাদের একটা ব্যাপারে অবগত করা উচিত তার।'

মেরি মুচকি হাসল। উত্তেজনায় কী করবে, ঠিক বুঝতে পারছে না।

'বলো, বাছা, কী বলতে চাও?' গলায় মধু ঢেলে বললেন অ্যাণ্ডারসন। 'আগে তোমার নামটা বলো।'

'মেরি, স্যর, মেরি স্ট্রাউড।'

'এবার বলে ফেলো, মেরি। কী জানাতে এসেছ?'

মেরি কিছু না বলে ওর মালিকের দিকে তাকাল।

'ওর কাজ হলো সবার ঘরে-ঘরে গরম পানি পৌঁছে দেয়া।' যেন ওকে উদ্ধার করতেই এগিয়ে এল মি. বল। 'আমার ঘরগুলোয় এখন সর্বমোট ছয়জন ভদ্রলোক থাকছেন। কেউ রেসের জন্য এসেছেন, আর কেউবা এসেছেন ব্যবসার কাজে।'

'আচ্ছা, বুঝলাম,' অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠলেন অ্যাণ্ডারসন। এসব রামলীলা শুনতে ত্যক্ত লাগছে তাঁর।

'ভয় পেয়ো না, মেয়ে,' স্নেহের সুরে বলল মি. বল। 'ভয় পাবার কিছু নেই, তোমার গল্পটা ওঁদেরকে জানাও।'

প্রথমটায় আঁতকে উঠল মেরি; তারপর এক দমে বলতে শুরু

BanglaBook.org

করল, 'দরজায় নক করেও কোন উত্তর পাইনি, স্যর। নয়তো কখনওই ভেতরে যেতাম না। সাধারণত "ভেতরে এসো" শোনার পরই আমি ঘরে ঢুকি। কিন্তু উত্তর নেই দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ঢুকে পড়েছিলাম। লোকটা তখন বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে হাত ধুচ্ছিল।'

একটানা কথাগুলো বলে শ্বাস নেয়ার জন্য খানিকটা থামল মেয়েটা।

'বলো, বাছা।' অভয় দিলেন অ্যাণ্ডারসন।

মেরি আড়চোখে আবারও ওর মালিকের দিকে তাকাল। লোকটার কাছ থেকে পাওয়া নডকে উৎসাহ হিসেবে ধরে নিয়ে আবারও শুরু করল তার কথার তুফান মেইল:

'লোকটাকে দেখে বললাম, "আপনার গরম পানি এনেছি, স্যর। দরজায় নকও করেছি।" জবাবে লোকটা বলল, "ও...কিন্তু আমি ঠাণ্ডা পানি দিয়েই হাত ধুয়ে ফেলেছি।"

'লোকটার কথা শুনে আমি স্বভাবতই বেসিনের দিকে তাকালাম। দেখি কী, স্যর! হায়, ঈশ্বর! পুরো বেসিন লাল রঙের পানিতে ভর্তি!'

'লাল?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন অ্যাণ্ডারসন।

এবার মি. বলের কথা বলার পালা। 'মেরি আমাকে জানিয়েছিল যে, লোকটার পরনের কোটটা সেই মুহূর্তে ওর হাতেই ছিল। আর সেটার হাতা ছিল ভেজা। তাই না, মেয়ে?'

'জী, স্যর। একদম ঠিক বলেছেন আপনি,' আবার চলতে শুরু করল মেরির মুখ। 'আর লোকটার চেহারার কথা কী বলব, স্যর! অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'কখনকার ঘটনা এটা?' অধৈর্য কণ্ঠে বললেন অ্যাণ্ডারসন।

'এই...সোয়া পাঁচটা নাগাদ হবে।'

'তিন ঘণ্টা আগের খবর!' গুঙিয়ে উঠলেন অ্যাণ্ডারসন।

BanglaBook.org

'সঙ্গে-সঙ্গে এলে না কেন?'

'তখনও জানতাম না তো,' আফসোসের সুরে বলল মি. বল। 'যখন খুনের খবরটা শুনলাম আমরা, তারপরই মেয়েটা চিৎকার করে বলল যে, বেসিনের ওই লাল রঙটা লাল রক্তের কারণেও হতে পারে। জানতে চাইলাম, ওই কথা কেন বলছে সে। তখনই না পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলল মেরি! ঘটনাটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হওয়ায় নিজে একবার দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঘরে কেউ ছিল না তখন! তাই কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। কোর্ট ইয়ার্ডে দাঁড়ানো একটা ছেলে জানাল, অমন চেহারার একটা লোককে সে পালাতে দেখেছে। তাই আমার মিসেসকে বললাম যে, মেরির উচিত পুলিসের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলা। কিন্তু মেরি একা থানায় যাবে, এই ব্যাপারটা আমার মিসেসের পছন্দ হলো না; মেরিরও না। তাই বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকেই সাথে করে নিয়ে আসতে হলো।'

BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর ক্রোম নিজের দিকে এক পাতা সাদা কাগজ টেনে নিল।

'লোকটার বর্ণনা দাও,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'জলদি করতে হবে, নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের হাতে।'

'মাঝারী আকৃতির শরীর,' বলল মেরি। 'খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটে; চোখে চশমা আছে।'

'লোকটার পরনের পোশাক কেমন ছিল?'

'ডার্ক স্যুট আর হোমবার্গ হ্যাট। একেবারেই জীর্ণ-শীর্ণ বেহাল দশা ছিল কাপড়গুলোর।'

এরচেয়ে বেশি কিছু আর জানাতে পারল না মেয়েটা।

ইন্সপেক্টর ক্রোম অযথা তাড়া দেয়নি, সত্যিই নষ্ট করার মত সময় ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের সবক'টা টেলিফোন

ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তাকে কিংবা অ্যাণ্ডারসনকে, কাউকেই খুব একটা আশাবাদী বলে মনে হলো না।

তবে ক্রোম জানাল, লোকটাকে যেহেতু স্যুটকেস সমেত পালাতে দেখা যায়নি, তাই কম হলেও খানিকটা সম্ভাবনা এখনও রয়েছে।

দু'জন পুলিসকে দ্য ব্ল্যাক সোয়ানে পাঠান হলো।

মি. বল গর্বে ফুলতে-ফুলতে চলনদার হয়ে তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। তাদের সাথে-সাথে মেরি মেয়েটাও বিদায় নিল।

প্রায় দশ মিনিট পর ফিরে এল সার্জেন্ট। 'সাথে করে রেজিস্টারটা নিয়ে এসেছি, স্যর,' জানাল সে। 'এই যে এখানে, সইটা দেখুন।'

আমরা রেজিস্টার খাতাটাকে ঘিরে দাঁড়ালাম। ছোট-ছোট করে জড়িয়ে লেখা: দুষ্কর।

'এ. বি. কেস, নাকি ক্যাশ?' চিফ কনস্টেবল মন্তব্য করলেন।

'এ বি সি,' ভারিক্কি কণ্ঠে বলল ক্রোম।

'ঘরটায় লোকটার মালামাল কী-কী পেলে?' জানতে চাইলেন অ্যাণ্ডারসন।

'একটা বড় স্যুটকেস, স্যর। অনেকগুলো ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স দিয়ে ভর্তি।'

'বাক্স? কী আছে ওতে?'

'স্টকিংস, স্যর। সিল্কের স্টকিংস।'

পাঁই করে পোয়ারোর দিকে ঘুরে দাঁড়াল ক্রোম। 'কনগ্র্যাচুলেশন্স,' নিস্পৃহ স্বরে বলল সে। 'আপনার আন্দাজ হুবহু মিলে গেছে।'

BanglaBook.org

আটাশ

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর জবানীতে নয়

ক.

ইন্সপেক্টর ক্রোম তার স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অফিসে বসে আছে। আচমকা বেজে উঠল টেবিলে রাখা টেলিফোন, আলগোছে রিসিভার তুলল সে।

'জ্যাকবস বলছি, স্যর। এক যুবক এসে হাজির হয়েছে। আমাকে অদ্ভুত এক গল্প শোনাচ্ছে সে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইন্সপেক্টর ক্রোম। এখন প্রায় প্রতিদিনই জনা বিশেক লোক এসে হাজির হয় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। এদের সবার কাছেই নাকি এ বি সি কেসটার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে! এদের মধ্যে কয়েকজন থাকে আধ পাগল, আবার কয়েকজন এমনও থাকে, যারা সত্যিই বিশ্বাস করে যে কেসের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে এসেছে!

সার্জেন্ট জ্যাকবস-এর কাজ হলো, এই ধরনের মানুষগুলোর ফিল্টার হিসেবে কাজ করা; তারপর প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে তার উপরওয়ালার কাছে পৌঁছে দেয়া।

'ঠিক আছে, জ্যাকবস,' মৃদু গলায় বলল ক্রোম। 'পাঠিয়ে দাও।'

কয়েক মিনিট পর দরজায় নক করে ঘরে প্রবেশ করল

সার্জেন্ট জ্যাকবস। তার ঠিক পেছনেই রয়েছে বেশ লম্বা, সুদর্শন এক যুবক।

'ইনি মিস্টার টম হার্টিগান, স্যর। এ বি সি কেসে কাজে আসতে পারে, এমন তথ্য জানাতে এসেছেন।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল ইন্সপেক্টর। 'শুভ সকাল, মিস্টার হার্টিগান। বসুন না...ধূমপানের অভ্যাস আছে?'

খানিকটা অস্বস্তি নিয়েই সামনের চেয়ারটায় বসল টম হার্টিগান। এতদিন মনে-মনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সদস্যদের বিশাল কিছু একটা ভেবে এসেছে সে।

আজ নিজে সেই বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এক অফিসারের অফিসে বসে আছে, সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার। তবে ইন্সপেক্টরকে দেখে বেশ আশাহত হয়েছে সে। ভাবছে, এ যে দেখছি আমার মতই একজন সাধারণ মানুষ!

'বলুন,' শান্ত কণ্ঠে বলল ক্রোম। 'এ বি সি কেসের ব্যাপারে আমাদেরকে কী তথ্য জানাতে চান, নিঃসঙ্কোচে বলুন।'

ভীত কণ্ঠে টম বলল, 'আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না-ও হতে পারে। আমার ব্যক্তিগত একটা আইডিয়া বলতে পারেন। হয়তো শুধু-শুধুই আপনাদের সময় নষ্ট করছি।'

উপস্থিত কাউকে টের পেতে না দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইন্সপেক্টর ক্রোম। আগেও খেয়াল করেছে, লোকের মুখ খোলাতে বেশিরভাগ সময় নষ্ট হয়ে যায়। 'সময় নষ্ট হলো কিনা, সে বিচার নাহয় আমরাই করব, মিস্টার হার্টিগান। আপনি বলুন তো।'

'বলছি, স্যর। আমি এক মেয়েকে ভালবাসি, ওর মা ঘর ভাড়া দিয়েই নিজের সংসার চালান। ক্যামডেন টাউনে থাকে ওরা। ওদের তিনতলার পেছনের ঘরটায়, প্রায় এক বছর ধরে এক লোক বসবাস করে আসছে। নাম—কাস্ট।'

BanglaBook.org

‘কাস্ট?’

‘জী, স্যর। মাঝবয়সী এক লোক, সবসময় অন্যমনস্ক থাকে; বেশ চুপচাপ। দেখলে মনে হবে, লোকটা বাস্তব দুনিয়ার চাইতে কল্পনার রাজ্যেই বেশি সময় কাটায়। একটা মাছি মারতেও মনে হয় হাত কাঁপবে তার! অন্তত ওই অদ্ভুত ব্যাপারটা না ঘটা পর্যন্ত আমিও এতদিন সেটাই মনে করতাম আরকী।’

অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে ইউস্টন স্টেশনে মি. কাস্টের সাথে ওর দেখা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা বর্ণনা করল টম। ‘বুঝেছেন, স্যর, যেভাবেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই খাপে-খাপ মিলছে না ব্যাপারটা। লিলি, মানে আমার প্রেমিকা তো হলফ করে বলছে যে, মিস্টার কাস্ট সেদিন চেলটেনহ্যামেই যাচ্ছিলেন। ওর মা-ও একই কথা বলেছেন। বলেছেন যে, সেদিন সকাল বেলা এ নিয়ে লোকটার সাথে কথাও হয়েছে তাঁর। লিলি বলছিল, এ বি সি-র সাথে না আবার মি. কাস্টের ডনকাস্টারে দেখা হয়ে যায়! পরমুহূর্তে বলল, কাকতালীয়ভাবে এর আগের খুনের সময়ও লোকটা চার্স্টনে ছিল! হাসতে-হাসতে জানতে চাইলাম, তার আগের খুনের সময় সে বেক্সহিলে ছিল কিনা। উত্তরে লিলি জানাল, কোথায় ছিল সেটা জানে না ও। তবে সমুদ্রবর্তী কোন একটা এলাকায় গিয়েছিল যে, সেটা নিশ্চিত। আমি বললাম, লোকটা নিজেই যদি এ বি সি হয়! ও উত্তর দিল, বেচারা মিস্টার কাস্টের একটা মাছি পর্যন্ত মারার ক্ষমতা নেই! তখন এরচেয়ে বেশি আর কথা এগোয়নি। বলতে পারেন, ব্যাপারটা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু অবচেতন মনে সম্ভাবনাটা ঠিকই খেলা করছিল। কেননা আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ দর্শন লোকটার মাথায় যে সমস্যা আছে, সেটা যে কেউ ওঁকে একনজর দেখলেই বুঝে ফেলবে।’

বড় করে একবার শ্বাস নিল টম, ইন্সপেক্টর ক্রোম এক মনে

BanglaBook.org

ওর কথা শুনে যাচ্ছে।

'এরপর ডনকাস্টার হত্যাকাণ্ডটা ঘটল। সবগুলো খবরের কাগজে ছাপা হলো, পুলিস এ বি কেস বা ক্যাশ নামের এক লোকের ব্যাপারে তথ্য জানতে চাইছে। খুনির দৈহিক গঠনের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেটাও পুরোপুরি মিলে যায় মিস্টার কাস্টের সাথে।

'প্রথম যে বিকালটায় ছুটি পেলাম, সেদিনই লিলির ওখানে গিয়ে মিস্টার কাস্টের নামের আদ্যক্ষর জানতে চাইলাম। লিলি বলতে পারেনি; কিন্তু ওর মা পেরেছিলেন। বললেন, এ বি যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'এরপর আমরা তিনজনে মিলে অ্যাণ্ডোভার খুনের সময় কাস্ট কোথায় ছিল, সেটা মনে করার চেষ্টা চালালাম। তবে হয়েছে কী, স্যর, তিন মাস আগের কথা মনে করা কিন্তু বেশ কষ্টের কাজ। অনেকক্ষণ মাথা ঘামাবার পরই কেবল আমরা একমত হতে পারলাম যে মিস্টার কাস্ট তখন লিলিদের ওখানে ছিলেন না!

'কেননা কানাডা থেকে মিসেস মারব্যারির ভাই জুন মাসের একুশ তারিখে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর সাথে। আগে থেকে জানিয়ে আসেননি বলে ভাই রাতে কোথায় শোবেন, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। লিলি বলেছিল, যেহেতু মিস্টার কাস্ট বাইরে আছেন, তাই তার বিছানাটা ব্যবহার করলেই হয়। কিন্তু মিসেস মারব্যারি রাজি হননি। সে যা-ই হোক, দিনটার ব্যাপারে আমরা শতভাগ নিশ্চিত, কারণ সেদিনই লিলির মামার জাহাজ সাউদাম্পটনে এসে নোঙর ফেলে।'

এতক্ষণ অখণ্ড মনোযোগের সাথে টমের বয়ান শুনছিল ইন্সপেক্টর ক্রোম, মাঝে-মাঝে দুই একটা নোটও নিচ্ছিল। 'এই তো সব?' টম থামার পর জানতে চাইল সে।

BanglaBook.org

'জী, স্যর। আশা করি তিলকে তাল বানাইনি,' লজ্জিত গলায় জবাব দিল টম।

'একদমই না। আপনি আমাদের কাছে এসে একদম ঠিক কাজটাই করেছেন। অবশ্য এখনও তেমন নিরেট কোন প্রমাণ নেই আমাদের কাছে, এসব ঘটনার ব্যাখ্যা হিসেবে কাকতালকে দাঁড় করানো যায়। এমনকী নামের ব্যাপারটাও। তবে আপনার মিস্টার কাস্টের সাথে একবার বসাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। এখন কোথায় তিনি? বাসায়?'

'জী, স্যর।'

'ফিরেছেন কবে?'

'ডনকাস্টারের খুন যেদিন হয়, সেদিন সন্ধ্যায়, স্যর।'

'এরপর এই কয়দিন কী করেছেন তিনি?'

'বেশিরভাগ সময় ঘরেই ছিলেন, স্যর। তবে এই কয়দিন ধরে বেশ অদ্ভুত আচরণ করছেন তিনি। প্রতিদিন একগাদা খবরের কাগজ কিনে আনেন। ভোরে বের হওয়া মর্নিং এডিশন থেকে শুরু করে রাতে বের হওয়া ইভনিং এডিশন পর্যন্ত, কিছুই বাদ দেন না। মিসেস মারব্যারি জানিয়েছেন, তিনি নাকি একনাগাড়ে আপন মনে কথা বলে চলেছেন! দিন-দিন আরও অদ্ভুত হচ্ছে তাঁর আচরণ।'

'মিসেস মারব্যারির ঠিকানাটা বলুন তো।'

বলল টম।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আজকেই তাঁর সাথে দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। ভাল কথা, এই কাস্টের ব্যাপারে সাবধান থাকার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না আমার,' বলেই উঠে দাঁড়াল ক্রোম; হাত মেলাল টমের সাথে। 'ভয় পাবেন না, আপনি একেবারে সঠিক কাজটাই করেছেন। শুভ সকাল, মিস্টার হার্টিগান।'

BanglaBook.org

'স্যর?' কয়েক মিনিট পরে এসে অফিসে ঢুকল জ্যাকবস। 'কী মনে হচ্ছে, এই লোকটাই নাকি...?'

'শুনে তো তেমনই মনে হচ্ছে,' শান্তস্বরে জবাব দিল ইন্সপেক্টর ক্রোম। 'যদি না এই টম ছেলেটা দিন-তারিখে গোলমাল করে থাকে। স্টকিংস নির্মাতা ফার্মগুলোর কাছ থেকে এখনও আশাব্যঞ্জক তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। ভাল কথা, চার্চস্টন কেসের ফাইলটা দাও তো আমাকে।'

যা খুঁজছিল, পেতে খুব একটা সময় লাগল না তার। 'আহ্, পেয়েছি। টর্কুই পুলিসের কাছে যে স্টেটমেণ্টগুলো ছিল ওগুলোর মধ্যেই পেলাম।

'হিল নামের এক যুবকের স্টেটমেণ্ট। টর্কুই প্যালাডিয়াম-এ নট আ স্প্যারো ছবিটা দেখে বেরোচ্ছিল সে। দেখতে পেল, এক লোক অদ্ভুত আচরণ করছে, কথা বলছে আপন মনে। "হুম, এটাও একটা আইডিয়া" এই কথা লোকটাকে বলতেও শুনেছে সে। নট আ স্প্যারো, আচ্ছা, ডনকাস্টারের দ্য রিগ্যালে এই সিনেমাটাই দেখাচ্ছিল না?'

'জী, স্যর।'

'এখান থেকে কিছু একটা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। হয়তো পরবর্তী খুনটা কীভাবে করবে, সেই আইডিয়া এখান থেকেই পেয়েছে লোকটা। হিলের ঠিকানাও আছে দেখছি। লোকটার যে বর্ণনা ছেলেটা দিয়েছিল, তা ভাসা-ভাসা হলেও মেরি স্ট্রাউড আর এই টম হার্টিগানের দেয়া বর্ণনার সাথে মিলে যায়...' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে।

'পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠতে শুরু করছে,' বলল বটে ক্রোম, তবে কথাটা ভুল; কারণ বেশ শীত-শীত লাগছে ওর।

'আমার প্রতি কোন নির্দেশ আছে, স্যর?'

'ক্যামডেন টাউনের এই ঠিকানায় নজর রাখার জন্য দু'জন

BanglaBook.org

লোককে পাঠিয়ে দাও। তবে সাবধান, ভয় পেয়ে আমাদের পাখি যেন আবার উড়ে না যায়। আমি আগে অন্যদের সাথে আলাপ সেরে নিই। আমার মনে হয়, এই কাস্ট লোকটাকে এখানে নিয়ে এসে স্টেটমেণ্ট দিতে বলাটাই ভাল হবে। এমনিতেই সে বেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে।'

বাইরে বেরিয়ে লিলি মারব্যারির সাথে দেখা করল টম হার্টিগান। 'সবকিছু ঠিক আছে তো, টম?'

নড করল ছেলেটা। 'খোদ ইন্সপেক্টর ক্রোমের সাথে কথা বলে এসেছি। তিনিই কেসটার চার্জে আছেন।'

'কেমন মানুষ তিনি?'

'একটু চুপচাপ আর কেমন-কেমন যেন। গোয়েন্দা বলতে আমার যেরকম ধারণা ছিল, তার সাথে বিন্দুমাত্রও মিল নেই।'

'লর্ড ট্রেনচার্ডের নতুন নিয়োগ দেয়া একজন সম্ভবত,' বেশ সম্মানের সাথেই নামটা উচ্চারণ করল লিলি। 'যাকগে, কী বললেন তিনি?'

টম সংক্ষেপে সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা খুলে বলল।

'ওরা কি আসলেই মিস্টার কাস্টকে সন্দেহ করছে?'

'ওদের ধারণা, মিস্টার কাস্ট এ বি সি হলে হতে পারেন। তবে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।'

'বেচারা মিস্টার কাস্ট।'

'বেচারা বলে লাভ কী, লিলি? যদি সে আসলেই এ বি সি হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু এরইমধ্যে চার-চারটা খুন করে বসে আছে সে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল লিলি।

'সত্যিই তেমন হলে, খুব খারাপ লাগবে আমার,' করুণ গলায় বলে উঠল মেয়েটা।

'সে যথাসময়ে দেখা যাবে; চলো এখন লাঞ্চ সেরে নেয়া

যাক। একবার শুধু এই ব্যাপারটা ভেবে দেখো, আমাদের সন্দেহ ঠিক হলে সবগুলো খবরের কাগজে কিন্তু আমার নাম ছাপা হবে!'

'ওহ্, টম! সত্যি বলছ?'

'অবশ্যই, তোমার নামটাও আসবে। তোমার মা-র নামটাও। কে বলতে পারে, হয়তো তোমার ছবিও ছাপা হতে পারে।'

'ওহ্, টম।' আনন্দের আতিশয্যে টমের হাত আঁকড়ে ধরল মেয়েটা।

'আগে চলো, কর্নার হাউসে গিয়ে কিছু খেয়ে নিই।'

আরও জোরে তার হাতটা আঁকড়ে ধরল লিলি।

'চলো, তবে আগে আমাকে আধ-মিনিট সময় দাও। স্টেশন থেকে একটা ফোন করতে হবে।'

'কাকে?'

'একটা মেয়েকে, আজ ওর সাথে দেখা করার কথা ছিল আমার।'

রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকে গায়েব হয়ে গেল মেয়েটা। তবে মাত্র তিন মিনিট পরেই আবার ফিরে এল টমের কাছে। চেহারা খানিকটা লাল হয়ে আছে। 'চলো তাহলে, টম।' ছেলেটার হাতের ফাঁকে নিজের হাত গুঁজে দিল সে। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গল্প বলো। আরেকজন গোয়েন্দাকে দেখনি ওখানে?'

'আরেকজন গোয়েন্দা মানে?'

'ওই যে সেই বেলজিয়ান ভদ্রলোক। যাঁকে উদ্দেশ্য করে এ বি সি চিঠি লেখে?'

'নাহ্, সে ওখানে ছিল না।'

'যাক, পুরো গল্পটা খুলে বলো আমাকে। ভেতরে ঢোকার পর কী-কী হলো? কার-কার সাথে কথা বলেছ? ওরা তোমাকে কী জিজ্ঞেস করল আর তুমিই বা কী জবাব দিলে?'

BanglaBook.org

খ.

মি. কাস্ট আস্তে করে রিসিভারটা হুকে ঝুলিয়ে রাখল।

ঘরের দরজায় মিসেস মারব্যারি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর দিকে ফিরে তাকাল সে। কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন ভদ্রমহিলা।

'আপনার কাছে খুব একটা ফোন-কল আসে না, তাই না, মিস্টার কাস্ট?'

'না...অ্যাঁ...না, মিসেস মারব্যারি। আসে না।'

'আশা করি কোন দুঃসংবাদ পাননি।'

'না, না।'

মহিলা দেখছি একদম নাছোড়বান্দা! আচমকা হাতে ধরা খবরের কাগজটার দিকে নজর পড়ল ওর।

জন্ম...বিয়ে...

'আমার বোনের একটা বাচ্চা হয়েছে; ছেলে,' আচমকা মুখ ফসকে বলে ফেলল সে। অথচ ওর কোন বোনই নেই!

'তাই নাকি! কী অসাধারণ একটা খবর! (যদিও বোনের কথা এই প্রথম শুনলাম, ভাবছিলেন তিনি। পুরুষদের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা আশা করা যায়!) আপনাকে চাইছে শুনে প্রথমে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একবার তো ভাবছিলাম, আমার লিলিই ফোন করল কিনা! একটু বেশি কর্কশ হলেও, অনেকটা ওর মতই শোনাচ্ছিল আপনার বোনের কণ্ঠটা। যাকগে, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন, মিস্টার কাস্ট। এটাই প্রথম বাচ্চা, নাকি আরও ভাগ্নে-ভাগ্নি আছে আপনার?'

'নাহ্, আর নেই,' আড়ষ্ট কণ্ঠে জবাব দিল মি. কাস্ট। 'আর হবে বলেও মনে হয় না। আচ্ছা, আমাকে এক্ষুণি বেরোতে হবে। আমাকে...আমাকে যত জলদি সম্ভব যেতে বলেছে ও। তাড়াতাড়ি করলে এখনই হয়তো একটা ট্রেন পেয়ে যেতে পারি।'

BanglaBook.org

'অনেকদিন থাকবেন নাকি, মিস্টার কাস্ট?' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে জানতে চাইলেন মিসেস মারব্যারি।

'না, না। দুই বা বড়জোর তিন দিন। এর বেশি না।'

চটজলদি নিজের বেডরুমের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে, আর মিসেস মারব্যারি চলে গেলেন রান্নাঘরে। মুখে হাসি, মনে নবজাতকের ভাবনা।

আচমকা বিবেকের দংশন অনুভব করলেন তিনি।

গতরাতে টম আর লিলি তারিখ নিয়ে খুব মাতামাতি করছিল! যেন জোর করে হলেও প্রমাণ করে ছাড়বে যে, মি. কাস্টই হলো ওই জঘন্য খুনি—এ বি সি। কারণ লোকটার নামের আদ্যক্ষরও, এ বি সি।

'ওরা কথাটা তেমন গুরুত্ব দিয়ে বলেছে বলে মনে হয় না,' নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়াস পেলেন তিনি। 'যখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, ভীষণ লজ্জা পাবে ওরা; লিখে দিতে পারি।'

ব্যাখ্যার অতীত কোন এক কারণে, মি. কাস্টের ভাগ্নে জন্ম নেবার কথাটা মিসেস মারব্যারির মন থেকে সমস্ত সন্দেহ এক নিমিষে দূর করে দিয়েছে!

'আশা করি বেচারি মেয়েটার খুব একটা কষ্ট হয়নি।' লিলির সিল্কের একটা জামা ইস্ত্রী করার জন্য বের করেছেন তিনি। যন্ত্রটা গরম হলো কিনা, সেটা বোঝার জন্য ওটাকে নিজের গালে ঠেকিয়ে ভাবলেন তিনি।

অনেকদিন আগে মা হতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেসব কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

মি. কাস্ট নিঃশব্দে নিচে নেমে এল, হাতে একটা ব্যাগ শোভা পাচ্ছে। মিনিট খানেক টেলিফোন সেটটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। একটু আগে হওয়া আলাপচারিতাটুকু মনে পড়ল আবার।

BanglaBook.org

'মিস্টার কাস্ট নাকি? ভাবলাম, আপনাকে জানাই, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এক ইন্সপেক্টর আসছেন আপনার সাথে দেখা করতে...'

উত্তরে নিজে যে কী বলেছিল, সেটা এখন মনে করতে পারছে না সে।

'ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ, বাছা। তুমি অনেক দয়ালু...' বা এরকমই কিছু একটা হবে।

কিন্তু মেয়েটা ওকে ফোন করল কেন? তাহলে কি মেয়েটাও আন্দাজ করতে পেরেছে ব্যাপারটা? নাকি ইন্সপেক্টর যখন আসবে, তখন যেন সে উপস্থিত থাকে সেটা নিশ্চিত করতে চেয়েছে?

কিন্তু ইন্সপেক্টর আসার খবর মেয়েটা কীভাবে জানল?

আর ওর গলা, নিজের মা-র কাছে লুকাল কেন?

মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে...সব জেনে গেছে লিলি!

কিন্তু যদি জেনে থাকে, তাহলে ওকে সাবধান করে দিল কেন?

অবশ্য করতেও পারে। নারীর মন, বোঝা বড় দায়। কারও-কারও প্রতি অস্বাভাবিক রকমের নির্দয়, আবার কোন কারণ ছাড়াই কারও-কারও প্রতি এক লহমায় দয়ার সাগর বনে যেতে পারে তারা।

কাস্ট একবার নিজের চোখে লিলিকে ফাঁদে পড়া ইঁদুরকে মুক্ত করে দিতে দেখেছে!

দয়ালু মেয়ে...

দয়ালু সুন্দরী মেয়ে...

এক মুহূর্তের জন্য হল স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো ছাতা আর কোটের দঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল কাস্ট।

কাজটা করা কি ঠিক হবে...?

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা হালকা আওয়াজটা মনস্থির করতে সহায়তা করল ওকে...

BanglaBook.org

নাহ্, হাতে একদম সময় নেই...

যে কোন সময় মিসেস মারব্যারি বেরিয়ে আসতে পারেন...

সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে, তারপর বন্ধ করে দিল দরজাটা।

এবার কোথায়...?

উনত্রিশ

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে

আবারও সম্মেলন।

এবারের সদস্যরা হলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ইন্সপেক্টর ক্রোম, পোয়ারো এবং আমি।

এসি বলছিলেন, 'স্টকিংস-এর একটা বড় শিপমেণ্ট বিক্রির ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার কথাটা বলে ভুল করেছেন, মিস্টার পোয়ারো।'

বাহুদ্বয় প্রসারিত করল পোয়ারো। 'সবকিছু কিন্তু সেদিকেই নির্দেশ করছিল। এই খুনি লোকটার এজেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। সে বাড়িতে-বাড়িতে ঘুরে-ঘুরে বিক্রি করে, অর্ডার নেয় না।'

'সবকিছু ঠিকঠাক গুছিয়ে নিতে পেরেছেন তো, ইন্সপেক্টর?'

'মনে হয় পেরেছি, স্যর,' সামনের ফাইলের দিকে তাকিয়ে বলল ক্রোম। 'বলব?'

BanglaBook.org

'অবশ্যই বলুন।'

'আমি চার্চস্টন, পেইগটন আর টর্কুইতে খোঁজ নিয়েছি। কোন্-কোন্ ক্রেতার কাছে স্টকিংস বিক্রি করতে চেয়েছিল সে, তার একটা তালিকাও বানিয়ে ফেলেছি। মানতেই হয়, নিদারুণ দক্ষতার সাথে একেবারে নিখুঁতভাবে কাজ সেরেছে খুনি।

'টরে স্টেশনের কাছে, দ্য পিট নামের একটা ছোট্ট হোটেলে উঠেছিল সে। খুনের দিন, রাত সাড়ে দশটার দিকে হোটেলে ফিরেছিল। চার্চস্টন থেকে নয়টা সাতান্নর ট্রেনে উঠলে দশটা বিশ নাগাদ টরে পৌঁছে যাবার কথা। স্টেশনে ঝোলানো লোকটার শারীরিক বর্ণনার নোটিশ দেখে কেউ অবশ্য এখনও যোগাযোগ করেনি আমাদের সাথে। ওই শুক্রবার ডার্টমাউথে নৌকা বাইচ ছিল, ট্রেনগুলো সম্ভবত টইটম্বুর ছিল যাত্রীতে।

'বেক্সহিলের ব্যাপারটাও অনেকটা একই রকম। দ্য গ্লোবে নিজের নাম ব্যবহার করেই উঠেছিল লোকটা। প্রায় এক ডজন মানুষের কাছে গিয়েছিল স্টকিংস বিক্রি করতে, যাদের মধ্যে মিসেস বার্নার্ড আর জিনজার ক্যাটও রয়েছেন। সন্ধ্যার শুরুর দিকে হোটেল ছেড়ে পরদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ লণ্ডনে ফিরে এসেছিল সে। অ্যাণ্ডোভারেও অবিকল একই কাহিনি। উঠেছিল, দ্য ফেদার্স-এ। স্টকিংস বিক্রি করতে গিয়েছিল মিসেস অ্যাশারের প্রতিবেশী মিসেস ফাউলারের কাছে। আরও প্রায় ছয়জনের নামও আছে তালিকায়। মিসেস অ্যাশারের যে স্টকিংস-জোড়া আমি তাঁর ভাগ্নির কাছ থেকে জোগাড় করেছিলাম, তা কাস্টের সাপ্লাই-এর সাথে হুবহু মিলে যায়।'

'যাক, মন্দ না। এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে,' এসি বললেন।

'যেসব তথ্য পেয়েছি, তার ওপর ভিত্তি করে,' বলে চলেছে ইন্সপেক্টর ক্রোম, 'হার্টিগানের দেয়া ঠিকানাটায় নিজেই যাই

আমি। কিন্তু জানতে পারি, আমার যাওয়ার ঠিক আধঘণ্টা আগে পালিয়ে গেছে কাস্ট! তবে তার আগে কেউ একজন ফোন করেছিল তাকে। এতদিন ধরে মিসেস মারব্যারির ভাড়াটে সে, কিন্তু এই প্রথম ওর কাছে কোন ফোন এসেছিল।'

'তার কোন দোসর না তো?' আগ্রহ নিয়ে বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার।

'মনে হয় না,' নিজের মতামত জানাল পোয়ারো। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, ঠিক সুবিধার মনে হচ্ছে না...যদি না...' আপনমনে মাথা নাড়ল সে।

ইন্সপেক্টর বলে চলল, 'যে ঘরটায় কাস্ট থাকত, সেটার প্রতিটি ইঞ্চি তল্লাশি করা হয়েছে। সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই এখন। যে কাগজে চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল, কাস্টের ঘরে সেই একই কাগজের একটা নোটপ্যাড পেয়েছি আমি। প্রচুর মোজা পাওয়া গেছে ঘরটায়; আর কাবার্ডের পিছন দিকটায়, যেখানে মোজা রাখার বাক্সগুলো ছিল, সেখানে পেয়েছি একটা পার্সেল। ওটা দেখতে হুবহু অন্য বাক্সগুলোর মতই; কিন্তু খোলার পর দেখা গেল, একটাও মোজা নেই ওটার ভেতরে। আছে আটটা নতুন এ বি সি রেলওয়ে গাইড!'

'অকাট্য প্রমাণ,' সোৎসাহে বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার।

'আরও একটা জিনিস পেয়েছি,' আচমকা নাটকীয় সুরে বলে উঠল ক্রোম। 'আজ সকালেই ওটা পেয়েছি, স্যর। তাই রিপোর্টে ওটার কথা উল্লেখ করতে পারিনি। ওর ঘরে ছুরির কোন নাম-নিশানাও ছিল না...'

'ছুরিটা সাথে রাখার মত বোকামী একেবারে গর্দভ ছাড়া আর কেউ করবে বলে মনে হয় না,' মন্তব্য করল পোয়ারো।

'এমনভাবে বলছেন, যেন খুব যুক্তি মেনে চলা মানুষ সে?'

পোয়ারোর কথার প্রেক্ষিতে ফোড়ন কাটল ইন্সপেক্টর। 'যা-ই হোক, আমার মনে হলো, হয়তো ঘরে ছুরিটা নিয়ে আসার পরই, ঝুঁকিটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল সে, যেমনটা মিস্টার পোয়ারো বললেন। তাই হয়তো জিনিসটা অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে লোকটা। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, বাড়ির কোন্ জায়গাটাকে নিরাপদ বলে ভাববে ও? প্রায় সাথে-সাথে উত্তরটা পেয়ে গেলাম–হল স্ট্যাণ্ড! লোকে খুব কমই স্ট্যাণ্ড-এর জায়গা পরিবর্তন করে। অনেক মেহনত করে ওটাকে দেয়াল থেকে খুলে আনা মাত্রই দেখতে পেলাম জিনিসটাকে!'

'ছুরি?'

'হ্যাঁ, ছুরি। আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই যে, এই ছুরিটা ব্যবহার করেই ডনকাস্টারের খুনটা করা হয়েছে। এখনও শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে ওটার গায়ে।'

'অসাধারণ কাজ দেখিয়েছ, ক্রোম,' প্রশংসার সুরে বললেন এসি। 'এখন আর মাত্র একটা জিনিসই প্রয়োজন আমাদের।'

'সেটা কী, স্যর?'

'এ বি সি নামের মানুষটাকে।'

'ধরে ফেলব, স্যর। দুশ্চিন্তা করবেন না,' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল ইন্সপেক্টর।

'আপনি কী বলেন, মিস্টার পোয়ারো?'

অন্যদিকে তাকিয়ে খানিকটা আনমনা ছিল পোয়ারো। 'দুঃখিত, আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'আমরা বলছিলাম যে, খুনিকে পাকড়াও করা এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। এ ব্যাপারে আপনি কি একমত?'

'ও আচ্ছা, সেই ব্যাপারে! অবশ্যই, কোন সন্দেহ নেই তাতে।' এমন হালকা গলায় ও কথাগুলো বলল যে সবাই ওর দিকে অবাক চোখে তাকাতে বাধ্য হলো।

BanglaBook.org

'আপনি কি কোন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, মিস্টার পোয়ারো?'

'হ্যাঁ। একটা প্রশ্ন খুব ভাবাচ্ছে আমাকে। সেটা হলো–কেন? মোটিভ কী?'

'বন্ধু, লোকটা যে একজন বদ্ধ উন্মাদ, এই কথাটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতেই হবে,' অধৈর্য শোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের কণ্ঠ।

'মিস্টার পোয়ারোর প্রশ্নটা বোধহয় আমি ধরতে পেরেছি, স্যর,' এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলল ক্রোম, যেন সে মহাবিপদ থেকে পোয়ারোকে উদ্ধার করছে! 'তিনি ঠিকই বলেছেন। ব্যাপারটা নেহায়েত পাগলামী হলেও, সেই পাগলামীটা তো অন্তত কোন না কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি হতে হবে, তাই না? আমার বিশ্বাস, এই খুনগুলোর মোটিভ হিসেবে হীনম্মন্যতাকে দাঁড় করানো যায়। সবাই আমার পেছনে লেগে আছে, এমন একটা ধারণা থেকেও বিষয়টার সূত্রপাত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটায় মিস্টার পোয়ারোকে জড়ানোর একটা কারণও কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। কাস্ট হয়তো ভাবছে, ওকে ধরার জন্যই মিস্টার পোয়ারোকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।'

'হুম,' বিরক্ত গলায় বললেন এসি। 'এইসব ফালতু প্যাঁচাল নিয়েই আজকাল বেশি মাতামাতি হচ্ছে। আমাদের সময়ে কেউ পাগল হয়ে গেলে, তাকে আমরা পাগলই বলতাম; বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মোড়কে তার অপরাধকে লঘু করার চেষ্টা করতাম না। আমার তো এখন মনে হচ্ছে, কোন আধুনিক ডাক্তারের হাতে পড়লে জেলখানার পরিবর্তে এ বি সি-র ঠাঁই হবে কোন নার্সিং হোমে! ওখানে তার চিকিৎসা হবে, পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে ডাক্তার তাকে বোঝাবে যে, একসময় মানুষ হিসেবে কতটা ভাল ছিল সে। তারপর হয়তো একজন সম্মানিত নাগরিক

হিসেবে আবারও সমাজে বসবাস করার অধিকার দেয়া হবে তাকে!'

পোয়ারো শুধু হাসল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

শেষ হলো কনফারেন্স।

'আশা করি,' গম্ভীর গলায় বললেন এসি, 'তুমি যা বললে, সেটাই হবে, ক্রোম। অতি শীঘ্রিই আমরা ধরতে পারব লোকটাকে।'

'আরও আগেই হয়তো ব্যাটাকে ধরতে পারতাম আমরা,' ইন্সপেক্টর ক্রোমের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

'দেখতে অতিমাত্রায় সাধারণ হওয়াতেই ঝক্কিটা বেড়েছে। ইতোমধ্যেই অনেক নিরপরাধ নাগরিকের বিরক্তির কারণ হয়েছি আমরা।'

'ঠিক এই মুহূর্তে যে কোথায় আছে লোকটা, সেটাই ভাবছি,' উদাস গলায় বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার।

BanglaBook.org

ত্রিশ

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর জবানীতে নয়

কাঁচা সবজির একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মি. কাস্ট। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার ওপাশে।

ওই যে, এখান থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাইনবোর্ডটা।

মিসেস অ্যাশার। খবরের কাগজ আর তামাক বিক্রেতা।

জানালায় একটা নোটিশ টানানো আছে।

ভাড়া হবে।

শূন্য...

প্রাণহীন...

'ক্ষমা করবেন, স্যর। একটু সরতে হয় যে...' আচমকা বলে উঠল দোকানীর স্ত্রী। কিছু লেবু নিতে চাইছে সে, কিন্তু মি. কাস্ট পথ আগলে থাকায় কাজটা করতে পারছে না।

মহিলার কাছে ক্ষমা চেয়ে দ্রুত জায়গাটা থেকে সরে পড়ল সে।

ধীর পায়ে এগিয়ে চলল শহরের প্রধান সড়কের দিকে...

কঠিন...এ কয়দিন খুব কঠিন একটা সময় পার করেছে সে। আর এখন নিতান্ত কপর্দকশূন্য অবস্থা তার, একটা টাকাও নেই পকেটে!!

সারাদিন না খেয়ে থাকলে যে কারোরই মাথা ঘুরে যাবে, সেই সাথে ভোঁতা হয়ে আসবে সমস্ত মানবীয় অনুভূতি...

আচমকা একটা খবরের কাগজের দোকানের সামনে ঝোলানো পোস্টারটায় নজর পড়ল ওর।

দ্য এ বি সি কেস।

খুনি এখনও ধরা পড়েনি।

মি. এরকুল পোয়ারোর সাক্ষাৎকার।

আপনমনে বলল মি. কাস্ট, 'এরকুল পোয়ারো, তিনি কি সব জানেন...?'

আবার হাঁটতে শুরু করল সে।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পোস্টার পড়ে কী লাভ!

ভাবল, 'খুব বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব হবে না আমার পক্ষে...'

এক পায়ের সামনে আরেক পা ফেলা, এই 'হাঁটা'

BanglaBook.org

ব্যাপারটাই কেমন যেন উদ্ভট...

পায়ের সামনে পা...হাস্যকর!

একেবারে হাস্যকর...

কিন্তু মানুষ নিজেই তো একটা উদ্ভট প্রাণী...

বিশেষ করে সে নিজে, আলেকজাণ্ডার বোনাপোর্ট কাস্ট আরও বেশি উদ্ভট!

সবসময় তাই ছিল...

মানুষ ওকে দেখে হাসত...

ওদেরকে অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই...

কোথায় যাওয়ার কথা ছিল তার? কিছুই মনে পড়ছে না এখন আর।

পথের একদম শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সে। নিজের দু'পায়ের দিকে তাকানো ছাড়া আর কোন দিকই যেন নেই তার তাকাবার মত!

পায়ের সামনে পা...

মুখ তুলে তাকাল সে।

সামনে আলো দেখা যাচ্ছে। আর অনেকগুলো অক্ষর...

পুলিস স্টেশন!

'ভারি মজার ব্যাপার তো,' খিল-খিল করে হাসতে-হাসতে বলল মি. কাস্ট।

পা বাড়িয়ে স্টেশনের ভেতরে প্রবেশ করল সে। এর পর-পরই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

একত্রিংশ

এরকুল পোয়ারোর প্রশ্ন

দিনটি ছিল নভেম্বরের পরিষ্কার একটা দিন। চিফ ইন্সপেক্টর জ্যাপ এবং ডা. টমসন দেখা করতে এসেছিলেন সেদিন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পোয়ারোকে সরকার বনাম আলেকজাণ্ডার বোনাপোর্ট কাস্ট মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা।

পোয়ারো তখন খানিকটা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিল। খুব মারাত্মক কিছু না হলেও, নিজে উপস্থিত থেকে কেসের অগ্রগতি সম্পর্কে খবরাখবর নিতে পারছিল না সে। কপাল ভাল যে, বাড়িতে বসে তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য জোর করেনি আমাকে।

'ট্রায়ালে গড়াচ্ছে মামলা,' বলল জ্যাপ। 'কোন সন্দেহ নেই।'

'ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক না?' জানতে চাইলাম আমি। 'মামলার এমন পর্যায়ে কি সচরাচর আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়? আমি জানতাম, ব্যাপারটা আরও পরে আসে।'

'সচরাচর তা-ই হয়,' হালকা গলায় বলল জ্যাপ। 'লুকাস সম্ভবত নতুন কিছু একটা করতে চায়। তবে আমার মনে হয়, নিজের ক্লায়েন্টকে বাঁচাবার জন্য এক্ষেত্রে একটা মাত্র পথই

BanglaBook.org

খোলা আছে তার সামনে। আর সেটা হলো–পাগলামী।'

শ্রাগ করল পোয়ারো। 'নিজেকে পাগল প্রমাণিত করলেই তো আর ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে না সে। সম্রাটের আতিথেয়তায় আজীবনের জন্য কয়েদ হয়ে থাকাটা মৃত্যুর চাইতে কোন অংশে কম নয়।'

'লুকাস মনে হয় ভাবছে যে, সে তার মক্কেলের পক্ষে কোন রায় বের করে আনতে পারবে,' চিন্তিত গলায় বলল জ্যাপ। 'বেক্সহিল খুনটার জন্য কাস্টের একটা প্রথম শ্রেণীর অ্যালিবাই রয়েছে, যা পুরো কেসটাকে দুর্বল করে দিতে পারে। তবে আমাদের কেসটা যে কতটা শক্ত, সেটা লুকাস আন্দাজও করতে পারছে না। যা-ই হোক, যুবক মানুষ তো, খেল দেখিয়ে লোকের নজরে আসতে চাইছে আরকী।'

পোয়ারো ডা. টমসনের দিকে ফিরল। 'আপনার কী মত, ডাক্তার সাহেব?'

'কাস্টের ব্যাপারে? কী যে বলব, কিছুই মাথায় আসছে না। মনোবিকারের কোন স্পষ্ট লক্ষণ নেই লোকটার মধ্যে। ভাল কথা, কাস্ট কিন্তু মৃগীরোগী।'

'নাটকের কী বিচিত্র পরিসমাপ্তি!' দরাজ গলায় বললাম আমি।

'অজ্ঞান হয়ে অ্যাণ্ডোভারের পুলিস স্টেশনে লুটিয়ে পড়ার কথা বলছ তো? হ্যাঁ, নাটকীয় পরিসমাপ্তিই বটে। এ বি সি-র মাথা ঠিক থাকুক আর না থাকুক, সময়জ্ঞান কিন্তু একদম টনটনে।'

'আচ্ছা, সত্যিই কি কোন অপরাধ করে সে ব্যাপারে পুরোপুরি ভুলে যাওয়া যায়?' জানতে চাইলাম। 'লোকটার অস্বীকৃতি জানানোর ধরনটা কিন্তু বেশ ভাবিয়ে তুলছে আমাকে।'

মৃদু হাসলেন ডা. টমসন। 'ওই নাটকীয় "ঈশ্বরের কসম

BanglaBook.org

খেয়ে বলছি” টাইপ কথায় না ভুললেই ভাল করবেন। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, খুনগুলো করার কথা খুব ভালমতই মনে আছে কাস্টের; স্রেফ ভুলে যাওয়ার অভিনয় করছে সে।’

‘যখন দেখবেন আসামী মরিয়া হয়ে কসম খাচ্ছে, তখন বুঝবেন প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার,’ শান্ত গলায় বলল ক্রোম।

‘আর আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়,’ বলে চললেন টমসন, ‘আচ্ছন্ন অবস্থায় মৃগী রোগী কী-কী করেছে, সেটা পরবর্তীতে ভুলে যাওয়া একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, স্বাভাবিক অবস্থায় রোগীর মনের যে ইচ্ছা থাকে, আচ্ছন্ন অবস্থায় সে তার বিপরীত কোন কাজ করতে পারে না।’

ব্যাপারটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন তিনি; গ্রাণ্ড ম্যাল আর পেটিট ম্যাল ধরনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করলেন।

যখন নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে চরম অভিজ্ঞ কেউ একজন কথা বলা শুরু করে, তখন তার আশপাশের লোকজনের হাঁ হয়ে শোনা ছাড়া আর তেমন কিছুই করার থাকে না। আমার জন্যও সেদিনের ব্যাপারটা অনেকটা তেমনই ছিল।

‘যা-ই হোক, আমার মনে হয় না খুনগুলো করার কোন স্মৃতি কাস্টের নেই। চিঠিগুলো না থাকলে হয়তো মেনে নিতাম। কিন্তু ওগুলোর উপস্থিতি এই ভুলে যাওয়া তত্ত্বকে উড়িয়ে দিচ্ছে। প্রমাণ করছে, এ বি সি যা-যা করেছে তা বুঝে-শুনে পরিকল্পনা করেই করেছে।’

‘চিঠিগুলো আদৌ কেন লেখা হয়েছে, সে ব্যাপারে কিন্তু এখনও কোন ব্যাখ্যা মেলেনি,’ বলল পোয়ারো।

‘ওগুলো নিয়ে ভাবা থামাননি এখনও?’

‘প্রশ্নই আসে না। ওগুলো তো আমাকেই লেখা হয়েছিল,

BanglaBook.org

তাই না? কেন লেখা হলো, সেটা না জানা পর্যন্ত ক্ষান্ত দিই কী করে! কেসটা পুরোপুরি সমাধান হয়েছে বলেও মনে হয় না আমার।'

'হুম। এক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, লোকটা কি অতীতে কখনও আপনার মুখোমুখি হয়েছিল?'

'নাহ্।'

'তাহলে একটা ধারনা দিই-আপনার নাম!'

'আমার নাম?'

'হ্যাঁ। কাস্টের নামটা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন। ওর মা তার নামকরণ করেছেন চমৎকার দুটো নাম দিয়ে: আলেকজাণ্ডার আর বোনাপোর্ট। ব্যাপারটার গুরুত্ব নিশ্চয়ই ধরতে পারছেন? আলেকজাণ্ডার-লোকমুখে প্রচলিত আছে, তিনি ছিলেন অপরাজেয় একজন মানুষ। নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন দুনিয়া জয় করতে।

'বোনাপোর্ট-ফ্রান্সের সবচেয়ে নামকরা সম্রাট।

'কাস্টের প্রয়োজন একজন শত্রুর, তার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম এমন সুযোগ্য একজন শত্রু। আর আপনার নাম যার নামানুসারে, সেটা ভেবে দেখুন একবার-হারকিউলিস দ্য স্ট্রং!'

'আপনার কথাগুলো সত্যিই ভেবে দেখার মত, ডাক্তার সাহেব। বেশ কয়েকটা আইডিয়ার জন্ম দিচ্ছে...'

'ওহ্, আমি কেবল আমার ধারণার কথাটাই আপনাকে বললাম, মিস্টার পোয়ারো। যা-ই হোক, এখন আমাকে উঠতে হচ্ছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ডা. টমসন।

জ্যাপ রয়ে গেল।

'অ্যালিবাইটা মনে হচ্ছে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে তোমাকে?'

BanglaBook.org

জানতে চাইল পোয়ারো।

'কিছুটা তো ফেলেছেই,' স্বীকার করল ইন্সপেক্টর। 'যদিও ওটা বিশ্বাস করিনি আমি। কারণ আমি জানি অ্যালিবাইটা সত্যি নয়। কিন্তু সেটা প্রমাণ করাটা বেশ কষ্টসাধ্য হবে। স্ট্রেঞ্জ নামের এই লোকটা সত্যিই খুব শক্ত মনের মানুষ।'

'লোকটার ব্যাপারে বিস্তারিত বলো তো।'

'চল্লিশের মত হবে লোকটার বয়স। শক্ত, আত্মবিশ্বাসী; নিজেকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার বলে পরিচয় দেয়। আমার তো মনে হয়, ওই লোকটার চাপাচাপিতেই নির্দিষ্ট সময়ের আগে এই সাক্ষ্যটা নেয়া হচ্ছে। চিলিতে নাকি কী কাজ আছে তার। তাই চাইছে আগেভাগেই ঝামেলাটা সেরে ফেলতে।'

'এরকম একগুঁয়ে মানুষ খুব একটা দেখিনি আমি,' হালকা গলায় বললাম।

'এমন ধরনের মানুষ, যারা নিজেদের ভুলের কথা কখনওই স্বীকার করতে চায় না,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল পোয়ারো।

'নিজের বক্তব্যে একেবারে অনড় লোকটা, সহজে মানানো যাবে না। ঈশ্বরের দুনিয়ায় যা কিছু আছে, সবকিছুর নামে কসম কেটে বলছে, চব্বিশে জুলাই সন্ধ্যাটা কাস্টের সাথে ইস্টবার্নের হোয়াইটক্রস হোটেলেই কাটিয়েছে সে। একা-একা লাগছিল বলে, কথা বলার মত কাউকে খুঁজছিল। এক্ষেত্রে কাস্টের চেয়ে উপযুক্ত শ্রোতা আর কে হতে পারে? পুরো সময়ে একবারও বাধাও দেয়নি কাস্ট, নীরবে শুনে গেছে লোকটার বয়ান! ডিনারের পর দু'জনে মিলে ডমিনো'স খেলেছে। খেলাটায় অত্যন্ত দক্ষ স্ট্রেঞ্জ; অবাক হয়ে সে আবিষ্কার করেছিল, খেলোয়াড় হিসেবে কাস্টও নেহায়েত মন্দ নয়! ডমিনো'স ভীষণ অদ্ভুত একটা খেলা, মানুষ একেবারে পাগলের মত খেলতে থাকে ওটা। কাস্ট আর স্ট্রেঞ্জও নাকি তা-ই করেছিল। কাস্ট

BanglaBook.org

অবশ্য বার দুয়েক ঘুমুতে যেতে চেয়েছিল কিন্তু স্ট্রেঞ্জ তাকে যেতে দেয়নি। লোকটা প্রতিজ্ঞা করে বলছে, নিদেনপক্ষে মাঝরাত অবধি খেলেছে ওরা। আসলেই তা-ই করেছে, একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে মাঝরাতের মিনিট দশেক পর।

'কাস্ট যদি সে সময় ইস্টবার্নের হোয়াইটক্রস হোটেলেই থেকে থাকে, তাহলে সে মাঝরাত থেকে রাত একটার মধ্যে কীভাবে বেক্সহিলের সৈকতে বেটি বার্নার্ডকে খুন করতে পারে?'

'কঠিন সমস্যা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল পোয়ারো।

'সমস্যাটা যে ক্রোমকে অন্তত ভাবনায় ফেলে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' ভ্রূ নাচিয়ে বলল জ্যাপ।

'নিজের বয়ানের ব্যাপারে এই স্ট্রেঞ্জ লোকটা শতভাগ নিশ্চিত, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাবের লোক। অবশ্য ভুলটা যে ঠিক কোথায় হচ্ছে, সেটাও মাথায় আসছে না আমার। ধরে নিলাম, স্ট্রেঞ্জ অন্য কারও সাথে সময় কাটিয়েছে। কিন্তু সেই "অন্য কেউ" কেন নিজেকে কাস্ট নামে পরিচয় দেবে? হোটেল রেজিস্টারের হাতের লেখাটাও হুবহু মিলে যায় কাস্টের সঙ্গে। তবে কি লোকটার কোন সহযোগী আছে? কিন্তু রক্তপিপাসু এহেন উন্মাদদের কোন দোসর থাকে না।

'মেয়েটা কি তাহলে আরও পরে মারা গিয়েছিল? এক্ষেত্রে ডাক্তারও কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল!

'আর যদি বেচারি মেয়েটা আরও খানিকটা পরেও মারা গিয়ে থাকে, তাহলেও কিন্তু কথা থেকে যায়। ইস্টবার্ন থেকে বেক্সহিলের দূরত্ব প্রায় চোদ্দ মাইল। কারও চোখে ধরা না পড়ে ইস্টবার্ন থেকে বেক্সহিলে যেতে-যেতে অনেকটা সময় লেগে যাওয়ার কথা কাস্টের।'

BanglaBook.org

‘সত্যিই জটিল একটা সমস্যা...হুম,’ বলে উঠল পোয়ারো।

‘তা ঠিক, তবে এতে খুব একটা কিছু যায়-আসে না। ডনকাস্টারের খুনের দায়টা কোনভাবেই এড়াতে পারবে না কাস্ট। রক্তমাখা কোট, ছুরি...ওখানে ফাঁকি দেয়ার কোন জায়গাই নেই। কোন জুরিই কাস্টের পক্ষে রায় দেবে না। কিন্তু এই অ্যালিবাইটা আপাতদৃষ্টিতে নিশ্ছিদ্র একটা কেসে ছোট্ট একটা ছিদ্র করে দিল। সে ডনকাস্টারের খুনটা করেছে, চার্চস্টনের খুনটাও করেছে, এমনকী অ্যাণ্ডোভারের খুনটাও সে-ই করেছে। তাহলে নিশ্চয়ই বেক্সহিলের খুনটাও তারই করা। কিন্তু, কীভাবে যে কাজটা করল সে, সেটা কোনমতেই বুঝে উঠতে পারছি না!’

মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাপ।

‘এটাই আপনার সুযোগ, মিস্টার পোয়ারো,’ বলল সে। ‘ক্রোমের রীতিমত দিশেহারা অবস্থা। মাথার ওই কোষগুলো একটু এদিক-ওদিক করে দেখুন। আমাদেরকে জানান, কীভাবে এ বি সি বেক্সহিলের খুনটা করেছে।’

চলে গেল জ্যাপ।

‘কী বলো, পোয়ারো?’ প্রশ্ন রাখলাম। ‘মস্তিষ্কের ওই ধূসর কোষগুলো কি কাজে নামার জন্য প্রস্তুত?’

পোয়ারো আমার প্রশ্নের উত্তর দিল আরেকটা প্রশ্ন দিয়ে। ‘আগে বলো, হেস্টিংস, তোমার মতে, কেসটা কি শেষ হয়ে গেছে?’

‘হ্যাঁ, মানে সব দিক যদি বিবেচনা করি আরকী। আমরা খুনিকে পেয়েছি, প্রায় সবগুলো প্রমাণও পেয়েছি। কেবল ছেঁড়া সুতোটার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই...’

পোয়ারো মাথা নাড়ল। ‘কেস শেষ?! এই কেসটা আসলে একজন মানুষকে নিয়ে, হেস্টিংস। সেই মানুষটা সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে না পারলে, রহস্যের কোন কূলকিনারা মিলবে

BanglaBook.org

না। এ বি সি-কে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারলেই জিতে যাব আমরা, এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই।'

'লোকটা সম্পর্কে যথেষ্টই জানি আমরা।'

'আমরা আসলে কিছুই জানি না! আমরা জানি, লোকটার জন্মস্থান কোথায়। জানি, সে যুদ্ধে লড়েছে, মাথায় হালকা আঘাতও পেয়েছে। মৃগী রোগের জন্য ওকে আর্মি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছিল। এরপর প্রায় দুই বছর ধরে সে মিসেস মারব্যারির ভাড়াটে হিসেবে ছিল আমরা এটাও জানি, লোক হিসেবে সে চুপচাপ এবং বেশ আত্মকেন্দ্রিক। এমন একজন মানুষ সে, যার ওপর সাধারণত কারও নজর পড়ে না। আমরা জানি, এই লোক চার-চারটা খুন নিখুঁতভাবে নিজের পরিকল্পনা মোতাবেক করতে পেরেছে; আবার এই একই লোক পরবর্তীতে কিছু-কিছু ক্ষেত্রে গাধার মত ভুল করেছে! সে খুন করেছে নৃশংসভাবে, শিকারের প্রতি কোন ধরনের দয়া-মায়া দেখায়নি। আবার এরপর যেন সে খুনের দায় অন্য কার ওপর না পড়ে সেজন্য চিঠি লিখে সেটা জানিয়েও দিয়েছে; এতটাই দয়া তার! যদি সে এভাবে একের পর এক খুন করেই যেতে চাইত, তাহলে আরেকজনকে ফাঁসিয়ে দেয়াটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হত না? দেখতে পাচ্ছ না, হেস্টিংস, লোকটার মধ্যে পরস্পর বিপরীত একগাদা বৈশিষ্ট্য উপস্থিত আছে? নির্বোধ এবং ধূর্ত, নির্মম এবং দয়ালু, এই বৈপরীত্যকে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য তো এক করেছে, তাই না? সেটা কী?'

'তুমি দেখি একেবারে মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা শুরু করে দিলে...' বলা শুরু করলাম আমি।

'এই কেসটা তো শুরু থেকে সেটাই ছিল, তাই না? পুরোটা সময় অন্ধের মত হাতড়ে-হাতড়ে এগোতে হয়েছে আমাকে; খুনিকে বুঝতে চেয়েছি আমি। এখন বুঝতে পারছি, হেস্টিংস,

BanglaBook.org

আমি আসলে লোকটাকে এক বিন্দুও বুঝতে পারিনি! রীতিমত অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি।'

'হয়তো ক্ষমতার মোহ...' আবারও বলতে শুরু করলাম।

'হ্যাঁ, এটা দিয়ে কয়েকটা ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায় বটে...কিন্তু কেন যেন আমি ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারছি না। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই আমি। কেন এই খুনগুলো করল কাস্ট? মিসেস অ্যাশার, বেটি বার্নার্ড, স্যর কারমাইকেল-শিকার হিসেবে এদেরকে কেন বেছে নিল সে? কীসের ভিত্তিতে?'

'অক্ষর অনুযায়ী-' মন্তব্য করলাম।

আবারও আমাকে থামিয়ে দিল পোয়ারো। 'বেক্সহিলে কি বেটি বার্নার্ড ছাড়া আর কারও নাম "বি" দিয়ে শুরু হয় না? বেটি বার্নার্ড-ওকে নিয়ে একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় এসেছিল আমার...কিন্তু ওই তত্ত্বটাকে সত্যি হতে হলে...অবশ্যই ওটা সত্যি...কিন্তু তাহলে...'

বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল সে। ওকে বিরক্ত করতে মন চাইল না আমার।

নীরবতাটা এত বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল যে, আমি মনে হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম!

ঘুম ভাঙলে দেখি, পোয়ারো আমার কাঁধে হাত রেখে সটান দাঁড়িয়ে আছে।

'প্রিয়, হেস্টিংস,' গলায় মধু ঢেলে বলল সে। 'আমার জিনিয়াস হেস্টিংস।'

আচমকা পোয়ারোর মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খানিকটা হকচকিয়ে গেলাম।

'সত্যি বলছি কিন্তু,' জোর দিয়ে বলল পোয়ারো, 'সবসময়...সবসময় তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমার জন্য

BanglaBook.org

সৌভাগ্য বয়ে আনো; আমাকে প্রেরণা জোগাও।'

'এবার? এবার আবার কীভাবে প্রেরণা জোগালাম?' সন্দিহান গলায় জানতে চাইলাম।

'নিজের কাছে যখন কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম, তখন আচমকা তোমার একটা মন্তব্য মনে পড়ে গেল আমার। এতদিন ঝাপসা হয়ে ছিল সেটা, আজ পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল। আগেও বলেছি, একেবারে সহজ-সরল ব্যাপারটা তুমি চট করে বলে ফেল, যেটা প্রায়ই আমার নজর এড়িয়ে যায়।'

'কোন্ মন্তব্যটার কথা বলছ?' জানতে চাইলাম।

'সবকিছু একেবারে জলের মত পরিষ্কার করে দিয়েছে তোমার মন্তব্যটা, বন্ধু। আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি আমি। কেন মিসেস অ্যাশার, কেন স্যর কারমাইকেল ক্লার্ক, ডনকাস্টারের খুনটার মূল কারণ, আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—এই এরকুল পোয়ারোকে কেন এসবের মধ্যে টানা হলো!'

'দয়া করে কি একটু খোলসা করে বলবে?'

'এখনই না। কিছু বলার আগে আমার আরও কিছু তথ্য দরকার। আমাদের গঠন করা বিশেষ দলটা থেকেই সেসব তথ্য পেয়ে যাব আমি। আর একটা বিশেষ প্রশ্নের উত্তর জানার পর আমি এ বি সি-র সাথে দেখা করতে যাব। মুখোমুখি হবে দুই শত্রু—এ বি সি এবং এরকুল পোয়ারো।'

'তারপর?' জানতে চাইলাম।

'তারপর,' শান্ত গলায় বলল পোয়ারো, 'আলোচনা করব আমরা! নিশ্চিত থাক, হেস্টিংস—যে ব্যক্তি কিছু লুকাতে চায়, তার কাছে আলোচনার চেয়ে ভীতিপ্রদ আর কিছুই নেই! এক জ্ঞানী ফরাসির কাছে শুনেছিলাম—কথা বলা আবিষ্কার করা হয়েছে যেন মানুষ ভাবতে না পারে। কেননা মানুষ যা লুকাতে চায়, সেটাই বের করে আনে আলোচনা। আলাপচারিতার সময়

মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার লোভটা সামলাতে পারে না, আর সেসময়ই তার আসল রূপটা সবার সামনে বেরিয়ে আসে।'

'কাস্ট তোমাকে কী বলবে বলে আশা করছ?'

মৃদু হাসল এরকুল পোয়ারো।

'মিথ্যা,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে। 'আর সেই মিথ্যা থেকেই আমি প্রকৃত সত্যটার সন্ধান পাব!'

বত্রিশ

শেয়াল ধরা

পরবর্তী কয়েকটা দিন প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কাটল পোয়ারোর। মাঝে-মাঝে রহস্যজনকভাবে বেমালুম গায়েব হয়ে যেত ও, কথা বলত খুব মেপে-মেপে, বেশিরভাগ সময় ভ্রু কুচকে আপনমনে কী যেন ভাবত। বহুবার জানতে চেয়েছি, সেদিন আমার কোন্ মন্তব্যটার কথা বলেছিল ও, কিন্তু প্রশ্নটার কোন সদুত্তর পাইনি আমি।

তার এই রহস্যময় অন্তর্ধানের সময়টায়, একবারের জন্যও আমাকে সাথে নেয়নি সে। বিষয়টা যারপরনাই মর্মাহত করেছে আমাকে।

সপ্তাহের শেষের দিকে আচমকা একদিন জানাল, বেক্সহিল আর তার আশপাশের এলাকাটা ভালমত ঘুরে দেখতে চায় সে। সেবার আমাকেও সঙ্গে যেতে বলল ও!

Banglabook.org

আমি তো ওর সঙ্গী হতে এক পায়ে খাড়া ছিলাম!

পরে টের পেলাম, আমন্ত্রণটা কেবল আমাকেই জানানো হয়নি, আমাদের বিশেষ দলের সবাইকে জানানো হয়েছে।

পোয়ারোর কর্মকাণ্ড ততদিনে আমার মত ওদের মধ্যেও এক ধরনের কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। যা-ই হোক, দিন শেষে, পোয়ারোর চিন্তার গতিপথটা খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম।

প্রথমে মি. আর মিসেস বার্নার্ডের সাথে দেখা করতে গেল পোয়ারো।

মিসেস বার্নার্ডের কাছ থেকে মি. কাস্টের আসার একদম সঠিক সময়টা জেনে নিল ও, সেই সাথে লোকটা কী-কী বলেছিল, সেসবও মনোযোগ দিয়ে শুনল।

এরপর এ বি সি যে হোটেলটায় উঠেছিল, ওখানে গিয়ে লোকটার হোটেল ছাড়ার সঠিক সময়টা জেনে নিল। যতদূর বুঝতে পারলাম, এ সমস্ত প্রশ্ন থেকে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে পোয়ারোকে দেখে বেশ সন্তুষ্টই মনে হলো।

এরপর সমুদ্র সৈকতে গেল সে, যেখানে বেটি বার্নার্ডের দেহ পাওয়া গিয়েছিল, সে জায়গাটা আবারও নিরীখ করল। কয়েকবার জায়গাটা ঘিরে চক্কর কাটল, নিবিষ্ট মনে পরখ করে দেখল সেখানকার প্রত্যেকটা মসৃণ-অমসৃণ নুড়ি পাথর।

ওর এই কাজের পেছনে কোন কারণ খুঁজে পেলাম না আমি; কেননা জোয়ার এসে প্রতিদিন অন্তত দু'বার করে জায়গাটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

তবে এতদিন ওর সাথে থেকে এটুকু শিক্ষা আমার ঠিকই হয়েছে যে, আপাতদৃষ্টিতে পোয়ারোর কর্মকাণ্ড যত অর্থহীনই মনে হোক না কেন, তার পেছনে কোন না কোন কারণ থাকবেই থাকবে।

BanglaBook.org

গাড়ি পার্ক করে রাখা সম্ভব, সৈকতের সবচেয়ে নিকটবর্তী এমন একটা জায়গায় গেল সে। ওখানকার কাজ সেরে বেক্সহিল থেকে ইস্টবার্ন যাবার জন্য বাসগুলো যেখানে থামে, সেখানে গেল।

একেবারে শেষে সবাইকে নিয়ে জিনজার ক্যাট ক্যাফেতে প্রবেশ করল পোয়ারো।

মিলি হিগলি আমাদের সবাইকে চা পরিবেশন করল।

আমাদের সবাইকে হতবাক করে দিয়ে আচমকা মেয়েটার গোড়ালির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ল সে। 'ইংল্যাণ্ডের মেয়েদের পায়ের কথা আর কী বলব! একদম চিকন। কিন্তু আপনার পা জোড়া, মাদামোয়াজেল, অসাধারণ। গোড়ালিটাও একেবারে নিখুঁত, চমৎকার!'

মিলি হিগলি মুখ টিপে হাসল, পোয়ারোর প্রশংসা পেয়ে অভিভূত। মুখে বলল, ফ্রেঞ্চ পুরুষেরা কতটা ভদ্র হয়, তা সে জানে।

পোয়ারোর জাতীয়তার ব্যাপারে মেয়েটার ভুল আন্দাজটাকে শুধরে দেয়ার কোন চেষ্টাই করল না ও, উল্টো এমনভাবে মেয়েটার দিকে তাকাল যে আমি নিজেই চমকে গেলাম।

'ভয়লা,' হাসিমুখে বলল পোয়ারো। 'বেক্সহিলের কাজ শেষ। এবার ইস্টবার্নে যাব। শুধু একটা ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে, তাহলেই কাজ শেষ। আমার সাথে না গেলেও চলবে আপনাদের। তবে তার আগে, চলুন হোটেলে গিয়ে এক কাপ চা খাওয়া যাক।'

চা পান করতে-করতে ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'আপনি কী খুঁজছেন, তা বোধহয় বুঝতে পেরেছি। আপনি কাস্টের অ্যালিবাইটা মিথ্যা প্রমাণিত করতে চাইছেন, তাই না? কিন্তু আপনাকে এত আনন্দিত দেখাচ্ছে কেন? আপনি

BanglaBook.org

তো বিশেষ কিছুই আবিষ্কার করতে পারেননি এখনও।'

'পারিনি, একদম ঠিক বলেছেন আপনি।'

'তাহলে?'

'ধৈর্য ধরুন। সঠিক সময়ে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'তাহলে এতটা আনন্দিত হওয়ার কারণ?'

'আমার ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারে, এমন কিছু পাইনি বলে।'

ওর চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'বন্ধু হেস্টিংসের মুখে শুনেছি, কম বয়সে সে দ্য ট্রুথ নামে একটা খেলা খেলত। ওই খেলায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে তিনটা করে প্রশ্ন করা হত। এর মধ্যে অন্তত দুটো প্রশ্নের সত্য উত্তর দিতেই হবে, একটার মিথ্যা উত্তর দিলে সমস্যা নেই।

'বুঝতেই পারছেন, প্রশ্নগুলো ছিল একান্ত ব্যক্তিগত আর যথেষ্ট বিব্রতকর। প্রথমে সবাইকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, এই বলে যে–যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলিব না।' থামল সে।

BanglaBook.org

'তো?' জানতে চাইল মেগান।

'আমি আসলে ওই খেলাটা একবার খেলতে চাই। তবে এক্ষেত্রে তিনটা প্রশ্নের দরকার হবে না আমাদের, কেবল একটা প্রশ্ন হলেই কাজ চলে যাবে। আপনাদের প্রত্যেককে মাত্র একটা করে প্রশ্ন করা হবে।'

'করুন,' অধৈর্য গলায় বললেন ক্লার্ক। 'আমরা আপনার যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।'

'দারুণ। কিন্তু আমি আরেকটু বেশি গুরুত্ব দিতে চাই এই খেলাটাকে। আপনারা সবাই কি দয়া করে প্রতিজ্ঞা করবেন যে, একদম সত্যি কথাটাই বলবেন আমাকে?'

এমন গম্ভীর কণ্ঠে সে কথাটা বলল যে, অন্যরা পুরোপুরি

হকচকিয়ে গেল।

তবে ওর কথামত প্রতিজ্ঞা ঠিকই করল সবাই।

'ভাল,' বলল পোয়ারো। 'আসুন তাহলে শুরু করা যাক...'

'আমি প্রস্তুত,' বলল থোরা গ্রে।

'আহ্, অন্তত এবার আমরা মেয়েদের দিয়ে শুরু করব না। সেটা সমীচীন হবে না।' ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্কের দিকে তাকাল সে। 'আপনাকে দিয়েই শুরু করি, মিস্টার ক্লার্ক। বলুন তো, এই বছর অ্যাসকটে মহিলারা যেসব হ্যাট পরেছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?'

হতভম্ব চোখে ওর দিকে তাকালেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক। 'মজা করছেন নাকি?'

'একদম না।'

'এটাই আপনার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন?'

'হ্যাঁ। এটাই।'

হাসতে শুরু করলেন ক্লার্ক। 'ঠিক আছে, মিস্টার পোয়ারো। সত্যি কথা হলো, এ বছর আমি অ্যাসকটে একবারও যাইনি। কিন্তু গাড়িতে চড়া মেয়েদেরকে যতদূর দেখেছি, তাতে বলতে পারি, সাধারণত তারা যে ধরনের হ্যাট পরে, এ বছরের হ্যাটগুলো তার চাইতেও অনেক বেশি হাস্যকর ছিল।'

'উদ্ভট নাকি?'

'একটু বেশিই উদ্ভট।'

পোয়ারো হেসে ডোনাল্ড ফ্রেজারের দিকে তাকাল। 'এই বছর ছুটিটা কখন কাটিয়েছেন, মসিয়ে?'

এবার ফ্রেজারের অবাক হওয়ার পালা।

'আমার ছুটি? আগস্টের প্রথম দুই সপ্তাহ।'

আচমকা খানিকটা নড়ে উঠল ছেলেটার মাথা; বুঝতে পারলাম, প্রশ্নটা ওকে ওর প্রেমিকার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

BanglaBook.org

পোয়ারো অবশ্য এতকিছু লক্ষ করল বলে মনে হলো না। থোরা গ্রের দিকে ফিরল সে এবার, কণ্ঠে দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট। বেশ কাটাকাটাভাবেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল সে। 'মাদামোয়াজেল, স্যর কারমাইকেল যদি বেঁচে থাকতেন আর লেডি ক্লার্ক মারা যেতেন, তাহলে ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পেলে কী করতেন আপনি?'

আক্ষরিক অর্থেই লাফিয়ে উঠল মেয়েটি। 'এমন প্রশ্ন করার সাহস আপনার হলো কী করে, মিস্টার পোয়ারো? এটা তো রীতিমত অপমানকর!'

'হয়তো। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি সত্যি কথা বলবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। দয়া করে উত্তরটা দিন। "হ্যাঁ" বলতেন নাকি "না"?'

'স্যর কারমাইকেল সবসময়ই আমার সাথে দয়ালু আচরণ করেছেন। মেয়ের মত মনে করতেন তিনি আমাকে। আমিও তাঁকে সে চোখেই দেখতাম।'

'ক্ষমা করবেন, মাদামোয়াজেল। আমি "হ্যাঁ" কিংবা "না"-এ উত্তরটা চাইছি।'

খানিকটা ইতস্তত করল মেয়েটা। 'উত্তরটা হলো-না!'

'ধন্যবাদ, মাদামোয়াজেল।' শান্ত গলায় বলল পোয়ারো।

এবারে মেগান বার্নার্ডের দিকে নজর ফেরাল সে। একদম পাংশু হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা, জোরে-জোরে শ্বাস নিচ্ছে।

পোয়ারোর কথাগুলো যেন চাবুকের মতই আছড়ে পড়ল মেয়েটার উপর। 'মাদামোয়াজেল, তুমি কি চাও যে আমি প্রকৃত সত্যটা খুঁজে বের করি, নাকি চাও না?'

গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। মেয়েটা যে সত্যকে ভালবাসে সেটা এ কয়দিনে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি আমি। তাই ওর জবাবটা কী হবে সেটা সহজেই আন্দাজ করতে পারছিলাম।

BanglaBook.org

কিন্তু মেয়েটা যখন উত্তরটা জানাল, তখন পুরোপুরি হতবাক হয়ে গেলাম আমি!

'না!'

আমরা সবাই আঁতকে উঠলাম, কিন্তু একেবারে শান্ত রইল পোয়ারো! কেবল খানিকটা সামনে ঝুঁকে এল সে; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটার মুখের দিকে।

'মাদামোয়াজেল মেগান,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'তুমি হয়তো চাও না সত্যটা প্রকাশ পাক, কিন্তু সেটা স্বীকার করার সৎ সাহস তোমার ঠিকই আছে।'

দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর আচমকা ফিরে তাকাল মেরি ড্রাওয়ারের দিকে। 'আচ্ছা, বলুন তো, আপনার কি কোন প্রেমিক আছে?'

মেরি এতক্ষণ আগ্রহ নিয়েই দেখছিল সবকিছু। কিন্তু ওর দিকে ধেয়ে আসা প্রশ্নটা ওকে চমকে দিল; বেশ লজ্জা পেল মেয়েটা। 'ওহ্, মিস্টার পোয়ারো। আমি...আমি...আসলে ঠিক নিশ্চিত নই।'

মৃদু হাসল পোয়ারো। 'আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলেই আমার দিকে ফিরে তাকাল সে। 'এসো, হেস্টিংস, আমরা এবার ইস্টবার্নে যাব।'

আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল। খানিকক্ষণ পরেই দেখা গেল, প্রধান সড়কটা ধরে ইস্টবার্নের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা।

'তোমাকে কোন প্রশ্ন করলে কি তার সদুত্তর পাব, পোয়ারো?'

'এই মুহূর্তে পাবে না। আপাতত আমার কর্মকাণ্ড থেকেই সম্ভাব্য উত্তরটা খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করো।'

চুপ মেরে গেলাম আমি।

BanglaBook.org

আত্মমগ্ন পোয়ারোকে বেশ তৃপ্ত মনে হলো, গুন-গুন করে কী একটা গানের সুর ভেঁজে চলেছে সে।

ইস্টবার্নে যাবার পথে পেভেনসি পড়ে। ওখানটায় খানিকক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি নিল ও। উদ্দেশ্য–দুর্গটাকে জরিপ করা।

গাড়ির দিকে ফিরে আসার সময় এক জায়গায় কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম আমরা। কয়েকটা বাচ্চা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায়-গান গাইছে...

'কী বলছে ওরা, হেস্টিংস? গানের কথাগুলো ঠিকঠাক ধরতে পারছি না আমি।'

খানিকক্ষণ কান পেতে গানটা শুনলাম আমি। ওরা গাইছে:

'একটা শেয়াল ধরো,
তাকে খাঁচায় পোরো,
পালাতে যেন না পারে ব্যাটা,
সেটা খেয়াল কোরো।'

'"একটা শেয়াল ধরো, তাকে খাঁচায় পোরো, পালাতে যেন না পারে ব্যাটা, সেটা খেয়াল কোরো।" পুনরাবৃত্তি করল পোয়ারো। আচমকা ওর চেহারা বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে; শক্ত হয়ে উঠেছে চোয়াল!

'কী বাজে একটা গান, হেস্টিংস।' মিনিট খানেক চুপ থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি কি এখানে শেয়াল শিকার কর?'

'করি না। আমার কখনও শিকারে যাওয়ার সামর্থ্য হয়নি। আর আমার মনে হয় না যে, পৃথিবীর এই প্রান্তে এখন আর খুব একটা শিকার করা হয়।'

'আমি আসলে পুরো ইংল্যাণ্ডের কথাই বুঝিয়েছিলাম। এই শেয়াল শিকার কিন্তু ভারি অদ্ভুত একটা খেলা। প্রথমে সুবিধামত জায়গায় আত্মগোপন করা হয়; এরপরই তো বোধহয়

BanglaBook.org

কুকুরগুলোকে শেয়ালের পেছনে লেলিয়ে দেয়া হয়, তাই না? তারপর শুরু হয় দৌড়। মাছ-ঘাট, বন-বাদাড়, খানা-খন্দ পার হয়ে প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে শেয়াল। আর কুকুরগুলো পিছন-পিছন তাড়া করে ফেরে...'

'ওদেরকে হাউণ্ড বলা হয়!'

'হাউণ্ডগুলো শেয়ালের পিছু-পিছু ছোটে। তারপর যখন ওটাকে ধরতে পারে, তখনই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায় শেয়ালটার; খুব দ্রুত এবং নৃশংসভাবে।'

'শুনতে যদিও বেশ নৃশংসই শোনাচ্ছে; তবে...'

'তবে কী? বলতে চাও, গোটা ব্যাপারটা শেয়ালটা উপভোগ করে? বাজে কথা বোলো না তো, বন্ধু। তবে হ্যাঁ, ওই ছেলেগুলো গানে-গানে যা বলছিল, তার চাইতে সম্ভবত এহেন ত্বরিত মৃত্যুদণ্ডই ঢের ভাল।'

'একটা বাক্সে বন্দি হয়ে থাকা...চিরকালের জন্য...হুম, ব্যাপারটা সত্যিই কল্পনাতীত।' মাথা ঝাঁকাল পোয়ারো। খানিকক্ষণ পর যখন মুখ খুলল, ওর গলার স্বরটা ততক্ষণে আমূল বদলে গেছে। 'আগামীকাল আমি কাস্ট নামের লোকটার সাথে দেখা করতে যাব।' তারপর শোফারের দিকে ফিরে বলল, 'লণ্ডনে ফিরে চলো।'

'আমরা না ইস্টবার্নে যাচ্ছিলাম?' আর্তনাদ করে উঠলাম।

'কী দরকার? যা-যা জানার ছিল, তার সবই জানা হয়ে গেছে আমার।'

BanglaBook.org

তেত্রিশ

আলেকজাণ্ডার বোনাপোর্ট কাস্ট

পোয়ারো যখন আলেকজাণ্ডার বোনাপোর্ট কাস্ট নামে অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল, তখন ওখানে উপস্থিত ছিলাম না আমি। এই কেসের অস্বাভাবিক প্রকৃতি আর পুলিসের সাথে বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে খুব সহজেই অনুমতি পেয়ে গেল পোয়ারো। তবে আফসোস, আমাকে কাস্টের সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়া হলো না!

তবে এমনিতেও লোকটার সাথে একাকী কথা বলতে চেয়েছিল পোয়ারো; তাই অনুমতি পেলেও হয়তো ওর সাথে যাওয়া হত না আমার।

তবে পরবর্তীতে পুরো ঘটনাটা এতটা বিস্তারিতভাবে ও আমাকে শুনিয়েছে যে, নিজে উপস্থিত থাকলেও হয়তো এর চেয়ে ভালভাবে সেটা উপস্থাপন করতে পারতাম না আমি।

মি. কাস্ট এ কয়দিনে আরও অনেকখানি ভেঙে পড়েছে। তার কুঁজো ভাবটাও আগের চেয়ে খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় সারাক্ষণই তার কোটের বোতামে উদ্দেশ্যহীনভাবে নড়াচড়া করছে হাতের আঙুলগুলো।

প্রথম কয়েক মিনিট নিশ্চুপ রইল পোয়ারো; লোকটার মুখোমুখি বসে চুপচাপ তাকিয়ে রইল তার চেহারার দিকে। যেন

BanglaBook.org

কোন তাড়া নেই পোয়ারোর, অফুরন্ত সময় রয়েছে হাতে...

এত-এত নাটকের পর, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর এই মুখোমুখি বসাটা নিশ্চয়ই অনেক রোমাঞ্চকর একটা পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল। পোয়ারোর জায়গায় আমি হলে রোমাঞ্চটা ঠিকই অনুভব করতে পারতাম।

তবে পোয়ারোর ভাবখানা এমন, যেন কিছুতেই কিছু যায়-আসে না তার! তবে সামনে বসা লোকটাকে প্রভাবিত করার সম্ভাব্য সবরকম উপায় খুঁজতে নিরন্তর মাথা খাটিয়ে চলেছে সে। অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে নীরবতা ভাঙার প্রয়াস পেল সে। 'আমার পরিচয়টা জানা আছে আপনার?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল কাস্ট। 'নাহ্, জানা নেই। তবে আপনি যদি মিস্টার লুকাসের-কী যেন বলে? ও হ্যাঁ, জুনিয়র হন...নাকি মিস্টার মেনার্ডের কাছ থেকে এসেছেন (মেনার্ড অ্যাণ্ড কোল, বাদী পক্ষের উকিল)?'

লোকটার গলার স্বর নম্র হলেও, তাতে আগ্রহের কোন ছাপ নেই! যেন নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত মি. কাস্ট!

'আমি এরকুল পোয়ারো...' নরম গলায় বলল পোয়ারো। কথাটা শুনে লোকটার মধ্যে কী প্রভাব পড়ে সেটা দেখতে চাইছে...

মাথাটা সামান্য একটু তুলল মি. কাস্ট। 'তাই নাকি?'

কথাটা এমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল লোকটা যে মনে হলো, সে নয়, স্বয়ং ইন্সপেক্টর ক্রোমের মুখ দিয়েই বেরিয়েছে বাক্যটা!

কয়েক মুহূর্ত পর একই কথার পুনরাবৃত্তি করল সে, 'তাই নাকি?' তবে এবারে কণ্ঠের পরিবর্তনটা পরিষ্কার; চোখে আগ্রহ নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকাল সে।

ওর চোখে চোখ রাখল পোয়ারো, আলতো করে নড করল।

'হ্যাঁ,' বলল ও। 'আপনি আমাকে উদ্দেশ্য করেই চিঠিগুলো

BanglaBook.org

লিখেছিলেন।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মাথাটা নামিয়ে নিল মি. কাস্ট। বিরক্তি আর ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, 'আমি কোনদিন আপনাকে চিঠি লিখিনি। সত্যি বলছি, ওই চিঠিগুলো আমার লেখা নয়। এক কথা আর কতবার বলতে হবে আপনাদের?'

'আপনি কী বলেছেন, সেটা আমি জানি,' বলল পোয়ারো। 'কিন্তু আপনি না লিখে থাকলে, আর কে লিখবে ওগুলো?'

'কোন শত্রু। নির্ঘাত আমার কোন শত্রুর কাজ এটা। সবাই আমার পেছনে লেগেছে। এমনকী পুলিসও। আমার বিরুদ্ধে একটা মহাষড়যন্ত্র এটা।'

কথাটার জবাব দিল না পোয়ারো।

এদিকে মি. কাস্টের কথা তখনও শেষ হয়নি, বলেই চলেছে সে। 'চিরকালই সবাই আমার বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে।'

'যখন ছোট ছিলেন, তখনও?'

জবাব দেয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল মি. কাস্ট, ভাবল। 'নাহ্, একেবারে শৈশব থেকে না অবশ্য। আমার মা আমাকে খুব ভালবাসতেন। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তিনি; একটু বেশিই উচ্চাশা ছিল তাঁর। আমাকে এই অদ্ভুত নামগুলো উনিই দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, আমি একদিন দুনিয়াজুড়ে হইচই ফেলে দেব! তিনি চাইতেন আমি যেন নিজেকে প্রকাশ করি; বার-বার ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতার কথা বলতেন...বলতেন, মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়তে পারে। আরও বলতেন, আমি নাকি চাইলেই যে কোন কিছু করতে সক্ষম!'

খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর আবারও মুখ খুলল সে। 'তবে মস্ত ভুল করেছিলেন তিনি। কথাটা টের পেতে মোটেও বেশি সময় লাগেনি আমার। জীবন নিয়ে বিশাল কোন পরিকল্পনা করার মত মানুষ আমি নই। প্রায়ই বোকামী করতাম; এটা-ওটা

BanglaBook.org

করতে গিয়ে হাস্যকর ঘটনার জন্ম দিতাম। ভয় পেতাম; মানুষকে ভীষণ ভয় পেতাম আমি! বিশ্বাস করুন...

'স্কুলে যখন ছাত্ররা আমার পুরো নামটা জেনে গেল...উফ...কী কষ্টেই না কেটেছে ওই দিনগুলো! লেখাপড়া, খেলাধুলো কোনটাতেই তেমন একটা ভাল করতে পারিনি কখনও।' তীব্র হতাশায় সজোরে মাথা নাড়ল সে। 'এরপর আমার বেচারি মা মৃত্যুবরণ করলেন। আমাকে নিয়ে খুব আশাহত হয়েছিলেন তিনি। এমনকী কমার্শিয়াল কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থাতেও আমি ছিলাম বোকার হদ্দ। টাইপিং আর শর্টহ্যাণ্ড শিখতে অন্য যে কারও চাইতে অনেক বেশি সময় লেগে গিয়েছিল আমার।'

চোখভরা অনুনয় নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকাল সে।

'আপনার কথার মর্মার্থ বুঝতে পারছি আমি,' নরম গলায় বলল পোয়ারো। 'আপনি বলতে থাকুন।'

'মনে হত, চারপাশের সবাই আমাকে বোকা ভাবছে। আর এই চিন্তাটাই আমাকে লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিত। পরে অফিসেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটল।'

'আর যুদ্ধে?' চট করে বলে উঠল পোয়ারো।

মি. কাস্টের চেহারাটা ধীরে-ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'সত্যি বলছি,' হাসিমুখে বলল সে, 'যুদ্ধটা আমি পুরোদমে উপভোগ করেছিলাম। মানে, যতটুকু অংশগ্রহণ করেছি আরকী। মনে হচ্ছিল, আমি যেন আর চিরচেনা পুরনো আমি নই, অন্য কেউ। আমরা সবাই তো ওখানে একসাথেই থাকতাম। মনে হত—আরে, আমি তো অন্য সবার মতই, আলাদা তো নই!'

আচমকা হাসিটা মিলিয়ে গেল লোকটার চেহারা থেকে।

'এরপর মাথায় আঘাত পেলাম। একদম হালকা, বুঝলেন। কিন্তু ওরা আবিষ্কার করে বসল, থেকে-থেকে খিঁচুনি হচ্ছে

BanglaBook.org

আমার...

'আমি অবশ্য একথা আগে থেকেই জানতাম। আচ্ছন্ন অবস্থায় কী-কী করতাম, পরে আর সেটা মনে করতে পারতাম না, স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যেত। দুই-একবার মেঝেতে বা রাস্তায় আছড়েও পড়েছি। কিন্তু এ কারণে আমাকে একেবারে ডিসচার্জ করে দেয়াটা উচিত হয়নি ওদের, একদমই উচিত হয়নি।'

'তারপর?' জানতে চাইল পোয়ারো।

'একটা কেরানীর চাকরি জুটিয়ে নিলাম। বেতন-বোনাস মিলিয়ে খুব একটা মন্দ ছিল না চাকরিটা। যুদ্ধের পরেও জীবন ধারণে কোন অসুবিধা হয়নি আমার। কিন্তু সমস্যা হলো অন্য জায়গায়...আমাকে অগ্রাহ্য করা শুরু হলো। প্রমোশন দেয়া হত না, পরিশ্রমের মূল্যায়ন করা হত না; আস্তে-আস্তে কাজটা করা আমার জন্য রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠল। জিনিসপত্রের দামও তরতর করে বেড়ে চলছিল, তাই...

'শেষে অবস্থা এমন হলো যে, দেহের ভেতর প্রাণটাকে আটকে রাখাই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াল (তার উপর একজন কেরানীকে আবার কেতাদুরস্ত না হলে চলে না!)। তাই যখন এই স্টকিংস বিক্রি করার কাজটা পেলাম, লুফে নিলাম। এখানে বেতন আর কমিশন দুটোই পেতাম আমি!'

পোয়ারো শান্ত গলায় বলল, 'কিন্তু আপনি যে ফার্মের নাম জানিয়েছেন, তারা তো দাবি করছে যে, আপনি কখনওই তাদের কর্মচারী ছিলেন না!'

নিমিষেই উত্তেজিত হয়ে উঠল মি. কাস্ট। 'তার কারণ, এই ষড়যন্ত্রে ওরাও যোগ দিয়েছে। আমার কাছে লিখিত...হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন...লিখিত প্রমাণ আছে। আমাকে ওরা যে চিঠিটা লিখেছিল, সেটা এখনও আছে আমার কাছে। কোথায়-কোথায় যেতে হবে, কার-কার কাছে যেতে হবে, ওদের পাঠানো সেই

BanglaBook.org

তালিকাগুলোও আছে।'

'এক্ষেত্রে লিখিত বলাটা বোধহয় ভুল হবে; টাইপ রাইটারে মুদ্রিত বলতে পারেন।'

'কথা তো সেই একই। তাই না? বড় কোন ফার্ম তো আর হাতে লিখে এসব ব্যবসায়িক কাজকর্ম সারে না!'

'আপনি কি জানেন না যে, কোন্ চিঠি কোন্ টাইপ রাইটারে লেখা হয়েছে, তা খুব সহজেই ধরে ফেলা যায়? আপনার কাছে যে চিঠিগুলো আছে, সেগুলো সব একটা টাইপ রাইটার থেকেই লেখা।'

'তো?'

'মেশিনটা আপনার ঘরেই পাওয়া গেছে। আপনার নিজের টাইপ রাইটারটা ব্যবহার করেই চিঠিগুলো লেখা হয়েছে, মিস্টার কাস্ট।'

'আমি যখন চাকরিতে যোগ দিই, তখন আমার কাছে ফার্মের ওরাই কিন্তু মেশিনটা পাঠিয়েছিল।'

'কিন্তু চিঠিগুলো তো আপনি পেয়েছেন কাজে যোগ দেয়ার পর, তাই না? স্বাভাবিক কারণেই পুলিস ভাবছে, আপনি নিজেই চিঠিগুলো লিখে নিজের ঠিকানায় পোস্ট করেছেন।'

'না, না! এসব আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত!'

আচমকা মি. কাস্ট বলে উঠল, 'ওদের সব চিঠিপত্রও তো একই ধরনের মেশিনে লেখা হয়। তাই না?'

'একই ধরনের, মসিয়ে; একই মেশিনে নয়।'

মি. কাস্ট একগুঁয়ের মত বলল, 'চক্রান্ত! এর সবই চক্রান্ত!'

'আর আপনার কাবার্ডের বাক্সে যে এ বি সি-গুলো পাওয়া গেল, ওগুলোর ব্যাপারে কী বলবেন?'

'ওগুলোর ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না আমি। ভেবেছিলাম, ওগুলোর ভেতরে হয়তো স্টকিংস আছে!'

BanglaBook.org

'আপনি অ্যাণ্ডোভারের অধিবাসীদের নামের তালিকায় মিসেস অ্যাশারের নামের পাশে টিক চিহ্ন কেন দিয়েছিলেন?'

'কারণ ওকে দিয়েই কাজটা শুরু করতে চেয়েছিলাম আমি। কাউকে না কাউকে দিয়ে তো শুরু করতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কাউকে না কাউকে দিয়ে তো শুরু করতেই হবে!'

'আহ্, আমি ঠিক সেটা বোঝাইনি!' একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলল মি. কাস্ট। 'আপনি যা বোঝাচ্ছেন, আমি একদমই সেটা বোঝাইনি।'

'আমি কী বোঝাতে চাইছি, তা আপনি জানেন?'

কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলল না মি. কাস্ট, চুপ করে রইল; কাঁপছে।

'আমি খুন করিনি!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'আমি নিরপরাধ! কোথাও একটা ভুল হচ্ছে, মস্ত ভুল। দ্বিতীয় খুনটার কথাই ধরুন, বেক্সহিলের কথা বলছি। আমি সেই সময় ইস্টবার্নে ডমিনো'স খেলছিলাম। একথা তো আর অস্বীকার করতে পারবেন না আপনারা!' তার কণ্ঠে জয়ের আভাস সুস্পষ্ট।

'হ্যাঁ,' ধ্যানমগ্ন সুরে বলল পোয়ারো। 'কিন্তু অনেক আগে ঘটা কোন ঘটনা মনে করতে গেলে, দিন-তারিখ খানিকটা আগে-পরে হয়ে যাওয়াটা খুব একটা বিচিত্র নয় কিন্তু, তাই না? আর কেউ যদি মিস্টার স্ট্রেঞ্জের মত একরোখা হয়, তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যে আছে, সেটাও স্বীকার করতে চাইবে না। হোটেল রেজিস্টারের কথা কী আর বলব; সই করার সময় একদিন আগের বা পরের তারিখ বসিয়ে দিলে, কে আর এত খেয়াল করতে যাবে সেটা?'

'কিন্তু ওই সন্ধ্যায় সত্যিই আমি ডমিনো'স খেলছিলাম!'

'শুনলাম, খেলাটায় আপনি বেশ দক্ষ। কথাটা সত্যি নাকি?'

অযাচিত প্রশংসা পেয়ে বেশ খুশি হলো মি. কাস্ট। 'আমি...আমি নিজেও সেটাই মনে করি।'

'খেলাটা খুব মনোযোগ দিয়ে খেলতে হয়, তাই না? অসাধারণ দক্ষতার দরকার পড়ে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। আগে লাঞ্চ আওয়ারের সময় শহরে খেলতাম আমি। এই ডমিনো'স খেলতে গিয়ে কত যে অপরিচিত মানুষ পরস্পরের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করতে পারবেন না আপনি।' খিল-খিল করে হাসল সে। 'একজনের কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার, কোনদিনও লোকটার কথা ভুলতে পারব না আমি। এক কাপ কফি খেতে-খেতে পরিচয় হলো, এরপর কীভাবে-কীভাবে যেন ডমিনো'স খেলতে শুরু করলাম আমরা। মিনিট বিশেক পর মনে হলো, লোকটাকে যেন সারা জীবন ধরে চিনি! এমন একটা কথা লোকটা বলেছিল আমাকে যে...'

'কী কথা?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল পোয়ারো।

কালো হয়ে গেল মি. কাস্টের চেহারা। 'কথাগুলো আমাকে ভীষণ ঘাবড়ে দিয়েছিল। লোকটা বলেছিল, মানুষের ভাগ্য তার হাতের রেখাতেই লেখা থাকে। নিজের হাত দেখিয়ে বলেছিল, এই দুটো রেখা থেকে বোঝা যায়, ওর জীবনের ওপর পর-পর দু'বার বেশ বড়-বড় ফাঁড়া এসেছিল। দু'বার ডুবে যাবার কথা নাকি হাতে লেখা ছিল তার; আর আসলেই নাকি দু'বার ডুবতে-ডুবতে কোনমতে বেঁচে গিয়েছিল সে।

'এরপর আমার হাতের রেখা দেখে, অদ্ভুত কিছু কথা বলল। বলল, মৃত্যুর আগে আমি নাকি ইংল্যাণ্ডে সবচাইতে নামকরা মানুষে পরিণত হব। গোটা দেশ নাকি আমাকে নিয়ে মেতে উঠবে। বলল...বলল...' বুজে এল মি. কাস্টের গলা। পরের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারছে না সে...

BanglaBook.org

'বলুন?' লোকটাকে যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে পোয়ারো। মি. কাস্ট একবার ওর দিকে তাকিয়েই দ্রুত নজর ফিরিয়ে নিল।

'বলল যে, হাতের রেখা দেখে মনে হচ্ছে, আমার মৃত্যুটা অনেক নৃশংস হবে! এরপর হাসতে-হাসতে বলল, "মনে হচ্ছে, ফাঁস নিয়ে মরতে হবে আপনাকে।" এরপর আমার দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি দিয়ে বলল, আমার সাথে ঠাট্টা করছে সে!'

নিস্তেজ হয়ে এল তার গলা, পোয়ারোর উপর থেকে নজর সরিয়ে মাথা ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল...

'আমার মাথা...প্রচণ্ড ব্যথা করে। মাঝে-মাঝে এমনও হয় যে আমি...আমি কী করেছি...কোথায় গিয়েছি...কিছুই মনে করতে পারি না...'

পুরোপুরি ভেঙে পড়ল লোকটা।

পোয়ারো খানিকটা সামনে ঝুঁকে এল। মৃদু কিন্তু আশ্বাসভরা কণ্ঠে বলল, 'আপনি আসলে জানেন, তাই না? এই খুনগুলো যে আপনি নিজেই করেছেন?'

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল মি. কাস্ট। সরাসরি পোয়ারোর চোখে-চোখ রাখল সে। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ। আমি জানি।'

'তবে, আপনি এটা জানেন না যে, ঠিক কী কারণে খুনগুলো করেছেন, তাই না?' বলল পোয়ারো। 'আমি কি ভুল বলেছি?'

মি. কাস্ট মাথা নাড়ল।

'না,' মৃদু গলায় বলল সে। 'সত্যিই কারণটা জানি না আমি।'

BanglaBook.org

চৌত্রিশ

পোয়ারোর ব্যাখ্যা

কেসটার ব্যাপারে পোয়ারোর ব্যাখ্যা শোনার জন্য অখণ্ড মনোযোগের সাথে অপেক্ষা করছিলাম আমরা।

'শুরু থেকেই,' বলতে শুরু করল পোয়ারো, 'কেসটার ব্যাপারে একটা প্রশ্ন আমাকে ভীষণ ভাবিয়েছে; সেটা হলো–"কেন?" কিছুতেই এই প্রশ্নটার উত্তর পাচ্ছিলাম না আমি। হেস্টিংস সেদিন আমাকে বলছিল, কেসটা শেষ হয়ে গেছে! আমি ওকে বলেছিলাম, এই কেস ওই লোকটাকে নিয়ে! খুনের রহস্যটা মূল রহস্য না। আসল রহস্য হলো–এ বি সি। এই খুনগুলো কেন করতে গেল সে? কেন আমাকেই বেছে নিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে?

'লোকটা উন্মাদ–এটা কোন সদুত্তর হলো না। একজন পাগলের কর্মকাণ্ডের পেছনের যুক্তিগুলো তার নিজের কাছে একজন স্বাভাবিক মানুষের কর্মকাণ্ডের মতই অকাট্য; পার্থক্য শুধু দৃষ্টিভঙ্গিতে। যেমন ধরুন কেউ বলল, সে নেংটি পরে বাইরে হাঁটাহাঁটি করবে। তাহলে তাকে পাগল ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবব না আমরা। কিন্তু যদি জানা যায়, সেই লোকের দৃঢ় বিশ্বাস, সে মহাত্মা গান্ধী। তাহলে? লোকটার এই কাজের পেছনে যুক্তি আছে কি নেই?

BanglaBook.org

'এই কেসে আমাদের প্রয়োজন ছিল এমন একটা মনকে কল্পনা করা, যে চার-চারটা খুনকে যুক্তিযুক্ত ভাবছে। এমনকী আগে থেকে এরকুল পোয়ারোকে চিঠি লিখে ঘোষণা দেয়াটাও সেই মনের কাছে যুক্তিসঙ্গত!

'আমার বন্ধু হেস্টিংসকে জিজ্ঞেস করলে সে আপনাদেরকে জানাবে যে, প্রথম চিঠিটা পাবার পর থেকেই আমার মনটা বেশ খচখচ করছিল। তখন থেকেই মনে হচ্ছিল, চিঠিটার কোন একটা সমস্যা আছে।'

'এখন তো দেখা যাচ্ছে, আপনি ঠিকই ধরেছিলেন,' শুষ্ক কণ্ঠে বললেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক।

'হ্যাঁ। কিন্তু সমস্যা হলো, আমি একদম গোড়াতেই একটা গলদ করে ফেলেছিলাম। আমার অনুভূতি...আমার ভিতরকার তীব্র অনুভূতিকে যথাযথ সম্মান দিইনি আমি। ধরেই নিয়েছিলাম, ওটা আমার ইণ্ট্যুইশন। তবে সত্য কথা হলো, যে হৃদয় যুক্তি মেনে চলে, যার চিন্তা-ভাবনা সুসংহত, সেসব ক্ষেত্রে ইণ্ট্যুইশন বলে কোন শব্দ নেই; বরঞ্চ এটাকে আমরা শিক্ষিত আন্দাজ বলতে পারি। একটা ব্যাপারে অনুমান করতে কোন দোষ নেই; হয়তো দিন শেষে সেটা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে অথবা ভুল। যদি সঠিক হয়, তাহলে তার নাম দেয়া হয় ইণ্ট্যুইশন। আর ভুল হলে, সেই প্রসঙ্গই হয়তো আর তোলা হয় না, ধামাচাপা পড়ে যায়।

'তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ইণ্ট্যুইশন হলো কোন যুক্তিযুক্ত ধারণা বা পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা অনুমান। যখন একজন বিশেষজ্ঞের মনে হয়, কোন চিত্রে বা কোন আসবাবের মধ্যে অথবা কোন ব্যাংকের চেকে গোলমাল আছে, তখন আসলে তার নজরে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে। অসঙ্গতিটা ঠিক কোথায়, তা হয়তো সে তৎক্ষণাৎ বলতে পারে

BanglaBook.org

না; তবে তার হয়ে তার অভিজ্ঞতাই কথা বলে এসব ক্ষেত্রে।

'ফলাফল? কোথাও কোন একটা ঝামেলা আছে, এই রকম একটা অনুভূতির জন্ম হওয়া। কিন্তু এটাকে অনুমান বলাটা কি ঠিক হবে? মনে হয় না। কেননা এই অনুভূতির মূল কারণ—জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত থেকে পাওয়া শত-সহস্র বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

'যা-ই হোক, স্বীকার করে নিচ্ছি যে, প্রথম চিঠিটাকে যতটা গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল, ততটা আমি দিইনি। অস্বস্তিবোধটুকু নিজের মধ্যেই চেপে রেখেছিলাম। পুলিস যদিও চিঠিটাকে ঠাট্টা বলেই ধরে নিয়েছিল, তবে ওটাকে অতটা হালকাভাবে নিইনি আমি কখনওই। নিশ্চিত ছিলাম, এ বি সি-র প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অ্যাণ্ডোভারে খুনটা হবেই হবে। আর আপনারা সবাই জানেন, হয়েছিলও তাই।

'প্রথম খুনের পর-পরই খুনি কে, সেটা বোঝার কোন উপায় ছিল না। আমার সামনে কেবল একটা রাস্তাই খোলা ছিল—খুনটা যে করছে, তার মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করা।

'অন্যান্য কিছু উপকরণ হাতে ছিল বটে, এই যেমন—খুনের ধরন, হত্যাকাণ্ডের শিকারের ব্যাপারে কিছু টুকরো তথ্য...তবে আমাকে যেটা আবিষ্কার করতে হত, তা হলো—অপরাধের মোটিভ আর আমাকে চিঠিটা পাঠানোর কারণ।'

'প্রচার,' পাশ থেকে বললেন ক্লার্ক।

'আর হীনম্মন্যতা,' যোগ করল থোরা গ্রে।

'খালি চোখে তেমনটাই মনে হয়। কিন্তু আমাকে কেন বেছে নেয়া হলো? কেন এরকুল পোয়ারোকে চিঠি লেখা হলো? প্রচার চাইলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চিঠি পাঠানোটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত ছিল না?

'তারচেয়েও বেশি প্রচার পাওয়া যেত সরাসরি খবরের

BanglaBook.org

কাগজের দপ্তরে পাঠালে। প্রথম চিঠিটা হয়তো খবরের কাগজে ছাপত না ওরা, কিন্তু দ্বিতীয় খুন হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তার বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রচারটা পেয়ে যেত এ বি সি।

'তাহলে, এরকুল পোয়ারোকে কেন? ব্যক্তিগত কোন কারণ আছে কি? চিঠিতে প্রচ্ছন্নভাবে বিদেশিদের প্রতি একটা বিদ্বেষ ফুটে আছে। কিন্তু আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য শুধু এতটুকু যথেষ্ট ছিল না।

'এরপর পেলাম দ্বিতীয় চিঠি; প্রায় সাথে-সাথেই ঘটল বেক্সহিলে বেটি বার্নার্ডের খুনের ঘটনাটা। পরিষ্কার বোঝা গেল (আমি যা আগেই সন্দেহ করেছিলাম), বর্ণমালা অনুসরণ করে এগোচ্ছে খুনি। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অন্য সবার জন্য যথেষ্ট হলেও আমার জন্য কোনমতেই ছিল না। এই খুনগুলো করা কেন জরুরি হয়ে পড়েছিল এ বি সি-র জন্য?'

মেগান বার্নার্ড নিজের চেয়ারে নড়ে-চড়ে বসল। 'রক্তপিপাসা হতে পারে,' মৃদু স্বরে বলল সে।

মেয়েটার দিকে ঘুরে বসল পোয়ারো। 'ঠিক বলেছেন, মাদামোয়াজেল। রক্তপিপাসা একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে; অমন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাপার আছে বৈকি! কিন্তু তা এই কেসের সঙ্গে খুব একটা খাপ খায় না। এই ধরনের রক্তপিপাসু খুনি যখন খুন করে, তখন তার লক্ষ্য থাকে, যত বেশি সম্ভব মানুষকে হত্যা করা। এটা এমন একটা চাহিদা, যাকে কোনদিনও পুরোপুরি তৃপ্ত করা যায় না। এধরনের খুনি নিজের চিহ্ন লুকাতে চায়, নিজের প্রচার চায় না।

'আমরা যদি খুনের চার শিকারকে হিসেবের মধ্যে আনি...অন্তত প্রথম তিনজনের কথা ধরা যাক (যেহেতু আমি মিস্টার ডাউনস বা মিস্টার আর্লসফিল্ডের ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না), তাহলে দেখব ইচ্ছে করলেই খুনি কারও মনে নিজের

BanglaBook.org

ব্যাপারে সন্দেহ না জাগিয়ে খুনগুলো করে ফেলতে পারত। যথাক্রমে ফ্রাঞ্জ অ্যাশার, ডোনাল্ড ফ্রেজার বা মেগান বার্নার্ড আর খুব সম্ভব মিস্টার ক্লার্ককে খুনগুলোর জন্য সন্দেহ করত পুলিস। একজন অজ্ঞাত, বেনামী খুনির কথা কেউ কল্পনাই করত না। তাহলে কেন খুনি নিজের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল? প্রতিটা দেহের পাশে এক কপি করে এ বি সি রেলওয়ে গাইড কেন ফেলে গেল সে? কেন এই বাতিক? বাতিকটা রেলওয়ে গাইডকে ঘিরে না তো?

'এই পর্যায়ে একমাত্র খুনির মানসিকতাই কেসটার ওপরে আলোকপাত করতে পারত। কেন এই প্রচারপ্রিয়তা? কেন এই দাম্ভিকতা? নাকি কোন নিষ্পাপ মানুষকে যেন বিপদে পড়তে না হয়, সেটাই তার মূল চিন্তা?

'প্রধান প্রশ্নটার উত্তর না পেলেও এটা ঠিকই বুঝতে পারছিলাম যে, খুনির সম্পর্কে একটু-একটু করে জানতে শুরু করেছি আমি।'

'কী জানতে পারলেন?' প্রশ্ন করল ফ্রেজার।

'প্রথমেই বুঝতে পারলাম—খুনির মন ছকবাঁধা নিয়মে চলে। আর শিকার করার জন্য বর্ণমালা ব্যবহার করে মানুষ বেছে নেয় সে। এই অক্ষরের ব্যাপারটা যে ওর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা পরিষ্কার। এ-ও বুঝতে পারলাম, শিকারের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তার বিশেষ কোন আগ্রহ নেই; মিসেস অ্যাশার, বেটি বার্নার্ড, স্যর কারমাইকেল ক্লার্ক, এই তিনজনের মধ্যে কোন মিলই নেই। তিনজনের লিঙ্গেও পার্থক্য আছে, বয়সেরও ব্যাপক ফারাক আছে...এই ব্যাপারটাই আমার নজর কাড়ল।

'যদি কেউ কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়া খুন করে বেড়ায়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, ওর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বা ওর বিরক্তি উদ্রেক করে এমন মানুষদেরকে খুন করছে সে।

BanglaBook.org

কিন্তু বর্ণমালার বাতিক এই তত্ত্বটাকেও উড়িয়ে দিচ্ছে। এ বি সি-র ছকটা এমন এলোমেলো যে আমার মনে হয়েছে—বর্ণমালা দিয়ে শিকার বেছে নিচ্ছে খুনি, এ তত্ত্বটাই ভুল!

'তাই নিজেকে একটা অনুসিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি দিলাম, এ বি সি-র ছক দেখে ধরে নিলাম, রেলওয়ে পছন্দ করে সে। নারীদের তুলনায় পুরুষরাই সাধারণত রেলওয়ে নিয়ে বেশি আগ্রহ দেখায়। এমনকী বাচ্চা ছেলেরাও বাচ্চা মেয়েদের চাইতে ট্রেন নিয়ে বেশি মাতামাতি করে। এটাকে কিন্তু অপরিপক্ক মনের একটা লক্ষণ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। ধরে নেয়া যায়, খুনির মধ্যে এখনও বালকসুলভ আচরণ রয়ে গেছে।

'বেটি বার্নার্ড যেভাবে মারা গেলেন, সেটা আমার মনে আরেকটা ধারণা জন্ম দিল। খুনের ধরনটা বিশেষ একটা ইঙ্গিত বহন করে। প্রথমত, নিজের বেল্ট ব্যবহার করে মেয়েটাকে খুন করা হয়েছে। এর অর্থ—নিশ্চয়ই খুনি বেটির পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ কেউ। মেয়েটার চরিত্র সম্পর্কে জানার পর গোটা ব্যাপারটা আরও খানিকটা পরিষ্কার হলো।

'বেটি বার্নার্ড চটুল মেয়ে, সুন্দর পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে ভালবাসতেন। এ বি সি-র সাথে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন তিনি, সুতরাং লোকটার মধ্যে নিশ্চয়ই আকর্ষণ করার মত কিছু না কিছু আছে। যার বদৌলতে মেয়ে "পটাতে" পারত সে।

'মানসপটে খুনটার একটা সম্ভাব্য চিত্র এঁকেছি আমি; সেটা অনেকটা এমন—এ বি সি বেটির বেল্টের প্রশংসা করল এবং ওটা দেখতে চাইল। মেয়েটা বেল্টটা খুলে ওর হাতে তুলে দিল। খেলাচ্ছলে বার-বার মেয়েটার গলায় বেল্ট দিয়ে ফাঁস বাঁধতে লাগল খুনিটা। হালকা গলায় হয়তো বলছিল, "তোমার গলায় ফাঁস দিলাম কিন্তু।" ব্যাপারটায় আমোদ পেয়ে শিকার হয়তো খিল-খিল করে হাসছিল, আর ঠিক তখনই বেল্ট ধরে টান দিল

BanglaBook.org

এ বি সি–'

ডোনাল্ড ফ্রেজার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, চোখে-মুখে স্পষ্ট উত্তেজনার ছাপ। 'মিস্টার পোয়ারো, ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি, দয়া করে এসব কথা বন্ধ করুন।'

হাত নাড়ল পোয়ারো। 'কথা শেষ তো...এ ব্যাপারে বলার মত আর কিছু নেই আমার। এবার পরবর্তী খুনটার দিকে তাকানো যাক। স্যর কারমাইকেলের বেলায় খুনি অনেকটা তার প্রথম পদ্ধতিরই পুনরাবৃত্তি করেছে। মাথায় আঘাত হেনে কাজ সেরেছে। সেই একই বর্ণমালার বাতিক–কিন্তু এখানে ছোট্ট একটা অসঙ্গতি নজরে পড়েছে আমার। ছক মানতে হলে, খুনের জায়গাটার নামও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বেছে নেয়া উচিত ছিল খুনির, তাই না?

'অ্যাণ্ডোভার "এ" অক্ষরের একশো পঞ্চান্নতম শহর, তাহলে পরের শহর "বি" অক্ষরের একশো পঞ্চান্নতম অথবা ছাপ্পান্নতম হওয়া উচিত ছিল। আর তৃতীয় শহর হওয়ার কথা ছিল "সি" অক্ষরের একশো সাতান্নতম শহরটা। কিন্তু সেটা হয়নি। শহর বেছে নেবার ক্ষেত্রে এ বি সি কোন নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেনি।'

'এই বাতিকের সন্দেহটা করার পেছনে তোমার নিজের বাতিকও কিন্তু দায়ী হতে পারে, পোয়ারো!' শান্ত গলায় বললাম আমি। 'তুমি নিজেই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত, সবসময়ই ছক মেনে চলার চেষ্টা কর। ব্যাপারটা মাঝে-মাঝে বেশ বাড়াবাড়িই মনে হয় আমার কাছে।'

'না, ওটা কোন ব্যাধি নয়! তবে কথাটা মন্দ বলনি তুমি। হতে পারে, আমি হয়তো অনর্থকই এই ব্যাপারটার ওপর জোর দিচ্ছি।

'চার্চস্টন খুনটা থেকে কাজে লাগানোর মত কোন তথ্য

BanglaBook.org

পাইনি আমি। নিতান্তই মন্দ ভাগ্য আমাদের; কেননা ওই খুনের ঘোষণা যে চিঠিটাতে ছিল, সেটা ভুল ঠিকানায় চলে গিয়েছিল। তাই কোন প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে।

‘কিন্তু “ডি” খুনের ব্যাপারটা আলাদা। বেশ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সেবার। এ বি সি যে আর বেশিদিন এভাবে একের পর এক অপরাধ করে পার পাবে না, সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

‘কাহিনির এই পর্যায়ে এসে স্টকিংস-এর সূত্রটা ধরতে পারলাম আমি। প্রতিটা খুনের জায়গায় এবং খুনের সময় একজন ভ্রাম্যমাণ স্টকিংস ব্যবসায়ীর উপস্থিত থাকাটা কিছুতেই কাকতালীয় হতে পারে না। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, আমাদের এই বিশেষ ব্যবসায়ীই খুনি। তবে মিস গ্রে আমাকে খুনির যে বর্ণনাটা দিয়েছিলেন, তার সাথে আমার মনের পর্দায় ফুটে ওঠা বেটি বার্নার্ডের খুনিকে মেলাতে পারছিলাম না কিছুতেই।

‘পরের ধাপগুলো ব্যাখ্যা করতে খুব বেশি সময় লাগবে না আমার। চতুর্থ বার খুন হলেন জর্জ আর্লসফিল্ড নামের একজন মানুষ। আমরা ধরে নিলাম, খুনি ভুল করে ডাউনস নামের একজনকে খুন করতে গিয়ে জর্জকে খুন করে ফেলেছে। কেননা দু’জনের আকার-আকৃতি প্রায় একই রকম, সিনেমা হলে তাঁরা বসেও ছিলেন পাশাপাশি।

‘এতদিনে ভাগ্য আমাদের সহায় হলো; এ বি সি ভুল করে বসল। আমরা ওকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করতে পারলাম। হেস্টিংস তার মতামত জানিয়ে দিল, কেস ডিসমিস!

‘অন্য সবার কাছেও অবশ্য সেরকমই মনে হলো। এ বি সি-কে জেলে পোরা হয়েছে, অতিসত্বর তাকে ব্রডমুরে পাঠানো হবে। আর কোন খুন হবে না। শেষ! দুঃস্বপ্নের পরিসমাপ্তি!

‘কিন্তু আমার জন্য কেসটা তখনও শেষ হয়নি। কারণ

BanglaBook.org

তখনও আমার প্রশ্নগুলোর জবাব পাইনি আমি। জানতে পারিনি, কী কারণে খুনগুলো করা হলো, আর কী কারণেই বা আমাকে টেনে আনা হলো এসবের মধ্যে!

'আরেকটা বিভ্রান্তিকর ব্যাপার হলো–কাস্ট নামের এই লোকটার বেক্সহিলের খুনটার জন্য একটা অ্যালিবাই আছে!'

'ব্যাপারটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল,' ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক বললেন।

'হুম, আমাকেও। কারণ ওই অ্যালিবাইটাকে আমার কাছে সত্য বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু ওটা সত্যি হয় কী করে? যদি না...কাহিনির এই পর্যায়ে আমরা দুটো চমকপ্রদ পথের সামনে এসে উপস্থিত হই।

'প্রথমত, যদি ধরে নিই, এই কাস্ট লোকটা–"এ", "সি" আর "ডি" এই তিনটি খুনের জন্য দায়ী হলেও, "বি" খুনটার জন্য দায়ী নয়।'

'মিস্টার, পোয়ারো, এ কী বলছেন আপনি...'

মেগানের দিকে ফিরে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে মেয়েটিকে থামিয়ে দিল পোয়ারো।

'শুনে যান, মাদামোয়াজেল। আগেই বলেছি, আমি সত্যের পক্ষে! এহেন মিথ্যার ফুলঝুরি আর সহ্য হচ্ছে না আমার। ধরুন আমি বললাম, দ্বিতীয় খুনটা করেনি এ বি সি। মনে করে দেখুন, খুনটা হয়েছে পঁচিশ তারিখের একেবারে শুরুর দিকে। এখন এ বি সি অকুস্থলে পৌঁছবার আগেই যদি অন্য কেউ বেটিকে খুন করে ফেলে, তাহলে কী করবে সে? আরেকটা খুন করবে? নাকি ওই খুনটাকেই ভাগ্যের উপহার মেনে নিয়ে গা ঢাকা দেবে?'

'মিস্টার পোয়ারো!' মেগান বলল। 'এটা একটা উদ্ভট চিন্তা! সবগুলো খুন নিশ্চয়ই একজন মানুষই করেছে!'

মেয়েটাকে পাত্তাই দিল না পোয়ারো, নিজের বয়ানে অটল

BanglaBook.org

রইল। 'এই তত্ত্বের বেশ বড় একটা সুবিধা আছে। আলেকজাণ্ডার বোনাপোর্ট কাস্ট (যার পক্ষে কোন মেয়েকে পটানো কঠিন) এবং বেটি বার্নার্ডের খুনির ব্যক্তিত্বের অমিল, এই তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। তাছাড়া এক খুনিকে অন্য খুনির অপরাধের আড়াল ব্যবহার করতে আগেও দেখা গেছে, এটা নতুন কিছু নয়। জ্যাক দ্য রিপারের সবগুলো খুন যে জ্যাক দ্য রিপারই করেছে, সেটা বলা বোধহয় ভুল হবে।

'এতক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল।

'কিন্তু এরপরই এই তত্ত্বের একটা সমস্যা ধরা পড়ল! বেটি বার্নার্ড খুন হওয়ার আগ পর্যন্ত এ বি সি-র ব্যাপারে একটা শব্দও পত্রিকায় আসেনি। অ্যাণ্ডোভারের খুনটা খুব একটা আলোড়ন তোলেনি। মিডিয়া তো রেলওয়ে গাইডটার প্রসঙ্গ উল্লেখ পর্যন্ত করেনি তখন। তাহলে দাঁড়াল যে, বেটি বার্নার্ডের খুনি, খবরের কাগজে ছাপা হয়নি, এমন তথ্যও জানত। কার-কার কাছ থেকে সেগুলো জানতে পারে সে? আমি, পুলিস এবং মিসেস অ্যাশারের দুই-একজন আত্মীয়-প্রতিবেশী ছাড়া আর কেউ কিন্তু জানত না সেগুলো।

'এই চিন্তাটা আমাকে কানাগলির একেবারে শেষ মাথায় এনে দাঁড় করাল।'

পোয়ারোর চারপাশে আমরা যারা উপস্থিত আছি, তারাও যেন কোন কানাগলিতে এসে হাজির হয়েছি! ও যে ঠিক কী বলতে চাইছে, সেটা একদমই বুঝতে পারছি না।

ডোনাল্ড ফ্রেজার চিন্তিত স্বরে বলল, 'পুলিসের সদস্যরাও মানুষ, ওদের মধ্যে অনেকেই সুদর্শন...' চোখে প্রশ্ন নিয়ে পোয়ারোর দিকে তাকাল সে।

আলতো করে মাথা নাড়ল আমার বন্ধু। 'নাহ্, ব্যাপারটা আরও সহজ। আগেই বলেছি, দ্বিতীয় আরেকটা পথ আছে

BanglaBook.org

আমাদের সামনে।

'ধরে নিলাম, বেটি বার্নার্ডকে খুন করেনি কাস্ট। মেনে নিলাম, অন্য কেউই খুন করেছে মেয়েটাকে। তাহলে কি সেই খুনি অন্য খুনগুলোর জন্যও দায়ী হতে পারে?'

'কিন্তু...কিন্তু তা কী করে হয়? অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠলেন ক্লার্ক।

'অসম্ভব? এবার আমি সেটাই করলাম, আরও অনেক আগেই যা করা উচিত ছিল আমার। একদম আলাদা নজরে আমাকে পাঠানো চিঠিগুলো পরখ করে দেখলাম। প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল, কোথাও কোন ঘাপলা আছে।

'বুঝতে পারলাম, আমার ভুলটা কোথায় ছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, চিঠিগুলো কোন উন্মাদের লেখা। কিন্তু আবার নিরীখ করার সময় নতুন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম আমি। ঘাপলাটা হলো—চিঠিগুলো সুস্থ-স্বাভাবিক একজন মানুষের লেখা!'

'কী বলছ!' রীতিমত আঁতকে উঠলাম আমি!

'ঠিকই বলছি। একজন বিশেষজ্ঞ যেমন এক নজর দেখেই কোন নকল ছবি ধরতে পারে; আমিও তেমনি ধরতে পারলাম, চিঠিগুলো নকল! ওগুলো যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইছে, উন্মাদ এক লেখক লিখেছে আমাদেরকে, রক্তপিপাসু এক খুনি! কিন্তু আদতে ওগুলোর লেখক পুরোদস্তুর স্বাভাবিক একজন মানুষ।'

'অসম্ভব, আপনার এই কথা একেবারেই ভিত্তিহীন।' তীব্র প্রতিবাদ জানালেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক।

'ভিত্তি চাচ্ছেন তো? বলছি, শুনুন। ভিত্তি খুঁজে পেতে হলে আগে আপনাকে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ভাবতে হবে। এই চিঠিগুলো লিখে কী পেতে চাইছে এ বি সি? চাইছে, লেখকের উপর সবার

BanglaBook.org

মনোযোগ আসুক। খুনগুলোর দিকে মনোযোগ আসুক; তাই না?

'প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা ধরতে পারিনি। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, সে আসলে চেয়েছে "খুনগুলোর" দিকে নজর পড়ুক। সম্ভবত আপনাদের ইংরেজ কবি শেক্সপীয়ারই বলেছিলেন, "জঙ্গলে কোন গাছ নজরে পড়ে না।"'

পোয়ারোর ভুলটা ধরিয়ে দেয়ার কোন চেষ্টাই করলাম না আমি। কারণ আমি তখন ওর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার চেষ্টায় মাথা খাটাতে ব্যস্ত। ততক্ষণে ব্যাপারটা ধরতে শুরু করেছি আমি।

বলে চলল পোয়ারো, 'একটা পিন কখন নজর এড়িয়ে যায়? যখন সেটা একগাদা পিনের সঙ্গে থাকে! কখন একটা বিশেষ খুন নজর এড়িয়ে যায়? যখন সেটা একগাদা খুনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে!

'একটা ধূর্ত, ভীষণ বুদ্ধিমান খুনির সাথে লড়তে হয়েছে আমাকে–যে কিনা একই সাথে বেপরোয়া, সাহসী এবং জুয়াড়ি! মিস্টার কাস্ট? অসম্ভব, তার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য একেবারেই নেই। সে কোনভাবেই এই খুনগুলো করতে পারে না! আমার প্রতিদ্বন্দ্বী একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ–যার ভিতরে এখনও একটা বাচ্চা ছেলে লুকিয়ে আছে (স্কুল ছাত্রদের মত করে চিঠি লেখা আর রেলওয়ে গাইডটাই তার প্রমাণ), যে মহিলাদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়, মানব জীবন যার কাছে একেবারে মূল্যহীন; এমন একজন, যে এই খুনগুলোর সাথে-পিছে ওতপ্রোতভাবে জড়িত!

'ভেবে দেখুন, যখন কেউ খুন হয়, তখন পুলিস কোন্ প্রশ্নটা সবার প্রথমে করে? সুযোগ। খুনের সময় সবাই কোথায় ছিল?

'এরপর আসে–মোটিভ। মানুষটা মারা গেলে কে লাভবান হয়?

'যখন মোটিভ আর সুযোগ পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন কী করে খুনি? অ্যালিবাই দাঁড় করানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না তার। কিন্তু প্রায় সবসময়ই দেখা যায়, এই কাজ করতে গিয়ে ভজকট্ট বাধিয়ে ফেলে খুনি! তাই আমাদের খুনি এক অভূতপূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করল; নিজেই জন্ম দিল এক উন্মাদ খুনির!

'এ পর্যায়ে আমার কাজ কিছুটা সহজ হয়ে গেল। এই খুনগুলো নিয়ে আবার অনুসন্ধান করে, সম্ভাব্য খুনিকে বের করা। অ্যাণ্ডোভারের খুন? এক্ষেত্রে সম্ভাব্য খুনি হলো ফ্রাঞ্জ অ্যাশার। কিন্তু অ্যাশার এত নিখুঁত পরিকল্পনা করে কাজটা করতে পেরেছে, কিছুতেই সেটা মানতে পারছি না আমি।

'বেক্সহিলের খুন? ডোনাল্ড ফ্রেজার এক্ষেত্রে প্রধান সন্দেহভাজন। এই বিশাল পরিকল্পনা করার মত মাথা আছে তার, মনটাও ছকবাঁধা পথে চলে। কিন্তু প্রেমিকাকে খুন করার একটা মাত্র কারণ থাকতে পারে ওর–ঈর্ষা। ঈর্ষার বশে করা খুন, কোনমতেই পূর্ব পরিকল্পিত হতে পারে না। তাছাড়া, জানতে পারলাম ছেলেটা আগস্টে ছুটি কাটায়। তাহলে চার্চস্টনের খুনের সাথে ওর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

'এরপর সামনে আসে চার্চস্টনের খুনটা–এই প্রথম আমার হাতে রহস্য সমাধানের জন্য উপযুক্ত কিছু তথ্য এল।

'স্যর কারমাইকেল ক্লার্ক ধনী মানুষ। কে পেতে যাচ্ছে তাঁর সমুদয় বিষয়সম্পত্তি? লেডি কারমাইকেল, যিনি একজন মৃত্যু পথযাত্রী মানুষ। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এসব সম্পদ ভোগ করার খুব বেশি সুযোগ নেই তাঁর। তারপর সবকিছু চলে যাবে স্যর কারমাইকেলের ভাই, ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্কের কাছে।'

পোয়ারো ধীরে-ধীরে ঘুরে দাঁড়াল, এক দৃষ্টিতে তাকাল ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্কের চোখের দিকে।

'প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, খুনির যে বৈশিষ্ট্যগুলো

BanglaBook.org

আমার মনের পর্দায় জ্বলজ্বল করছিল, সেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন মানুষকেই বাস্তবে চিনি আমি; তিনি হলেন, মিস্টার ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক। ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্কই আমাদের এ বি সি। তাঁর বেপরোয়া, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় জীবনযাত্রা, ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ানো, ইংল্যাণ্ডের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, খুব হালকা হলেও বিদেশিদের প্রতি বিদ্বেষ–সবকিছুই আমার চোখে ধরা পড়ল। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আর মানুষের সাথে সহজে মিশে যাওয়ার ক্ষমতার কারণে ক্যাফের কোন মেয়েকে পটিয়ে ফেলা তাঁর পক্ষে এমন কঠিন কিছু না। তাঁর ছকে বাঁধা মনটার দেখা পেয়েছিলাম একেবারে প্রথম দিনেই; তাঁর তালিকা বানানো দেখে। তালিকাটা বানাবার সময়ও তিনি এ, বি, সি, ডি বর্ণমালাগুলো ব্যবহার করেছিলেন। আর সবশেষে তাঁর বাচ্চাদের মত মন–এ ব্যাপারটা উল্লেখ করেছিলেন লেডি ক্লার্ক। মিস্টার ক্লার্কের গল্পের বইয়ের রুচিতেও সেটা প্রতীয়মান হয়। আমি জানি, লাইব্রেরিতে ই. নেসবিটের লেখা "দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন" বইটা আছে। আমার মনে আর কোন সন্দেহই রইল না–এ বি সি, যে মানুষটা খুনগুলো করেছে আর চিঠিগুলো লিখেছে, সে ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক ছাড়া আর কেউ নয়।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন ক্লার্ক। 'আপনার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়! আর আমাদের বন্ধু কাস্ট যে হাতে-নাতে ধরা পড়ল, তার কী হবে? ওর কোটে লেগে থাকা রক্ত, রুমে খুঁজে পাওয়া ছুরির কী ব্যাখ্যা দেবেন? সে অস্বীকার করলেও...'

বাধা দিল পোয়ারো। 'আপনি ভুল করছেন। সব দোষ স্বীকার করেছে কাস্ট।'

'কী?' মনে হলো কথাটা ক্লার্ককে চমকে দিয়েছে।

'হ্যাঁ,' নম্র স্বরে বলল পোয়ারো। 'ওর সাথে কথা বলতে গিয়েই বুঝেছি, নিজেকে দোষী বলেই মনে করে কাস্ট।'

BanglaBook.org

'তাতেও কি মিস্টার পোয়ারোর সন্তুষ্টি আসেনি?' বিদ্রূপ করলেন ক্লার্ক।

'না। কেননা এক নজর দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, কাস্ট পুরোপুরি নির্দোষ! না তার এই পরিকল্পনা করার মত মাথা আছে, আর না আছে সেটা বাস্তবায়ন করার মত সাহস! খুনির আচরণের এই বৈপরীত্য, শুরু থেকেই ধরতে পেরেছিলাম আমি। কাস্টকে দেখে এর প্রকৃত কারণটা বুঝতে পারলাম–দু'জন মানুষ এতে জড়িত। একজন আসল খুনি–যে ধূর্ত, উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন আর বেপরোয়া। আর একজন নকল খুনি–যে বোকা, অস্থিরমতি এবং সহজে নিয়ন্ত্রণ-যোগ্য।

'এই "নিয়ন্ত্রণ-যোগ্য" শব্দটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে মিস্টার কাস্টের সব রহস্য! একটা খুনের উপর থেকে নজর সরাবার জন্য আরও কয়েকটা খুনের পরিকল্পনা করেই থামেননি আপনি, মিস্টার ক্লার্ক। আপনার দরকার ছিল একটা বলির পাঠা!

'আমার মনে হয়, শহরে কফি খেতে-খেতে এই অদ্ভুত লোকটার সাথে যখন পরিচিত হয়েছিলেন আপনি, তখনই প্রথম এই বুদ্ধিটা মাথায় আসে আপনার। লোকটার নামও ছিল বেশ ব্যতিক্রম। এমনিতেই তখন আপনি মনে-মনে ভাইকে খুন করার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে ভাবছিলেন।'

'তাই? কিন্তু কেন?'

'নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন বলে। আপনি টের পাননি, কিন্তু স্যর কারমাইকেলের চিঠিটা দেখানোর সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি আমার পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছিলেন, মিস্টার ক্লার্ক। মিস থোরা গ্রের প্রতি আপনার ভাইয়ের স্নেহ-ভালবাসা চিঠিটাতে পরিষ্কার ধরা পড়েছে। পিতৃসুলভ ভালবাসা, অন্তত নিজেকে স্যর কারমাইকেল তাই বোঝাতেন। যা-ই হোক, স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি যে একাকীত্বের জ্বালা সইতে না পেরে এই

BanglaBook.org

সুন্দরী, দয়ালু মেয়েটির প্রতি ঝুঁকে পড়বেন না, তার কী নিশ্চয়তা আছে? বরঞ্চ তেমনটা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। কে জানে, শেষ পর্যন্ত হয়তো অন্যান্য অজস্র ধনী বৃদ্ধদের মত মিস গ্রেকে বিয়েই করে বসতেন তিনি। মিস গ্রের সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা ছিল বলে আরও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন আপনি। আমার যতদূর মনে হয়, মানুষের চরিত্রের বাজে দিকটাই সবসময় আপনি বড় করে দেখেন। আপনি ধারণা করলেন যে (সে ধারণা ভুল না সঠিক তা বলছি না), মিস গ্রে এমন একজন মহিলা যিনি সর্বদা নিজের আখের গোছাবার "ধান্ধায়" থাকেন। আপনার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহও ছিল না যে, লেডি ক্লার্ক হওয়ার সুযোগটা সে একেবারে লুঁফে নেবে। আপনার ভাইয়ের শরীর-স্বাস্থ্যও ছিল দারুণ। কে বলতে পারে, ভবিষ্যতে হয়তো বাচ্চা-কাচ্চা এসে আপনার উত্তরাধিকার হওয়ার সুযোগটা কেড়ে নেবে।

'আমার ধারণা, আপনার জীবন কেটেছে হতাশার মধ্যে। আপনি হচ্ছেন গড়িয়ে যাওয়া পাথরের মত, যার শরীরে কোন শৈবাল লেগে নেই। ভাইয়ের ঐশ্বর্যের কারণে তাঁর প্রতি আপনার ছিল তীব্র ঈর্ষা।

'বিভিন্ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা শেষে যখন তার কোন একটা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই মিস্টার কাস্টের সঙ্গে দেখা হয় আপনার। সাথে-সাথেই একটা অসাধারণ আইডিয়া মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আপনার মনে। লোকটার অদ্ভুত নাম, মৃগী রোগ, ক্ষণে-ক্ষণে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া আর নুয়ে পড়া ব্যক্তিত্ব আপনাকে চিৎকার করে জানিয়ে দেয়, বলির পাঁঠা হওয়ার জন্য এর চাইতে উপযুক্ত লোক আর দ্বিতীয়টি নেই। বর্ণমালা অনুসরণের চিন্তাটা হয়তো তখনই আপনার মনে আসে। কারণ কাস্টের নামের আদ্যক্ষর—এ বি সি।

'আপনার ভাইয়ের নামের শুরু "সি" দিয়ে আর তিনি

BanglaBook.org

থাকেনও চার্চস্টনে, এই দুটো ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আপনি পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করেন। এমনকী আপনি কাস্টকে তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবে আমার মনে হয় না, কাজটা যে এতটা ফলপ্রসূ হবে সেটা আপনি তখনই নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন!

'সত্যিই অসাধারণ ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা আপনার। প্রথমে কাস্টের নামে আপনি একগাদা মোজার বাক্স পাঠিয়ে দিলেন। অবিকল একই রকম বাক্সে পুরে নিজে পাঠালেন কিছু এ বি সি গাইড। একটা ফার্মের নাম ভাঙিয়ে তাকে চিঠি লিখে চাকরি আর কমিশনের প্রস্তাব দিলেন। এতদূর পর্যন্ত আপনি পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন যে, আগে থেকেই সবগুলো চিঠি টাইপ করে রেখেছিলেন। এরপর যে মেশিন ব্যবহার করে টাইপ করেছিলেন, সেটাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কাস্টের কাছে!

'এবার বাকি রইল "এ" আর "বি" দিয়ে শুরু হয় এমন দুই শহর এবং ওই দুই অক্ষর দিয়ে নাম, এমন অধিবাসী খুঁজে বের করা। "এ"-এর জন্য বেছে নিলেন অ্যাণ্ডোভারকে আর প্রাথমিকভাবে রেকি করার পর ঠিক করলেন মিসেস অ্যাশার হবে আপনার প্রথম শিকার। মহিলার নাম বড়-বড় অক্ষরে দোকানের ওপর লেখা ছিল, এ-ও জানতে পারলেন, তিনি সাধারণত দোকানে একাকীই থাকেন। ব্যস, প্রথম শিকারটা পেয়ে গেলেন আপনি!

'পরের বারের জন্য আপনি নতুন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন। কেননা দোকানে একাকী থাকেন, এমন সব মহিলাকে অ্যাণ্ডোভারের ঘটনার পর সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। আমার মনে হয়, আপনি বেশ কিছু ক্যাফে আর চায়ের দোকানে বার-বার গিয়ে ওখানকার ওয়েট্রেসদের সাথে গল্প-গুজব করে ওদের নাম জেনে নিতেন। বেটি বার্নার্ডকে খুঁজে পেতে খুব একটা কষ্ট

করতে হয়নি আপনাকে। ঠিক এধরনের মেয়েই আপনি মনে-মনে খুঁজছিলেন। বারকয়েক মেয়েটাকে ঘুরতে নিয়ে গেলেন। ওকে জানালেন, আপনি বিবাহিত। তাই এই ঘুরে বেড়ানোর কথাটা গোপন রাখতে চান।

'পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপ শেষ হয়ে গেলে কাজে নেমে পড়লেন আপনি! অ্যাণ্ডোভারের লিস্টটা কাস্টকে পাঠালেন, নির্ধারিত দিনে তাকে যেতে বললেন সেখানে। আর এদিকে আমাকে পাঠালেন আপনার প্রথম চিঠিটা।

'নির্দিষ্ট দিনে আপনি অ্যাণ্ডোভারে গিয়ে মিসেস অ্যাশারকে খুন করলেন। সফলভাবে সংঘটিত হলো আপনার প্রথম হত্যাকাণ্ড।

'সাবধানতার জন্য দ্বিতীয় খুনটা আপনি নির্ধারিত দিনের একদিন আগেই করে ফেললেন। আমি মোটামুটি নিশ্চিত, বেটি বার্নার্ডকে চব্বিশে জুলাই-এর মাঝরাতের অনেক আগেই খুন করা হয়েছে।

'এবার আসা যাক তিন নম্বর খুনে, যেটার জন্য এতকিছু।

'এই রহস্যটা সমাধানের পুরো কৃতিত্ব হেস্টিংসের। অন্য কেউ লক্ষ করেনি এমন মাত্র একটা বিষয়ে মন্তব্য করে পুরো রহস্যের সমাধান আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে সে।

'ও বলেছিল, ইচ্ছে করেই তৃতীয় চিঠিটা ভুল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে!

'একদম ঠিক বলেছে সে!

'এই একটা কথার মধ্যেই, আমাকে এতদিন ধরে বোকা বানিয়ে রাখা প্রশ্নটার উত্তর লুকিয়ে আছে। কেন এরকুল পোয়ারোর মত এক প্রাইভেট ডিটেকটিভকে চিঠি পাঠানো হলো? কেন পুলিসকে পাঠানো হলো না?

'আমি ধরে নিয়েছিলাম, কারণটা হয়তো ব্যক্তিগত।

BanglaBook.org

'কিন্তু না! চিঠিটা আমাকে পাঠানো হয়েছিল, এর মূল কারণ হলো–আপনার পরিকল্পনা সফল করার জন্য তৃতীয় চিঠিটাকে ভুল ঠিকানায় যেতেই হত। আর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নামে পাঠানো চিঠি কি ভুল ঠিকানায় যেতে পারে? পারে না। তাই আপনার দরকার ছিল একটা ব্যক্তিগত ঠিকানার। আমি যেহেতু মোটামুটি পরিচিত একজন মানুষ এবং এমন চিঠি পেলে পুলিসের কাছে অবশ্যই যাব, তাই আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন আপনি। বিদেশিকে বোকা বানানোর বাড়তি মজাটা তো আছেই।

'খামের ওপর ঠিকানাটাও খুব ধূর্ততার সাথে লিখেছিলেন আপনি–হোয়াইটহ্যাভেন–হোয়াইটহর্স–ভুল হতেই পারে। হেস্টিংস বাদে আর কেউ নগ্ন সত্যটা ধরতেই পারেনি!

'চিঠিটা পাঠানোই হয়েছিল যেন তা ভুল ঠিকানায় যায়! পুলিস যেন খুন হয়ে যাবার পরই কেবল কাজে নামতে বাধ্য হয়।

'স্যর কারমাইকেলের সন্ধ্যায় ভ্রমণের অভ্যাস ছিল, একারণেই খুনটা করার একটা সহজ সুযোগ পেয়ে যান আপনি। সবার মনে এ বি সি-র ভয় এতটাই জেঁকে বসেছিল যে, আপনার জড়িত থাকার সম্ভাবনাটা কারও মাথাতেই আসেনি।

'স্যর কারমাইকেলকে খুন করার মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূরণ হলো আপনার। আরও খুন করার কোন ইচ্ছাই আপনার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে থেমে গেলেও তো বিপদ, তাই না? যে কারও মনে সন্দেহ মাথাচাড়া দিতে পারে।

'মিস্টার কাস্টকে আপনার বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনাটা খুব ভালভাবে কাজে লেগে গেল। কেননা তিনটা খুনের অকুস্থলে সে উপস্থিত থাকলেও, কারও নজরই তার ওপর পড়েনি! আসলে সে মানুষটাই অমন। এমনকী

BanglaBook.org

কোম্বসাইডে যে-সে গিয়েছিল, সে কথাও কেউ উল্লেখ করেনি। মিস গ্রের মাথা থেকেও ব্যাপারটা পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছিল।

'আপনার বেপরোয়া মন সিদ্ধান্ত নিল, আরেকটা খুন করতে হবে, তবে এবার খুনি ধরা পড়বে। ডনকাস্টারে সবার অলক্ষে রেস কোর্স ত্যাগ করলেন আপনি।

'আপনার পরিকল্পনা ছিল একদম সহজ-সরল। আপনি তো এমনিতেই অকুস্থলে থাকবেন, মিস্টার কাস্টের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে তার ফার্মের পাঠানো নির্দেশনামা। আপনার পরিকল্পনা ছিল, লোকটাকে অনুসরণ করে, ভাগ্যের ওপর ভরসা করা। কপাল ভাল, বরাবরের মত এবারেও ভাগ্য আপনাকে নিরাশ করেনি। মিস্টার কাস্ট একটা সিনেমা হলে প্রবেশ করল, সেই সাথে আপনিও। লোকটার কয়েকটা আসন দূরেই ছিলেন আপনি। সে যখন উঠে দাঁড়াল, আপনিও দাঁড়ালেন। হোঁচট খাবার ভান করে, সামনের সারিতে বসে থাকা এক তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষকে ছুরিকাঘাত করলেন। গাইডটা আলতো করে দুই হাঁটু দিয়ে গলিয়ে দিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে ধাক্কা খেলেন মিস্টার কাস্টের সাথে। সেই ফাঁকে ওর কোটের হাতায় ছুরিটা মুছে ঢুকিয়ে দিলেন তার পকেটে!

'"ডি" দিয়ে শুরু এমন কাউকে খুঁজতেই যাননি আপনি। যে কোন একজনকে খুন করতে পারলেই হত আপনার! কারণ আপনার জানা ছিল, অন্য কোন অক্ষর দিয়ে নাম শুরু এমন কাউকে খুন করলে সবাই ধরে নেবে এ বি সি ভুল করেছে। আর সিনেমা হলের মত একটা জনাকীর্ণ জায়গায়, খুন হওয়া লোকটার ধারে-কাছে "ডি" দিয়ে নাম শুরু এমন কেউ না কেউ তো থাকবেই। পুলিস ধরে নেবে, সে-ই ছিল এ বি সি-র প্রকৃত শিকার।

'এবার, বন্ধুরা, আসুন আমরা নকল এ বি সি, অর্থাৎ মিস্টার

BanglaBook.org

কাস্টের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে দেখি।

'অ্যাণ্ডোভারের খুনটা ওর ওপর কোন প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু বেক্সহিলের খুনটা ওকে হতবাক করে দিয়েছিল—কেননা খুনের সময় যে ওখানেই ছিল সে!

'এরপর ঘটল চার্চস্টনের খুনটা। খবরের কাগজে ছাপা হলো—অ্যাণ্ডোভারের খুনটাও এ বি সি করেছে। এবার নাড়া খেল কাস্ট। অ্যাণ্ডোভার, বেক্সহিল, চার্চস্টন—তিন জায়গায় এ বি সি আঘাত হেনেছে। আর সব ক্ষেত্রেই ঘটনার সময় অকুস্থলে উপস্থিত ছিল সে। মৃগী রোগে আক্রান্ত রোগীরা আচ্ছন্ন অবস্থায় কী করেছে, পরে আর তা মনে করতে পারে না...তার উপর কাস্ট ভীষণ নার্ভাস, সেই সাথে অতি অল্পেই ভেঙে পড়া স্বভাবের মানুষ।

'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে সে পেল ডনকাস্টারে যাবার আদেশ।

'ডনকাস্টার! এ বি সি তো পরের খুনটা ডনকাস্টারেই করবে! সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল, ভাগ্যের খেলা সব। এরপর নিজের উপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সে। বাড়ির মালকিনের উৎসাহী প্রশ্নের জবাবে আতঙ্কিত হয়ে বলে ফেলে, চেলটেনহ্যামে যাচ্ছে সে।

'কিন্তু ডনকাস্টারেই যায় সে, কারণ এটাই তার কর্তব্য ছিল। বিকালে সিনেমা দেখতে যায়, হলের অন্ধকার পরিবেশে খানিকক্ষণের জন্য হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছিল সে।

'ভেবে দেখুন, হোটেলে ফিরে যখন কোটের হাতায় রক্ত আর পকেটে ছুরিটা খুঁজে পায়, তখন তার মনের অবস্থা কী হয়েছিল! নিজের প্রতি তার অনুমানটা তখন নিশ্চয়তায় পরিণত হয়!

'সে ভাবতে শুরু করে, এ বি সি আর কেউ নয়, সে নিজেই!

BanglaBook.org

মাথাব্যথা আর স্মৃতিভ্রষ্টতার কথা মনে পড়ে তার। নির্মম সত্যটা নিয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না। সে, আলেকজাণ্ডার বোনাপোর্ট কাস্ট, একজন রক্তপিপাসু খুনি!

'এরপর কাস্টের আচরণ হয়ে যায় শিকারীর হাত থেকে পলায়নরত প্রাণীর মত। চটজলদি লণ্ডনে ফিরে আসে, কারণ এখানে সে নিরাপদ। আশপাশের সবাই জানে, এই ক'দিন চেলটেনহ্যামে কাটিয়ে এসেছে সে। কাজটা বোকার মত হলেও, ছুরিটা সঙ্গে করে নিয়ে আসে কাস্ট, লুকিয়ে রাখে হল স্ট্যাণ্ডের আড়ালে।

'একদিন আচমকা ওকে সাবধান করে দেয়া হয়, জানানো হয় যে পুলিস আসছে। ওরা জেনে ফেলেছে সব! শেষ হয়ে গেছে সবকিছু!

'আতঙ্কিত প্রাণীর মতই নিজের জান বাঁচাতে ছুটতে শুরু করে সে...

'অ্যাণ্ডোভারে সে কেন গিয়েছিল, সেটা বলতে পারব না। অনেক কারণ থাকতে পারে। হয়তো ও চেয়েছিল যেখানে সবকিছু শুরু হয়েছিল সে জায়গাটা একবার ভালমত দেখতে...

'টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল ওর...পা দুটো যেন নিজ থেকেই হেঁটে যাচ্ছিল পুলিস স্টেশনের দিকে।

'কিন্তু দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে, কে না ফুঁসে ওঠে? মিস্টার কাস্ট বিশ্বাস করে যে, খুনগুলো সে-ই করেছে কিন্তু নিজেকে সে নিরপরাধ দাবি করে। মরিয়া হয়ে জানায়, দ্বিতীয় খুনের ক্ষেত্রে ওর অ্যালিবাই আছে। অন্তত বেটি বার্নার্ডের খুনের দায় ওর ঘাড়ে চাপানো যায় না।

'যা বলছিলাম, লোকটাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, খুনি হতে পারে না সে। এ-ও টের পেলাম আমার নামটা ওর কাছে কোন গুরুত্বই বহন করে না। যদিও

BanglaBook.org

নিজেকে যে সে দোষী ভাবছে, সেটা স্পষ্ট ছিল।

'নিজের অপরাধ যখন আমার কাছে স্বীকার করল ও, তখনই নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে আমার তত্ত্বটা একেবারে সঠিক।'

'আপনার তত্ত্ব,' বললেন ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক, 'একেবারে ভুল!'

মাথা নাড়ল পোয়ারো। 'না, মিস্টার ক্লার্ক। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আপনাকে সন্দেহ করেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই ছিলেন। কিন্তু একবার আপনার ওপর সন্দেহ এসে পড়তেই একে-একে সব প্রমাণ এসে ধরা দিয়েছে আমার কাছে।'

'প্রমাণ?'

'হ্যাঁ। অ্যাণ্ডোভার আর চার্চস্টনে খুন করার অস্ত্র হিসেবে আপনি যে ছড়িটা ব্যবহার করেছেন, সেটা আমি কোম্বসাইডে একটা কাবার্ডে খুঁজে পেয়েছি। একেবারে সাধারণ একটা ছড়ি, মাথায় একটা নবের মত হ্যাণ্ডেল। হ্যাণ্ডেলের কিছু কাঠ সরিয়ে সেখানে লেড ঢালা হয়েছে। ছয়জনের ছবির মধ্যে থেকে আপনার ছবি সনাক্ত করতে পেরেছে ডনকাস্টারের হলে উপস্থিত থাকা দু'জন দর্শক। বেক্সহিলে আপনাকে সনাক্ত করেছে মিলি হিগলি এবং দ্য স্কারলেট রানার রোডহাউসের একটা মেয়ে।

'ঘটনার দিনে বেটিকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন আপনি। আর সবচেয়ে নিরেট প্রমাণটা আপনি বলতে গেলে নিজেই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কাস্টের টাইপ রাইটারে আপনার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আপনি যদি নিরপরাধই হবেন, তাহলে ওখানে আপনার আঙুলের ছাপ গেল কী করে?'

পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকার পর ক্লার্ক বললেন, 'সব শেষ তাহলে! তাই না? শেষ পর্যন্ত আপনারই জয় হলো, মিস্টার পোয়ারো! তবে আপনার সাথে খেলাটা সত্যিই বেশ জমে উঠেছিল!' অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পকেট থেকে একটা ছোট

BanglaBook.org

অটোমেটিক পিস্তল বের করে নিজের কপালে ঠেকালেন তিনি।

চিৎকার করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। অপেক্ষা করলাম বিকট একটা গুলির শব্দ শোনার।

কিন্তু এল না সে শব্দটা, শুধু হ্যামার আছড়ে পড়ায় 'খট' করে একটা আওয়াজ হলো। পিস্তলের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ক্লার্ক, রেগেমেগে ভাগ্যকে গালাগাল করতে শুরু করলেন।

'না, মিস্টার ক্লার্ক,' শান্ত গলায় বলল পোয়ারো। 'আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন, আজকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়েছে নতুন একজন পরিচারক। তাকে আমার বন্ধু বলতে পারেন; হাত সাফাইয়ের কাজে ভীষণ দক্ষ ও। আপনার পকেট থেকে পিস্তলটা সরিয়ে সেটা আনলোড করেছে সে, তারপর আপনার অলক্ষেই আবারও ঢুকিয়ে রেখেছে যথাস্থানে।'

'হতচ্ছাড়া বেয়াদব বিদেশি কোথাকার!' চিৎকার করে উঠলেন ক্লার্ক। রাগে বেগুনি বর্ণ ধারণ করেছে তার চেহারা।

'আপনার অনুভূতি বুঝতে পারছি, মিস্টার ক্লার্ক। কিন্তু সহজ মৃত্যু কপালে নেই আপনার। আপনি মিস্টার কাস্টকে জানিয়েছিলেন, ডুবে মরতে-মরতে দু'বার বেঁচে গিয়েছেন আপনি। তবে এবারে আপনার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিণতি অপেক্ষা করছে।'

'তুই...' আর কিছু বলতে পারলেন না ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক। চেহারা লাল হয়ে আছে, হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ।

পাশের ঘর থেকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দু'জন গোয়েন্দা বেরিয়ে এল। তাদের মাঝে একজন ইন্সপেক্টর ক্রোম। এগিয়ে এসে প্রথা পালন করল সে, বলল—'আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আপনি যা-ই বলেন না কেন, এখন থেকে সেটা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে।'

BanglaBook.org

'তার যা বলার বলেছে সে,' নিস্পৃহ গলায় বলল পোয়ারো, তারপর ফিরে তাকাল ক্লার্কের দিকে। 'নিজেকে নিয়ে সূক্ষ্ম একটা অহংবোধ আছে আপনার, মিস্টার ক্লার্ক। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি মোটেও সম্মান পাওয়ার যোগ্য নন। প্রতারণা করেছেন আপনি, মোটেই খেলোয়াড়োচিত আচরণ করেননি...'

পঁয়ত্রিশ

পরিসমাপ্তি

ক.

বলতে লজ্জাই লাগছে, ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ককে যখন নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম!

খানিকটা বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকাল পোয়ারো।

'হাসছি তোমার কথা শুনে, পোয়ারো। ওই যে বললে, লোকটার অপরাধ খুব একটা খেলোয়াড়োচিত ছিল না।' হাসতে-হাসতে কথা বলার চেষ্টা করায় খাবি খেতে হলো আমাকে।

'কথাটা কিন্তু সত্যি। খুব খারাপ কাজ করেছে লোকটা...নাহ্, ভ্রাতৃহত্যার কথা বলছি না। অভাগা এক লোককে জীবন্মৃত বানিয়ে ফেলার কথা বলছি। শেয়ালকে পাকড়াও করে খাঁচায় পুরে রাখা, আর সেটাকে কখনও মুক্তি না দেয়া! এই আচরণকে আর যে যা-ই বলুক, আমি অন্তত

BanglaBook.org

খেলোয়াড়সুলভ বলতে পারি না!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেগান বার্নার্ড। 'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। একদমই না। আচ্ছা, আসলেই কি...?'

'হ্যাঁ, মাদামোয়াজেল। দুঃস্বপ্নের এখানেই পরিসমাপ্তি।'

পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে গেল মেয়েটা।

কিন্তু পোয়ারোর নজর তখন ডোনাল্ডের দিকে। 'মাদামোয়াজেল মেগান প্রথম থেকেই ভয় পেয়ে এসেছেন যে, আপনিই দ্বিতীয় খুনটি করেছেন।'

ডোনাল্ড ফ্রেজার নিচু গলায় জবাব দিল, 'সে ভয়টা আমি নিজেও পাচ্ছিলাম।'

'ওই স্বপ্নগুলোর কারণে তো?' যুবকের আরেকটু কাছে ঘেঁষে এল পোয়ারো; আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, 'আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা একেবারেই সহজ। আপনি টের পাচ্ছিলেন যে, এরই মধ্যে এক বোনের স্মৃতি আপনার মন থেকে মুছে যাচ্ছে, সেই জায়গা দখল করে নিচ্ছে আরেক বোন! মাদামোয়াজেল মেগান আপনার হৃদয় থেকে তাঁর বোনকে সরিয়ে দিচ্ছে! কিন্তু বেটির মৃত্যুর এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন ঘটাটা আপনি মেনে নিতে পারছিলেন না, নিজেকে আপনার বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হচ্ছিল। তাই এই চিন্তাটাকেই মেরে ফেলতে চাইছিলেন! এই হলো আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।' '

তখুনি ডোনাল্ডের দৃষ্টি চলে গেল মেগানের দিকে।

'বেটিকে ভুলে যেতে ভয় পাবেন না,' পোয়ারো নরম গলায় বলল। 'তিনি আসলে মনে রাখার যোগ্যই নন। মাদামোয়াজেল মেগানের মত মেয়ে লাখে একটা মেলে না!'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডোনাল্ড ফ্রেজারের চোখ। 'আমার বিশ্বাস, আপনি ঠিকই বলেছেন।'

পোয়ারোকে ঘিরে ধরে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলাম

BanglaBook.org

আমরা।

'আচ্ছা, পোয়ারো, তুমি যে সবাইকে ওই প্রশ্নগুলো করলে, তাতে কী লাভ হলো?'

'কয়েকটা প্রশ্ন তো একেবারে বেহুদা ছিল। তবে যা জানতে চেয়েছিলাম, জানতে পেরেছি। জানলাম, ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক প্রথম চিঠি পোস্ট করার সময় লণ্ডনে ছিল। মাদামোয়াজেল থোরাকে যখন প্রশ্ন করি, তখন লোকটার চেহারা কেমন হয়, তা-ও জানতে চেয়েছিলাম। চমকে উঠেছিল সে, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। ওর চোখে আমি যুগপৎ ঘৃণা আর ক্রোধ দেখতে পেয়েছিলাম।'

'আপনি আমার অনুভূতির দিকে একটুও খেয়াল করেননি,' অনুযোগের সুরে বলল থোরা।

'আপনিও তো আমার প্রশ্নের সত্য উত্তরটা দেননি, মাদামোয়াজেল,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল পোয়ারো। 'আপনার দ্বিতীয় ভরসাও তো হাতছাড়া হয়ে গেল। ফ্রাঙ্কলিন ক্লার্ক আর তাঁর ভাইয়ের সম্পত্তি পাচ্ছেন না।'

ঝট করে মাথা তুলল মেয়েটা। 'এখানে বসে-বসে এই অপমান সহ্য করার আর কোন দরকার আছে কি?'

'একদম না,' বলে দরজাটা খুলে ধরল পোয়ারো। বেরিয়ে যাওয়ার ভদ্র ইঙ্গিত।

'আঙুলের ছাপটাই কিন্তু বাজিমাত করেছে, পোয়ারো,' চিন্তামগ্ন সুরে বললাম। 'ওটার কথা বলার সাথে-সাথেই লোকটা ভেঙে পড়েছিল।'

'হুম, আঙুলের ছাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, হেস্টিংস,' মুচকি হেসে বলল পোয়ারো। 'তবে ওটা আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই বলেছি।'

'মানে কী, পোয়ারো?' এবার আসলেই চিৎকার করে

BanglaBook.org

উঠলাম। 'মিথ্যা বলেছ? কথাটা তাহলে সত্যি না?'

'এক বিন্দুও না, মন অ্যামি,' হাসিমুখে বলল এরকুল পোয়ারো।

খ.

কয়েকদিন পর, মি. আলেকজাণ্ডার বোনাপোর্ট কাস্ট যে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল, সে কথা না বললেই নয়। পোয়ারোর হাত ধরে বহুবার ঝাঁকানোর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টার পর উঠে দাঁড়াল মি. কাস্ট।

অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'জানেন, একটা খবরের কাগজ একশো পাউণ্ডের বিনিময়ে আমার গোটা জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপাতে চাইছে! একশো পাউণ্ড...আমি যে আসলে কী করব, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে কিন্তু কোনমতেই রাজি হতাম না,' উৎসাহী গলায় বলল পোয়ারো। 'গ্যাঁট মেরে বসে থাকুন তো। পাঁচশো পাউণ্ডের নিচে একদম রাজি হবেন না। আর একটা মাত্র খবরের কাগজে আটকে রাখবেন না নিজেকে।'

'আপনার কি আসলেই মনে হয় যে, আমি...আমি...'

'আপনাকে একটা ব্যাপার উপলব্ধি করতে হবে,' হাসতে-হাসতে বলল পোয়ারো। 'আপনি এখন বিখ্যাত একজন মানুষ। এক হিসেবে বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি আপনি।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল মি. কাস্ট, চেহারায় আনন্দের দ্যুতি খেলা করছে।

'একদম ঠিক বলেছেন আপনি! বিখ্যাতই তো! সবগুলো খবরের কাগজে কেবল আমার নাম! আপনার পরামর্শ আমি মাথা পেতে নিলাম। টাকাটা খুব কাজে আসবে আমার। ছুটি

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কাটাব ভাবছি...ওহ্, লিলি মারব্যারির বিয়েতে একটা উপহারও দেব সেই টাকা দিয়ে। খুব ভাল মেয়ে লিলি, বুঝেছেন, মিস্টার পোয়ারো!'

উৎসাহ দেয়ার জন্য লোকটার কাঁধে আলতো করে চাপড় দিল পোয়ারো। 'খুব ভাল পরিকল্পনা করেছেন। জীবনকে উপভোগ করুন। ভাল কথা, একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞকে নিজের চোখজোড়া একবার দেখাতে ভুলবেন না যেন। আপনার নতুন চশমা লাগবে মনে হচ্ছে, মাথাব্যথাটাও মনে হয় সেজন্যই হচ্ছে।'

'সত্যি...? আমার মাথাব্যথার কারণ চোখের সমস্যা?'

'আমার সেরকমই ধারণা।'

আবারও উষ্ণভাবে করমর্দন করল মি. কাস্ট। 'আপনি সত্যিই একজন মহান মানুষ, মিস্টার পোয়ারো।'

পোয়ারো হাসিমুখে প্রশংসাটুকু গ্রহণ করল। যদিও বিনয় দেখানোর বৃথা একটা চেষ্টা করেছিল সে।

মি. কাস্ট বের হয়ে যাওয়ার পর হাসি মুখে আমার দিকে তাকাল পোয়ারো। বলল, 'তাহলে, হেস্টিংস, আরেকবার একসঙ্গে শিকার করলাম আমরা। তাই না? জয় হোক এই খেলার।'

***